রামায়ণ।

প্রথম খণ্ড।

(আদিকাণ্ড হইতে সুন্দরকাণ্ড)

মহর্ষি বাল্মীকির আদিকাব্যের পদ্যে মর্ম্মানুবাদ।

কিষণগঞ্জ হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার

শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বি,এ; বি, এল;

প্রণীত।

প্রকাশক

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং,

৮ ও ৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

পিতৃচরণে

ভূমিকা।

কবিগুরু বাল্মীকির মহাগ্রন্থের অনুবাদ এ নূতন নহে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পর বহু প্রতিভাসম্পন্ন লেখক এই পথে লেখনী চালনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃত্তিবাসের "যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই"। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে এই কবিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই কৃত্তিবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী— সকলেরই গ্রন্থ কালগর্ভে বিলীন হইতে যাইতেছে। আর একদল কবি কৃত্তিবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন—তাঁহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণে "বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়াছেন" ও "নামগোত্রশূন্য হইয়া মহাকবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন।" কৃত্তিবাসী রামায়ণ বঙ্গের জাতীয় গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণকে কবিগুরু বাল্মীকির আদি-কাব্যের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। "ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্পায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই।" কেহ কেহ মনে করেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথমে মূলানুযায়ী ছিল, পরবর্ত্তী কবিগণের প্রক্ষিপ্ত রচনায় উহা রূপান্তরিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ আবিষ্কার করিবার জন্য এখন বহু চেষ্টা হইতেছে। আমার বিশ্বাস, উহা আবিষ্কৃত হইলেও ভাষায় প্রকৃত রামায়ণের অভাব পূর্ণ হইবে না। কৃত্তিবাসের বঙ্গভাষা ও সাধারণ শ্রোতা বাল্মীকির ভাবসম্পদ্ ধারণ করিবার উপযুক্ত ছিল না। তার পর ক্রমে ক্রমে যেমন ভাষার পুষ্টি হইতে লাগিল, অমনি বহু কবি প্রকৃত রামায়ণ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মোটকথা, প্রকৃত রামায়ণের অভাব বঙ্গসাহিত্যে বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে।

এই গ্রন্থরচনায় আমি যে নীতির অনুসরণ করিয়াছি তাহা

হরিতে ধরার ভার, পালিতে ভুবন
কতবার নরদেহ করেছ ধারণ!
কত দৈত্য দানবের মহা-অত্যাচার
হ'য়েছে ধরণীপৃষ্ঠে কত শত বার,
ধরমের ক্ষীণ আলো নিবিয়া গিয়াছে,
কতবার অন্ধকার জগৎ ঘিরেছে!
অভয়মূরতি ধরি' আসিয়াছ তুমি,
দূর করি' পাপ তাপ রেখেছ এ ভূমি!
এ তোমার লীলাভূমি, তোমারি এ ঠাঁই—
ধরণীর সৌভাগ্যের সীমা বুঝি নাই!

আলোড়ি' ত্রিলোক যা'র দূত অগণন
মথিয়া সাগরবারি করিত ভ্রমণ,
ভীত দেবগণ যার নন্দনের ফুলে
সাজা'য়ে সুরভি অর্ঘ্য দিত পদমূলে,
কাঁপিত ত্রিলোকবাসী কটাক্ষে যাহার,
মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার, আতঙ্ক সবার,
সৃষ্টির কণ্টক সেই দুর্জ্জয় রাবণ—
দূত তার লণ্ডভণ্ড করিল ভুবন!
ভারতের তপোবন, শান্তির আলয়,
ভাঙ্গিয়া মথিয়া দিল রাক্ষস দুর্জ্জয়,
ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদে পূর্ণ হ'ল বন—
অমনি আসিলে তুমি, দেব নারায়ণ।
বধিয়া রাবণে ধর্ম্ম আনিলে আবার,
প্রণিপাত বিশ্বপতি। চরণে তোমার।

প্রণমিনু মহা-ঋষি, করুণাসাগর,
কবিগুরু, কবিতার গোমুখীনির্ঝর!
বাণবিদ্ধ পক্ষী হেরি' কাঁদে যাঁর প্রাণ,
ছুটে পুণ্য গঙ্গাসম কবিতা-তুফান!
প্রকৃতির প্রিয় কবি, সরলতাময়,
কত কালিদাস করে চরণ আশ্রয়!
যত দিন র'বে ধরা, বাজিবে তোমার
রামনামে সাধা বীণা; সুধা দেবতার
পান করি' মর্ত্ত্যভূমি হইবে অমর,
গা'বে তব যশোগাথা যুগযুগান্তর।
কি বুঝিব তত্ত্ব তব মহাপ্রতিভার?
"ক্ষম অপরাধ—পদ পরশি তোমার!

প্রণমিনু ফুলিয়ার মুখুটিভূষণ,
কলকণ্ঠ কৃত্তিবাস, অমর ব্রাহ্মণ;
মুখরিত বঙ্গভূমি রামনামে যাঁর,
স্নেহময় পিতা যিনি বঙ্গকবিতার!
রামায়ণ-কবি যত, না যায় গণন,
প্রণমিনু ভক্তিভরে সবার চরণ।

সূচীপত্র।

আদিকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

আরণ্যকাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

সাগর-লঙ্ঘন।

অচল-শিখরে উঠি' পবননন্দন
সাগরের পারে লঙ্কা করয়ে স্মরণ ;
নমে সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, প্রজাপতি পায়,
পূর্ণিমার সিন্ধুসম শরীর বাড়ায়,
হৃদয়ে রুধিয়া প্রাণ নেহারে আকাশ,
জ্বলে দু'নয়ন দীপ্ত পাবকসঙ্কাশ !
গিরি'পরে গিরি যেন, প্রকাশে শরীর,
আলোড়িয়া মহাসিন্ধু গরজে গভীর !
কেঁপে উঠে মহাগিরি চরণ-তাড়নে,
ঝরে কুসুমের রাশি—কুসুমভূষণে
সাজে পুষ্পময় গিরি ; ছুটে কলকল
শত প্রস্রবণ ; জ্বলে চণ্ড দাবানল
শিখরে শিখরে তার ; ভীম অজগর
দংশে শিলা, উগারিয়া পাবক প্রখর !
ফাটে বুঝি মহাগিরি উগারি' অনল—
উঠে শৃঙ্গতল ছাড়ি' বিদ্যাধরদল
আকাশ উজলি'—ত্রস্ত সচকিত-আঁখি
এলায়ে নিবিড় বেণী, কণ্ঠে বাহু রাখি'

হাসে বিদ্যাধরী; রহে শৈলশিরে পড়ি'
অধরচুম্বিত মধু, সোনার গাগরী,
বিচিত্র আসন কত, ভক্ষ্য সুরসাল,
তানভরা বীণা, কোষবদ্ধ করবাল!
দাঁড়া'য়ে অচলশিরে কহে হনুমান,
গরজি' গভীর কণ্ঠে জলদসমান,—
"রহ, কপিগণ! সুখে রহ সিন্ধুতীরে—
আমি নেহারিব সীতা রাবণ-মন্দিরে!
রাম-শরাশন ছাড়ি' বজ্রনাদী শর
ছুটে যথা, যা'ব আমি রাবণ-নগর;
লঙ্কার মাঝারে যদি সীতারে না পাই,
রাবণ সহিত লঙ্কা উপাড়িয়া ধাই—"
বলিতে বলিতে বীর ভীম পদভরে
দলিয়া অচল-চূড়া ছুটিল অম্বরে,
পড়ে মহাশিলা ভাঙি'—ধ্বস্ত গিরিবন,
ছুটে বৃক্ষ, পুষ্প, লতা—পশ্চাতে যেমন
বন্ধু অগণিত! উঠে সিন্ধু উথলিয়া,
গরজে বানর-সেনা আকাশ ভরিয়া!
ধায় বায়ুপথে বীর—সহসা তখন
ভেদিয়া সাগরবারি অদ্ভুতদর্শন
উঠিল মৈনাক; জ্বলে শৃঙ্গে শৃঙ্গে তার
কাঞ্চনের রাশি! রহে অদ্ভুত-আকার
কত নাগ, কত যক্ষ পাতাল-নিবাসী,
রহে স্তূপাকার রত্ন মুকুতার রাশি!

'মানব-আকার ধরি' স্বর্ণ-শৃঙ্গ-শিরে
দাঁড়া'য়ে কহিছে গিরি করজোড়ে ধীরে,—
"বস, মহাবল! বস শিখরে আমার,
সাগর-অনিলে খেদ ঘুচায়ে তোমার
দিব উপহার—আমি রেখেছি সাজায়ে
বারুণী সুতার—বস স্বর্ণ-শৃঙ্গ-ছায়ে!"
কহে হনুমান,—"আমি রামকর্ম্মে ধাই—
রামকর্ম্মে শ্রম কোথা—খেদ কোথা ভাই?
কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, কিবা বিভাবরী—
রামকর্ম্মে র'ব আমি আপনা পাশরি'!
নাহি মোর খেদ, সখা! নাহি অবসর—
তোমার বারুণী, তুঙ্গ কনকশিখর
লহ সিন্ধুমাঝে—" এত কহি' মহাবল,
পরশি মধুর হাসি স্বর্ণ-শৃঙ্গ-তল,
উল্কাসম ধায়! দূরে সাগর-বেলায়
প্রকাশে অচল-রাজি, লোহিত সন্ধ্যায়
জ্বলে স্বর্ণচূড়া! দীর্ঘ নারিকেল শিরে
শ্যামল, বঙ্কিম, চারু মহাসিন্ধুতীরে
জ্বলে স্বর্ণকর—দূরে অচল-শিখরে
সন্ধ্যার জলদসম মহাকপি পড়ে।

দ্বিতীয় সর্গ।

নিশীথে লঙ্কা।

অচলশিখরে বসি' পবন-নন্দন
অদূরে কনকলঙ্কা করে দরশন—
শোভে গিরিতটে লঙ্কা ; প্রাসাদচূড়ায়
বাহু প্রসারিয়া যেন আকাশের গায়
উঠিছে নগরী ! কত উপবন-সারি,
কত মনোহর দীঘি, স্নিগ্ধ নীল বারি
করে ঢলঢল ! উঠে জন-কোলাহল
সাগর-কল্লোল-সম ; নিশাচর-দল
অচল-সমান দেহ ফিরে রাজপথে,
পূর্ণ রহে মহাপুরী হস্তী অশ্ব রথে !
দেখিতে দেখিতে রবি স্বর্ণসিন্ধুবুকে
যাইল ডুবিয়া , উড়ে নীড়-অভিমুখে
সাগর ছাড়িয়া পাখী, তীরশাখী যত
বাহু সঞ্চালিয়া ডাকে গৃহজন মত !
আইল শারদ-সন্ধ্যা, সাগর-বাতাস
ছুটে বনে বনে করি' কুসুম প্রকাশ।
শিহরে শালের বন আকাশ পরশি',
শিরে স্বর্ণভার—উঠে খর্জ্জূর উলসি' !
কুসুমে পরাগে গন্ধে পাদপ-মর্ম্মরে
ভ'রে গেল বন ; গাহে সুমধুর স্বরে
বিচিত্র বিহঙ্গ কত—সন্ধ্যার আঁধার
ধীরে গরাসিল সিন্ধু, বেলাচক্র তার !

আকাশ-সমান লঙ্কা উঠিল জ্বলিয়া
দীপের মালায় ; শৈল-শিখর ত্যজিয়া
চলে ধীরে ধীরে কপি—সম্মুখে গভীর
বিশাল পরিখা, বহে সাগরের নীর।
অচল-প্রাচীর উঠে আকাশ পরশি'
ফিরে রক্ষোবীর তাহে, কোষবদ্ধ অসি
ঝঙ্কারে ভীষণ ! কিবা ছার দেহধারী—
না পশে পবন সেথা অচল-সঞ্চারী !
কত কথা ভাবে বীর—কত বা বিষাদ
গরাসে হৃদয় ; লভি' রাম-পরসাদ
জ্বলি' উঠে বীর্য্য পুনঃ ! বিশাল শরীর
সঙ্কোচিয়া ক্ষুদ্র তনু ধরে হরিবীর !
এক লম্ফে উঠে হনু প্রাচীরচূড়ায়,
হেরি' মহাপুরী রহে রোমাঞ্চিতকায় !
উজলি' পূরবাকাশ সহসা তখন
চাঁদ উঠে ভাসি'—পড়ে রজতকিরণ
শৈলে শৈলে রাজপথে গৃহরাজি'পরে,
ভাসে স্বর্ণপুরী যেন সুধার সাগরে !
নাচে তরুরাজি—শিরে চিকণ পাতায়
চূর্ণ চন্দ্রকর ছুটে সহস্র ধারায় !
উঠে উথলিয়া সিন্ধু, ঊর্ম্মিবাহু দিয়া
ধরিয়া চাঁদের মালা, ছুটে কল্লোলিয়া
দিতে উপহার—কূলে কূলে উঠে গান,
ছুটে দিকে দিকে যেন প্রাণের তুফান !

ঝলসে চাঁদের কর ভবন-চূড়ায়,
মুক্ত বাতায়নে পশে বিচিত্র রেখায়!
গাহে মধুপানে ভোর, স্খলিত-নিচোল,
বিলোলনয়না রামা অরুণকপোল।
নূপুর ঝঙ্কারি' কোথা খঞ্জননয়নী
নাচে সৌধশিরে, পিঠে দোলে স্বর্ণফণী!
কোথা প্রণয়ীর কোলে, মদনবিধুর,
সলাজ সরাগ বিধু-বদন মধুর
ঢাকে পাণিপুটে রামা! কোথা বাপীকূলে
সাজায়ে অলকদাম পারিজাত ফুলে
ফিরে নিশাচরী। কোথা বিকটবদন
অচল-সমান-দেহ নিশাচরগণ
ফিরে রাজপথে—কেহ বাহু আস্ফালিয়া
ছাড়ে সিংহনাদ, কেহ আকুল হাসিয়া।
শোভে তীক্ষ্ণ শূল, শক্তি, পট্টিশ কাহার,
জ্বলে চন্দ্রকরে কোথা অসি খরধার।
বিরূপ, বামন কেহ; কেহ তুঙ্গকায়
বর্ম্ম-আবরিত শোভে স্বর্ণশৃঙ্গপ্রায়!
চলে রাজপথে লোক—সাগরসমান
উঠে কলরোল, হেরে পবন-সন্তান।
　গভীর, গভীরতর হইল রজনী—
সুপ্ত মহাপুরী রহে নিরুদ্ধবিপণি!
শোভে পূর্ণশৃঙ্গ শশী শারদ-আকাশে—
সুনীল তড়াগে যেন রাজহংস ভাসে!

পড়ে চন্দ্রকর পথে, গৃহরাজিগায়—
রজনী সোহাগে যেন চন্দন ছিটায়!
ঘুমায় রাক্ষসপুরী—ম্লান দীপমালা,
সাগর-অঞ্চলে রহে চন্দ্রকর ঢালা;
গলিয়া পড়িছে যেন কৌমুদীর বাস
তুঙ্গ শৈলবুকে, বহে মৃদুল নিশ্বাস,
শিহরে কাননরাজি—শিথিল কুন্তল;
রহিয়া রহিয়া সিন্ধু ফুকারে কেবল!
চলে ক্ষুদ্র রূপ ধরি' পবন-নন্দন,
হেরে রাক্ষসের পুরী, বিস্ময়ে মগন!

তৃতীয় সর্গ।

রাবণ-ভবনে।

লঙ্কার মাঝারে পশি' পবন-নন্দন,
রোমাঞ্চিত-কলেবর, করে দরশন
সুপ্ত মহাপুরী! রহে মহাগৃহসারি,
দুয়ারে প্রহরী জাগে ভীম দণ্ডধারী।
প্রসারিত মহাপথ ছায়াপথপ্রায়,
চন্দ্রালোকে দীপমালা প্রকাশ না পায়
প্রাসাদ-সঙ্ঘাত রহে দিক আবরিয়া,
দূরে শৈলমালা রহে মস্তক তুলিয়া
প্রহরীর মত! কভু গৃহরাজি'পরে,
কভু মহাপথে কপি ফিরিয়া সত্বরে

বায়ুসম ধায়—একে একে হেরে কত
নিশাচর-মহাগৃহ দেবগৃহ মত!
　ফিরিয়া নিখিল পুরী পবন-নন্দন
লঙ্কার মাঝারে হেরে রাবণ-ভবন—
তুঙ্গ সমতল শৈল, শিখরে তাহার
শোভে রাজপুরী, উঠে বিশাল প্রাকার
অরুণবরণ; জ্বলে কনকতোরণ,
পুঞ্জীভূত দীপালোক ঝলসে নয়ন!
গভীর পরিখা, তাহে কমলের দল,
মাঝে চন্দ্র-বিম্ব, যেন মরাল ধবল!
বসিয়া প্রাকারশিরে ক্ষুদ্র রূপ ধরি'
হেরি' রাজপুরী কপি উঠিল শিহরি'!
লঙ্কার ভূষণ যেন পুরী শোভা পায়—
রচিত স্বপন যেন দানব-মায়ায়!
কত অশ্ব, কত গজ, মাতঙ্গসঙ্কুল
শোভে সিন্ধুসম পুরী তিমি-সমাকুল!
বিরাজে আপন রূপে উজলি' অম্বর—
শোভিছে অলকা, যেন অমরনগর!
　রাবণ-ভবনে পশি' পবনকুমার
বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে চাহে চারিধার!
বিশাল প্রাসাদ শিরে—মহাস্তম্ভসারি
উঠে পাখা মেলি' যেন; কলাপ প্রসারি'
চূড়ায় দাঁড়ায়ে শিখী! স্ফুট জ্যোছনায়
অমল ধবল শোভা আকাশের গায়

পড়িছে উথলি’! শোভে তরুবীথি কত—
পুন্নাগ পল্লবে সাজে, রুধিরের মত!
মন্দীর রূপের ভারে পড়িছে হেলিয়া,
বকুল গহনতম ছায়া বিছাইয়া
ঘুমাইছে যেন! অশোক কুসুমে সাজে—
অনলের শিখা যেন তরুরাজিমাঝে!
দাঁড়ায় নিশ্চল কপি ঘনতরুতলে
বিচিত্র ছায়ায়—কিবা চন্দ্রবিন্দু জ্বলে
চন্দনের ছিটা যেন! অদূরে সুন্দর
শোভে লতাগৃহ কত; বহিছে নির্ঝর
ছড়ায়ে রতনরাশি কেলি-শৈল-মূলে,
আবৃত ধরণী রহে কুসুমে মুকুলে!
রহে প্রসারিত বাপী, দোলে চন্দ্রহার
নীল জলে তার; কূলে অপূর্ব্ব বাহার
মণিময় ঘাটে—ময়ূর ময়ূরী কত
সোপানে সোপানে রহে রত্নরাশিমত!
দু’পাশে বিছান রহে দূর্ব্বার আসন,
রাজহংসমালা তাহে নয়নরঞ্জন
পুঞ্জীভূত চন্দ্রকরসম! শোভাময়
কত মূর্ত্তি—কত রক্ষঃ করি’ রণজয়
রহে বাজী’পরে! কত দেবমূর্ত্তি রহে—
ধ্যাননিমগন যেন স্বরগ-বিরহে!
অদূরে সরসীজলে কমলের দলে
দাঁড়ায়ে কমলা, কর-কমল-যুগলে

লোহিত কমল; দু’পাশে যুগল করী
পরাগমণ্ডিত শুণ্ডে পুণ্ডরীক ধরি’
ভাসে পদ্মবনে—উড়ে রতন-অঞ্চল,
কিরীটে চাঁদের মালা করে ঝলমল!
হেরি’ সরসীর শোভা পবন-নন্দন
ভাবে এ স্বরগ—কিম্বা গোলোকভুবন!
আপনা ভুলিয়া বীর রহে জড়প্রায়—
চলে তরুপাঁতি ধরি’, অদূরে যথায়
বিশাল প্রাসাদমালা সুধা-ধবলিত
তুষার-অচল যেন রহে উদ্‌ভাসিত।
শুভ্র সোপানের সারি, ধৌত চন্দ্রকরে
রহে প্রসারিত; দু’পাশে স্তবকভরে
মন্দার পড়িছে নুয়ে! অদূরে দাঁড়ায়ে
তুঙ্গ গিরিসম করী। রতন ছড়ায়ে
ঝরে ঝর্‌ঝর্ কত নির্ঝরের মালা,
সোপানে সোপানে রহে ফুলরেণু ঢালা!
ফিরে নিশাচরী কত, মধুপানে ভোর,
করালী ভৈরবী—করে মুষল কঠোর!
কত রথ, কত অশ্ব, বিচিত্র আসন,
রতন কাঞ্চন জ্বলে ঝলসি’ নয়ন!
কত পানভূমি, আর্দ্র মধুর ধারায়,
কত হেমপাত্র পড়ি’! দীপের মালায়
কত আলোকিত কক্ষ! অমলধবল
কত বা রজতস্তম্ভ! কত কক্ষতল

নীলমণিময়! কত রতন-মণ্ডিত
জ্বলিছে মুকুর—কপি স্তব্ধ, সচকিত
হেরি' মূর্ত্তি আপনার! ভাবে মনে মনে,
এ বুঝি মায়ার পুরী রচিত স্বপনে!

চতুর্থ সর্গ।

শয়নকক্ষে।

ধরি' ক্ষুদ্র রূপ কপি কক্ষে কক্ষে ফিরে-
চপল উতলা কভু, কভু চলে ধীরে ;
কভু স্তব্ধ রহে মুগ্ধ আকুল নয়ান,
রাবণ-মহিমা কভু সভয়ে বাখানে!
কভু যেন রহে সুপ্ত, কাহারে ধেয়ায়,
মাণিকখচিত কক্ষ-প্রাচীরের গায়
পরশে বা কভু! কভু শুনে পাতি' কাণ,
ভূষণশিঞ্জিনী মৃদু—পাখী গাহে গান!
বহে মন্দ মন্দ বায়ু মধুগন্ধময়,
রূপ ধরি' কাণে কাণে কথা যেন কয়!
লভিয়া সন্ধান যেন চলে হনুমান—
কনক-সোপানে উঠে কম্পিত-পরাণ!
দাঁড়ায় স্তম্ভিত কপি—সম্মুখে বিশাল
প্রসারিত মহাকক্ষ, যেন ইন্দ্রজাল!
শোভে শুভ্র স্তম্ভসারি—পাণ্ডুর আভায়
ভাসে গৃহ যেন! সারি সারি স্তম্ভগায়

জ্বলে রত্নদীপ। বিচিত্র শয়ন'পর
সুপ্ত লঙ্কাপতি, যেন মন্দর শিখর!
নীল কলেবরে শোভে লোহিত বসন—
সন্ধ্যার জলদসম নিকষা-নন্দন
রহয়ে নিশ্চল; জ্বলে দীপালোকে তার
কণ্ঠে সুবিশাল বক্ষে মণিময় হার!
অঙ্গদমণ্ডিত বাহু পরিঘসমান
চন্দন-চর্চ্চিত; তাহে রহয়ে শয়ান
রমণীর মালা—যেন কমলের বনে
সুপ্ত মহাগজ রহে প্রমোদ-শয়নে!
শ্লথ, বিগলিত কার নীবীর বন্ধন,
আকুল কুন্তল কার ঢেকেছে বদন!
বসন খসিয়া গেছে উরসে কাহার—
জ্বলে স্তনতটে শুভ্র মুকুতার হার,
যেন মরালের পাঁতি! করে কর বাঁধি'
নিমীলিত আঁখিকোণে প্রেমকণা সাধি'
সুপ্ত পতিবুকে কেহ! শিথিল নূপুর,
দলিত তিলক কা'র, ধ্বস্ত কর্ণপূর,
মধুপানে রহয়ে বিভোর! কেহ ধরি'
তানভরা বীণা, কেহ হৃদয়-উপরি
প্রিয় যন্ত্র আপনার, আধেক রাগিণী
গাহিতে গাহিতে, ভাবে এলায়িতবেণী
পড়েছে ঢলিয়া! এলায়ে শিথিল দেহ
দলিত লতার মত, ঘুমাইছে কেহ

রতিখেদভরে! কা'র বদনমুকুল
করে ঢলঢল—কুন্দকোরক অতুল!
তারাসম রূপে কেহ করে ঝলমল;
নীলাব্জবদনী কেহ, প্রদীপ্ত কুণ্ডল
কিবা শোভে গণ্ডমূলে! মেঘসম চুলে
কেহ পরে মুক্তাহার, কেহ বনফুলে
সাজে বনদেবী যেন! নারীর মালায়
মূর্ত্তিমান্ পাপরাশি রাবণ ঘুমায়!
ত্রস্ত—সচকিত কপি ফিরে পায় পায়,
মহাস্তম্ভ আড়ে কভু সভয়ে লুকায়।
পশে বাতায়ন-পথে চন্দ্রকরধারা,
পুন্নাগ-বকুল-গন্ধে বহে মাতোয়ারা
মন্দ সমীরণ—দোলে অশোকের মালা
স্তম্ভরাজি গায়, উড়ে রহি' রহি' আলা
মেঘসম চুল; কভু উড়ায়ে ছুকূল,
টানি' বক্ষোবাস, চুমি' কুন্তলমুকুল
বায়ু করে খেলা! ঘুমায় রাক্ষসপতি,
গাঁথা যেন রহে চারু অযুত যুবতি
ঘিরিয়া তাহায়! সোনার প্রদীপরাজি,
সোনার মানুষ যেন ফুলভারে সাজি'
দাঁড়ায়ে নিশ্চল—উঠে শিহরিয়া কভু,
আবার ঘুমায় হেরি' নিশাচর-প্রভু
চাহে নারী-মুখে! ত্রস্ত দীপশিখাপ্রায়
আকুল বয়ানে কপি ফিরে ফিরে চায়!

হেরে হনুমান কত চম্পকবরণী,
কনকপ্রতিমা, যেন দেবের রমণী!
কভু সীতা ভাবি' কপি চাহে বার বার,
"এ নহে জানকী"—বলি' ফিরয়ে আবার;
"এ যে বিলাসের ছবি—সুখের পুতলী,
কোথা সে বিরহব্যথা—দগ্ধ বনস্থলী'!
এ যে মধুময়ী নারী চটুলনয়নী—
এ নহে তড়িৎময়ী রাঘবঘরণী!
এ যে মধুপানভরা প্রমোদ-শয়ন—
এ নহে মলিন, পাণ্ডু বিরহবদন!
রামের বিরহ জাগে হৃদয়ে যাহার,
এ নহে বিলাসফুল্ল মূরতি তাহার!
কোথা মূর্ত্তিমতী ব্যথা—জনকনন্দিনি!
কোথা রাম নাম জপি' রয়ে'ছ বন্দিনী!
কোথা মা! নিশ্বাসে তোর তপ্ত রক্ষঃপুর—
শান্ত কলগীতি—স্তব্ধ প্রমোদ নূপুর!
কোথা সে সিন্দুর-রেখা রবিসম জ্বলে?
কোথা ধন্য রহে লঙ্কা সতীপদতলে?"
জপে সীতানাম কপি, সীতারে ধেয়ায়—
খুঁজে পাতি পাতি, তবু সীতারে না পায়!

পঞ্চম সর্গ।

বিষাদ।

না লভি' রাবণপুরে সীতার সন্ধান,
প্রাকার-শিখরে পুনঃ উঠে হনুমান!
বিরসবদন বীর ভাবে মনে মনে—
বৃথায় লঙ্ঘিনু সিন্ধু গৃধ্রের বচনে!
খুঁজিনু সীতার লাগি' ধরণী-মণ্ডল—
সাগর, অচল, নদী, সরসী, পল্বল!
দেবের দুর্গম ঠাঁই হেরিনু লঙ্কার—
বৃথা মোর শ্রম—বৃথা পৌরুষ আমার!
তবে কি রহয়ে সীতা নারীগণমাঝে?
রহে কি জানকী সুপ্ত বিলাসের সাজে?
রাবণের ভয়ে সীতা সেবা করে তা'য়?
সতীর পরাণ-ভীতি রহয়ে কোথায়?
কলুষ-ধরণী—হেথা সীতা নাহি রয়!
তবে কি শমন মায়ে দিয়াছে আশ্রয়?
নাহি যদি সীতা, হায়! ফিরিব কেমনে?
কি ব'লে বুঝাব আমি রঘুর নন্দনে!
রহে পথ চাহি' মোর বানরের দল—
কি ল'য়ে ফিরিব আমি বিষাদ-সম্বল!
সীতার বিহনে রাম ত্যজিবে জীবন,
না র'বে ছায়ার মত অনুজ লক্ষ্মণ!
বিষাদে বানর যত ত্যজিবে পরাণ—
রহিবে বানরপুরী বিকট শ্মশান!

না যা'ব, না যা'ব আমি—সাগর-বেলায়
ত্যজিব এ ছার তনু প্রদীপ্ত চিতায়!
রামের করম হায়! রহিল পড়িয়া,
হ'ল না সাধনাসিদ্ধি—পড়িল খসিয়া
কীর্ত্তিপুষ্পমালা! রহিল এ জ্বালা মোর—
রহিল এ শোক বুকে কুলিশকঠোর!
　এত কহি' রহে বীর সমাধি মগন—
প্রকাশে ললাট-তলে, ভাতিয়া নয়ন
অপূর্ব্ব আলোক! উঠে শিহরিয়া বীর,
শোভে কণ্টকিত স্বেদ-প্লাবিত শরীর!
"কেন এ বিষাদ মোর! সীতা যদি নাই,
পাপ নিশাচরে কেন বধিয়া না যাই!
ল'ব কি রাবণে বাঁধি'—আছাড়িয়া তা'য়
সাগরে সাগরে, দিব রঘুপতিপায়
ভূতনাথে পশুবলি সম? জয় রাম!
জয় প্রভু! রঘুনাথ! লোক-অভিরাম!
দাও শক্তিবেগ, প্রভু! শিরায় শিরায়—
তোমার করমযন্ত্র করহ আমায়!"
　এত কহি' উঠে বীর প্রাচীর-চূড়ায়—
হেলিয়া পড়েছে চাঁদ মহাগিরিগায়,
দূরে কল্লোলিত সিন্ধু উঠিছে ফুলিয়া,
বহে শৈলবায়ু তপ্ত ললাট চুমিয়া!
　অদূরে নেহারে বীর অশোকের বন—
শোভে কুসুমিতশির, নয়নরঞ্জন

মহাতরুরাজি! শোভে শৈলগৃহ কত
পাণ্ডুর—চাঁদের করে মহামেঘ মত!
'এখনো রয়েছে রাতি', ভাবে হনুমান,
'খুঁজিব এ গিরিভূমি—প্রমোদ-উদ্যান,
যাবৎ রহিবে প্রাণ খুঁজিব সীতায়—'
বলিতে বলিতে বীর, কণ্টকিতকায়,
ছুটে বায়ুসম! শিহরে পাদপ যত—
বরষে কুসুমরাশি বারিধারা মত!

ষষ্ঠ সর্গ।

অশোকবনে।

পশিয়া অশোকবনে পবন-নন্দন
হেরি' অপরূপ শোভা বিস্ময়ে মগন!
ভরা মধুমাস সদা বিরাজে সেথায়—
কুসুমে পল্লবদলে বিলোল লতায়!
শোভে সহকাররাজি—দোলে অগণন
ললিতপল্লবদল রুধিরবরণ,
কিবা মুকুলের রাশি—মদনের বাণ
গাঁথা সারি সারি; কিবা মাতায়ে পরাণ
মধুগন্ধ বয়! ঝরে ফুলরেণু কত,
শির পরশয়ে তরু সুহৃদের মত
মুকুল-আঙুলে! শোভে সারি সারি শাল,
কেহ পরিয়াছে কিবা পাণ্ডুপত্রজাল—

গৈরিকবসন ! কেহ মেলি' অগণন
অরুণ পল্লবকর, ললিত, চিক্কণ,
ডাকে বায়ুসুতে ; কেহ ধরিয়াছে শিরে
নবীন মঞ্জরী ; উঠেছে কাহারে ঘিরে
পলাশ-বল্লরী ! শোভে অশোকের মালা,
ফুটেছে পলাশ, করি' বনভূমি আলা !
কাঁপায়ে পাদপরাজি মহাকপি ধায়,
জেগে উঠে বনপাখী তরুর শাখায়
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ; বরষে কুসুমরাশি—
শোভে পুষ্পময়ী ধরা মদন-উল্লাসী !
কুসুমে ভূষিত দেহ, শোভে হনুমান্
যেন পুষ্পময় গিরি ! বিভোর পরাণ
ফিরে বৃক্ষে বৃক্ষে কপি—হেন মনে লয়,
ফিরিছে বসন্ত যেন পুষ্পরাশিময় !
কত প্রসারিত দীঘি—মণিসম জল
পাষাণবাঁধান ঘাটে করে টলমল ;
তীরে প্রাসাদের মালা, কত ফুলবন,
কত রাজহংস তাহে তন্দ্রানিমগন !
মাঝে মাঝে উঠে গিরি জলদসঙ্কাশ,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে সানুতটে হ'তেছে প্রকাশ
কত শৈলগৃহ ! কত সুধাসম-জল
বহিছে অচলমূলে সদা কল কল
বিমল নির্ঝর ! নদী শৈল-অঙ্ক ত্যজি'
বঙ্কিমগামিনী, কূলে কূলে চলে রচি'

নীল বনবেণী ! কোথায় পড়িছে হেলি'
কুসুমিত মহাতরু, যেন বাহু মেলি'
নদীরে ফিরায় ! সুহৃদ্‌-বচন মানি'
উজান বহিছে কোথা সাগরগামিনী !
চলে কূলে কূলে বীর—অদূরে সুন্দর
উঠেছে সোপানপাঁতি, অমল মর্ম্মর !
তীরে মণিময় বেদী, লতার বিতান
ঢাকিয়াছে তায় ; আধঘুমঘোরে গান
বনপাখী গায় ! নাগকেশরের পাঁতি
চলেছে মর্ম্মরপথে, অরুণের ভাতি
নবীন পল্লবে ! অশোক, পলাশফুলে,
ঘন সপ্তপর্ণ, চূত, চম্পক, বকুলে
ভরা স্বর্ণভূমি ! অদূরে নেহারে বীর
বিশাল শিংশপা*—উঠে মেঘলোকে শির !
মূলে স্বর্ণবেদী, উঠে মাধবী তাহায়—
জড়ায়ে পাদপস্কন্ধ অযুত শাখায়
ঘুমাইছে যেন ! তরুণ-অঙ্কুর-ভার,
ঘন পল্লবের রাশি সেজেছে তাহার
শাখাতে শাখাতে ! লুকা'য়ে পল্লবদলে
উঠি' তরুচূড়ে বীর হেরে, কুতূহলে
স্বর্ণময়ী ভূমি ! মণিময় বেদী কত
জ্বলে চন্দ্রকরে ; বহে প্রস্রবণ শত

---

* শিশু গাছ।

রতন উগারি'! কাঞ্চনপাদপকোলে
কাঞ্চনকিঙ্কিণী বাজে পবনহিল্লোলে!
মাঝে মাঝে শোভে চারু প্রাসাদের মালা,
কাঞ্চনপ্রদীপ জ্বলে—বনভূমি আলা!
ঝলসে নয়ন—ভাবে পবনকুমার,
'কাঞ্চন হইল বুঝি শরীর আমার!'
　বসি' তরুশিরে বীর ভাবে মনে মনে,
"রহয়ে জানকী যদি অশোকের বনে,
হেন শিবজলা নদী—মোহন উষায়
সন্ধ্যার বন্দনে মাতা আসিবে হেথায়।
সারা নিশি রামনাম জপিয়া জপিয়া
চিন্তার অনলে বালা পুড়িয়া পুড়িয়া
জুড়াতে শরীর-জ্বালা মোহন উষায়
পূজিতে বনের ফুলে ইষ্ট দেবতায়
আসিবে জানকী হেথা'! হেরিব কখন
বিষাদমাখান মা'র পাণ্ডুর বদন!"
জপে সীতানাম কপি, সীতারে ধেয়ায়—
বসিয়া পাদপচূড়ে চারিদিকে চায়!

সপ্তম সর্গ।

অশোকবনে সীতা।

চাঁদ পড়িল ঢলি' মহাগিরিগায়ে
পাণ্ডু, মলিন হাসি—জ্যোছনা ছড়া'য়ে!
ভাতিল ধীরে ধীরে উষার কপালে
দীপ্ত রতন ফোঁটা মঞ্জু করজালে!
বহিল শীত বায়ু, ফুলমধুভারে
অলস পড়য়ে ঢলি' লতার মাঝারে!
ছুটিল বীচিমালা মৃদু কলতানে—
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে পাষাণ-সোপানে!
কহিছে কাণে কাণে গোপন ভাষাতে
তরুমালা বাঁধি' যেন শাখাতে শাখাতে!
পিক কুহরে 'কুহু' আধঘুমঘোরে,
ভাসে তরু, লতা নয়নের লোরে!
পাদপচূড়ে হনু অদূরে নেহারে,
সেজেছে অশোকরাজি কুসুমের ভারে!
লাল ধরণীতল অযুত পলাশে—
অরুণকিরণ যেন ধরা-অঙ্গে ভাসে!
উঠেছে তাহার মাঝে মহাস্তম্ভসারি,
কৈলাসপাণ্ডুর তাহে আকাশ প্রসারি'
বিশাল প্রাসাদ শোভে; প্রবালসোপানে
সোনার বেদীর জ্যোতিঃ ঝলসে নয়ানে!

---

* হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

ম্লানবদনা বসি' সোপানের মূলে,
পাণ্ডু কপোল দু'টি ঢাকা এলোচুলে !
ঘিরি' নিশাচরী যত বসেছে করালী—
ভীম গিরিমাঝে যেন পাণ্ডুকর ঢালি'
লুকাইছে চন্দ্ররেখা ; যেন ধূমমাঝে
কনক-অনলশিখা স্বরূপে বিরাজে !
মলিন পীত বাসে শীর্ণ তনুখানি
ঢেকেছে ; অশ্রুভরা করুণ মু'খানি
যেন বা চন্দ্রকলা বুঝি না প্রকাশে
অমার আঁধারশেষে প্রথম আকাশে !
পড়েছে দীর্ঘ বেণী জঘন লুটা'য়ে,
যেন বরষা-শেষে বসুধার গায়ে
ভাতিছে নীলকাঁতি মঞ্জু তরুপাঁতি !
দু'পাশে চরণ-তলে মধুপানে মাতি'
ভ্রমর রসালফুলে ফিরিছে ফুকারি',
অশোক পলাশ ঢালে লোচনবারি !
সদা রামনাম জপে, সদাই অভাগী,
সদা রামরূপ স্মরে, অশন তেয়াগি' !
সদা নিমগন রহে পতির ধেয়ানে,
কখন পোহাল রাতি, কিছু বা না জানে !
কভু মৃগীসম বালা সচকিত আঁখি
নেহালে, নিষাদমাঝে যেন বাঁধা থাকি' !
কভু দরদর ঝরে নয়নের ধারা,
কভু স্তব্ধ রহে মৌন যোগিনীর পারা !

কভুবা লুটায় পড়ি' অশোকের মূলে,
আবরে বদনশশী রুক্ষ এলোচুলে!
নেহারে পবনসুত নারে চিনিবারে—
যেন রামকথা পুণ্য ভাষার বিকারে!
যেন ভগ্ন ছিন্ন আশা! স্মৃতি জ্যোতিহীনা!
যেন লুপ্ত মহাকীর্ত্তি কালগর্ভলীনা!
যেন বা স্বরগলক্ষ্মী অসুর-আবাসে
কঠিন নিগড়ে বাঁধা আঁখি-নীরে ভাসে!
ভাবে মনে মনে বীর পাদপশাখাতে,—
"হেরিনু জানকী আজি শুভ এ প্রভাতে!
ঐ তো অভাগী সীতা জীর্ণ পীত বাসে,
ঐ তো কাঁকণ মা'র দু'হাতে প্রকাশে!
ঐ তো সিঁদুর-রেখা অরুণের ভাতি,
ঐ তো বিষাদপাণ্ডু বিরহের কাঁতি!
রাম নিমগন সদা যাঁহার ধেয়ানে,
ফিরিছে অযুত কপি যাঁহার সন্ধানে,
যাঁর প্রিয় নাম বাজে মহাবন মাঝে,
কত শৈলবনে যাঁর পদরেণু রাজে,
ধন্য আজি ধরাবক্ষ ধরিয়া যাঁহারে,
ধরাসম ক্ষমা যাঁর অতুল সংসারে,
সফল জনম আজি—হেরিনু নয়ানে,
বিরহ-প্রতিমা রহে পতির ধেয়ানে!
রামের তুলনা সীতা, সীতার শ্রীরামে—
ধন্য আজি ধরাবক্ষ সীতারামনামে!

জপে সীতানাম কপি, রামের ধেয়ানে
পাদপশাখাতে রহে সজলনয়ানে !

অষ্টম সর্গ।

অশোকবনে রাবণ।

প্রকাশিল ধীরে ধীরে পূরব-আকাশ,
বহিল সুরভি শীত প্রভাতবাতাস ;
উঠে ফুকারিয়া পাখী, কুহুকুহু তান
ভরিল প্রমোদভূমি—আকুল বয়ান
ত্যজিয়া সোপানতল উঠে বিষাদিনী,
উড়ে জীর্ণ বাস, রুক্ষ মেঘসম বেণী !
চলে মন্দ মন্দ বালা, গুরুভারভরে
যেন মজ্জমান তরী অকুল সাগরে !
বসে অশোকের মূলে, সজল নয়ন,
পাণ্ডুর কৌমুদীরেখা প্রভাতে যেমন !
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, উপবাসক্ষীণ
শোভে—নাহি শোভে যেন পঙ্কেতে মলিন
দলিত মৃণাল ! বহে দীর্ঘ তপ্ত শ্বাস,
জ্ব'লে উঠে বহ্নিশিখা—অশোক পলাশ !
　বসেছে রাক্ষসী যত তরুমূল ঘিরি'
মধুপানে মাতি' কেহ বনে বনে ফিরি',
হাসে খলখল ! কেহ অমানিশাপ্রায়
করালী ভৈরবনাদে সম্মুখে দাঁড়ায় !

বিশাল লম্বিত কার শ্রবণযুগলে
দোলে গুরু শঙ্খের কুণ্ডল! কেহ গলে
ফুলহার পরে; কেহ করে ধরে শূল,
কেহ করে ঘোর রবে কলহ তুমুল!
স্থূল বিলম্বিত কার ওষ্ঠপুট রহে,
আজানুলম্বিত কেহ স্তনভার বহে!
বিশাল উদর কার চলেছে লতা'য়ে,
অস্থিময় দীর্ঘ বাহু, মলপঙ্ক গায়ে!
কোটরমগন কার জ্বলয়ে নয়ন,
যেন বলাকার পাঁতি, কাহার দশন!
কত কুবচন কহে, গরজে বা কত,
রামনাম জপে সীতা, পাষাণের মত!
আপন চরিত সদা রক্ষক যাহার—
রামরূপ হৃদে জাগে – কিবা ভয় তার!

মঙ্গল-আরতি বাজে, ললিত কাঁশর,
ব্রহ্মরক্ষঃ বেদ গাহে শ্রুতিসুখকর!
জাগে ধীরে ধীরে লঙ্কা সাগরকল্লোলে,
প্রমোদ-উদ্যান নাচে পবনহিল্লোলে!
সহসা ভাতিল জ্যোতিঃ—উদ্যান-দুয়ারে
করে হেমদীপমালা, সাজি' ফুলভারে
পশে দলে দলে নারী! মহেন্দ্রসমান
মাঝে রক্ষঃপতি শোভে—হেরে হনুমান!
নিবিড় শাখার মাঝে লুকায়ে তখন
নেহারে পবনসুত—নারী অগণন

স্খলিত চরণে আসে, মধুমদশেষ
ভাসে নয়নের কোণে, তন্দ্রার আবেশ !
আঁচল লুটিছে কার, স্খলিত কবরী,
কুন্তল পড়েছে কার বদন আবরি' !
গুরু স্তনভারে কেহ পড়িছে ভাঙিয়া,
কেহ সখীকণ্ঠ ধরি' পড়িছে ঢলিয়া !
কেহ মৃদু হাসি হাসে, বাঁকা চখে চায়,
চপল চরণে চলে, গুঞ্জরয়ে পায়
আকুল নূপুর ! সোনার গাগরী ভ'রে
কর্পূর-বাসিত জল কেহ লয় করে।
অগুরু চন্দন কেহ ; সোনার থালায়
অম্লান মন্দার মালা কেহ বা সাজায়।
কেহ বা ঢুলায় পাণ্ডু বিলোল চামর,
কেহ ধরে চাঁদসম ছত্র শিরোপর।
কেহ মধুভরা ধরে কনক-পিয়ালা,
ছড়ায় চন্দন কেহ, পারিজাত-মালা।
নূপুর-নিক্কণে উঠে বনভূমি ভরি',
ঘনতরুশাখে হনু নেহারে শিহরি',
দীপালোকে মহাকায় শোভিছে রাবণ,
অঙ্গে কুসুমের মালা—অচল যেমন !
অঙ্গদমণ্ডিত বাহু, দুগ্ধ ফেনসম
অমল বসন উড়ে ; বক্ষে নিরুপম
জ্বলে মণিহার ! অরুণ নয়ন দু'টি—
অঙ্গে রহিয়াছে যেন রতিরাগ ফুটি' !

যেন বা মদন চলে ফুলধনু ছাড়ি'
বসি' তরুমূলে যথা জনক-কুমারী
জপে রামনাম! রাবণ হরষভরে
তৃষিত নয়ন মেলি', মরণের তরে
কাম-অন্ধ ধায়! পড়ি' অশোক-ছায়ায়
দলিত বনের লতা—জানকী লুটায়!

নবম সর্গ।

সীতা ও রাবণ।

করাল রাহুর মত হেরিয়া রাবণে
কাঁপে চন্দ্রমুখী সীতা—পাণ্ডুর বদনে
নেহারে ভূতল! রাবণ কহিছে বাণী,—
"কেন লো হেরিয়া মোরে, খঞ্জননয়ানি!
আবরিছ সোনার ও তনু? একবার
চাঁদসম, তোল, সখি! বদন তোমার!
নহি আমি পর, সীতে! আপনার জন—
তারে কেন হেন ভাব, কেন এ গোপন?
উঠ, উঠ, বিলাসিনি! সাজেনা তোমায়
কঠিন ধরণী! উঠ সাজি' রতনভূষায়,
লঙ্কার ঈশ্বরী! দিব পায় ধরণীর ধন—
অলকার যত রত্ন, মাণিক কাঞ্চন!
উঠ, বিধুমুখি! উঠ, বাঁধ চিকণিয়া
মনোহর বেণী! আনি' নন্দন লুটিয়া

দিব পারিজাতমালা—আলা করি' পুরী,
ব'স রত্নসিংহাসনে, লঙ্কার ঈশ্বরী!"
কহিছে জানকী, চাহি' ধরণীর পানে,—
"জাগে রাম-রূপ সদা যাহার পরাণে,
কি তারে দেখাও, রক্ষঃ! বিভব তোমার?
সতী পতিরূপ বিনা কিবা জানে আর?
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ গজবরগতি,
পৃথিবী চরণে যাঁর করয়ে প্রণতি,
যেজন সে রামরূপ হেরেছে নয়ানে,
যেজন বাঁচিয়া রহে রামরূপ ধ্যানে,
কি তারে বিভব তব দেখাও, রাবণ?
সতী পতি ছাড়ে—হেন শুনেছ কখন?"
"জনকনন্দিনি!" রক্ষঃ অট্ট অট্ট হাসি'
কহে প্রসারিয়া বক্ষঃ, দশন প্রকাশি',
"শুনি' সতীপণা, ওলো! প্রাণে হাসি পায়,
রহে যদি সতী, সেতো রাবণ রাজায়
দেখেনি কখন! কত গরবিনী সতী
মাতিয়া মদনশরে, তেয়াগিয়া পতি
ভজিছে রাবণে! ওলো মদন-শাসনে
কেবা রহে সতী, যেবা হেরেছে রাবণে?
রাবণ মাগিছে প্রেম, উঠ, সুবদনি!
কি ক'ব মদন-জ্বালা দিবস রজনী
দহিছে আমায়! ত্যজি' ছলা উঠ, সখি!
এস বুকে এস—ওলো! বদন নিরখি'

জুড়াই হৃদয়! চল, মণিহার গলে,
চল পারিজাত-মালা দোলায়ে কুন্তলে
সাগর-বেলায়! চল, গিরিশিরে বসি'
হেরি' সাগরের জলে ডুবে কিবা শশী।"
ভাসায়ে নয়নজলে পাণ্ডুর বয়ান
কহিছে জানকী, "ওগো শমনসমান
নিঠুর রাক্ষস! তোমারো ত আছে নারী—
তোমারো ত আছে বালা বধূ সুকুমারী,
তাদের করুণ মুখ স্মর একবার,
হের দুহিতার ছবি বদনে সীতার।
তোমারো ত আছে মাতা, আছে ত হৃদয়,
হের জননীর ছবি—পরনারী নয়!
রাজা তুমি—অনাথের তুমি ত সহায়,
হেন চপলতা, রাজা! সাজে না তোমায়!
চপল ইন্দ্রিয় যার পরনারীগত,
মানব নহে ত—সে যে হীন পশু মত!
না দেখ সম্মুখে তব কাল বলবান্
আসিছে বদন মেলি' শমনসমান!
আমি সহিলাম যত ঘোর অত্যাচার,
ধর্ম্ম নাহি স'বে—রক্ষঃ! প্রতাপ তোমার—
রাজ্য সুবিশাল তব, অন্ধ পশুবল,
তোমার কনকলঙ্কা, বিভব সকল—
ভীম দণ্ড ধরি' ধর্ম্ম উঠিবে যখন,
কোথা যাবে মহাঝড়ে ধূলির মতন!'

"এখনো সময় রহে—মোরে তেয়াগিয়া
রামের চরণে লহ শরণ মাগিয়া!
শরণ যেজন লয়, পরম দয়াল
লন বাহু মেলি'—প্রভু সংহারকরাল
ধর্ম্মদ্বেষী জনে! রামরূপ মহারণে
হের নাই তুমি, তাই প্রলাপবচনে
প্রকাশিছ মহিমা আপন! নিশাচর!
চাহ যদি প্রাণ, রাম-চরণে সত্বর
শরণ মাগিয়া লহ—ত্যজহ আপন
নীচ কলুষিত মতি, ঘৃণিত এমন!
মোরে দেখাইছ তুমি ধনলোভ কিবা?
প্রলুব্ধ করিতে চাহ তপনের বিভা?
না পড়ে ভাঙিয়া তব বিশীর্ণ দশন—
কহিছ আমার আগে এ হেন বচন!"
উচ্চ হাসি' কহে রক্ষঃ,—"অবোধ রমণি!
কোথা পেলে হেন মতি, মানববরণি!
নূতন যৌবন তব বহিয়া যে যায়—
না আসে ফিরিয়া, যেবা কালসিন্ধুগায়
পড়য়ে ঢলিয়া! হের, সহকার'পরে
শুকান মুকুল কত ভূমে পড়ে ঝ'রে!
চক্ষের সম্মুখে, হের, গরাসয়ে কাল
সকল সাধের আশা, সকল জঞ্জাল!
কোথা পরকাল—কেবা দেখেছে কখন?
ও শুধু প্রলাপবাণী—অলীক স্বপন!

নব যৌবনের মধু পিও কণ্ঠ ভরি'
য'দিন নিঠুর কাল নাহি লয় হরি'!
উঠ, সুবদনি! উঠ—নবীন যৌবন,
রসালমুকুলসম মানসমোহন
এখনি পড়িবে ঝরি'! কোথা তব রাম!
বৃথা রে অভাগী! তুমি জপ তার নাম!
বাকল বসন যার, বনবাসী যেবা,
কি লাগি', জানকি! তার স্মৃতি কর সেবা?
রাবণ-বিরাটমেঘে ঢেকেছে তোমায়,
কেমনে এ রূপ তব ফুল্ল জ্যোছনায়
হেরিবে সে রাম? কোথা বনবাসী নর—
কোথা এ ভুবনপতি লঙ্কার ঈশ্বর!
এই যে হেরিছ বাহু পরিঘসমান,
হেরিয়া এ বাহু, সীতে! ভয়ে ম্রিয়মাণ
পলায় অমর-সেনা, রহয়ে পড়িয়া
চূর্ণ ধ্বজদণ্ড রণ-ধূলিতে লুটিয়া!
ইন্দ্রহস্তগত কীর্ত্তি দানব যেমন
নারিল লভিতে, সীতে! রাঘব তেমন
নারিবে লভিতে তোমা'! শোকশীর্ণকায়
কোথা কোন্ মহাবনে হারায়ে তোমায়
রাম ত্যজিয়াছে প্রাণ! স্মৃতি তার ল'য়ে
বৃথায় কাঁদিছ, সীতে! যায় তব ব'য়ে
সাধের যৌবন! উঠ, উঠ, হেমহার
পর গলে, এলোচুলে দোলায়ে বাহার

চল কণ্ঠ ধরি'—এস মনপ্রাণ হরি'—
এস, বুকে এস, ওলো হৃদয়-ঈশ্বরী!"
"রহ, রহ, যম তব শিয়রে দাঁড়ায়ে—"
আরক্তবদনা রোষে কুন্তল ছড়া'য়ে
কহিছে মৈথিলী, জ্বলে নয়নের মাঝে
চণ্ড ভীম তেজ, কিবা বদনে বিরাজে
অতুল গরিমা,—"রহ, রহ, নিশাচর!
রাম-শরাসন ত্যজি' বজ্রনাদী শর
পড়িবে যখন, গভীর হুঙ্কারি' যবে
হেমগৌর-কলেবরে দারুণ আহবে
দাঁড়াবে লক্ষ্মণ—অনল উঠিবে জ্বলি
দগ্ধ স্বর্ণলঙ্কা তোর নিবে যবে বলি
আপনি শমন—মোর সম রুক্ষকেশে,
মোর সম অনাথার দীন হীন বেশে
কাঁদিবে রাক্ষসলক্ষ্মী বিধবার মত—
প'ড়ে র'বে স্বর্ণলঙ্কা—সুখস্বপ্ন গত!
উঠিবে গগনভেদী রোদনের রোল,
ডুবে যাবে তার মাঝে সিন্ধুর কল্লোল!
ঐ আসিতেছে নিশা করালী ভৈরবী—
মুছে গেল রক্ষঃ! তোর সুখস্বপ্নছবি!
নিবে গেল দীপাবলি সতীর নিশ্বাসে—
রাক্ষসের কালরাত্রি ঐ অট্টহাসে!

"দেখাও পৌরুষ?—ওরে শূন্য গৃহমাঝে
চোরসম পশি', ভীরু! ভিখারীর সাজে

প্রাণ লয়ে' আইলি পলায়ে! একবার
শুনিতিস্ যদি, ওরে রক্ষকুলাঙ্গার!
সেই ভীম ধনুর টঙ্কার, রণভূমে
রহিতিস্, অচেতন মরণের ঘুমে!"
বলিতে বলিতে সীতা কাঁপে থরথরি—
শরীরে পড়য়ে যেন অনল ঠিকরি'!
শুনি' সে কঠোর বাণী, অরুণলোচন
উঠে গিরিচূড়া যেন, হুঙ্কারি' রাবণ,
চাহে জানকীর পানে কুটিল নয়ানে,
চঞ্চল মুকুটচূড়া—করে কর হানে!
আস্ফালিয়া ভীম বাহু লঙ্কার ঈশ্বর
শোভে, প্রসারিত-শৃঙ্গ যেন বা মন্দর!
দোলে গণ্ডমূলে রক্ত, প্রদীপ্ত কুণ্ডল,
চরণতাড়নে করে ধরা টলমল!
ভূষিত ভয়াল তনু—দুন্দুভির স্বরে
কহিছে রাক্ষস,—"কহ, কেবা প্রাণ ধরে
হেন বাণী কহিয়া রাবণে! হায় নারী!
হেরনি রাবণে তুমি ভীমদণ্ডধারী!
কি ক'ব—হেরিয়া তোর করুণ বয়ান
উঠে মরমের তলে ভেদিয়া পাষাণ
দয়ার হিল্লোল—তাই রহিছিস্ বসি'
তাই পড়ে নাই তোর পাপমুণ্ড খসি'!
রহ, রহ, অন্ধ নারী! কর হেথা বাস—
প্রতিজ্ঞা করিছি যদি, র'ব দু'টি মাস

তার পরে মুছে দিব—দিব রে নিবা'য়ে
তোর ও রূপের বাতী, পরাণ জুড়ায়ে
তবে ঘুমাইব আমি! ছিন্নভিন্ন করি'
তোর ও বিষের তনু, রুক্ষ কেশ ধরি'
কবে বা নাশিব তোরে শাণিত কৃপাণে—
কবে জুড়াইব জ্বালা! বিভোর পরাণে
কবে পিব মধু!" বলিতে বলিতে বাণী,
কাঁপে থরথরি রক্ষঃ, করে কর হানি'
গরজে গভীর! মৃদু হাসি' নারী যত
ঘিরিল রাবণে আসি' বনলতা মত!
কেহ বুকে রাখে মুখ, কেহ ধরে কর,
কেহ বেড়ে কটি, কহে, "এস, প্রাণেশ্বর!
কি ছার মানুষী সীতা—এস দোঁহে যাই,
অচল-চূড়াতে বসি' পরাণ জুড়াই!
চল—ঢলঢল মধু দিব পাত্র ভ'রে,
হৃদয় বিছায়ে দিব শয়নের তরে!"
কেহ টানি লয়ে যায়, হাসে খলখল,
উড়ে বক্ষোবাস, দোলে বিলোল কুন্তল!
রাবণ চলিয়া গেল আপন আলয়ে,
রহিল অভাগী সীতা রামনাম ল'য়ে!

ভেঙে' পড়ে ভীম রবে পুরীর দুয়ার,
ভেঙে' পড়ে অট্টালিকা, বিরাট প্রাকার !
ছুটে আসে মহাসিন্ধু ভৈরব তাণ্ডবে,
ফেন-অট্টহাসি মুখে বিপুল গৌরবে—
ছুটে গিরিসম ঢেউ—ডুবে গেল পুরী,
আহ্লাদে সাগর যেন নাচে ফিরি' ঘুরি' !
অপার—অপার জল করে কলকল—
ঘন ঘন বাজ পড়ে—বিশ্ব টলমল !
সহসা ঘুচিয়া গেল দারুণ আঁধার,
প্রকাশিল স্বর্ণময় প্রাচীর দুয়ার !
সোনার জলদমালা দোলায়ে গলায়
উঠে ধীরে ধীরে রবি, কনকভূষায়
জ্বলিয়া উঠিল সিন্ধু ! দেখিনু তখন
স্বরগ-দুয়ার খুলি' আসে দেবগণ !
অঙ্গে ঝলমল জ্যোতিঃ—মন্দারমালায়
মধুর মধুর গন্ধে ভুবন মাতায় !
দেবের মাঝারে হেরি অচলসমান
শোভে মহাগজ, শিরে বিদ্যুৎনিশান !
বসিয়া তাহার 'পরে কমলনয়ন
তমালশ্যামলতনু যুবা এক জন !
কোলে তার শোভে সীতা বিদ্যুৎবরণী—
আকাশ ভরিয়া উঠে 'জয়রাম' ধ্বনি !
চাঁদসম দিব্য ছাতী ধরিয়া মাথায়
গৌরতনু যুবা এক পশ্চাতে দাঁড়ায় !

কত ঋষি, কত নর গাহে তার নাম—
এ নয় মানুষী সীতা, মানুষ সে রাম!
রামসনে করি' বাদ মরিবে রাবণ,
ঘনায়ে আসিছে ঘোর রাক্ষসমরণ!
শরণ মাগিয়া নে লো জানকীর পায়—
না কহ, না কহ হেন বচন সীতায়!"
শুনি' ত্রিজটার বাণী, নিশাচরী যত
ভয়ে থরথরি কাঁপে, চরণে প্রণত
মাগে জানকীর কৃপা; কেহ বেগে ধায়
কহিতে সে ঘোর বাণী রাবণ রাজায়!

একাদশ সর্গ।

সীতার রামনামশ্রবণ।

উদিল তরুণ রবি পূরব আকাশে—
সোনার কিরণস্রোতে বনভূমি ভাসে!
জ্বলে ঝলমল তরু নীহারমালাতে,
সাজে গিরিমালা কিবা কনক-আলাতে!
জ্বলে স্বর্ণ-কর কিবা সুনীল তড়াগে,
উজল ধরণী-অঙ্গ কুসুমপরাগে!
রহে মরকতময়ী ধরণী প্রসারি'—
শোভে স্বর্ণবাস বুকে, তরু-ছায়া-সারি!

* হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

নবদূর্ব্বাদলে জ্বলে মুকুতার মালা,
অশোকে পলাশে রহে বনভূমি আলা!
ফিরে নিশাচরী যত প্রভাত-আলোকে,
মগনা রহয়ে সীতা সিন্ধুসম শোকে!
ফিরে তরুতলে বালা একাকিনী দীনা,
বনের হরিণী যেন ফিরে যূথহীনা!
বসে শিংশপার তলে পতির ধেয়ানে,
পাদপ-চূড়াতে হনু আকুল পরাণে
ভাবে, "জানকীর আগে কি রূপে দাঁড়াব!
আমি রামদূত—মায়ে কি ব'লে বুঝাব?
গাহি রামনাম তবে—জয় রঘুচন্দ!
দেহি জানকীর নাথ! চরণারবিন্দ।
জয় ধরণীর পতি, তমালের কাঁতি!
আজানুলম্বিত বাহু, শিরে জটাপাঁতি!
রাজদণ্ড, রাজছত্র হেলায় তেয়াগি'
ফিরে বনে বনে প্রভু বিলাসবিরাগী!
তাপসজনার বন্ধু! জয় ব্রহ্মচারী!
রাক্ষস-অন্তক প্রভু ভীমদণ্ডধারী!
কপিরাজ-সিংহাসনে বানরে বসা'য়ে
আপনি রহয়ে প্রভু শৈলবনছায়ে!
জয় গিরিবনপ্রিয়! গিরিসানুবাসী!
মুক্ত প্রকৃতির কোলে ফিরয়ে উদাসী!
লোক-অভিরাম প্রভু! রঘুকুলচন্দ!
দেহি জানকার নাথ! চরণারবিন্দ!"

শুনি' রামনাম সীতা আকুল নয়ানে
শিহরি' শিহরি' চাহে মহাতরুপানে—
বিদ্যুৎপিঙ্গল কপি পাদপে নেহারে,
স্বপন ভাবিয়া আঁখি মুছে বারে বারে!
ভাবে বিষাদিনী,—'একি রাক্ষসের মায়া!
রাবণ ধরিল কি এ বানরের কায়া!
অথবা স্বপন কি এ?—ঘুম মোর নাই—
বিধি মোরে বাম! আমি স্বপন না পাই!
হা বিধি! পাগল আমি হইনু কি আজি?'
চাহে বার বার সীতা, করে নেত্র মাজি'!
জপি' রামনাম আমি—রামরূপে ভাসি,
তাই কি শুনিনু কাণে রাম-গুণ-রাশি!
আপন মনের ছায়া হেরি কি নয়ানে?'
কতরূপ ভাবে সীতা আকুল বয়ানে!
কহে ঊর্দ্ধমুখে বালা,—"কপিরূপধারি!
যে হও সে হও তুমি—বদনে উচারি'
সুধাময় রামনাম পরাণ জুড়ালি—
অমর হও, রে কপি! রামনাম ঢালি'!
নহ ত রাবণ তুমি—হেরিয়া তোমারে
বহে কি সুধার ধারা পরাণ মাঝারে!
কহ রামনাম পুনঃ শ্রবণ জুড়া'য়ে,
গাহ রাম-কথা পুনঃ পরাণ মাতায়ে!"
নামে মহাকপি—গাহে, "জয় রঘুচন্দ্র!
দেহি জানকীর নাথ! চরণারবিন্দ!

জয় মহাধনুর্ধারী, তমালের কাঁতি,
মঞ্জু জটাবলি শিরে ভ্রমরের পাঁতি !
জয় রামচাঁদ প্রভু ! চাঁদসম হাসি !
মানববিগ্রহ প্রভু—সর্ব্বগুণ-রাশি !”
লয়ে চরণের ধূলি, জুড়ি’ যুগ পাণি,
কহে হনুমান, “মাগো ! জুড়াল পরাণী !
হেরিনু ও রাঙা পদ শুভ এ প্রভাতে,
দেগো চরণের ধূলি কিঙ্করের মাথে !
না কর সংশয়, মাগো ! না ফের পশ্চাতে—
নহি কপিরূপ আমি রাক্ষস-মায়াতে !
আমি রামদাস মাগো ! কপি বনচারী,
সুগ্রীব—আদেশে ফিরি সন্ধানে তোমারি !
হয়েছে, জননি ! নর-বানর-মিতালি,
রামের প্রতাপ, মাগো ! কালানল জ্বালি’
দহিলি রাক্ষসপুরী ! ভীম ধনু হাতে
আসে রঘুনাথ কোটি হরিবীর সাথে !
কাঁপিবে সাগর পুরী গভীর হুঙ্কারে—
না ভাস, রাঘবরাণি ! নয়নের ধারে !”
পতির কুশলবাণী শুনি’ সীতা কাণে
না পারে কহিতে কথা, সজল নয়ানে
চাহে হরিণীর মত ! যেন নীপশাখা
শোভে প্রতি অঙ্গ মা’র ! পুলকাশ্রুমাখা
করুণ পাণ্ডুর মুখে কিবা জ্যোতিঃ ভাসে,
কহে গদগদ বাণী বহুল আয়াসে,—

"কোথায় দেখেছ, কপি! রাম রঘুনাথে?
কেমনে ঘটিল যোগ বানরের সাথে?
দেখেছ রাঘবে যদি, কহ বনচারী!
কেমন সে প্রভু মোর—কিবা রূপ তাঁরি?'

"রবিসম তেজ তাঁর, চাঁদসম হাসি!
রাজচূড়ামণি প্রভু রহয়ে উদাসী!
নয়ন কমলদলে, বরণ তমালে—
হেরি রামরূপ আমি নবমেঘমালে!
বিপুল আয়ত বক্ষ—দীর্ঘ সৌম্য কায়া,
সহাস বদনে খেলে করুণার ছায়া!
কম্বুকণ্ঠ, ইন্দুমুখ, আধরক্ত আঁখি,
বিশাল ললাটে দোলে জটাজাল ঢাকি'!
বাকল পরে মা প্রভু, কভু মৃগছালে
সাজি' বনদেব যেন কানন নেহালে!
হেরি' রামকরে মাগো! স্বর্ণপৃষ্ঠ চাপে
পলায় বনের পশু—গিরিবন কাঁপে!
যেন দুন্দুভির ধ্বনি, রামকণ্ঠভাষা—
মরম পরশে বাণী হৃদি-পরকাশা!
হেম-গৌরতনু বীর ফিরে সাথে সাথে,
লক্ষ্মণ ছায়ার মত, রহে জোড়হাতে!
ধন্য প্রস্রবণ গিরি, রাম যেথা রাজে,
রামপদরেণু যার সানুতে বিরাজে!"

দ্বাদশ সর্গ।

সীতা ও হনুমান।

কহে বিবরিয়া কপি রামকথা যত,
কেমনে রামের বাণে কপিরাজ হত;
কেমনে বানরসেনা সীতার সন্ধানে
খুঁজিয়া নিখিল ধরা হতাশ পরাণে
রহে সিন্ধুকূলে; কেমনে বানর যত
শুনে সম্পাতীর বাণী সঞ্জীবনী মত;
কেমনে লঙ্ঘিয়া সিন্ধু গোষ্পদের প্রায়
বানর আসিল দূর কনক-লঙ্কায়।
কহি' বিবরিয়া বাণী পবননন্দন
রাম-নাম-লেখা খুলে অঙ্গুরী তখন।

পতির করের ভূষা, প্রিয় আপনার,
করে লয়ে রামপ্রিয়া হেরে বারবার—
ফুটে উঠে দু'টি চখে স্থূল মুক্তাফল,
কণ্টকিত দেহে মা'র ছুটে স্বেদজল!
ভাবে লভিয়াছে যেন পতিরে আপন,
লোহিত কপোল দু'টি—সলাজ বদন!

কহিছে মৈথিলী, "তুমি বীরের প্রধান,
পার হ'লে মহাসিন্ধু গোষ্পদসমান!
অতুলিত কীর্ত্তি তব ভরিবে ভুবন,
অমর হও রে বীর পবননন্দন!
কুশলে রহয়ে যদি রঘুর কুমার,
কি ছার রাবণ—সেতো পতঙ্গ-আকার!

সাগর-মেখলা ধরা রামশরানলে
উঠিবে জ্বলিয়া বীর! সপ্তসিন্ধুজলে
না নিবে প্রলয়বহ্নি! কহ, কপি! কহ—
কেমনে সহিছে প্রভু আমার বিরহ?
শুকায়ে গিয়াছে সে কি কমলবদন?
কোথা রঘুনাথ রহে? কেমন সে বন?
কিবা প্রিয় কহে বাণী? দিবস নিশায়
কোথা রঘুনাথ বসি' দাসীরে ধেয়ায়?
হেলায় ত্যজিয়া রাজ্য, আসে যেবা বন,
বনভূমি গৃহ যার, ভূতল শয়ন,
তারে কি বিরহ-ব্যথা করেছে পাগল?
তার কি ঝরিছে, কপি! নয়নের জল?
নহে ত বিকল প্রভু শোকভারে লীন?
উঠে ত হৃদয়ে সদা শকতি নবীন?
আশ্রয় করিয়া দৈব, পৌরুষ আপন,
আপনার মাঝে প্রভু রহে ত মগন?
যেবা মহাঘোর বনে রমণীর সনে
হেলায় চলিয়া যায় আপনার মনে,
নাহি শোক, নাহি ব্যথা, বিষাদ যাহার,
কহ, কপি! কাঁদে সে কি বিরহে আমার?
কহ, রামকথা কহ, জুড়া'য়ে শ্রবণ,
কবে হেরি' রামরূপ জুড়াব নয়ন?"
কহিছে মারুতী,—মাগো! গিরি 'প্রস্রবণ'
উঠে মহাবনে, নীল জলদ যেমন!

ঝরিছে অযুত তার নির্ঝর বিমল—
তেমনি বরষে প্রভু নয়নের জল!
আমি দেখিয়াছি, মাগো! মোহন সন্ধ্যায়
গিরিতটে রঘুনাথ তোমারে ধেয়ায়!
সাজে পাণ্ডুপত্রে, মাগো! মহাশালবন—
গৈরিক বসন গিরি যোগীর মতন!
রহে মহাশিলা পড়ি' অঞ্জনের মত,
বরষে পাদপ তাহে বনফুল কত!
বসে শিলাতলে প্রভু মুদিয়া নয়ান,
নিশ্চল লক্ষ্মণ—শিলামূরতি সমান!
কভু নির্ঝরের পাশে গাহে তব নাম—
গভীর ঝঙ্কার তুলি' পড়ে অবিরাম
রজতের ধারা! বনের হরিণী যত
সজল নয়নে চাহে—কাঁদে যেন কত!
কভু বনে বনে চলে—থমকি' দাঁড়ায়,
হেরিয়া বনের পাখী পাদপ-শাখায়
'সীতা' বলি' কাঁদে! অশোক নেহারে যদি,
সোহাগে ধরিয়া শাখা, জপে নিরবধি
তোমারি ত নাম! তোমারি ধেয়ানে রহে—
মগন রহয়ে প্রভু তোমার বিরহে!
মুছ আঁখিজল, মাগো! কহি বার বার—
বনফল, বনমূল—যা' কিছু আমার—
মন্দর, মলয়, বিন্ধ্য—যা' কিছু সুন্দর—
কহি রামনাম লয়ে, পোহাবে সত্বর

তোমার দুখের নিশা ! হেরিবে নয়নে
রামদিবাকরে, মাগো ! গিরি প্রস্রবণে !”
কহিছে জানকী, কণ্ঠ অশ্রুভার ভরা,—
“তোমার বচন, কপি ! হৃদিভেদ-করা
সুধার প্রলেপ ! যেন ফেটে পড়ে প্রাণ—
তবু শুনিবারে চাহে অধীর এ কাণ !
কি ক’ব, বানর ! কত কেঁদেছি বিরলে—
সাগর বাড়িয়া গেছে নয়নের জলে !
ব’লো রঘুনাথে, কপি ! তোমারি ধেয়ানে
অভাগী বাঁচিয়া রহে শিথিল পরাণে !
কত সহিয়াছি—আর না পারি সহিতে,
সাধ হয় দেহ রাখি শীতল মহীতে !
কত সাধিয়াছি, কপি ! জননী ধরারে
জুড়াতে লুকায়ে বুকে অভাগী সীতারে !
কহে কাণে কাণে মাতা শ্রীকর বুলায়ে,
ক্ষমা—ধরণীর ক্ষমা পরাণে বিলায়ে !
তাই ত বাঁচিয়া রহি, জপি’ রামনাম—
সবাই ত রামসম নহে মোরে বাম !”
“আয়, মা জানকি ! আয়—” কহে হরিবর,
“আমি মুছাইব তোর নয়ন-নিঝর !
আজি তোরে দিব, মাগো ! রামপদে ডালি,
অনল যজ্ঞের হবিঃ দেয় যথা ঢালি’
বাসব-চরণে ! সাধিব করম হেন—
যুগ যুগ যশোগান গাহে তার যেন !

আয় পিঠে আয়, মাগো! তোরে লয়ে ধাই—
উল্কাসম শত সিন্ধু হেলাতে এড়াই!
যথা প্রস্রবণ গিরি—রঘুর নন্দন,
আয় যাবি যদি, মাগো! মুছিয়া নয়ন!"
শিহরে সকল তনু, বিস্ময়-স্ফুরিত—
হরষ-অবশ বালা চাহে সচকিত!
"বানর! সরল তব প্রকৃতি কেমন,"
মধুর হাসিয়া সীতা কহিছে বচন,
"মোরে লয়ে যাবে, কপি! সাগরের পার?
হেন ক্ষুদ্র দেহে হেন প্রতাপ তোমার?"
শুনি' জানকীর বাণী পবননন্দন
মৃদু হাসি' নিজ রূপ করয়ে ধারণ—
বাড়ে গিরিসম বীর, অনলসঙ্কাশ,
তীক্ষ্ণদন্ত, বজ্রনখ, মেঘমন্দ্রভাষ!
কৈলাস শোভিল যেন সন্ধ্যার কিরণে,
কাঁপায়ে ধরণী কপি চরণতাড়নে
কহে দুন্দুভির স্বরে,—"ল'ব কি মা! ছিঁড়ি'
প্রাকারসহিত লঙ্কা—গৃহ, বন, গিরি!
রামের প্রসাদে, মাগো! না ডরি কাহায়;
সাগর, জননি! সেতো গোষ্পদের প্রায়!
ত্যজ মা! সংশয়, ভয়—প্রসাদে তোমার
তোরে লয়ে যাব আজি সাগরের পার!"
অপূর্ব্ব সে রূপ হেরি', অপূর্ব্ব বচন
শুনিয়া মুদিল আঁখি—লতার মতন

কাঁপিছে জানকী ! কহে ধীরে ধীরে বালা,
"আজি, হরিবীর ! মম নিবে গেল জ্বালা
শুনি' তোর বাণী ! কেমনে সহিব, বল,
এত ভাগ্য, এত হর্ষ ! বড় দুরবল
নারীর হৃদয় ! সাগর লঙ্ঘিয়া তুমি
ছুটিবে তারার মত—পড়ে র'বে ভূমি
দূর সিন্ধুকূলে ! কেমনে রহিব বসি' ?
কাঁপি' থরথরি আমি পড়ি যদি খসি'
অতল সাগরে—কিম্বা রক্ষোবীর যত
পথ আগুলিয়া যদি মহামেঘ-মত
গরজে গম্ভীর— কেমনে রাখিবে মোরে ?
কেমনে যুঝিবে তুমি সেই রণ ঘোরে ?
না, কপি ! রহিব আমি—ফিরে তুমি যাও,
অভাগী সীতার কথা রাঘবে শুনাও।
যাব পতিপদে আমি, উঠিবে যখন
লঙ্কার শ্মশানে ঘোর মৃত্যুর ক্রন্দন ;
করি' রণজয় প্রভু লক্ষ্মণের সনে
হাসিবে যখন, যাব পতির চরণে !
যবে 'জয়রাম' নাদে কাঁপিবে সাগর,
বানর-হুঙ্কারে লঙ্কা-মলয়-শিখর
উঠিবে শিহরি' ! যবে রণদেব সম
লঙ্কার সমরশেষে র'বে পতি মম,
বিজয়লক্ষ্মীর সনে যাবে দাসী পায়—
রহিনু বসিয়া সেই কালপ্রতীক্ষায় !

না যা'ব পলা'য়ে আমি—না ডরি মরণে,
পতির পৌরুষ সদা জাগে যার মনে,
কি ভয় তাহার? যাও, কপি! ফিরে যা'ও—
এ আমার কথা তুমি রাঘবে শুনাও!
কবে হেমচাপ করে মহেন্দ্রসমান
লঙ্কার সমরে প্রভু হ'বে আগুয়ান?
কবে দেখা দিবে প্রভু প্রলয়তপন
বরষি' বিশিখরাশি—সহস্র কিরণ!
লক্ষ্মণপবন কবে রাম-হুতাশনে
বহিবে গভীর নাদে নিশাচরবনে!
রহিনু বসিয়া আমি স্বপনে মগন—
কবে বা ফলিবে মোর প্রাণের স্বপন!
ধাও, হরিবীর! তুমি বায়ুসম ধাও—
এ মোর স্বপন-কথা রাঘবে শুনাও!"

ত্রয়োদশ সর্গ।

সীতার অভিজ্ঞানপ্রদান।

শুনি' জানকীর বাণী পবন-নন্দন
কহে করপুটে,—"মাগো! জুড়াল শ্রবণ,
ধন্য আজি আমি! যেমন গুণের রাশি
প্রভু রঘুনাথ মোর বিলাস-উদাসী,
তুই মা তেমনি! রাম হিমালয় মম—
তুই মা বহিয়া যাস্ গঙ্গাধারাসম

জগৎপাবনী! তোমা বিনা হেন বাণী
কে কহে জগৎ মাঝে জুড়া'য়ে পরাণী!
"যা'ব রঘুনাথ যথা—কর মাগো দান
এমন সঙ্কেত কিছু, এমন নিশান,
যাহে প্রভু মানয়ে নিশ্চয়। বার বার,
কহি আগে তোর—মুছে ফেল অশ্রুভার;
অচিরে শুনিবি, মাগো! কপি-সিংহনাদ,
মলিন বসনসম ছাড়িবি বিষাদ!
ঘিরিয়া কনকলঙ্কা শৈলে শৈলে যবে
শৈলসম হরিবীর নাদিবে ভৈরবে,
রামশরানলে পুরী উঠিবে জ্বলিয়া,
স্মরিবি আমার বাণী বিষাদ ভুলিয়া!
দেগো—রঘুনাথ যথা করিব প্রয়াণ—
দেগো রহে যদি কিছু সঙ্কেত, নিশান।"
শুভদরশন মণি খুলিয়া তখন
কহিছে জানকী,—"তাঁর প্রিয় এ রতন
রেখেছি গোপনে! দিও, হরিবীর! তাঁরে
এ প্রিয় রতন, মোর যেন অশ্রুভারে!
হেরি' চূড়ামণি প্রভু স্মরিবে আমায়,
স্মরিবে জননী, প্রভু স্মরিবে পিতায়,
স্মরিবে কোশলপুরী, সে সুখের দিন—
কত স্মৃতি, কত আশা রহে ইথে লীন!
আর যদি চাহ কিছু—ব'লো, কপি! তাঁয়
চিত্রকূটবাস-কথা কানন-ছায়ায়;

ব'লো সে ফাগুন-সন্ধ্যা, মন্দাকিনীতীর,
নানাপুষ্পগন্ধি বন, অচলসমীর!
রহে নিরমল শিলা শীতল, আয়ত,
গোধূলি-কিরণে তাহে বনদেবমত
বসিতেন প্রভু; আমি বনফুল তুলি'—
গিরিমল্লিকার রাশি, কুন্দকলিগুলি—
মালা গাঁথিতাম! রাঙা কিশলয় যত
পাতিতাম শিলাতলে, হাসি' প্রভু কত
কহিতেন বাণী! একদিন—ব'লো, কপি!
তিলক মুছিয়া গেল, দিল প্রভু রচি'
গৈরিকতিলক! কতবার মুছি' তা'য়,
কতবার আঁকে প্রভু—গৈরিকশোভায়
রাঙা দু'টি কর! ব'লো এ সকল কথা—
আর ব'লো অভাগীর দারুণ এ ব্যথা!
র'ব এক মাস আমি কালপ্রতীক্ষায়—
তার পরে দেহ দিব ধরণী মাতায়!"
ল'য়ে চরণের ধূলি, কহে হনুমান,—
"না কর সংশয়, মাগো! হ'বে অবসান
দুখের রজনী! বানরবাহিনীসনে
রাম আগুয়ান যবে হ'বে মহারণে
কি ছার রাবণ, মাগো! টলিবে ভুবন,
মুছ, মা জানকি! দু'টি করুণ নয়ন!"
"সাগর অপার, কপি! শোকসম মোর,
রহে নিশাচর কোটি কুলিশকঠোর!

কেমনে আসিবে প্রভু, বানরবাহিনী ?
কোথা কূল—কোথা আশা—কিছু বা না জানি!"
"আঁধার হেরিয়া, মাগো! কেন ভয় পাও ?
উদিবে তপন যবে, ছুটিবে উধাও
পুঞ্জ পুঞ্জ তমঃ! হাসিয়া নিয়তি যবে
খুলে ভবিতব্যদ্বার, বিপুল গৌরবে
অসম্ভব হয় মা সম্ভব! আজি রহে
অস্ফুট স্বপন, ক্ষীণ আশা নাহি বহে,
না উঠে কল্লোল, কালি ডেকে আসে বান
দু'কূল ভাসা'য়ে ছুটে আকুল-তুফান!
মুছ মা! নয়ন মুছ, জপ রামনাম—
হ'বে জানি, জননী গো! দুখের বিরাম!
রহে কোটি কোটি বীর, বানরপ্রধান,
তা'সবার মাঝে, মাগো! ক্ষুদ্র হনুমান!
হেলায় লঙ্ঘিয়া সিন্ধু কোটি কোটি বীর
আসিবে জলদসম গরজি' গভীর!
লঙ্কার মলয়সানু আলোড়ি' যখন
উঠিবে গগনভেদি বানরগর্জ্জন,
ডুবে যাবে তার মাঝে মহাসিন্ধুনাদ—
মুছ মা নয়নবারি, ত্যজ মা বিষাদ!"
"বানর! শুনিয়া তব অমিয়বচন
ফিরিয়া পাইনু যেন হারাণ জীবন!
তোমার বচন যেন নববারি ঝরা—
অর্দ্ধজাত শস্য বুকে দগ্ধ বসুন্ধরা

উঠিল বাঁচিয়া! যাও, হরিবীর! যাও—
আমার দুখের কথা রাঘবে শুনাও!
যাও শিবময় পথে আশিসে আমার,
ধাও বায়ুসম—যথা রঘুর কুমার!
অথবা রহিয়া আজি শ্রান্তি কর দূর,
রহে এ কাননে ফল অমিয়মধুর!
আহা! কত শ্রম তব প্রভুর লাগিয়া!
কালি যেও সিন্ধুপারে বিশ্রাম লভিয়া!
তোমারে হেরিয়া কপি! শোক ভুলে রই—
যেন সে অভাগী সীতা আর আমি নই!"

"কোথা মোর শ্রম, মাগো! কোথা অবসর!
রামকর্ম্ম শ্রম নহে—আনন্দ-নির্ঝর!
জনমে জনমে যেন রামকর্ম্মে রই,
না রহুক কর্ম্ম মোর রামকর্ম্ম বই!
কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, কিবা বিভাবরী,
আমার সকল ক্রিয়া রামনাম ধরি'
উঠুক পল্লবি'! আমার সকল প্রাণে
বাজুক সে নাম মাগো নব নব তানে!
দাও মা! চরণধূলি, আশিসে তোমার
শত সিন্ধু নাহি গণে পবনকুমার!"

"যাও বীর! শিবময় পথে! হৃদিমাঝে
কপি তব, দিবানিশি যেরূপ বিরাজে—
কি অভাব তোর! নবীন আলোক-রেখা
নবীন প্রভাতে তোরে দেয় যেন দেখা!

উঠুক উথলি' তোর হৃদয়পাথার
শক্তিমন্দাকিনী! ছুটুক তরঙ্গ তার
প্লাবিয়া নিখিল ধরা! আশিসে আমার
অমর হও রে বহি' রামকর্ম্মভার!"

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাক্ষস-সংহার।

সীতার চরণে প্রণমি তখন
পবন-নন্দন ধায়,
ভাবে মনে মনে,— 'ফিরিব কি আজি
বানর-সেনা যথায়?
সফল বাসনা— হেরিছি জানকী,
কিবা রহে বাকী আর?
রাক্ষস-প্রতাপ পরখিতে আজি
পরাণ নাচে আমার!
ভাঙ্গিব কি তবে প্রমোদ-উদ্যান?
মথিব গিরি-শিখর?
ধাইয়া আসিবে নিশাচরসেনা,
বাধিবে মহাসমর!
হেরিবে রাবণ পৌরুষ আমার,
রাক্ষস মানিবে ভয়—
আসিবে যখন বানরবাহিনী,
হেলায় লভিবে জয়!'

এতেক ভাবিয়া অচলসঙ্কাশ
ধরে বীর মহাকায়—
ভাঙিয়া মথিয়া প্রমোদ-উদ্যান
মহাঝড়সম ধায়!
উঠে ঘোর নাদ দিক আলোড়িয়া,
ছুটে বনপশু যত!
ঝরে যত ফুল— শোভিল ধরণী
কুসুমের বেদীমত!
উড়ে বনপাখী আকুল নিনাদে,
আলোড়িত বাপীজল!
তরু ভগ্নশাখ, লুঠে মহীতলে
অনাথ লতারদল!
দীর্ণ লতাগৃহ, চূর্ণ হেমবেদী,
বিশীর্ণ পুন্নাগপাঁতি;
পীড়িত ধরণী— অশোক পলাশ
যেন বা শোণিতভাতি!
হেরি' ভীমকপি নিশাচরী যত
ছুটে—ফিরে নাহি চায়,
"ভাঙ্গিল রাজন্! অশোকের বন"
কহিছে গিয়া রাজায়!
"কোথা হতে আসে, গিরিচূড়া যেন,
বানর রক্তবদন,
ভাঙ্গিল তোমার চিরমনোহর
সাধের প্রমোদবন!

নাহি ভাঙ্গে কপি যেই তরুমূলে
জানকী বসিয়া রয়—
দেখিছি, রাজন্ ! জানকীর সনে
বানর কত কি কয় !”
রোষে উঠে জ্বলি’ রাক্ষস-ঈশ্বর
চিতার অনলপ্রায় !
প্রদীপ্তনয়ন, যেন দীপ দু’টি—
গলিয়া পড়য়ে তায়
তপ্ত অশ্রুবিন্দু তৈলবিন্দু যেন ;
কাঁপে দেহ থরথর !
করে কর হানি’ আদেশে রাবণ—
ছুটিল শত নফর !
ধায় রক্ষোবীর— নিনাদে গভীর
পরশু, পট্টিশ তুলি’,
প্রমোদ-উদ্যানে হেরে, মহাকপি
দুয়ার রহে আগুলি’ !
বাধে মহারণ— বীরসিংহনাদে
সাগর কাঁপিয়া উঠে,
কাঁপা’য়ে লঙ্কার অচলশিখর
‘জয় রাম’ ধ্বনি ছুটে !
পড়ে বীর কত— লোহিত ধরণী,
যেন বা পলাশদলে !
উড়ে কেশরাশি ; পতিত কৃপাণে
নবরবিকর জ্বলে !

ছুটে ধ্বস্তকেশ ভয়ার্ত্ত রাক্ষস,
রাবণে বারতা কহে,
বীর পরে বীর ছুটে তীর সম,
তিলেক ব্যাজ না সহে !
বীর পরে বীর লুঠে মহীতলে,
যে যায়, ফিরে না আসে—
আপনি শমন কপিরূপে যেন
রাক্ষসপুরী গরাসে !
কত সেনাপতি এল না ফিরিয়া,
যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর হত !
কোথা সে কুমার অক্ষ বীরচূড়া—
নিবিল পাবক মত !
ভাসকর্ণ বীর, বিরূপাক্ষ কোথা,
মন্ত্রীর নন্দন চারি,
হত জম্বুমালী, পঞ্চ সেনাপতি
পরশু—পট্টিশধারী !
আদেশে রাবণ মেঘনাদে তবে
রাবণসমান বীর
বিশাল নয়ন, বিপুল ললাট,
কনকসম শরীর !
চলে ইন্দ্রজিৎ মহাহেমরথে,
ধরণী কাঁপিয়া উঠে,
বাজে মেঘনাদে গভীর দুন্দুভি,
ভেরীর নিনাদ ছুটে !

মহামেঘ মত　　ধায় রক্ষঃসেনা,
বিদ্যুৎপতাকা উড়ে,
'জয় লঙ্কাপতি!'　　'জয় ইন্দ্রজিৎ'—
নিনাদে ধরণী পূরে!
উদ্যান-তোরণে　　পবন-নন্দন
রাবণ-তনয়ে হেরে,
যেন মেরুচূড়া,　　উঠে বীর রোষে—
রাক্ষস বানরে হেরে!
'জয় রাম' নাদে　　কাঁপায়ে লঙ্কা,
নিনাদে বানরবীর—
বাধে মহারণ,　　নিরুদ্ধ তপন,
মূর্চ্ছিত রহে সমীর!
ভাঙ্গি' মড়মড়ি　　মহাতরু তুলি'
বানর রোষে আছাড়ে,
ছুড়ে মহাশিলা—　　রথ রথী কত
সমর-ভূমিতে পাড়ে!
উড়ে মহারেণু,　　আঁধার ধরণী—
ঝড়সম বীর ধায়,
কভু ধরাতলে,　　কভু বা আকাশে
গরজে জলদপ্রায়!
কভু ভীম রবে　　পড়ে মহারথে
বিদ্যুৎপুঞ্জসমান,
ছিঁড়ে ফেলে শির　　ত্রস্ত সারথির,
রথীর উড়ে পরাণ!

রোষে ইন্দ্রজিৎ আস্ফালয়ে ধনু—
ঘন ঘন বজ্রনাদ!
ছুটে উল্কাসম স্বর্ণপুঙ্খ শর,
রাক্ষস ত্যজে বিষাদ!
বাণবিদ্ধ কপি— সিক্ত রোমরাজি
রুধির-বিন্দু-শোভায়,
রহে হনুমান রণভূমিশিরে
সন্ধ্যার তপনপ্রায়!
আবার আবার বাধে মহামার,
কাঁপয়ে প্রমদবন,
ব্যর্থ শরজাল— রোষে' ইন্দ্রজিৎ
জ্বলিয়া উঠে তখন!
নাহি মরে কপি সায়কে যখন,
স্মরে দিব্য ব্রহ্মবাণ—
বদ্ধ হস্ত পদ— সমর-ভূমিতে
বানর রহে শয়ান!
ছুটে আসে যত রাক্ষসের সেনা,
মহাপাশে বাঁধি' লয়—
চলে বন্দী লয়ে' রাজ-সভাতলে—
'রাবণ রাজার জয়!"

—

পঞ্চদশ সর্গ।

রাবণসভায় বন্দী হনুমান।

চলে রক্ষোবীর যত লয়ে হরিবরে
রাজ-সভাতলে, যথা রত্নাসন'পরে
বসিয়া রাবণ! জ্বলে প্রতি অঙ্গে তার
কত মহামণি, বক্ষে দোলে রত্নহার
মুকুট মুক্তার মালা! জ্বালাময় আঁখি
আরক্ত সদাই! লোহিত চন্দন মাখি'
শুভ্র ক্ষৌম বাস পরি', গিরি চূড়াপ্রায়
শোভিছে রাবণ! প্রতি অঙ্গে শোভা পায়
বিচিত্র চন্দন-লেখা! সভা উজলিয়া
মণিপীঠে বসেছে রাবণ। আন্দোলিয়া
ফেনশুভ্র, স্বর্ণদণ্ড চামরযুগল
দাঁড়ায়ে তরুণী! শিরে করে ঝলমল
চাঁদসম ছাতী! বসে মূর্ত্তি প্রতিভার—
যেন চারি মহাসিন্ধু, অগম, অপার—
মহামন্ত্রী চারি! দাঁড়ায়ে রাক্ষসবীর—
নীল শিলাময় যেন অচল শরীর!

পাশবদ্ধ মহাকপি সভার দুয়ারে
বিস্ফারিত-আঁখি, বীর রাবণে নেহারে!
'অহো কি প্রতাপ! কিবা রূপ তেজোময়—
ত্রিলোক-মহিমা যেন দশাননে রয়!
হেন কলুষিত মতি, পাপ-নিমগন,
এহেন সম্পদ্-সনে না শোভে কথন!'

হেরিল বানরে রাজা, অচলসমান
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রহে পিঙ্গলনয়ান,
নাহি ভয়, নাহি ব্যথা, প্রশান্ত বদন—
আপনার মাঝে বীর রহয়ে মগন!
হেরি' সে গম্ভীর ছবি, স্পন্দিতহৃদয়
ভাবিছে রাবণ, "তবে হ'ল কি উদয়
নন্দী শূলধারী? হেরি' কপিরূপ তাঁর
হেসেছিনু আমি—রোষে ছাড়ি' হুহুঙ্কার
শাপ দিলা প্রভু, 'বানর-প্রতাপে ঘোর
শ্মশান হ'বে, রে মূঢ়! স্বর্ণলঙ্কা তোর!'
এখনো সে ভীম বাণী রহিয়া রহিয়া
বাজিছে শ্রবণে—" রাজা উঠে চমকিয়া,
কহে মন্ত্রিবরে, "প্রহস্ত! শুধাও তুমি,
কোথা হতে আসে মূঢ় লঙ্কা স্বর্ণভূমি
যাচিয়া মরণে? কেন ভাঙ্গে মোর বন?
কার বলে রহে মূঢ় নির্ভয় এমন?"
কহিছে প্রহস্ত,—"কপি! নাহি তব ভয়—
সত্য কহ—নহে তব জীবনসংশয়!
কে তোমা' পাঠায়ে দেছে? নর কি অমর?
কিবা ইন্দ্র, কিবা বিষ্ণু, কিবা মহেশ্বর?
কেন ভাঙ্গিয়াছ বন? কেন কর রণ?
সত্য কহ, নহে হের সম্মুখে শমন!
ত্রিলোক চরণে যাঁর জোড় করে পাণি,
রাবণ সম্মুখে তব—কহ সত্য বাণী!"

"মোর কিবা ভয় ?" কপি দুন্দুভির স্বরে
কহিছে রাবণে, "যাঁরে হৃদিমাঝে ধ'রে
যাঁর কর্ম্ম সাধিয়া বেড়াই, যত ভয়,
যত বাধা মোর, নামে তাঁর নাহি রয়—
প্রভুর করম আমি সাধিয়া বেড়াই,
ভয়—অবসর মোর কোথা রহে, ভাই !
নহি দেবদূত আমি বনের বানর,
প্রভু মোর রাম—কোটি অযুত নফর
মোর সম সেবা করে তাঁয় ! দশানন !
জান তুমি, বীর বালী ইন্দ্রের নন্দন,
সুগ্রীব বিপুলগ্রীবে। কপি-সিংহাসনে
বসায়ে সুগ্রীবে প্রভু, অখিল ভুবনে
পাঠায়েছে হরি-বীরগণে। জানকীর
সন্ধানে ফিরিয়া, অতিক্রমি' সিন্ধুনীর
আসিয়াছি আমি। তোমার পুরীর মাঝে.
আমি দেখিয়াছি সীতা, স্বরূপে বিরাজে
যেন বহ্নিশিখা ! তুমি না দেখ, রাবণ !
অসিছে ঘনায়ে তব অকাল মরণ !
এ নহে জানকী—তব মরণের তরে
রাক্ষসের কালরাত্রি আনিয়াছ ঘরে !
দূরে ফেল—দূরে ফেল কণ্ঠে কালপাশ,
ঐ আসিতেছে যম করিতে গরাস
ছায়ার মতন ! হেরেছ প্রতাপ মম—
রহে অগণিত বীর, সবে মোর সম

প্রভুর সেবায় ! গরুড়সমান কেহ
ছুটে নভোমাঝে ! অচল-সমান-দেহ
কেহ উপাড়য়ে শৃঙ্গ—ক্ষুব্ধ ধরাতল,
অযুত মাতঙ্গ সম কেহ ধরে বল !
আসিছে বানর-সেনা আলোড়িয়া ধরা
গিরিচূড়া তরু করে কল্লোলমুখরা !
উঠিল জ্বলিয়া রক্ষঃ ! রামশরানলে
স্বর্ণলঙ্কা তব—পড়িল সাগর-জলে
বিরাট প্রাকার ভাঙি' ! সাগর-বেলায়
উঠে চিতাধূমশিখা ! বিমুক্ত ভূষায়
অযুত বিধবা কাঁদে ! যাও, রক্ষঃ ! যাও—
রামসনে আজি রাম-প্রিয়ারে মিলাও !
নতুবা নেহার, লঙ্কা উঠিল জ্বলিয়া—
সাগর সলিলে বহ্নি যাবে না নিবিয়া !
দগ্ধ পুরী শূন্য র'বে—দাবদগ্ধ বন,
কেন ডেকে আন ঘোর অকাল মরণ ?"
শুনি' সে দারুণ বাণী লঙ্কার ঈশ্বর
উঠে যেন জ্বলি'—রোষে কাঁপে থর থর !
"বধরে—বধরে মূঢ় বনের বানরে—
রাবণে কহে এ বাণী—হেন বল ধরে !"
নিষ্কোষিয়া জ্বালাময় অসি, বীর শত
ছুটে ভীম নাদে ! অচল-চূড়ার মত
উঠে বিভীষণ ভ্রাতা, রোধি' বীরগণে,
চরণে প্রণত কহে মধুর বচনে,—

"দূত নহে বধ্য, প্রভু! নীতি সনাতন
না ছাড় রোষের বশে, না ছাড় রাজন্!
তুচ্ছ বানরের বাণী! দীপ্ত ক্রোধানল
যোগ্য নহে তার! অতুলিত আত্মবল,
কীর্ত্তি তব সিন্ধু, শৈল, ধরণী ব্যাপিয়া
প্রসারিত বিশ্বমাঝে! আপনা ভুলিয়া
হেন রোষ সাজে কি তোমায়? কর রোধ
রোষ, প্রভু! বনচর বানর অবোধ—
দূত যেবা, যোগ্য নহে মৃত্যুদণ্ড তার,
অঙ্গহানি দণ্ড তার—এ রীতি রাজার!"
  কহিছে রাবণ,—"ওহে রক্ষোবীরগণ!
না বধ বানরে! ওর লাঙ্গূলভূষণ
দগ্ধ কর বহ্নি জ্বালি'! যাউক ফিরিয়া
প্রভুর চরণে, দগ্ধ লাঙ্গূল বহিয়া!"

ষোড়শ সর্গ।

দগ্ধ লঙ্কা।

রাবণ-আদেশে ছুটে বীরগণ,
কার্পাসবসন আনে—
জড়ায়ে জড়ায়ে বাঁধিছে লাঙ্গূল,
বানর ভয় না মানে!

ঢালে কুম্ভ কুম্ভ তৈল কত তা'য়—
জ্বলে ভীম হুতাশন,
কোপে কাঁপে হনু, প্রদীপ্ত শরীর,
বালার্কসম বদন !
ছুটিছে রাক্ষস মৃদঙ্গ বাজা'য়ে
উঠে জনকোলাহল,
রাজপথে লোক ধরেনা'ক আর—
আনন্দে পুরী বিকল !
বাজে শঙ্খ ভেরী পথে পথে তার,
নেহারে বায়ু-কুমার
দুর্গ, সেনাবাস, অস্ত্রাগার যত—
বলের সীমা লঙ্কার।
চলে মহাপথে প্রদীপ্ত-লাঙ্গুল
বানর গিরিসমান,
নাহি ভয়—তার অঙ্গে হুতাশন
শিশির করে জ্ঞেয়ান !
ঘূরিয়া ঘূরিয়া সকল নগরী
রাক্ষস বন্দীরে টানে,
মাতিয়া উঠিল নিশাচর পুরী
আনন্দ-মদিরা পানে !
সহসা ছাড়িয়া ঘোর নাদ কপি
পাশ ছিঁড়ি' বেগে ধায়,
পড়ে যেন ঝড়ে নিশাচর যত
বিহ্বল কদলী প্রায় !

গিরিশৃঙ্গ সম　　　　পুরীর দুয়ার—
এক লাফে উঠে তায়,
'জয় রাম' নাদে　　　　কাঁপায়ে তখন
সাগরসহ লঙ্কায়,
ছুটে মহাকপি　　　　কালায়স-ময়
পরিঘ লইয়া করে,
প্রাকারে প্রাকারে　　　　গিরিচূড়াসম
ভবনরাজির 'পরে !
যেন মূর্ত্তিমান　　　　ছুটিছে অনল
ভৈরব হুঙ্কার ছাড়ি'—
জ্বলিয়া উঠিল　　　　মহাগৃহ-চূড়া
অযুত শিখা প্রসারি' !
যেন উঠে জ্বলি'　　　　প্রলয়-বহ্নি—
পবন হুঙ্কারি' ছুটে,
ফাটে দারুময়　　　　স্তম্ভ, গৃহছাদ,
তুমুল নিনাদ উঠে !
গৃহে গৃহে ছুটে　　　　লোল জিহ্বা মেলি'
ভয়াল অনলরাশি—
করুণ নিনাদে　　　　ধায় নিশাচর
অনল ছুটে গরাসি' !
শিশু বুকে কোথা　　　　ছুটে নিশাচরী,
বসন খসিয়া পড়ে ;
কোথা জ্বালাময়　　　　বাতায়ন হ'তে
করুণ বিকট স্বরে

পড়ে নিশাচরী, অনলপ্রতিমা,
এলোচুলে বহ্নি জ্বলে—
পাছে পড়ে ভাঙ্গি' দীপ্ত গৃহচূড়া
বহ্নিময় ধরাতলে!
মহাধূম কোথা নীল মেঘ মত
ঘূরিয়া ঘূরিয়া উঠে,
মাঝে মাঝে তার কনকসঙ্কাশ
বহ্নির বলয় ছুটে!
লঙ্কার অচলে পতাকার মত
ভীম নাদে বহ্নি ধায়,
আকাশ পরশি' উঠে শিখা তার—
ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যায়!
উঠে হাহাকার, সাগর-কল্লোল
ডুবিয়া গেল তাহায়!
ধূম্রে আবরিত সোনার লঙ্কা
কাঁদে ভস্মরাশি গায়!
'এ নহে বানর— আপনি অনল,
অথবা মহেন্দ্র এল!
আপনি কি কাল কপিরূপ ধরি'
সকলি গরাসি' গেল!
হা তাত! পুত্র! কান্ত! জীবিতেশ—
উচারিয়া প্রিয় নাম,
ভস্মধূসরিত বিধবার মত
কাঁদে লঙ্কা অবিরাম!

সপ্তদশ সর্গ।

বেলাশৈলে।

দহিয়া রাক্ষসপুরী, মারুতী তখন
মনে মনে রামপদ করয়ে স্মরণ।
নিবা'য়ে সাগরজলে লাঙ্গূলঅনল,
অশোকের বনে পুনঃ সীতার কুশল
লয়ে কপি বায়ুসম ধায়! রহে গিরি
সাগর-বেলায়, তাহে রাখিয়াছে ঘিরি'
ঘননীল ভূর্জ্জতরু; শৃঙ্গে মেঘভার—
নয়ন-রঞ্জন উড়ে উত্তরীয় তার!
র'হে ধাতুরাগ ফুটি'—অযুত নয়ন,
ঝঙ্কারি' পড়িছে তার শত প্রস্রবণ
উদার সঙ্গীতে! বাজে তটে তটে বেণু,
শ্যামল শারদ বনে সপ্তপর্ণরেণু
মাতঙ্গ মাতায়! কুসুমিত লতাজাল
দলিয়া বানর, ভাঙি' শিলা সুবিশাল
উঠে গিরিচূড়ে। আস্ফালিয়া গিরিমূলে
শঙ্খ শুক্তি করে সিন্ধু কল্লোলিয়া বুলে!

ছুটিল অম্বরপথে উল্কাসম বীর—
কাঁপে গিরিচূড়া যত, ক্ষুব্ধ সিন্ধুনীর!
পড়ে বজ্রাহত যেন মহাতরুদল,
নির্ঝরে নির্ঝরে ছুটে নয়নের জল;
কন্দরে কন্দরে উঠে ভীম সিংহনাদ—
কাঁদে আলোড়িত গিরি গণিয়া প্রমাদ!

আকাশসমান সিন্ধু লঙ্ঘিয়া তখন
দূরে নেহারয়ে বীর বেলা-তালীবন ;
ডাকে উৰ্দ্ধবাহু যেন মহেন্দ্র অচল
ধরিয়া নির্ঝরবারি সৌরকরোজ্জ্বল !
আলোড়ি' আকাশ সিন্ধু গরজয়ে বীর,
মহেন্দ্র জীমূতমন্দ্রে ছাড়ে সুগভীর
প্রতিনাদ তার ! শুনি' সে গভীর ধ্বনি,
উল্লাসে বানর-সেনা মাতিয়া অমনি
ছাড়ে সিংহনাদ ! কাঁপায়ে অচলশির,
যেন ছিন্নপক্ষ গিরি, পড়ে হরিবীর !
বসে সানুতটে কপি কানন-নির্ঝরে,
কুসুমিততরুশাখা—তালবৃন্ত করে
ধায় কপি কত ! কেহ বনফল লুঠে,
কেতক-সুরভি কেহ আনে পর্ণপুটে
সুধাসম জল ! বৃদ্ধ হরিবীরগণে
প্রণমি' পবনসুত মধুর বচনে
কহে, 'দেখিয়াছি সীতা !' ঘিরিয়া তাঁহায়
বসিল বানর-সেনা কানন-ছায়ায় !
শুনে সে অপূৰ্ব্ব কথা—সীতার সন্ধান—
স্তব্ধ হরিসেনা রহে পাষাণসমান !

অষ্টাদশ সর্গ।

সীতাসংবাদশ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র।

চলে কপি-সেনা তবে প্রভাতে প্রমোদে মাতি'—
প্রভাত-নির্ম্মল মুখে বিরাজে অতুল ভাঁতি!
কত শৈল, কত বন, কত নদী, প্রস্রবণ
উতরি' বানর-সেনা হেরে মঞ্জু মধুবন;
অদূরে বানরপুরী রচিত গিরিমালায়—
সন্ধ্যার কনককান্তি প্রস্রবণ-গিরিগায়!
রাজ-অনুচর ফিরে, দধিমুখ হরিবীর—
রাজার সে মধুবনে সশঙ্ক বহে সমীর!
যাচে কপি-সেনা মধু, কুমার অঙ্গদ কয়,
"হ'ক না রাজার বন সকল বিভবময়—
এসেছে লভিয়া সিদ্ধি, যাও, হরিবীরগণ!
মধুর ভাণ্ডার লুঠ—হ'ক না রাজার বন!"
ছুটিল বানর সেনা, পিঙ্গল মধু যেমন,
উদর ভরিয়া পিয়ে রাজার সঞ্চিত ধন!
আকাশ আঁধারি' উড়ে মধুকর পালে পাল,
মধুতে পিছল ভূমি, বিদলিত লতাজাল!'
যেন বা মধুর দেহ, কেহ বা পড়য়ে ঢলি'—
কেহ লম্ফ ছাড়ি' ছুটে কুসুমবিতান দলি'!
তরুশিরে তরুশিরে কেহ দুলে দুলে যায়—
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ বা সঙ্গীত গায়!
ঢালে পর্ণপুটে কেহ কনকমধুর ধারা,
কেহ কাড়ি' লয়ে ছুটে—পিয়ে পাগলের পারা!

বাধে অপরূপ রণ—ধরে সাপটিয়া আসি',
উঠে রণশেষে শুধু খলখল অট্টহাসি !
কেহ বা অলসদেহ পাতে রক্ত কিশলয়,
তরুমূলে মাথা রাখি' বিভোর ঘুমায়ে রয় !
আসে বনপাল যত করাল মুষল তুলি'
না চাহে ফিরিয়া কেহ—পড়য়ে পড়য়ে ঢুলি' !
কেহ কড়মড়ে দন্ত, ভাঙে মড়মড়ি তরু—
পলায় রাজার চর, মগ্নগ্রীব, ভগ্ন-উরু !
আলোড়িত মধুবন, মধুমত্ত হরিদল—
ছুটে আসে দধিমুখ, মন্দর যেন সচল !
স্কন্ধে লয়ে শালতরু, ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার—
অঙ্গদ লোহিত-আঁখি রোধে ভীমগতি তার,
ধরিয়া সাপটি' তারে, তরুসহ তুলি' তা'য়
আছাড়ে মহীর 'পরে কুলিশসম শিলায় ;
সফেন রুধিরধারা ঝলকে উগারি' হরি
রহে প্রসারিয়া বাহু ধরণীর বুকে পড়ি',
লভিয়া চেতনা, চলে কহিতে রাজার পাশে,
মন্দগতি, ম্লানমুখ, নয়ন সলিলে ভাসে !
উজল শারদ চাঁদে নির্ম্মল আকাশতল,
'প্রস্রবণ-সানুদেশে তুষারসম শীতল
বহে মন্দ মন্দ বায়ু, শিহরে পাদপরাজি,
অদূরে কুমুদদলে তড়াগ উঠেছে সাজি ;'
ধৌত যেন শিলাতল রজতকরধারায়,
বসি' রঘুনাথ তাহে সীতার স্মৃতি ধেয়ায় !

সুগ্রীব, লক্ষ্মণ বসি' শূন্য মনে চেয়ে রয়—
সেনার কল্লোল উঠে অদূরে কাননময় !
আসে দধিমুখ ধীরে, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধার,
না পারে কহিতে কথা—বিষাদ গুমরে তার !
শুনিয়া বারতা তার উল্লাসে সুগ্রীব কয়,—
"আজি কেটে গেল মেঘ, চাঁদের হ'ল উদয় !
সফল হইল, প্রভু ! শারদ রজনী আজ,
পরিল অদৃষ্ট-লক্ষ্মী কনকরতনসাজ !
সীতার সন্ধান লভি' ফিরেছে বানরগণ,
তাই ত কল্লোল হেন, তাই ভাঙিয়াছে বন !
ঐ শুন সিংহনাদ, সিদ্ধি প্রচারিত তায়,
গরজে অচল যেন গভীরতর ভাষায় !
অঙ্গদ বাহুর মত, বুদ্ধি যার জাম্ববান,
পৌরুষ পবনসুত, আপনি বায়ুসমান
বিশাল ধরণী'পরে কোথা রহে হেন ঠাঁই,
হরিবাহিনীর, প্রভু ! যেথা ভীমগতি নাই ?"
আসিল অঙ্গদসনে নায়ক বানরদল,
দূরে 'প্রস্রবণ'মূলে সেনা ডাকে কলকল !
আগে লয়ে বায়ুসুতে প্রণমে বানর যত,
অঙ্গদ কহিছে বাণী অমিয়ধারার মত,—
"সীতার সন্ধান লয়ে কিঙ্কর ফিরেছে পায়,
তোমারি করম সাধি' তব নামমহিমায় !
ধন্য আজি হরিকুল অতুল পৌরুষে যা'র,
দাঁড়া'য়ে সম্মুখে, প্রভু ! নীরব বায়ুকুমার !

অম্লান যশের মালা ধরিয়াছে শিরোপর,
আপন পৌরুষে, প্রভু ! বানর হ'ল অমর !
সাগর লঙ্ঘিয়া কপি—শত যোজনের পার—
এনেছে, অমৃত যেন, কুশলবাণী সীতার !"

শুনি' সীতানাম প্রভু পসারি' যুগল পাণি
পরশে বানরবীরে, কহে গদগদ বাণী,
উথলে করুণাধারা নয়ন কমলদলে,
প্লাবিত বানর যেন অমল আশিস জলে !
'কোথা রহে সীতা ?' প্রভু অধীর পুছে সদাই—
রুদ্ধ নদীবেগ যেন ছুটিল কূল ভাসাই' !

কহে হনুমান—কণ্ঠ আবেগে জড়ায়ে যায়
নমিয়া হৃদয়ে নিজ রামজানকীর পায়,
সাগরলঙ্ঘন কহে—বচন গুরুগভীর,
লঙ্কার বিভব যত কহয়ে বানরবীর !
কহিতে অশোকবন রুদ্ধ কণ্ঠ বার বার—
পাষাণকঠিন করে মুছে বীর-অশ্রুধার !
"আমি দেখিয়াছি, প্রভু !" বানর কহে তখন,
"বিরহ-প্রতিমা রহে তোমাতে চিরমগন !
এক বেণী শোভে মা'র পাণ্ডুর দেহের কাঁতি,
দ্বিগুণ জ্বলয়ে শুধু সিঁথির সিঁদুরভাতি !
নীহারে নলিনী যেন, মলিন সোনার দেহ,
রহে ধরণীর বুকে ত্যজিয়া বিলাসগেহ !
ঘিরি' নিশাচরী যত গরজে সদা গভীর—
জপে রামনাম মাতা, নাহি আর আঁখিনীর !

অম্লান যশের মালা ধরিয়াছে শিরোপর,
আপন পৌরুষে, প্রভু! বানর হ'ল অমর!
সাগর লঙ্ঘিয়া কপি—শত যোজনের পার—
এনেছে, অমৃত যেন, কুশলবাণী সীতার!"
শুনি' সীতানাম প্রভু পসারি' যুগল পাণি
পরশে বানরবীরে, কহে গদগদ বাণী,
উথলে করুণাধারা নয়ন কমলদলে,
প্লাবিত বানর যেন অমল আশিস জলে!
'কোথা রহে সীতা?' প্রভু অধীর পুছে সদাই—
রুদ্ধ নদীবেগ যেন ছুটিল কূল ভাসাই'!
কহে হনুমান—কণ্ঠ আবেগে জড়ায়ে যায়
নমিয়া হৃদয়ে নিজ রামজানকীর পায়,
সাগরলঙ্ঘন কহে—বচন গুরুগভীর,
লঙ্কার বিভব যত কহয়ে বানরবীর!
কহিতে অশোকবন রুদ্ধ কণ্ঠ বার বার—
পাষাণকঠিন করে মুছে বীর-অশ্রুধার!
"আমি দেখিয়াছি, প্রভু!" বানর কহে তখন,
"বিরহ-প্রতিমা রহে তোমাতে চিরমগন!
এক বেণী শোভে মা'র পাণ্ডুর দেহের কাঁতি,
দ্বিগুণ জ্বলয়ে শুধু সিঁথির সিঁদুরভাতি!
নীহারে নলিনী যেন, মলিন সোনার দেহ,
রহে ধরণীর বুকে ত্যজিয়া বিলাসগেহ!
ঘিরি' নিশাচরী যত গরজে সদা গভীর—
জপে রামনাম মাতা, নাহি আর আঁখিনীর!

হের করিশিশু কত নীলকলেবর
উঠে দলে দলে শৈলসানুর উপর।
বিশাল বানর কত করে জলপান,
গরজে পম্পার কূলে বৃষভসমান;
স্থূলকলেবর—মাখি' গিরিমাটি তায়
পশে বারি পান করি' অচলগুহায়।"
কহিতে কহিতে রাম লক্ষ্মণের সনে
পম্পার পুলিনে চলে ঋষ্যমূকবনে।
হেরি' বনশোভা রাম স্মরে অবিরাম
জনক-নন্দিনী, জপে জানকীর নাম।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

পম্পাতটে।

পম্পার পুলিনে রাম চলে বনে বনে,
কহে কত খেদ-বাণী ধরিয়া লক্ষ্মণে,—
"লক্ষ্মণ! জানকী কোথা? কুসুমিত বন,
এসেছে বসন্ত—বহে দক্ষিণ পবন!
সুনীল পম্পার বারি করে টলমল,
অরুণ-বরণ দোলে প্রফুল্ল কমল!
বহে পদ্মগন্ধি বায়ু কানন-ছায়ায়,
সীতার নিশ্বাস যেন লাগে মোর গায়!
কমল সদা যে প্রিয়, লক্ষ্মণ! সীতার—
কোথা' রে কমলমুখী জানকী আমার!
লক্ষ্মণ! সেজেছে হের শালযষ্টি কত,
দুলিছে মঞ্জরী শুভ্র অঞ্চলের মত!
আহা! কি ললিত পাতা, রুধিরবরণ—
সীতার অধর যেন নেহারি, লক্ষ্মণ!
"সেজেছে তরুটি হোথা কুসুমভূষায়,
উঠেছে পলাশ-লতা জড়া'য়ে তাহায়,
শাখাতে শাখাতে বাঁধি' শিরে উঠি' তা'র
দুলিছে লতিকা, শিরে কুসুমসম্ভার!

শৈলসানুদেশে, হের, শৈলশৃঙ্গপ্রায়
উঠেছে পাদপরাজি—শাখায় শাখায়
বাঁধিয়া দিয়াছে লতা ফুলের বাঁধনে,
পুষ্পচন্দ্রাতপ যেন প্রসারিত বনে!
ফিরে অলিদল করি' মধুর গুঞ্জন,
গাহে কলকণ্ঠ পিক মদনকীর্ত্তন!
বহে মন্দ মন্দ বায়ু চন্দনশীতল—
নাচে পুষ্পভার শিরে বনতরুদল!
লক্ষ্মণ! শিহরে দেহ—পড়ে শুধু মনে
জানকী কমলমুখী মধুগন্ধি বনে!
"আহা! শ্যাম দূর্ব্বাদলে, নির্ম্মল শিলায়
কুসুম বরষে তরু বারিধারাপ্রায়!
খসিয়া পড়ি'ছে ফুল—আদরে পাদপ
ধরিছে প্রসারি' আহা! দু'করপল্লব,
পাগল দক্ষিণ বায়ু কাড়ি' লয়ে যায়,
না শুনে কাহারো মানা—কুসুম ছড়ায়!
স্তবকে স্তবকে হোথা' নেহার, লক্ষ্মণ!
ফুটেছে অশোক, দীপ্ত অঙ্গার যেমন!
পল্লব-অনলশিখা জ্বলে চারিধার,
ভ্রমরগুঞ্জন উঠে নিনাদ তাহার;
বসন্ত-অনলে আমি পুড়ে হ'নু ছাই—
কোথা, রে লক্ষ্মণ! সীতা? সীতা কোথা পাই!
পম্পার তুষারবারি, পবন শীতল
ললাট পরশে মোর যেন রে অনল!"

বলিতে বলিতে রাম বসে তরুতলে,
আবার উঠিয়া দ্রুত বনপথে চলে ;
লক্ষ্মণের করে ধরি' বলে আর বার,—
"হের গিরিসানু'পরে অপূর্ব্ব বাহার !
ময়ূর ময়ূরী নাচে পেখম তুলিয়া,
হরিণ হরিণী রহে মুখে মুখ দিয়া !
পম্পার দক্ষিণে গিরি উঠেছে আকাশে—
লাল গিরি-অঙ্গ কিবা অযুত পলাশে !
মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর ফুলে,
কেতকী, মহুল, কুন্দ, অশোক, বকুলে
কি শোভা ধরেছে পম্পা শিরীষ রসালে,
চম্পক, চন্দন, বিল্ব, তিলক, তমালে !
ধন্য যেবা দিবানিশি পরশে, লক্ষ্মণ !
পম্পার কমলগন্ধি বনসমীরণ !
কা'রে দেখাইব শোভা ! সীতা মোর নাই—
শূল যেন বিঁধে মোর নয়নে সদাই !
নয়ন-রঞ্জন যেই ছিল গিরিবন,
সীতার বিহনে কেন দহিছে নয়ন !
প্রিয়া যেথা রহে মোর, সাজে কি তথায়
নবীন বসন্ত হেন কুসুমভূষায় !
বহে কি দক্ষিণ বায়ু, গাহে কি রে গান
এমন কোকিল সেথা মাতা'য়ে পরাণ ?
গিয়াছে বসন্ত যদি, সীতা বেঁচে নাই !
লক্ষ্মণ ! কি লাগি' আর ফিরি মোরা, ভাই ?

কি ব'লে বুঝা'ব আমি বিদেহরাজায়,
সীতার কুশল যবে পুছিবে আমায় ?
কহিবে জননী, 'রাম! বধূ কোথা মোর—
গিয়াছে যে মহাবনে পাছে পাছে তোর ?'
কি ব'লে বুঝাব!—আমি ফিরিব না আর!
লক্ষ্মণ! যাও রে ফিরি' পুরীর মাঝার!"
বিষাদে মলিন মুখে রাঘব তখন
বসে পম্পাকূলে; তবে কহিছে লক্ষ্মণ,—
"আর্য্য! হেন দীন বাণী সাজে কি তোমায়?
উঠ তুমি জাগি', প্রভু! নিজ মহিমায়!
কি তব দুর্লভ, প্রভু? মহেন্দ্রসমান
অপারপৌরুষ—তুমি পুরুষপ্রধান!
রহে তব বাহু, প্রভু! কি অভাব আর!
উঠ, নরনাথ! ছাড়ি' কার্ম্মুক-টঙ্কার!
শোক, মলিনতা, মোহ দূরে যা'ক আজি—
উঠ, রঘুবীর! আজি রামরূপে সাজি'!"
শুনি' লক্ষ্মণের বাণী, প্রসন্নবদন
উঠে রাম—বনে বনে চলিল তখন।
বসিয়া অচলচূড়ে কপিগণসনে
হেরিল সুগ্রীব তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
ভয়ে কম্পমান তনু পলায় বানর,
ভাবে, আসিয়াছে বুঝি বালীর দু'চর!
চলে হনুমান কপি আদেশে তাহার,
রহে গিরিমূলে যথা রঘুর কুমার।

দ্বিতীয় সর্গ।

হনুমানের আত্মোৎসর্গ।

বহে ঋষ্যমূক-মূলে
কলকল নির্ঝরের ধারা,
গাহে তরুশাখে বসি'
কলকণ্ঠ পিক মাতোয়ারা!
নিবিড় পাদপে যেন
পুঞ্জীভূত রহে অন্ধকার,
ফুটেছে পলাশ-রাশি—
জ্বলে যেন অযুত অঙ্গার!
সারি সারি বিল্বতরু,
শুষ্ক পত্রে ঢাকা শিলাতল;
ছুটে 'মরমরি' তাহে
ভয়াকুল বনমৃগ-দল!
উঠে কলকল নাদ
মুখরিত করি' গিরিবন—
বসে নির্ঝরের পাশে
শিলাতলে শ্রীরামলক্ষ্মণ!
নামিল অচল হ'তে
মহাকপি, অচলসমান,
নমিয়া চরণ-তলে,
যোড় হাতে কহে হনুমান,—
"কে তুমি বিশাল-দেহ,
মহাভুজ, বরণ তমাল?

শিরে জটাভার দোলে,
　　বাম করে কার্ম্মুক করাল!
সুবিশাল বক্ষ! তাহে
　　কৃষ্ণাজিন কিবা শোভা পায়!
উঠে আনন্দের সিন্ধু
　　হৃদিমাঝে হেরিয়া তোমায়!
সঙ্গে হেমগৌরতনু
　　কেবা বীর প্রসন্নবদন?
এমন আয়ত আঁখি—
　　হেন রূপ না দেখি কখন!
মানুষ তোমরা?—কিম্বা
　　নামিয়াছ ধরণী উপর
আঁধারি' স্বরগ-ভূমি
　　স্বরগের যুগল অমর!
হেরিয়া প্রতাপ তব
　　মহাগিরি ত্রস্ত যেন রয়—
ঢালিছে চরণে বারি,
　　রাশি রাশি পুষ্প সুধাময়!
তাপস-আকার হেরি
　　সর্ব্বদেহে ক্ষত্রিয়-লক্ষণ;
দয়ার নিবাসভূমি
　　কি ললাট, প্রসন্ন নয়ন!
হেলায় ছাড়িয়া যেন
　　রাজভূষা আসিয়াছ বনে—

বিন্ধ্য-মেরু-বিভূষিত
বসুমতী নমিছে চরণে !
সুগ্রীব বানরপতি
রহে, বীর ! অচল-উপর,
পবন-নন্দন আমি
হনুমান তাঁহার কিঙ্কর।
সুগ্রীব মাগিছে আজি,
নরনাথ ! আশ্রয় তোমার—
কে তুমি পম্পার বনে
আসিয়াছ—দেবের আকার ?”
শুনি’ সে মধুর বাণী,
চাহে রাম অনুজের পানে ;
কহিছে লক্ষ্মণ,—“হনু !
রাম নাম কেবা নাহি জানে !
যে কুলে দিলীপ, রঘু—
কোটি নৃপ মহেন্দ্রসমান,
অমর মানব যার
যশোগাথা সদা করে গান,
অযোধ্যা নগরী যাঁর
ধরণীর রতনসম্ভার
ধরিয়া রেখেছে বুকে—
সেই কুলে জনম ইহার !
পালিতে পিতার বাণী,
আসে রাম দণ্ডকের বনে,

অনুজ লক্ষ্মণ আমি
　　দিবা নিশি রয়েছি চরণে।
ছিনু পঞ্চবটী বনে,
　　কোথাকার রাক্ষস রাবণ
হরেছে রামের সীতা,
　　খুঁজি' তাই ফিরি বনে বন।
সুগ্রীব বানরপতি
　　শুনিয়াছি ঋষ্যমূকে রয়—
রাম আসিয়াছে হেথা'
　　মাগিবারে তাঁহার আশ্রয়!
পাঠায়ে বানর দলে
　　আন যদি সীতার সন্ধান,
রাম র'বে প্রেমে বাঁধা—
　　রামকর্ম্ম সাধ' হনুমান!
আসমুদ্রক্ষিতি যাঁর
　　পদমূলে করয়ে প্রণতি—
সুগ্রীব-শরণাগত
　　লোকনাথ রাম রঘুপতি!
আশ্রয় করিয়া যাঁর
　　ভীমবাহু, রহে প্রজাগণ—
রাম রঘুনাথ আজি
　　সুগ্রীবের মাগিছে শরণ!
যাঁহার প্রসাদ লাগি'
　　সর্ব্বভূত করপুটে রয়—

রাম রঘুনাথ আজি
সুগ্রীবের মাগিছে আশ্রয়!”
বলিতে বলিতে বাণী,
অশ্রুভার উঠে উথলিয়া ;
কহে আগুসারি কপি,
আর্দ্র আঁখি, দু’কর জুড়িয়া,—
“এস, নরনাথ! এস,
ধন্য আজি পুণ্য গিরিবন,
ধন্য কপিরাজ আজি,
বনবাসী ধন্য কপিগণ!
সুগ্রীব আনিয়া দিবে,
রঘুনাথ! সীতার সন্ধান ;
রহে অগণন কপি,
মহাবল, পবনসমান!
খুঁজিয়া ফিরিবে তা’রা
গিরি, বন নিখিল ধরার—
দাস হনুমান, প্রভু!
সঁপে প্রাণ চরণে তোমার!
তোমার করম হ’ল
মহামন্ত্র দিবস রজনী—
তোমারি পতাকা ধরি’
ভাসাইনু জীবন-তরণী!
তোমার চরণ-রেণু
মাখি’ আজ ললাট-উপর,

তোমারি করম সাধি'
হনুমান হইবে অমর!
চল, নরনাথ! চল
বালিভয়ে সদা কম্পমান
রহয়ে সুগ্রীব যথা
প্রিয়াহীন তোমারি সমান!"
চলে গিরি-শিরে রাম,
শৈলসানু হেরি' শোভাময়—
বালি-অত্যাচার যত
হনুমান বিবরিয়া কয়।

তৃতীয় সর্গ।

সুগ্রীবমিলন।

শোভে ঋষ্যমূক 'পরে মলয়-শিখর,
চন্দন-তমাল-বনে স্নিগ্ধ, মনোহর।
বহিছে চন্দনগন্ধি মন্দ সমীরণ,
দোলায়ে মঞ্জরী নাচে শালতরুগণ।
নাচে গোধূলির আলো মহাতরু-চূড়ে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে গোধূলির রক্তমেঘ উড়ে।
সুদূরে পম্পার বুকে জ্বলে স্বর্ণকর,
তীরে তরঙ্গিত নীল বনরাজি'পর!
কুসুমিত শালশাখা ভাঙিয়া তখন
মহাশিলাতলে কপি রচয়ে আসন,

বসে রঘুনাথ তাহে সুগ্রীবের সনে,
করে করে বাঁধে দোঁহে নিবিড় বন্ধনে!
ব্যজন করয়ে কপি চন্দন-শাখায়,
বৃক্ষে বৃক্ষে বনপাখী মঞ্জু গান গায়!
জ্বালিল সম্মুখে বহ্নি পবন-নন্দন—
নির্ধূম, কাঞ্চনকান্তি উঠে হুতাশন!
কুসুম-অঞ্জলি ঢালি' সুগ্রীবের সনে
প্রদক্ষিণ করি' বহ্নি, প্রীতির বন্ধনে
বাঁধে দোঁহে—কপিগণ করে মহোৎসব
কুসুম ছড়ায়ে, পি'য়ে কুসুম-আসব!
কহিছে সুগ্রীব, "প্রভু! কি ভাগ্য আমার!
লভিলাম মিত্র আমি রঘুর কুমার!
বুকে নিলে, সখে! তুমি বনের বানরে;
বানর আমরা—রহে মোদের অন্তরে
কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা! কহিব কেমনে
আপনার গুণাবলি আপন বদনে!
সাধিয়া করম তব দিব পরিচয়,
তখন বুঝিবে মোর কেমন হৃদয়!
আনিব রাক্ষসে নাশি' তোমার সীতায়,
অসুরপ্রতাপে লুপ্ত বেদবাণী প্রায়!
"দেখিছি জানকী আমি—মোরা পঞ্চ জন
ছিনু গিরিশিরে বসি', করিনু দর্শন,
সীতা লয়ে নিশাচর বায়ুপথে ধায়,
'হা রাম'! নিনাদে বালা কাঁদে উভরায়!

বাঁধি' উত্তরীয়বাস নানা আভরণে
ফেলিয়া চাহিল বালা ব্যাকুল নয়নে !
রেখেছি যতনে যত শুভ আভরণ,
পদ্মপীত, পদ্মগন্ধি কৌশেয় বসন।"
পশিল সুগ্রীব তবে অচলগুহায়,
আনে জানকীর শুভ কনকভূষায়।
করে লয়ে প্রিয়বাস, আভরণ যত,
কাঁদে রঘুনাথ—কহে খেদবাণী কত !
বহে দরদর অশ্রু, মলিন বদন,
হেমন্তের চাঁদ যেন নীহারে মগন !
কভু রাখে শিরোপরে, কভু বুকে আর,
বার বার হেরে রাম প্রিয় অলঙ্কার !
কহে গদগদ কণ্ঠে,—"নেহার, লক্ষ্মণ
জানকীর স্বর্ণভূষা, কৌশেয় বসন !
হের মণিময় বাজু, যুগল কুণ্ডল,
চন্দ্রকররেখা যেন হার নিরমল !"
কহিছে লক্ষ্মণ,—"প্রভু ! না জানি কেমন
কেয়ূর, কুণ্ডল তাঁর কণ্ঠবিভূষণ ;
চিনি শুধু চরণের নূপুর সীতার,
এই সে নূপুর—আমি কোটি কোটি বার
নিতে চরণের ধূলি হেরেছি নয়নে,
এই সে নূপুর মোর সদা পড়ে মনে !"
কহিছে রাঘব তবে,—"বল, হরিবর !
কোন্ পথে সীতা লয়ে গেল নিশাচর ?

কোথা সে রাক্ষস রহে? চল মোর সনে,
আজি পাঠাইব তারে শমনভবনে!"
কহিছে সুগ্রীব,—"প্রভু! পাপ নিশাচর
না জানি কেমন, তার কোন্ দেশে ঘর!
না জানি কোথা সে পাপী—ক্ষতি কিবা তায়?
রহে সে লুকায়ে যদি সাগর-তলায়,
বাঁধিয়া আনিব তারে—প্রাণ আপনার
সঁপিলাম, সখা! আজি করমে তোমার!
উঠ নরনাথ! উঠ—মুছ আঁখিজল,
বীরের হৃদয় নহে শিরীষকোমল!
ধৈর্য্য—মহাগিরি তব করহ আশ্রয়,
বীরের সমান, প্রভু! জয় পরাজয়!
নাহি তব নারী, সখা! শোক কিবা তায়!
আপন আনন্দে তুমি রহ আপনায়!
আমিও ত প্রিয়াহীন, বিষাদে মগন
রয়েছি—কাঁদি না আমি তোমার মতন!
উঠুক জ্বলিয়া তব পৌরুষ-অনল,
না শোভে তোমার, সখে! নয়নের জল!"

চতুর্থ সর্গ।

সুগ্রীবের সন্দেহভঞ্জন।

শুনি' সুগ্রীবের বাণী, প্রসন্নবদন,
মেলিয়া দু'পাণি, রাম করে আলিঙ্গন,

কহে গদগদ কণ্ঠে,—"তোমা হেন যার
মিলেছে পরাণসখা, কি অভাব তা'র ?
বল, সখা! বল, বল, মলিন বদনে
যার ভয়ে দিবানিশি ফির বনে বনে,
ভ্রাতৃরূপী মহা-অরি কোথা সে তোমার ?
বল যদি, আজি তারে করিব সংহার!
তোমা হেন মহাপ্রাণ অনুজে যে জন
বঞ্চিয়া রমণী তার করেছে হরণ,
ভ্রাতৃবধূ-রূপ-মত্ত, ভ্রাতৃস্নেহহীন,
কাম-নরকের ক্রিমি, পাষাণ-কঠিন—
মৃত্যু—মহাদণ্ড তার! বজ্রসার শরে
আজি পাঠাইব তারে শমন-নগরে!"

কহিছে সুগ্রীব,—"সখা! প্রতাপ তোমার
প্রকাশিছে দেবতুল্য গম্ভীর আকার।
তবু মনে হয়, বালী দেবের দুর্জ্জয়—
বীর্য্যে তার ক্ষুব্ধ সিন্ধু, ত্রস্ত হিমালয়!
মাখি' রণধূলি করি' গভীর গর্জ্জন,
দ্বিতীয় মন্দর—বালী দাঁড়াবে যখন,
কেবা হেন বীর রণে হবে আগুয়ান—
না হেরি কাহারে আমি বালীর সমান!
ক্ষম, রঘুনাথ! আমি হেরিছি নয়নে
অপূর্ব্ব প্রতাপ তার কত মহারণে!
তাই কহি হেন বাণী, বনে বনে তাই
দীন প্রিয়াহীন ফিরি শঙ্কিত সদাই!"

কহিছে লক্ষ্মণ তবে হাসিতে হাসিতে,—
"রাম-বাহুবল তুমি চাহ কি হেরিতে ?
কিবা কর্ম্ম হেরি' তব ঘুচিবে সংশয় ?
রামরূপ হেরি' তব ঘুচিল না ভয় ?"
কহিছে সুগ্রীব,—"বালী প্রতাপে তপন—
রণজয় বিনা বালী ফিরেনা কখন !
ঐ যে অদূরে পড়ি' গিরিশৃঙ্গপ্রায়
বিশাল কঙ্কালরাশি গিরিসানুগায়—
দুন্দুভির অস্থি উহা—অচল-আকার
ফিরিত সে মহাবনে ছাড়িয়া হুঙ্কার !
বধিয়া দানবে বালী, তুলিয়া হেলায়
ফেলে ভীম দেহ দূর অচলের গায় !
মৈনাক-মন্দর-সম মহা-অস্থি-চয়
রাম ভুজ-বলে তুলি' ঘুচান সংশয় !"
মৃদু হাসি' উঠে রাম—চরণ-প্রহারে
ফেলে সে কঙ্কাল দূর যোজনের পারে,
ভৈরব নিনাদে দলি' লতা গুল্ম, বন,
দুন্দুভির অস্থি পড়ে অশনি যেমন !
কহিছে সুগ্রীব,—"সখা ! অচলসমান
আছিল দুন্দুভি, যবে ত্যজিল পরাণ ;
শুষ্ক, মাংসহীন এবে, লঘু তৃণপ্রায়—
কেমনে বুঝিব তব বিক্রম ইহায় ?
হের, নরনাথ ! হের গিরিসানু'পরে
সারি সারি মহাশাল উঠেছে অম্বরে,

পাণ্ডুপত্রে সাজি' যেন গৈরিকবসন
সপ্ত মহা-ঋষি রহে সমাধিমগন !
আস্ফালিয়া ভীম বাহু সপ্ত তরুবরে
কম্পিত করিত বালী, যেন মহাঝড়ে—
অমনি ঝরিয়া যেত পাণ্ডুপত্র-দল,
দাঁড়ায়ে কাঁপিত তরু বিটপসম্বল !
উঠ, রঘুনাথ ! আজি বড় সাধ মনে,
ভীম শরবেগ তব হেরিব নয়নে !
আকর্ণ পূরিয়া ধনু করহ সন্ধান—
ভেদিয়া পাদপ, সখা ! ছাড় দিব্য বাণ।
এক মহাশাল যদি পার ভেদিবারে,
বুঝিব সমরে পার বালী জিনিবারে।"
　শুনি' সুগ্রীবের বাণী, রঘুর নন্দন
কাঞ্চন-মণ্ডিত ধনু করিল গ্রহণ ;
"বানর ! সংশয় যদি হয়েছে তোমার,
হের মোর বীর্য্য—শুন কার্ম্মুকটঙ্কার"—
বলিতে বলিতে রাম গুণ আরোপিয়া
ছাড়িল টঙ্কার, গিরি-বন আলোড়িয়া,
ছুটে স্বর্ণপুঙ্খ শর উল্কাপিণ্ডপ্রায়,
ভেদি' সপ্ত মহাশাল পশে গিরিগায় !
নিশ্চল বানর যত চিত্রার্পিত রহে,
স্তব্ধ শৈলবন, তাহে বায়ু নাহি বহে !
সুগ্রীব চরণ-তলে পড়ে কম্পমান—
কণ্ঠহার শিলাতলে রহে লম্বমান ;

ললাটে অচলরেণু, নমি' বার বার,
জুড়িয়া দু'কর কহে, চক্ষে অশ্রুধার,—
"কি ছার বানর বালী—অসুর, অমর
পার জিনিবারে, প্রভু মহাধনুর্দ্ধর!
ভিন্ন সপ্ত মহাশাল, দীর্ণ গিরিভূমি!
কে র'বে সম্মুখে, প্রভু! মহারণে তুমি
করাল কার্ম্মুক করে দাঁড়াবে যখন?
টলিবে ত্রিলোক, প্রভু! প্রলয়ে যেমন!
গেল আজি শোক মোর—দূরে গেল ভয়!
মহেন্দ্রসমান তুমি দিয়াছ আশ্রয়!
ভ্রাতৃরূপী মহা-অরি করহ সংহার—
বন্ধু তুমি—পিতা তুমি আশ্রিত জনার!"

পঞ্চম সর্গ।

বালিসুগ্রীবের যুদ্ধ।

ছাড়ি' ঋষ্যমূক গিরি রাঘব তখন
চলে মহাচাপ করে, দক্ষিণে লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব চলিছে আগে, মুখে প্রীতিভার;
পাছে চারি বীর চলে অচল-আকার।
হেরে গিরিমালা, কত বিচিত্র কন্দর,
ঝরে গিরি-অঙ্গে কোথা বিমল নির্ঝর;
নীল মহাশৃঙ্গ কোথা পরশে আকাশ,
বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্পভার হয়েছে প্রকাশ।

কত শ্যাম বনস্থলী নবতৃণময়,
হরিণ হরিণী তাহে চরিছে নির্ভয়।
বহে গিরিমূলে কোথা বনতরঙ্গিনী,
দু'কূলে লম্বিত নীল পাদপের বেণী।
রহে প্রসারিত কোথা' তড়াগ বিশাল,
নীল জলে ভেসে' চলে বিহঙ্গের পাল;
তীরে মত্ত মহাগজ, পর্ব্বতপ্রমাণ,
শুক্ল-দন্ত-বিভূষিত, করে জল পান।
শোভিছে আশ্রম কোথা' নয়ন-রঞ্জন,
স্বাদু ফল মূলে ভরা, শ্রমবিনোদন;
রহে মহামেঘ যেন অচলের গায়,
বহে পুণ্য হবিঃগন্ধ কানন-ছায়ায়!
প্রান্তে কদলীর সারি, পশ্চাতে তাহার
উচ্চশির রহে নীল পাদপ-প্রাকার!
উঠে তরু-শিরে ধূম কপোতবরণ,
রহে গিরি-অঙ্গে লাগি' জলদ যেমন!
কহিছে সুগ্রীব, "সখে! দেবের দুর্গম,
শোভে ব্রহ্মলোক যেন, সপ্তর্ষি-আশ্রম!
দিব্য গন্ধে মহাবন গিয়াছে ভরিয়া,
দিব্য ধ্বনি উঠে কত রহিয়া রহিয়া,
ধূমে আবরিত শির শোভে তরুরাজি,
নীল গিরিমালা যেন মেঘভারে সাজি'!
সিদ্ধ হেথা' সপ্ত ঋষি; আশ্রম-মাঝার
পশে যেবা, ফিরে কভু আসে না সে আর!

কর প্রণিপাত, সখা! অশুভ না রয়
হেরিলে আশ্রম হেন দিব্য শোভাময়!”
প্রণমি’ জুড়িয়া পাণি, চলে রঘুবর,
হেরে কতদূরে আসি’ কিষ্কিন্ধ্যানগর।
রহে মহাবনে সবে; সুগ্রীব তখন
চলে আগুসারি, করি’ গভীর গর্জ্জন।
কটিতটে বাঁধি’ বাস রহে যেন বীর
সন্ধ্যা-রাগ-রক্ত গিরি বিশাল, গম্ভীর!
গভীর নিনাদে তার মহাবন পূরে,
আকুল কাকলি মুখে বনপাখী উড়ে!
শুনি’ সিংহনাদ, বালী নারীগণমাঝে
উঠে রোষরক্ত আঁখি—চলে বীরসাজে!
বালিসুগ্রীবের বাধে ভীম মহারণ,
যুঝে মহাকাশে বুধ মঙ্গল যেমন!
উঠে বজ্রনাদ যেন তলের প্রহারে,
দন্ত কড়মড়ি উভে বজ্রমুষ্টি মারে!
তরু-অন্তরালে রহি’, করে দিব্য শর,
হেরে রাম দুই বীর তুল্যকলেবর!
কেবা বালী রঘুনাথ না পারে চিনিতে,
নারে বজ্রসম দিব্য সায়ক ত্যজিতে!
সুগ্রীব বিহ্বল-আঁখি চারিদিকে চায়,
না হেরি’ রাঘবে, ভয়ে মহাবনে ধায়!
“পলা’ রে সুগ্রীব! তুচ্ছ প্রাণ লয়ে তোর”—
গরজি’ বানরপতি কুলিশকঠোর

ফিরে পুরীমাঝে। রাম চলিল সে বনে,
বসিয়া সুগ্রীব যথা বিষণ্ণ বদনে
হেরিছে বসুধাতল, অঙ্গে রক্ত ঝরে,
রুধির-কর্দ্দমে মাখা শ্রান্ত কলেবরে!
কহে ভগ্নকণ্ঠে কপি আনত গ্রীবায়,
"একি তব রীতি? কেন কহিলে আমায়
বালী সনে যুঝিবারে, জান যদি মনে
নারিবে জিনিতে রাম, তারে মহারণে?
আগে জানিতাম যদি এত তব ভয়,
সম্মুখে আইলে অরি প্রতাপ না রয়,
নাহি ত্যজি ঋষ্যমূক যেতাম কখন—
বুঝিনু নিগ্রহ মোর দৈবের ঘটন!"
কহে রঘুনাথ, "সখা! নাহি কর রোষ,
নহি ভয়ে ভীত আমি—নাহি মোর দোষ।
হ'ল মহারণ, আমি হেরিনু নয়নে,
সমান আকার, সখা! যুঝিলে দু'জনে—
কিবা রূপ, কিবা বেশ, কিবা পরাক্রম,
সমান দু'জনে হেরি' হল মোর ভ্রম!
তাই না ছাড়িনু আমি বজ্রসম শর;
না কর বিষাদ, সখা! চলহ সত্বর—
আজি ভিন্নকণ্ঠ বালী, বিলুপ্তগর্জ্জন
লুঠিবে ধরণীপৃষ্ঠে, করিও দর্শন!
লক্ষ্মণ! সেজেছে হের অচলের গায়
গজপুষ্পী লতা, শুভ্র কুসুম-ভূষায়—

আন উপাড়িয়া লতা, বেঁধে দাও গলে,
চিনিব সুগ্রাবে আমি বনপুষ্পদলে।
চল, সখা! চল, চল—না কর সংশয়,
এক বাণে ঘুচাইব আজি বালিভয়!"
সুগ্রীব সাজিল ফুল্ল অচল-লতায়,
গোধূলির মেঘ যেন বলাকামালায়!
কণ্ঠে জয়মাল্য যেন করিয়া ধারণ
গরজে জলদমন্দ্রে রবির নন্দন!

ষষ্ঠ সর্গ।

বালী ও তারা।

বিদায়।

বসি' মদমত্ত বালী নারীগণমাঝে,
রাহুমুখে যেন ম্লান ভাস্কর বিরাজে!
সুগ্রীব-নিনাদ উঠে দিক আলোড়িয়া,
শুনি' সর্ব্ব ভূত ভয়ে ছুটে চমকিয়া!
বৈরি-সিংহনাদ শুনি' কোপে কাঁপে শূর,
উঠে স্বর্ণগিরি যেন—মধুমদ দূর!
চরণে বিদারি' ধরা ধায় যেন বীর,
অনলসমান আঁখি জ্বলে সুগভীর!
ছুটে আসে ম্লানমুখী, আকুলকুন্তলা,
তারা কপিরাজরাণী, লুণ্ঠিত-অঞ্চলা!

আন্দোলিতা লতা যেন, বাহুপাশ দিয়া
বাঁধি' প্রিয়-কটি, কহে বদন তুলিয়া,—
"ত্যজ রোষ—ত্যজ বীর, নদীবেগপ্রায়,
ত্যজ রোষ, নাথ! যেন বিশুষ্ক মালায়!
কালি করো রণ, তুমি আজি রহ ঘরে,
কাঁদে কেন প্রাণ—তুমি চলিছ সমরে!
জানি মহাবীর তুমি—তবু মনে লয়,
আজি মহারণ, প্রভু! উচিত না হয়!
এখনি ধাইল অরি ভয়ে মহাবন,
এখনি ফিরিয়া কেন করে গরজন?
মনে হয়, মিলিয়াছে সহায় তাহার—
তাই হেন তীব্রনাদ, হেন অহঙ্কার!
জান তুমি বুদ্ধি তার—সুগ্রীব কখন
বীর বিনা মিত্র, নাথ! করেনি গ্রহণ।
শুনেছি অঙ্গদমুখে, সমরদুর্জ্জয়
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ইক্ষ্বাকু-তনয়
ফিরে মহাবনে—তা'রা অনাথের গতি,
সর্ব্বগুণময়, প্রভু, পৃথিবীর পতি!
শুনেছি সুগ্রীবে রাম দিয়াছে অভয়,
যুগান্তের রবি রাম, সাধুর আশ্রয়!
না কর, না কর, নাথ! রামসনে বাদ,
আনহ সুগ্রীবে ডাকি'—ঘুচাও বিষাদ!
ভ্রাতা, বন্ধু, সখা সে যে, প্রাণের সমান—
করহ সুগ্রীবে, প্রভু! যৌবরাজ্য দান!

ভাই ভাই' হেন বাদ শোভা নাহি পায়—
রাখ মোর বাণী, নাথ! ধরি' তব পায়!"
"না কহ, না কহ, তারা! হেন বাণী আর"—
কহে রোষদীপ্ত বালী ছাড়িয়া হুঙ্কার,
"দুয়ারে গরজে অরি সমর মাগিয়া,
আমি র'ব গৃহকোণে আঁচল ধরিয়া?
বীর যেবা—রণে নহে বিমুখ যে জন,
ভীরু! রণভূমি তার কুসুমশয়ন!
আসিছে সম্মুখে মোর রণ-মহোৎসব,
র'ব গৃহকোণে আমি বিলীন, নীরব?
নারিব সহিতে আমি অরির গর্জ্জন!
মৃত্যু—বীরকণ্ঠহার সুখের মরণ—
মরণে কি ভয়, তারা! যাও ফিরে যাও,
বীরনারী তুমি—কেন রণে ভয় পাও?"

তারা। বীরনারী আমি—তাই সদা করি ভয়,
সমরভূমিতে নাথ! হইলে উদয়,
না থাকে চেতনা—তুমি রণে উঠ মাতি',
বীরনারী আমি—বসি' গৃহকোণে কাঁদি!

বালী। জানি আমি, জানি, তারা! হৃদয় তোমার
মুছ অশ্রু, ফের, সখি! ভবন মাঝার!
এখনি আসিব ফিরি' বধিব না তা'য়—
খেদাইব তারে শুধু বজ্রমুষ্টিঘায়।
রাম যদি মিত্র তা'র, কিবা বল ভয়?
রাম রঘুনাথ সদা ধর্ম্মের আশ্রয়!

সম্মুখ সমরে আমি যুঝিব যখন,
মানিবে বিস্ময় হেরি' রঘুর নন্দন !'
সম্মুখ সমরে আমি যমে নাহি ডরি,
শৃগালসমান, তারা ! কি ছার সে অরি !
করে ধরি—ফের, সখি ! ভবনমাঝার,
ফিরাও নয়ন দু'টি অশ্রুর পাথার !
শুনিয়া পতির বাণী, কপিরাজরাণী
উচারয়ে মন্ত্র শুভ, জুড়িয়া দু'পাণি ;
বার বার প্রিয়-অঙ্গ করে আলিঙ্গন,
চলে মন্দ মন্দ, রহে পশ্চাতে নয়ন !
চলে রোষমত্ত বালী, প্রদীপ্তশরীর,
মহাবিষধর যেন গরজি' গভীর !
নগর-দুয়ার ছাড়ি' চারি ভিতে চায়,
কটিতটে বাঁধে বাস—দ্রুতপদে ধায় !
অদূরে হেরিল বীর, যেন কালানল,
সুগ্রীব দাঁড়া'য়ে রহে কনকপিঙ্গল।
ছুটে বালী, মহাভুজ করি' আস্ফালন,
বালিসুগ্রীবের বাধে ভীম মহারণ !
পড়ে মুষ্টি বক্ষে, শিরে কুলিশকঠোর,
ভাঙে মহাতরু, উঠে নিনাদ সুঘোর !
পড়ে মহাশিলা কত, ধরা টলমল !
অঙ্গে রক্ত ঝরে, যেন নির্ঝরের জল !
ঘৃতসিক্ত বহ্নি যেন, বালী বৃদ্ধি পায়,
সুগ্রীব প্রতাপহীন চারি ভিতে চায় !

তরু-অন্তরালে রহি' রঘুর নন্দন
কালচক্রসম চাপ করে আকর্ষণ !
হেরিয়া সুগ্রীবে রাম মলিন, বিহ্বল,
ছাড়ে বজ্রশর—বিঁধে বালিবক্ষঃস্থল !
পড়ে মহীতলে বালী শৈলশৃঙ্গপ্রায়,
রুধিরকর্দ্দম মাখি' লুঠে বসুধায়—
পড়ে ছিন্নমূল যেন পুষ্পিত পলাশ,
প্রসারি' শিথিল বাহু, কনকসঙ্কাশ !

সপ্তম সর্গ।

শরাহত বালী।

পড়ে মহীতলে বালী প্রসারিয়া কায় ;
বক্ষে স্বর্ণহার, যেন জলদমালায়
ফুটে সন্ধ্যারাগ ! ধরা আঁধারে মগন !
রবি না প্রকাশে, নাহি বহে সমীরণ !
চন্দ্রহীন নভঃ যেন, না শোভে ধরণী,
শ্রীহীনা কাননভূমি, বিধবা যেমনি !
চলে মন্দ মন্দ রাম লক্ষ্মণের সনে,
হেরে রঘুনাথে বালী ঘূর্ণিত নয়নে !
কহে ধীরে ধীরে কপি কঠোর ভাষায়,—
"কে তুমি, ঘাতক ? কহ, বধিয়া আমায়
কিবা হল' লাভ ? তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান ?
কোথা পেলে হেন নীচ ভীরুর পরাণ ?

যুঝি অন্যসনে আমি,—কোন্ ধর্ম্মবলে
লুকা'য়ে তস্করসম দূর বনতলে
বধিলে আমায়? শুনিয়াছি রাজা তুমি—
চরণে প্রণত তব শৈলবনভূমি—
ধর্ম্মের আশ্রয় তুমি—পদাঙ্কে তোমার
চলে লোক—নেতা তুমি নিখিল ধরার!
সদা সত্যবাদী তুমি, চরিত্র-ভূষণ,
দয়ার সাগর তুমি কহে সাধুগণ!
তাই না তারার বাণী শুনিনু শ্রবণে,
রাম ধর্ম্মপাল ভাবি আইলাম রণে!
মত্তকরীসম তুমি ছিঁড়িয়াছ পায়
চরিত্র-বন্ধন-রজ্জু, পাপের পন্থায়
ছুটিয়াছ ধরমের অঙ্কুশবিহীন,
সদা কামচারী তুমি পশুবলে লীন!
হেন বীর-কলেবর, বক্ষঃ সুবিশাল,
এমন কমল-আঁখি, বরণ তমাল—
বৃথা ধরিয়াছ ধনু ক্ষত্রিয়ভূষণ,
বৃথা তব রাজনাম—কলঙ্ক-কেতন!
কি ব'লে দাঁড়াবে তুমি বীরগণমাঝে?
কেমনে দেখা'বে মুখ সাধুর সমাজে?
তস্করসমান যদি বনের মাঝার
না রহি, আসিতে, রাম! সম্মুখে আমার,
শমন-ভবন আজি হেরিতে নয়নে—
বড় ভাগ্যবান্ তুমি—তাই মহারণে

পড় নাই সম্মুখে আমার! মরি আমি—
খেদ কিবা তায়! এই শেষপথগামী
সবাই ত রাম! মোর সিংহাসনে আজি
বসিবে সুগ্রীব মোর রাজসাজে সাজি'—
খেদ নাহি তায়! শুধু খেদ রহে মনে,
মরিনু ভীরুর করে অন্যায় এ রণে!
কহিতে আমারে যদি, ত্রিলোক খুঁজিয়া
তোমার জানকী আমি দিতাম আনিয়া—
আনিতাম গলে বাঁধি' দুষ্ট নিশাচরে,
রহে সে পাতালে যদি—অতল সাগরে!
কাল বলবান্—আমি হারানু জীবন—
রাম! তব নামে হ'ল কলঙ্কলেপন!"
বলিতে বলিতে বাণী বিশুষ্কবয়ান
রহে কপি, ম্লানজ্যোতিঃ অনলসমান!
কহে ধীরে ধীরে রাম,—"ওহে হরিবর!
বৃথা কটুবাণী কহ, আপন অন্তর
কর অন্বেষণ—পুছ আপনার মনে—
হের নিজ পাপ যত মানস-নয়নে!
আজি প্রাণদণ্ড তব ধর্ম্মের বিধান—
দণ্ডে পাপমুক্ত তুমি, বানরপ্রধান!
রহে রঘুকুলে কপি, নৃপ দণ্ডধর,
সাগর-কানন-গিরি-ধরণী-ঈশ্বর!
ভরত রয়েছে বসি' রঘুসিংহাসনে,
আমি দণ্ড ধরি' তাঁর ফিরি বনে বনে!

ভরত রয়েছে নৃপ—হেন সাধ্য কার
ধর্ম্ম-প্রতিকূল রহে শাসনে রাজার !
সদা কামচারী তুমি, পাপে নিমগন—
অনুজ-রমণী লয়ে করিছ রমণ,
প্রাণদণ্ড বিনা তব দণ্ড নাহি পাই,
রাজদণ্ড কপিনাথ, অলঙ্ঘ্য সদাই !
আজি পাপমুক্ত তুমি—শোক কিবা আর !
যাও বীর, বীরলোকে ঊর্দ্ধে অমরার !"
  সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি' কহে হরিবর,—
" রাজা তুমি পৃথিবীর গুরু, দণ্ডধর !
জানি আমি রাজদণ্ড, রাজার শাসন—
গুপ্তহত্যা রাজদণ্ড নহে কদাচন !
বুঝিতাম রাজশক্তি, রঘুর কুমার !
আসিয়া কহিতে যদি সম্মুখে আমার,
 রাজদণ্ড ধর শিরে !" সে সাহস নাই !
লুকায়ে তস্করসম দূর বনে তাই
বধিলে আমায় ! যুঝি সুগ্রীবের সনে—
মাতিয়া উঠিছি যাই বীরভোগ্য রণে,
গুপ্ত বিষধরসম করিয়া দংশন,
কোন্ মুখে রাজনাম করিছ কীর্ত্তন ?
মরিলাম আমি—রাম ! খেদ নাহি তায়—
রামনাম কলঙ্কিত রহিল ধরায় !
ক্ষুদ্র জীবনের লাগি' শোক নাহি মোর,
হাসিমুখে ডাকি' ল'ব নিয়তি কঠোর !

না ভাবি তারার লাগি', রাজ্য, ধন, জনে—
ভাবি শুধু পুত্র মোর বাঁচিবে কেমনে!
না হেরি' আমারে, রাম, বিশুষ্কবয়ান
শুকাইবে শিশু, গ্রীষ্মে সরসীসমান!
হ'য়ো তুমি পিতা, বন্ধু, সহায় তাহার—
ভরত-সুগ্রীবসম অঙ্গদ তোমার!"
নয়ন-কমলে বারি করে টলমল,
কহে রঘুনাথ,—"বালী, না হও বিহ্বল!
আজি হ'তে হ'ল, কপি, তোমার নন্দন
পরাণ-অধিক মোর—দ্বিতীয় লক্ষ্মণ!
নিয়তি কঠোর অতি, হৃদি তার নাই—
ত্যজ অভিমান, দুঃখ, শোক ত্যজ, ভাই!
আপন প্রকৃতি লভি' দেবলোকে যাও,
অমর মাঝারে নিজ মহিমা শুনাও!"
কহে রঘুনাথ, দূরে উঠিল তখন
নারী—আর্ত্তনাদ যেন বিদারি' গগন!
উঠে গিরি-দরী-মাঝে রোদনের রোল—
মহাঝড়ে উঠে যেন সাগর-কল্লোল!

অষ্টম সর্গ।

তারাবিলাপ।

পড়ে রণভূমে বালী রামশরে হেমমালী,
কপিনারী করে হাহাকার!

কুমার অঙ্গদ সঙ্গে ধূলিধূসরিত অঙ্গে
ছুটে তারা— মুক্ত কেশভার !
পায়ে লাগে শিলা কত, ছুটে পাগলিনী মত,
বার বার পড়ে ধরাতলে,
কপালে কঙ্কণ মারে, রক্ত ছুটে শত ধারে,
ভাসে রামা নয়নের জলে !
হেরে রণভূমি'পরে বালী প'ড়ে রামশরে,
বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গপ্রায় !
'হা নাথ !' বলিয়া রামা তারাধিপনিভাননা
মূরছিয়া পড়ে পতিগায় !
কহে শূন্য আঁখি মেলি',— "অনাথ শিশুরে ফেলি'
কোথা' যাও—কোন্ দূর দেশে ?
সাধি বার বার আমি— কেন না কহিছ বাণী ?
কও, নাথ ! কথা কও হেসে' !
নহ ত এমন তুমি ! কঠিন এ গিরিভূমি
নহে, নাথ ! তোমার শয়ন !
উঠ কণ্ঠ ধরি' মোর, বক্ষে বাঁধ বাহুডোর,
চল, চল বিলাসভবন !
চল, নাথ ! মোর সনে মধুগন্ধি বনে বনে,
বনফুলে সাজাবে আমায় !
আর জাগিবে না তুমি ? আর হাসিবে না তুমি ?
চলে যাবে অজানা কোথায় !
বুঝিনু পৃথিবী সতী তোমার প্রেয়সী অতি—
পালিয়াছ জীবনে তাহায়,

মরণে তাহারি বুকে বাহু মেলি' রহ সুখে,
ফিরে নাহি চাহিছ আমায় !
যাবে, নাথ ! যাবে যদি, আমারে করহ সাথী,
পাছে পাছে যাব গো তোমার !
র'ব না নিরাশামাঝে বিধবার দীন সাজে,
পার হ'ব অশ্রুর পাথার !
হা বিধি ! বুঝিনু মোরে গড়েছ পাষাণ কোরে,
বজ্র দিয়া গড়িয়াছ হৃদি !
ওরে রমণীর প্রাণ ! ভেঙে' যা'রে শত খান,
কেন জ্বালা সহ নিরবধি !
আয়, রে কুমার ! আয়, পড়ি' জনকের পায়
ডাক্ দেখি সুধামাখা স্বরে !
শুনিয়া তোমার বাণী মেলিয়া যুগল পাণি
তুলে' ল'বে তোরে বক্ষ'পরে।
হের, পুত্র, হেমকাঁতি, সন্ধ্যার তপনভাতি,
পিতা তব দেবলোকে যায় !
শেষ চরণের ধূলি লহ, পুত্র ! শিরে তুলি,'
প্রণিপাত করহ রাজায় !
দেখ, নাথ ! দেখ চাহি' পড়িছে কপোল বাহি'
অশ্রুধার শুষ্ক চাঁদমুখে—
স্থূল বাহু দু'টি দিয়া চরণের ধূলি নিয়া
'পিতা' বলি' পুত্র কাঁদে দুখে !
উঠ, উঠ, কর কোলে, মধুর মধুর বোলে
তোষ', নাথ ! অঙ্গদে তোমার !

সুদূর প্রবাসে যদি　　　চলেছ, কঠিনহৃদি!
চাঁদমুখ চুম একবার!”
ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলি’　　　ঘূর্ণিত নয়ন মেলি’
চাহে বালী চৌদিকে তখন,
কহিছে সুগ্রীবে,—“ভাই!　কাছে এস—ব’লে যাই
শেষ বাণী—শেষ আকিঞ্চন!
আমি ত চলিনু তথা,　　　নাহি রবি শশী যথা,
রাজ্য, মান, বীরযশঃ ছাড়ি’—
রহিল অঙ্গদ মম,　　　বিষাদপুতলীসম,
অশ্রুময়ী বিধবা এ নারী!
অন্ধ নিয়তির বশে　　　মজিয়া বিষয়-রসে
ভ্রাতৃস্নেহ দলিয়াছি পায়!
আজি ফুটিয়াছে আঁখি—　　আয় রে শৈশবসাথী!
প্রাণ কাঁদে যাবার বেলায়!
বলিছি কঠোর বাণী,　　　নিয়তির গতি জানি’
বীর তুমি—ক্ষমা করো মোরে!
বস সিংহাসনে তুমি,　　　পালহ কাননভূমি,
কপিরাজ্য দিনু আজি তোরে!
হের, ধূসরিত দেহে,　　　বঞ্চিত পিতার স্নেহে,
ভূমিতলে অঙ্গদ লুটায়!
মুছায়ে দে অশ্রুভার—　　পিতা, বন্ধু তুমি তার,
কিবা কব, সুগ্রীব তোমায়!
রাক্ষসের মহারণে　　　যাবে তুমি রামসনে,
আগে যাবে অঙ্গদ সবার—

করি' রণজয় কত, দক্ষিণ বাহুর মত
হবে, ভাই ! অঙ্গদ তোমার !
রহিল দুখিনী তারা— প্রেম করুণার ধারা—
শুনো সদা তাহার বচন !
হেমমালা ধর তুমি, পালহ কাননভূমি,
রামকর্ম্ম করহ সাধন !"
সুগ্রীবের কণ্ঠ'পরে দিয়া মালা নিজ করে,
পুত্রে ডাকে আপনার পাশে,
অঙ্গ পরশিয়া ধীরে— নেত্র ভরা অশ্রুনীরে—
কহে বালী গদগদ ভাষে,—
"না কাঁদ, না কাঁদ তুমি— মরণেরি মর্ত্ত্যভূমি—
মরি আমি—শোক কিবা তায় !
রাজার আদেশ ধরি' শোক, ব্যথা পরিহরি,'
চল, পুত্র ! বীরের পন্থায় !
রামনাম অঙ্গে লেখ, রামের পতাকা, দেখো,
উড়ে যেন ধরা উজলিয়া—"
বলিতে বলিতে বালী রামে দিয়ে পুত্র ডালি
দেহ ছাড়ি' যাইল চলিয়া !

নবম সর্গ।

রামচন্দ্রের প্রতি তারা।

চলে বালী দেবলোকে ; হারা'য়ে চেতনা শোকে
রহে তারা চরণে পড়িয়া !

কাঁদে কপিনারী যত,　　বিহ্বলা করেণু মত,
হত যূথপতিরে ঘিরিয়া!
ধ্বস্ত, রুক্ষ কেশ শিরে,　　উঠি' তারা ধীরে ধীরে
প্রিয়মুখ চুমে বার বার!
মৃতপতি-অঙ্গে তারা　　বরষি' নয়ন-ধারা
রণধূলি ধৌত করে তার!
ম্লান, ম্রিয়মাণ দুখে　　সুগ্রীব মলিন মুখে
চলে যথা শ্রীরামলক্ষ্মণ,
কহে ভগ্নকণ্ঠে ধীরে,　　বক্ষঃ ভাসে নেত্রনীরে,—
"রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন!
চলিয়া গিয়াছে বালী　　যশের প্রদীপ জ্বালি'
আলোকিয়া মৃত্যুপথ তার—
ভ্রাতৃঘাতী পশু আমি　　হইনু নিরয়গামী,
রঘুনাথ! কি হ'বে আমার!
কাঁদে উচ্চনাদে তারা,　　বিধবা হৃদয়হারা,
হের ভূমে অঙ্গদ লুটায়!
রাজ্যে মন নাহি উঠে,　　পরাণ ফাটিয়া ছুটে
মহাশোক অন্ধ ঝটিকায়!
কে যেন ডাকিয়া বলে　　মরমের তলে তলে
জনমের—জনমের কথা—
তুচ্ছ রাজ্য নাহি চাই—　　ভ্রাতৃস্নেহ কোথা পাই!
কে নিবায় দারুণ এ ব্যথা!
ঋষ্যমূকে বনে বনে　　ফিরিতাম দীন মনে,
সেও, রাম! ভাল ছিল মোর!

ভ্রাতৃঘাতী নাম ল'য়ে পাপের এ ভার ব'য়ে
কত জ্বালা সহিব কঠোর !
মরিব, মরিব আমি, হ'ব জ্যেষ্ঠ-অনুগামী—
রাখিব না পাপের পরাণ !
রহে হরিবীর যত, গমনে পবনমত,
এনে দিবে সীতার সন্ধান !"
শুনি' সে বিষাদকথা জনমে মরমে ব্যথা,
ভরে অশ্রু নয়ন-কমলে ;
পড়ি' পতি-অঙ্গে তারা রহে যথা জ্ঞানহারা,
রঘুনাথ ধীরে তথা চলে !
ধরে কপিনারী যত বিশীর্ণ লতার মত
কপিরাজ-প্রিয়ারে তখন—
না ছাড়ে পতিরে সতী, ধরে আঁকড়িয়া ক্ষিতি,
টানি' লয়ে চলে নারীগণ !
উড়ে রুক্ষ কেশভার, লুটিছে অঞ্চল তার,
বিবসন সোনার শরীর,
সহসা সম্মুখে রাম নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম
হেরে তারা সাগরগম্ভীর—
বাম করে মহাধনু, রহে যেন দীপ্ত ভানু,
সদা শুদ্ধ, উদারহৃদয় ;
চকিত বানর-রাণী, অঙ্গে শ্লথ বাস টানি',
গদগদ কণ্ঠে তবে কয়,—
"ওগো ধরণীর পতি ! তুমি ত সবার গতি,
দাও ঠাঁই অভাগী তারায় !

ধরিয়াছ বীরতনু, করে তব মহাধনু,
কীর্ত্তি তব রহুক ধরায়—
যে বাণে নিহত পতি, ওগো অগতির গতি !
সেই বাণে নাশ' মোর প্রাণ !
ওগো পদ্মপত্র-আঁখি ! চরণে এ দেহ রাখি'
অমরায় করিব প্রয়াণ !
আমা বিনা দেবলোকে, পতি রহিয়াছে শোকে,
সদা প্রিয় জপে মোর নাম,
না হেরে স্বরগ-শোভা, অমরের মনোলোভা,
প্রিয় মোরে স্মরে অবিরাম !
নাচে মঞ্জুকেশী বালা, শিরে পারিজাত-মালা,
উচ্চ তাম্রচূড়া দোলে তায় ;
কনক-পিয়ালা ধরি' মধুময় সুধা ভরি'
প্রাণনাথ ডাকিছে আমায় !
না গেলে, না গেলে আমি, মধু নাহি পিবে স্বামী,
ম্লান মুখে র'বে অমরায়—
যেমন হেরিছ তুমি স্বর্গসম গিরিভূমি
শোভাহীন, হারায়ে সীতায় !
প্রিয়া নাহি রহে পাশে, কি দুখে পরাণ ভাসে,
জান, প্রভু ! জান তুমি সব !
দাও, রঘুনাথ ! দাও, প্রিয়া-সঙ্গ নাথে দাও,
দে'ছ যদি স্বরগ-বৈভব !
না র'ব, না র'ব আমি বিনা গজরাজগামী—
হেমমালী প্রিয় সে আমার।

বালীর দ্বিতীয় প্রাণ, মোরে বধি' বীর্য্যবান্!
পাপ নাহি হ'বে গো তোমার!
ক্ষত্রিয়—পাষাণ তুমি, যেমন এ গিরিভূমি,
দয়া কোথা তোমার পরাণে!
ধরিয়াছ বীরতনু, টঙ্কারিয়া ধর ধনু,
নাশ', রাম! নাশ' এক বাণে!"
কহে রঘুনাথ বাণী,— "শোক ত্যজ, কপিরাণি!
বীরনারি! মুছ আঁখিজল!
নিয়তির বশে যদি, চলিয়া গিয়াছে পতি,
উঠ, সতি! রোদনে কি ফল!
যে পথে জগৎ চলে, অভাগি রে! নেত্রজলে
গলেনাক রেণুকণা তার!
মৃত্যুর হৃদয় নাই,— নিয়তির আঁখি নাই,
অলঙ্ঘ্য সে বিধি বিধাতার!
ওগো বীরপ্রণয়িনি! বীরপুত্রপ্রসবিনি!
হেন শোক সাজে না তোমার!
অঙ্গদ বসিবে যবে কপি-সিংহাসনে, তবে
দূরে যাবে বেদনার ভার!

দশম সর্গ।

সুগ্রীব-অভিষেক।

বালী গেল দেবলোকে; শোকে ম্রিয়মাণ
রহে হরিবীর যত বিশুষ্কবয়ান!

কহিছে সুগ্রীবে রাম,—"শোক ত্যজ, বীর!
এমনি বিধান, সখা! অন্ধ নিয়তির!
কাল বলবান্ সদা—প্রতাপে তাহার
নিবে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা—মানুষ কি ছার!
জীব-কলরব উঠে কালসিন্ধু-জলে,
কত কর্ম্ম, কত দ্বন্দ্ব—উর্ম্মি কত চলে;
আবার বুদ্বুদ মত কোথা চ'লে যায়—
প্রকৃতি তাণ্ডবময়ী প্রমত্ত লীলায়!
ধর নিয়তির বিধি শির পাতি', বীর!
চল নিয়তির পথে অটল, সুধীর!
মুছ আঁখিজল, সখা! আন কাষ্ঠভার,
আনহ অঙ্গদে—কর বালীর সৎকার!"

সুগ্রীব-আদেশে তবে কপিগণ চলে,
পশে পুরীমাঝে, ভাসি' নয়নের জলে—
আনে শিল্প শোভাময় শিবিকা সুন্দর,
আঁকা কত তরু, লতা, গিরি-সরোবর;
দোলে পুষ্পমালা তাহে চন্দন-চর্চ্চিত—
তরুণ তপন যেন গগনে উদিত!

লয়ে শিবিকার মাঝে রাজ-কলেবর
চলে গিরি নদীকূলে যত বনচর।
পাছে কপিনারী যত চলে সারি সারি,
মুক্ত কেশ, রুক্ষ বেশ, ঝরে নেত্রবারি!
করুণ নিনাদ উঠে ভরিয়া গগন—
কাঁদে শৈলমালা যেন, কাঁদে গিরিবন!

সাজায়ে চন্দন-চিতা ঘৃত ঢালে তায়—
সাজায় রাজার দেহ কমল মালায়!
অগুরু ধূপের গন্ধে ভরে নদীকূল,
অঞ্জলি অঞ্জলি কপি বরষয়ে ফুল!
হেরি' শিবিকার মাঝে পতিরে তখন,
অঙ্কে তুলি' শির, তারা করয়ে রোদন,—
"হা বানর-মহারাজ! হা নাথ আমার!
একি হেরি সাজ তব, কি দশা তোমার!
চলিয়া গিয়াছ তুমি দূর অমরায়,
এখনো রয়েছে হাসি অধর-সীমায়!
না ল'য়ে দাসীরে সাথে কেমনে বা যাও?
স্বরগ-তুয়ারে, প্রভু! ক্ষণেক দাঁড়াও—
যা'ব আমি—যা'ব নাথ! রহ ক্ষণকাল—"
পড়ে মূরছিয়া তারা ধ্বস্ত কেশজাল!
ধরে কপিনারী যত রাণীরে তখন,
অঙ্গদ আসিল ধীরে মলিনবদন!
সুগ্রীবের সনে ধরি' গতাসু পিতায়
অঙ্গদ অনল দিল পবিত্র চিতায়!
স্নান করি' হরিগণ গিরি নদী-জলে,
রামের চরণে সবে আর্দ্রবাসে চলে;
বসে মহাতরুতলে রাঘবে ঘিরিয়া,
না কহে বচন—রহে বিষাদে ডুবিয়া!
উঠি হনুমান তবে স্বর্ণ-শৈল-প্রায়
জুড়িয়া তু'কর কহে মধুর ভাষায়,—

"চল, প্রভু! চল এবে পুরীর মাঝারে—
পূজিব চরণ মোরা বন্য উপহারে!
সুগ্রীব লভিল আজি হরি-সিংহাসন
তোমারি প্রসাদে, প্রভু!—পূজিবে চরণ।
রম্য গিরিগুহামাঝে মহাপুরী সাজে,
নীল শৈলমালা তার প্রাকার বিরাজে;
চল, প্রভু!—গিরিভূমি-রতন-সম্ভার
ঢালিবে বানরপতি চরণে তোমার!"

কহে রঘুনাথ,—"কপি! পিতার বচনে
চৌদ্দ বর্ষ র'ব আমি অচলে কাননে;
বন-তরুতলে, বীর! আমার ভবন,
কাননের ধূলি মোর অঙ্গের চন্দন!
না যা'ব নগরে আমি, লোকালয়ে আর—
মুক্ত প্রকৃতির কোলে আবাস আমার!
সুগ্রীব বসুক আজি কপি-সিংহাসনে,
যৌবরাজ্য দিও বীর বালীর নন্দনে।
এসেছে শ্রাবণ, সৌম্য! ল'য়ে মেঘভার,
ধৌত নীল শৈলরাজি অঙ্গে বসুধার!
সলিলে দুর্গম মহী—এ নহে সময়,
যাও, হরি-বীরগণ! আপন আলয়।
আসিবে শরৎ যবে, হাসিবে ধরণী,
সীতার সন্ধান লাগি' আসিও তখনি।
র'ব এ অচলে আমি লক্ষ্মণের সনে,
যাও, হরি-বীরগণ! আপন ভবনে।"

সুগ্রীব পশিল পুরে, জয়বাদ্য বাজে,
সাজিল বানরপুরী অপরূপ সাজে!
উড়ে শৃঙ্গে শৃঙ্গে কত পতাকা সুন্দর,
মৃদঙ্গ দুন্দুভি বাজে ভেদিয়া অম্বর!
কলস ভরিয়া কপি আনে তীর্থজল,
কানন লুঠিয়া আনে মধু, পুষ্প, ফল।
সুগ্রীব বসিয়া তবে কপি-সিংহাসনে
যৌবরাজ্য দিল বীর বালীর নন্দনে।
উঠে জয় জয় নাদ, মাতে কপিগণ,
বানর-নগরী রহে আনন্দে মগন।

একাদশ সর্গ।

মাল্যপর্ব্বতে।

সুগ্রীব পশিল পুরে; লক্ষ্মণের সনে
রহে রঘুনাথ তবে গিরি 'প্রস্রবণে'—
সদা শুচিকর শৈল, সদা শুভকর,
উঠে মেঘরাশি যেন ভেদিয়া অম্বর!
রহে সুবিশাল গুহা, সম্মুখে তাহার
বহে বাঁকা গিরিনদী তুলিয়া ঝঙ্কার।
হেরি' গিরিশোভা রাম কহিছে তখন,—
"দীর্ঘ বরষায় হেথা রহিব, লক্ষ্মণ!
উচ্চ, সমতল গুহা হের কি সুন্দর!
ঝরিছে দু'পাশে কিবা ললিত নির্ঝর!

রেখেছে সাজা'য়ে যেন মোদের ভবন
কাননমাঝারে ভাই বনদেবগণ!
গুহার দুয়ারে হের শিলা সমতল,
অঞ্জনের রাশি যেন, রহে নিরমল!
কি চারু আসন পাতা! ঝরিতেছে তায়
কেলিকদম্বের ফুল অজস্র ধারায়!
নিবিড় পলাশে ঘেরা, কেতকসঙ্কুল,
কিবা স্নিগ্ধ গিরিভূমি, প্রস্রবণাকুল!
ঊর্দ্ধে কিরীটের মত মহাশাল উঠে,
দোলে মঞ্জু নীপশাখা—সুধাগন্ধ ছুটে!
রহে বিল্বতরু পাশে সদা শুভকর,
শিরীষ, অর্জ্জুন কত, পুষ্পিত-শিখর।
হের, সারি সারি শোভে রুচির চন্দন,
ফুটে কুন্দ, সিন্ধুবার—তারা অগণন!
অদূরে শিখর উঠে নবমেঘপ্রায়—
শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত শিলা কিবা শোভা পায়!
রহে প্রসারিত তার চরণের তলে
সুনীল সরসী, ঢাকা কমলের দলে—
কোথা নীলপদ্ম শোভে, কোথা রক্তোৎপল,
কোথা শুক্ল শোভে দিব্য কুমুদ-কুট্মল!
দিনে দিনে বরষায়, বাড়ি' সরোবর
গুহার দুয়ারে ভাই আসিবে সত্বর।
কোথা রে জানকী মোর! বসি' শিলাতলে
হেরিত আপন ছবি সরসীর জলে,

তুলিয়া কমল কত হাসিয়া হাসিয়া
আর্দ্রবাসে এলোচুলে আসিত ফিরিয়া !”
বলিতে বলিতে ভাসি’ নয়নের জলে
গুহার দুয়ারে রাম বসে শিলাতলে !
কহে ক্ষণপরে রাম,—“নেহার লক্ষ্মণ !
নেচে’ চলে গিরিনদী অদূরে কেমন !
কোথা ক্ষিপ্রগতি ছুটে সাপিনীর প্রায়,
কোথা আছাড়িয়া পড়ে বিশাল শিলায় ;
উঠে ফণা তুলি’ পুনঃ ভীম গরজিয়া,
শিরে রবিকর উঠে মাণিক জ্বলিয়া !
কোথা কুলুকুলু রব—নূপুর বাজা’য়ে
রাজহংসমালা বুকে দোলায়ে দোলায়ে,
অশোকে বকুলে নীপে চিকণিয়া বেণী
কেতকীপরাগ মাখি’ নাচিছে রঙ্গিনী !
লক্ষ্মণ ! অচল হেন স্বরগসমান—
সীতার বিহনে শুধু কাঁদিছে পরাণ !
র’ব এ অচলে আমি দীর্ঘ বরষায়—
অদূরে বানরপুরী—রহিব হেথায়।
ঐত পড়িয়া ভূমি কঙ্করবহুল—
রহে ধরা-অঙ্গ যেন তরঙ্গসঙ্কুল,
কত গুল্ম, কত বন, দরী, প্রস্রবণ,
কত গিরিশৃঙ্গ উঠে বৈদূর্য্যবরণ—
শোভিছে বানরপুরী অচলের গায়,
বিচিত্র উদ্যান কত, হের, শোভা পায়।

আনন্দে গাহিছে গান বানরের দল,
কাঁপায়ে অচলভূমি বাজায়ে মাদল!
প্রতিধ্বনি শুন তার শৈলে শৈলে ছুটে—
মরাল মরালী জলে চমকিয়া উঠে!
সুগ্রীব লভিয়া প্রিয়া আনন্দে মগন—
শৈলে শৈলে বহে তার আনন্দ যেমন!”
রহে গিরিবনে রাম; নবমেঘভার
এলায়ে বরষা এল—অঙ্গ বসুধার
হইল শ্যামলতর! বৃক্ষে বৃক্ষে নাচে
ময়ূর ময়ূরী সুখে ছড়ায়ে কলাপে!
বাড়ে কলকল নাদ গিরিতটিনীর—
বাড়ে সীতাশোক, প্রভু ফেলে অশ্রুনীর,
জপে সীতানাম, মুখে সীতানাম বলে,
গলে নয়নের বারি বরষার জলে!
জাগিয়া পোহায় রাতি—কমলনয়ন
হইল লোহিততর, পাণ্ডুর বদন!
শ্রাবণ-পূর্ণিমা এল সাজি’ মেঘভারে,
গিরিশিরে উঠে চাঁদ জলদের আড়ে;
নীলবনরাজি-শিরে নাচে চন্দ্রকর,
আঁখি মুদি’ যোগাসনে বসে রঘুবর।
লক্ষ্মণ বুঝায় কত—প্রবোধ না মানে,
জপে সীতানাম প্রভু আকুল পরাণে!

দ্বাদশ সর্গ।

মাল্যপর্ব্বতে শ্রাবণসন্ধ্যা।

আইল শ্রাবণসন্ধ্যা ; গিরিশিরে রাম
বসিয়াছে লক্ষ্মণের সনে—
আকাশ আঁধারি' ছুটে জলদের মালা,
রঘুনাথ কহিছে লক্ষ্মণে,
"এসেছে বরষা, সৌম্য ! চলেছে ভাসিয়া
মহামেঘ পর্ব্বতপ্রমাণ ;
শুষিয়া সাগরবারি প্রতপ্ত ধরায়
দেবরাজ করাইছে স্নান !
রৌদ্রতপ্ত অঙ্গে মহী নব বারি ধরি'
সীতাসম ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস !
সদ্যঃস্নাত অঙ্গে, হের, ধরণীর কিবা
নীল শোভা হ'য়েছে প্রকাশ !
উঠেছে আকাশে যেন মেঘপংক্তি দিয়া
কুসুমিত অর্জ্জুন বিশাল ;
বরষার ডাকে যেন গিরিমল্লিকার
কোটি আঁখি ফুটে সমকাল !
লোহিত চন্দনে যেন রঞ্জিত শরীর,
মন্দ মন্দ মারুত নিশ্বাস,
আপাণ্ডুজলদকান্তি—কামাতুর যেন
হের, সৌম্য ! সন্ধ্যার আকাশ !

বহে শৈলবায়ু কিবা কর্পূরশীতল
বনপুষ্প-সুবাস বহিয়া,
মনে হয়, অঙ্গে মাখি চন্দনের মত,
পান করি অঞ্জলি ভরিয়া!
সুদীর্ঘ মঞ্জরী দোলে অর্জ্জুন-শাখায়,
অঙ্গে ভাসে গন্ধ কেতকীর,
শোভিছে অচল, হের, সুগ্রীবের মত—
মেঘকুম্ভ শিরে ঢালে নীর!
মেঘকৃষ্ণাজিন অঙ্গে, নববারিধারা
যজ্ঞসূত্র বক্ষে শোভা পায়,
পবনে পূরিত গুহা—গভীর নিনাদে
শৈল যেন মহাসাম গায়!
গভীর গরজে মেঘ গুরুগুরু নাদে,
কেকারবে নাচিছে ময়ূর
ছড়ায়ে বিচিত্র পাখা কদম্বের শাখে
দলে দলে মদনবিধুর!
গৈরিক-রঞ্জিত, হের, নববারিধারা
ছুটিয়াছে গিরিতটিনীর,
ভেসে চলে তাহে কত কদম্বের ফুল,
কেকারব পশ্চাতে শিখীর!
হের, গোধূলির আলো পড়িয়াছে কিবা
বনতলে শ্যামল শাদ্বলে—
চাহে শৈলপানে আহা! হরিণী কেমন
মুখে ল'য়ে দূর্ব্বার কবলে!

সেজেছে বনান্তভূমি অপরূপ সাজে—
পানভূমি যেন শোভা পায়,
দূর্ব্বার আসন পাতা, নববারি-ধারা
মধুসম উছলয়ে তায় !
নাচে নীলকণ্ঠ তুলি' কলাপ সুন্দর,
গাহে ঝিঁঝি সকরুণ গান,
গুরুগুরু বাজে মেঘ-মৃদঙ্গ কেমন—
নেচে উঠে, মেতে উঠে প্রাণ !
"লক্ষ্মণ ! নেহার কিবা সন্ধ্যার আকাশ
শোভে যেন প্রশান্ত সাগর,
উঠে মাঝে মাঝে যেন নীল সিন্ধুজলে
মহামেঘ অচলশিখর !
হোথা গরজয়ে মেঘ রণগজ যেন,
গলে দোলে বলাকার মালা,
শিরে ঝলমলি উড়ে তড়িৎ-পতাকা,
পিঠে সন্ধ্যা-স্বর্ণকর ঢালা !
হের, বারিভারে যেন ক্লান্তকলেবর
শৃঙ্গে শৃঙ্গে লভিয়া আশ্রয়
মন্থর গমনে চলে মহামেঘমালা,
সেনা যেন করি' রণজয় !
উড়ে মেঘসঙ্গ লাগি বলাকার পাঁতি
বরষার আনন্দ-পাথারে,
লম্বিত রুচির যেন পুণ্ডরীক-মালা
দোলে অদ্রি-শিখর-দুয়ারে !

রহে গিরিশিরে মেঘ দ্বিতীয় অচল ;
আলোকিত করি' গিরিবন
পাদপে পাদপে রহে লম্বিত কলাপে
নীলকণ্ঠ নয়নরঞ্জন !
অর্জ্জুনবাসিত বনে মহাগজ চলে,
মদমত্ত, শৈলসমকায়,
শুনি' মেঘরব, বৈরি-নিনাদ ভাবিয়া
ঘোরনাদে সহসা দাঁড়ায় !
কানন-নির্ঝরে হের কেতকীর বনে
বনগজ করে জলপান,
প্রপাত-নিনাদ শুনি' উঠে চমকিয়া,
গরজয়ে জলদসমান !
ধৌতশৃঙ্গতল পড়ে মহাগুহামাঝে
আছাড়িয়া বিপুল প্রপাত,
ছুটে কি গভীর ধ্বনি বন আলোড়িয়া,
যেন কোটি অশনিসম্পাত !
শৈলবর-অঙ্গে যেন রহে লম্বমান
সুবিশাল মুকুতার হার,
উঠে ফেনপুঞ্জ, তাহে স্বর্ণকর জ্বলে—
অপরূপ খুলেছে বাহার !"
কহে রঘুনাথ, আসে দিক আঁধারিয়া
শ্রাবণের ধারা অবিরল—
লুপ্ত শৈলমালা তাহে, লুপ্ত গিরিবন,
বহে বায়ু তুষার-শীতল !

অমরীর ছিন্নহার-মুকুতার মত
ঝরে বারি স্ফটিকসমান,
তৃষিত বনের পাখী ধরে পত্রপুটে
সুধাসম দেবতার দান!
পশি' গুহামাঝে রাম কহিছে লক্ষ্মণে,
"একাকার ধরণী আকাশ ;
হের, গিরিশৃঙ্গ ধরি' অবিরল ধারা—
তোয়রাশি হ'য়েছে প্রকাশ!
ছুটে কলকল নাদে কোটি প্রস্রবণ,
ভাঙ্গি' পড়ে শিলা সুবিশাল ;
কাঁপে বজ্রনাদে গিরি—মত্ত প্রকৃতির
কিবা রূপ সংহারকরাল!
"লক্ষ্মণ! পড়িছে মনে সরযূর বনে
শৈশবের বরষার খেলা,
আঁধার বরষাদিনে গৃহবাতায়নে
শৈশবের প্রমোদের মেলা!
বাড়িয়া উঠেছে আজি নব বরষায়
সরযূর কলকল তান—
উঠিল যেমন সেই বনবাসদিনে
অযোধ্যার প্রাণের তুফান!
ভরতের ম্লানমুখ মনে পড়ে আজি,
জনকের স্নেহমাখা বোল,
সোনার কোশলভূমি মনে পড়ে আজি,
জননীর স্নেহভরা কোল!

মনে পড়ে জানকীর করুণ বয়ান,
মনে পড়ে পঞ্চবটীবন,
কল্লোলিনী গোদাবরী—কূলে কূলে তার
শৈলরাজি বৈদূর্য্যবরণ!
ভেঙ্গে' পড়ে ধৈর্য্য আজি, অবসন্ন হৃদি,
নদীকূল প্লাবনে যেমন!
সলিলে মগন ধরা—অপার সাগরে
কোথা কূল, না দেখি, লক্ষ্মণ!"
কহিছে জুড়িয়া পাণি সুমিত্রা-নন্দন,
"হেন শোক সাজে না তোমায়!
আপন আনন্দে, প্রভু! মোহ পরিহরি
উঠ তুমি জাগি' আপনায়!
দূরে যাবে বরষার মেঘের আঁধার,
পোহাইবে বিষাদ-রজনী—
আসিবে শরৎ, প্রভু! প্রভাত-কিরণে
হিরণ্ময়ী হাসিবে ধরণী!
উঠ, উঠ, মুছ, প্রভু! বৃথা আঁখিজল,
রহে বাহু পরিঘসমান,
রহে বীরহৃদি—তবে অভাব কি আর,
ত্যজ শোক, পুরুষপ্রধান!"

ত্রয়োদশ সর্গ।

শরতে।*

বরষা যাইল চলি' লয়ে' মেঘভারে—
আইল শরৎ সাজি' কমলের হারে!
অঞ্জনসমান নভঃ, জ্যোৎস্নাময়ী রাতি—
চকোর চকোরী উড়ে মধুপানে মাতি'!
অলস শিথিলগতি নীল নদীবারি,
কাশ-চামর কূলে, রাজহংসসারি!
ধৌত অচল-রাজি সাজে ফুলভারে—
রাম অবিরাম স্মরে পরাণপ্রিয়ারে!
কভু শৈলশিরে বসে উদাস পরাণে,
হেরে শৈলশোভা প্রভু ব্যাকুল নয়ানে।
শারদ-গোধূলি আসে সিঁদূর ছড়ায়ে,
ঝিঁঝি বাজে বনে বনে পরাণ মাতায়ে,
সোনার মুকুট শিরে শালরাজি দোলে,
বহে স্বর্ণ-রেখা নদী অচলের কোলে!
ভাসে কলরবে মাতি' রাজহংস-মালা—
রাম অবিরাম স্মরে জনকের বালা!
হাসে পূরণিমা-শশী গগন মাঝারে,
ভাসে শৈলরাজি যেন সুধার পাথারে,
বিলোল জলদমালা ঘিরি' রহে চাঁদে,
ধরে গিরিনদী চাঁদ পাতি' স্বর্ণ-ফাঁদে!

---

* হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে—হিন্দীছন্দের মত।

নীল শিলাতলে পড়ে কৌমুদীর ধারা,
চন্দনশীতল বহে বায়ু মাতোয়ারা!
বসে সানুদেশে রাম মুদিত নয়ানে,
জপে সীতানাম, রহে সীতার ধেয়ানে—
বীজন করয়ে বায়ু মঞ্জু জটাজালে,
জ্বলে চন্দ্রকর বক্ষে, উজ্জ্বল কপালে!
অদূরে নির্ঝর ঝরে রজত ছড়ায়ে,
গম্ভীর গদ্গদনাদে কানন মাতায়ে;
শিহরে কেতকীবন, সুধাগন্ধ ভাসে—
শৈল যেন শোক ছাড়ে দীর্ঘ নিশোয়াসে!
　শরৎপ্রভাত এল শিশির ছিটা'য়ে
দূর্ব্বাদলে, ধরা-অঙ্গ কনকে সাজায়ে;
স্বর্ণচূড় শৈলরাজি অদূরে প্রকাশে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মনোহর স্বর্ণমেঘ ভাসে!
পিঠে স্বর্ণকর—চলে মৃগ সারি সারি,
বিলোল নয়নে যেন উছলয়ে বারি!
লক্ষ্মণ অচলে ফিরি' বনফল হাতে
শোক-নিমগন হেরে রাম রঘুনাথে!
হেরিয়া অনুজে রাম কহিছে ফুকারি',—
"লক্ষ্মণ! জানকী কোথা—জানকী আমারি!
ডাকে সরসীর জলে কলহংস-মালা—
কোথা রে কলভাষিণী জনকের বালা!
ফিরিছে হরিণী হের বনভূমিমাঝে—
হরিণনয়নী মোর কোথা বা বিরাজে

ডাকে চক্রবাক-বধূ প্রভাতে সখারে,
মাখি' পদ্মরেণু কিবা প্রমোদে সাঁতারে !
ফুটেছে সরসী-জলে কমলের মালা—
কোথা রে কমলমুখী জনকের বালা !
সোনার বরণ ফুলে শৈলতরু সাজে—
কনকবরণী মোর কোথা রে বিরাজে !
দোলে ফুলভারে সাজি' লতিকা বিলোলা,
হাসে বনভূমি কিবা কুসুমনিচোলা—
কাননের সখি মোর শরদিন্দুহাসা,
কোথা রে চম্পকগৌরী পদ্মপীতবাসা !

"লক্ষ্মণ ! শরৎ-লক্ষ্মী পড়েছে ছড়া'য়ে
সপ্তপর্ণশাখে, নীল সরসীর গায়ে !
শৈলতরু-চূড়ে রিক্ত মহামেঘ ভাসে,
না ঢালে সলিল, শুধু নিনাদ প্রকাশে !
স্তব্ধ প্রস্রবণ যত সলিল বিছুরি',
ধ্যাননিমগন রহে ময়ূর ময়ূরী !
সপ্তপর্ণগন্ধে হের ছুটে মাতোয়ারা
কাননের মহাগজ—বহে মদধারা !
উড়ে গণ্ড বেড়ি' লুব্ধ ভ্রমরের মালা,
বহে বনবায়ু, তাহে মধুগন্ধ ঢালা !

"হের, গজযূথ নামে সুনীল তড়াগে,
পিয়ে সুবাসিত বারি কমলপরাগে ;
হের, আলোড়িত বারি পুলিনে আছাড়ে,
উড়ে হংস, চক্রবাক গগনমাঝারে !

দলিয়া নলিনীদলে মৃণাল উপাড়ি',
হের, বধূমুখে গজ ঢালে শুভ্র বারি !
গরজে করেণু কিবা কামশরে মাতি'—
ভাসে সরসীর জলে শুণ্ডে শুণ্ড বাঁধি' !
হের গিরিনদীশোভা কুসুমপ্রহাসে,
দু'কূল ঢাকিয়া দেছে আন্দোলিত কাশে,
দোলায়ে অলকদাম নবীন শৈবালে
চক্রবাক—পত্ররেখা সাজায়ে কপালে
শুভ্র ক্ষৌমবাসে ঢাকি' মধুর মু'খানি
চলে নদাবধূ, মুখে অর্দ্ধস্ফুট বাণী !
শতবর্ষসম দীর্ঘ, বিষাদ ছড়ায়ে
বরষা গিয়াছে চলি' ;—ধরণীর গায়ে
ফুটেছে শরৎ-শোভা, গিরিসানুমাঝে
সপ্তপর্ণ, কোবিদার কুসুমে বিরাজে !
তড়াগে তড়াগে হের রাজহংস ভাসে,
উজল ধরণী-অঙ্গ পুণ্ডরীক, কাশে !
এসেছে শরৎ, তবু কামমদে মাতি'
সুগ্রীব পুরীর মাঝে সুপ্ত দিবারাতি !
লভিয়া সম্পদ্ সে কি স্বপনের ঘোরে
ভুলেছে সকলি, সে কি ভুলিয়াছে মোরে ?"
বলিতে বলিতে প্রভু লোহিত নয়ানে
চাহে দীর্ঘশ্বাস ফেলি' অনুজবয়ানে !

চতুর্দ্দশ সর্গ।

কিষ্কিন্ধ্যার পথে লক্ষ্মণ।

বরষা যাইল চলি' লয়ে মেঘভার,
কহিছে লক্ষ্মণে তবে রঘুর কুমার,—
"সুগ্রীব ভুলিয়া রহে প্রতিজ্ঞা আপন,
রয়েছি আশাতে আমি বিষাদ-মগন।
রাজ্যহীন, সদা দীন, বিহীন সহায়,
কৃপা নাহি করে রাজা সুগ্রীব আমায়!
ভেবেছে অনাথ, সদা কামপরায়ণ,
প্রিয়াহীন মাগে রাম তাহারি শরণ!
লক্ষ্মণ! উঠরে—যাও পুরীর মাঝার,
কহ সে বানরে ভীম আদেশ আমার—
যে পথে গিয়াছে বালী অতুলবিক্রম,
নহে আজি রুদ্ধ তাহা, বানর-অধম!
শুনিতে বাসনা যদি না রহে তোমার
বজ্রনাদ, স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনুর আমার,
এখনি প্রতিজ্ঞা নিজ করহ পালন—
না আন ডাকিয়া ঘোর অকালমরণ!"
লক্ষ্মণ উঠিয়া বাঁধে জটার মণ্ডল,
করে মহাধনু—যেন যুগান্ত-অনল!
কহে গরজিয়া বীর,—"পুরুষপ্রধান!
আদেশ করহ দাসে—ল'ব তার প্রাণ!
হেন নীচ, হীনমতি, কামপরায়ণ
লভিল প্রসাদে তব বালিসিংহাসন!

না পারি ধরিতে, প্রভু! রুদ্ধ রোষভার—
নীচ প্রতারকে আজি করিব সংহার!
বালীর নন্দন যাবে হরিগণসনে
তোমার শাসনে আজি সীতা—অন্বেষণে!"
বলিতে বলিতে রোষে প্রদীপ্তনয়ন
গরজে সমর লাগি' নৃপতিনন্দন!

কহে রঘুনাথ, ধরি' লক্ষ্মণের করে
প্রশান্ত গম্ভীর মুখে মেঘমন্দ্রস্বরে,—
"না ছাড় প্রকৃতি নিজ—অপূর্ব্ব সংযম
তোমার মহিমা, ছার বাহুপরাক্রম!
রোষ বশীভূত যার রহে ভৃত্যপ্রায়,
সেই ত বীরেন্দ্র, তার বীর্য্যমহিমায়
প্রণত ধরণী! তুমি বীরেন্দ্রভূষণ—
মিত্রবধপাপ তোমা' সাজে না, লক্ষ্মণ!
কহ সে বানরে তুমি আদেশ আমার—
সাম-সমাহিত বাণী, পরম-উদার!"
লয়ে চরণের ধূলি মহাধনু করে
লক্ষ্মণ অনলসম চলিল সত্বরে—
চরণ-তাড়নে পড়ে শিলা ঠিকরিয়া,
চলে মহাগজ যেন কানন দলিয়া!
হেরিল অদূরে বীর অচলের গায়
হরিরাজমহাপুরী—বানরমালায়
সজীব প্রাকার যেন, শৈলরাজিচূড়ে
প্রভাতকিরণ মাখি' ধ্বজা কত উড়ে।

বহে গিরিনদী তার পরিখা গভীর,
তীরে কপিগণ, শৈলসমান শরীর,
রোমহরষণ কেহ বিকৃতদর্শন,
বজ্রনখ, ভীমদন্ত, বিকটবদন!
দু'পাশে অচলরাজি উঠেছে আকাশে,
মাঝে গিরিপথ, ভরা বনফুলবাসে।
চলে রামানুজ যেন যুগান্ততপন,
পলায় চৌদিকে ভয়ে বনবীরগণ।
পুরীর দুয়ারে হেরি বালীর নন্দনে
কহে রঘুবীর তবে জলদস্বননে,—
"অঙ্গদ! সুগ্রীবে কহ—বদ্ধশরাসন
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রহে রঘুর নন্দন!"
এতেক কহিয়া বীর ছাড়ে তপ্ত শ্বাস,
রহে রোষরক্ত-আঁখি, পাবক-সঙ্কাশ!
অঙ্গদ মলিনমুখে পুরীমাঝে ধায়—
কত কথা ভাবে বীর আকুল হিয়ায়!

পঞ্চদশ সর্গ।

মধুমত্ত সুগ্রীব।

প্রমোদ-শয়নে সুপ্ত রহে হরিরাজ—
দলিত কুসুমমালা, ধ্বস্ত রতিসাজ!
বীজন করয়ে রামা শিয়রে বসিয়া,
মধুগন্ধে কক্ষতল উঠেছে ভরিয়া,

পশে বাতায়নে স্বর্ণরবির কিরণ,
মধুপানে মত্ত রাজা রহে অচেতন!
অঙ্গদ প্রণমি' পদে কহে সমাচার,
না শুনে বানরপতি বচন তাহার!
নূপুর-ঝঙ্কারে কক্ষ উঠে মুখরিয়া,
ডাকে কর্ণমূলে তারা উরসে পড়িয়া—
বিকীর্ণ-চিকুরজালে ঢাকিল বদন,
জাগিয়া না জাগে রাজা তন্দ্রানিমগন!
সহসা কাঁপায়ে পুরী কপিসিংহনাদ
উঠে দশদিকে যেন অশনি-সম্পাত!
কঠোর নিনাদে রাজা উঠিল তখন—
ব্যাকুল বিহ্বল আঁখি রুধিরবরণ!

অঙ্গদ প্রণমি' পদে কহে সমাচার,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রহে রঘুর কুমার।
উঠিল সুগ্রীব ত্যজি' বিলাসশয়ন,
নমিল চরণে আসি' পবন-নন্দন।
কহে কপিনাথ,—"মন্ত্রী, কিসের এ ধ্বনি?
বীরসিংহনাদে কেন টলিছে ধরণী?
ভীত কি বানরসেনা শৈলে শৈলে ধায়?
কিবা এ বিষাদ মন্ত্রী, বলহ ত্বরায়!"
কহে হনুমান,—"প্রভু! অনলসমান
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রহে রঘুর সন্তান।
নয়নে দহিয়া যেন বানর-বাহিনী
লক্ষ্মণ টঙ্কার ছাড়ে কাঁপায়ে মেদিনী!

অহো! কি করালরূপ ভ্রূকুটিভীষণ!
ভয়ে মহানাদ তুলি' ছুটে কপিগণ!"

সুগ্রীব। কেন বা এ রোষ? কিছু ভাবিয়া না পাই!
রাম-অনুগামী আমি রয়েছি সদাই!
কেবা কহিয়াছে কিবা! কাহার বচনে
বিরূপ লক্ষ্মণ মন্ত্রা, ভাবি' দেখ মনে।
যাঁহার প্রসাদে মোর রাজ্য, ধন, জন,
হেন বন্ধু বিনা দোষে ক্রুদ্ধ কি কারণ!

হনুমান। এ নহে বিস্ময়, প্রভু! কৃত উপকার
রহে জাগরূক সদা হৃদয়ে তোমার!
তোমার মঙ্গল লাগি'—তব প্রিয়তরে
ইন্দ্রতুল্য হত বালী বজ্রসার শরে!
যাঁহার প্রতাপে তব কপি-সিংহাসন,
এ নহে বিস্ময়—তাঁরে করিছ স্মরণ!
ক্ষম অপরাধ, প্রভু! অন্তরে আমার
উঠিছে যে ভাবরাশি, চরণে তোমার
নিবেদিব আজি—নহে শ্রুতিবিনোদন—
হিতবাণী তবু আমি কহিব, রাজন্!
তুমি রহিয়াছ সদা মধুপানে রত,
না জান শরৎ এল, বরষা যে গত!
কাশকুসুমিত মহী, নির্ম্মল আকাশ,
কহ্লারশীতল বহে অচল-বাতাস;
ফুল্ল সপ্তপর্ণ-রাজি, নীল নদীজল—
তুমি নিশিদিন তবু প্রমোদবিহ্বল!

সীতার সন্ধান লাগি' না কর যতন,
ভুলিয়া রয়েছ, প্রভু! প্রতিজ্ঞা আপন!
এসেছে লক্ষ্মণ তাই রোষ মূর্ত্তিমান্,
দুয়ারে সঘনে ডাকে শমনসমান!
ক্ষমা মাগি' লহ, রাজা! পড়িয়া চরণে,
পাঠাও বানরসেনা সীতা-অন্বেষণে!

ষোড়শ সর্গ।

বানরপুরে।

বানর-নগরী-মাঝে পশিল লক্ষ্মণ—
নানারত্নবিভূষিত, নয়ন-রঞ্জন;
কত কুসুমিত বন নন্দনসমান,
পাদপে পাদপে কত পাখী করে গান।
শোভে কল্পতরু কত—সর্ব্বকাম ফলে,
বহে নির্ঝরিণী কত বনছায়াতলে।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ রাজপথে ছুটে,
শুভ্র শৈলশৃঙ্গ যেন গৃহরাজি উঠে।
কৈলাসসমান শোভে রাজার ভবন,
দোলে পুষ্পমালা, জ্বলে কাঞ্চনতোরণ!
উঠে বাতায়নে গোল নূপুর-ঝঙ্কার,
ফুটে নারীমুখ, যেন কমলের হার!
বাজিছে মোহন বেণু, বীণা সপ্তস্বরা—
মাতিয়া উঠেছে পুরী নূপুরমুখরা!

কেলিকলরব শুনি' রোষে জ্বলে বীর,
কাঁপায়ে নগরী ছাড়ে টঙ্কার গভীর,
চলে দ্রুতপদে, বহে প্রতপ্ত নিশ্বাস,
জ্বলে রক্ত ভীম আঁখি পাবকসঙ্কাশ!

রাজার ভবনে পশি' সুমিত্রা-কুমার
তারারে সম্মুখে হেরে—মধুপানে তা'র
বিলোল নয়ন দু'টি, আরক্ত বদন,
শিথিল কবরী, কাঞ্চী, নীবীর বন্ধন,
পড়ে স্তনভারে ভাঙি'—জড়িত চরণে
দাঁড়াল সম্মুখে রামা হেরিয়া লক্ষ্মণে।
নেহারি' রমণী, রোষ বিলুপ্ত তখন,
রহে অধোমুখে বীর প্রসন্নবদন!

মধুপানে নাহি লাজ—সুধাসম বাণী
কহে মধুমাখা কণ্ঠে কপিরাজরাণী,
"রাজপুত্র! হেন রোষ কিসে কারণ?
বিনা মেঘে ভয়াল সে অশনি যেমন!
ভয়ে কাঁপে মহাপুরী, ক্ষুব্ধ হরিবল
হেরি' তব রোষ—যেন চণ্ড দাবানল!
আশ্রিত যে জন রহে চরণ-ছায়ায়,
তারে হেন রোষ—প্রভু! সাজে কি তোমায়?"

লক্ষ্মণ। না জান, বানররাণি! পতি যে তোমার
কাম-অন্ধ রহে ভুলি' সত্য আপনার!
সদা মধুপানে যেবা রহয়ে মগন,
কেমনে করে সে রাজা পৃথিবী পালন?

মোরা গিরিগুহামাঝে নয়নের জলে
ভাসি দিবানিশি—রহে নারীর অঞ্চলে
সুপ্ত পতি তব ! গেল বরষা চলিয়া—
সুগ্রীব রহিল নিজ বিলাসে ডুবিয়া।
পতির মঙ্গল যদি কামনা তোমার,
ভাঙ' ঘুমঘোর—ভাঙ' স্বপন রাজার !

তারা। রাজপুত্র ! কাম তুমি করিয়াছ জয়,
না জান ব্যাকুল কিবা কামীর হৃদয় !
কত যে বেদনা তার—কত আঁখিজল,
না জান পঞ্জরদাহী কিবা সে অনল !
কত ঋষি অন্ধ তাহে, দেবতুল্য নর,
কি ছার সুগ্রীব, প্রভু ! বনের বানর !
দীর্ঘ পরবাসশেষে দগ্ধ হৃদি লয়ে
সুগ্রীব ফিরেছে আহা ! আপন আলয়ে,
প্রিয়া-বাহুপাশে বাঁধা রহে অচেতন—
রোষ কেন ? কৃপা তারে করহ রাজন্ !
রামের করম রাজা স্মরে অনিবার,
আসিছে বানরসেনা নিখিল ধরার।
এস মোর সাথে, প্রভু ! কামজয়ী তুমি—
রাজ-অন্তঃপুর আজি হ'ল স্বর্গভূমি !

সপ্তদশ সর্গ।

বানর-আহ্বান।

নারীগণমাঝে বসি' কনক-আসনে
সুগ্রীব অনলসম হেরিল লক্ষ্মণে—
উঠে সচকিত-আঁখি, মধুপানে ভোর,
লক্ষ্মণ কহয়ে বাণী, কুলিশকঠোর,—
"রাজা নরদেহে ধরে দেবের প্রভাব,
সদা নিরমল, পূত রাজার স্বভাব!
নাহি সত্য, নাহি ধর্ম্ম, ক্লীবের হৃদয়—
পুণ্য রাজনাম, কপি! যোগ্য তার নয়!
তুমি মধুপানে ভোর রাজনামধারী
ভাসিছ বিলাসস্রোতে কপট-আচারী!
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি কৃত উপকার—
ভুলিয়াছ রাঘবের কোদণ্ড-টঙ্কার!
যে পথে গিয়াছে বালী অতুলবিক্রম,
নহে আজি রুদ্ধ তাহা, বানর-অধম!"
বলিতে বলিতে ছাড়ে প্রতপ্ত নিশ্বাস,
জ্বলে রক্ত ভীম আঁখি পাবক-সঙ্কাশ!
"লক্ষ্মণ" মধুর হাসি' কহে হরিবর,
লুপ্ত মধুমদ, দীপ্ত বদন সুন্দর,
"নহে হেন হীনমতি কিঙ্কর তোমার,
ভুলিবে বিলাসে মাতি' কৃত উপকার!
করিছি অপ্রিয় যদি ভুলিয়া মায়ায়,
ভক্ত, সখা বলি,' প্রভু! ক্ষমিও আমায়!

জানি আমি হরিয়াছে জানকী যে জন,
ঘনা'য়ে আসিছে তার অকালমরণ!
ভিন্ন সপ্ত শাল, দীর্ণ গিরিভূমি যাঁর
ভীম শরবেগে, প্রভু! অভাব কি তাঁর?
কাঁপে থরথরি ধরা—কাঁপে গিরিবন
কার্ম্মুক-টঙ্কারে যাঁর, পৌরুষে যেজন
লভিয়াছে বীরনাম অতুল ভুবনে,
কি তাঁর অভাব, বীর! কি সহায় রণে?
পৌরুষে করিবে প্রভু রাক্ষস-সংহার,
যাবে পাছে পাছে শুধু কিঙ্কর তোমার!
আনিব বানর-সেনা ধরণী উজাড়ি',
শৈলসম-ভীমতনু, শৈলতরুধারী!
রহ ক্ষণকাল, প্রভু! হের হরিবল—
বীর-পদভরে হবে ধরণী চঞ্চল!"
　প্রসারি' দুবাহু কহে রঘুর নন্দন,
"এস, কপিনাথ! করি প্রেম-আলিঙ্গন!
বীরবাণী শুনি' মোর আকুল পরাণ,
ছুটিছে শোণিত, সখা! তড়িৎসমান!
যোগ্য বীরনাম তব বালিসিংহাসন,
ক্ষমিও, সুগ্রীব! মোর কঠোর বচন!"
　বাঁধে বাহুপাশে দোঁহে; পবননন্দনে
কহিছে সুগ্রীব, "তুমি আমার বচনে
আনহ বানর-সেনা নিখিল ধরার,
কুঞ্জর সমান তেজ, অম্বুদ-আকার!

মহাশৈল-গুহাবাসী, স্বর্ণচূড়াপ্রায়
রহে যা'রা মহাগিরি-কানন-ছায়ায় ;
মধুগন্ধি মনোহর আশ্রমবহুল
বনান্তে প্রমত্ত যেই ফিরে হরিকুল,
বিন্ধ্যগিরিমালা, পাণ্ডু মন্দরশিখর,
মহেন্দ্র, মলয়, শুভ্র হিমগিরিবর,
অচল, সাগর, বন, নিখিল ধরার
আনহ বানরসেনা আদেশে আমার।
রাজার শাসন যেবা করিবে লঙ্ঘন,
গত দশ দিন—নাহি করে আগমন,
মৃত্যু—রাজদণ্ড তার করিও বিধান,
যাও, বীর! গতি তব পবনসমান!"
এতেক কহিয়া রাজা লক্ষ্মণের সনে
মন্ত্রিগণে লয়ে' চলে রামদরশনে।

অষ্টাদশ সর্গ।

বানরপ্রেরণ—পূর্ব্বদিকে।

ধূলির পটল উড়ে মেঘসম,
বিলুপ্ত তপন তায়,
সাগর-কল্লোল— সম কোলাহল
উঠিছে অচলগায়!
রহে আবরিয়া গিরিতট-ভূমি
কপি-সেনা অগণন—

বানর-তরঙ্গ ছুটিয়াছে যেন
প্লাবিয়া অচলবন !
বানর-সাগরে ভাসে 'প্রস্রবণ,'
সানুদেশে বসি' তার
কহিছে সুগ্রীব, "হের, রঘুনাথ !
বানর-সেনা তোমার !
হের, তরঙ্গিত রহে কপি-সেনা,
আবরিয়া মহীতল,
বীর-পদ-ভরে বীর-সিংহনাদে
ধরা করে টলমল !
ঐ যে তরুণ— তপন-বরণ
রহে কোটি মহাবীর,
আগে সেনাপতি, কৈলাসসমান
তুষার-গৌর-শরীর,
হিমালয়বাসী এসেছে উহারা,
'শতবলী'—অনুচর ;
হেমগিরিসম কোটি বীর সাথে
'সুষেণ' বানরবর।
পদ্মরেণুময় বদন যাঁহার,
তরুণ-তপন-কায়,
কোটি বীর মাঝে, মেরুচূড়া যেন,
কেশরী প্রকাশ পায় !
পাশে 'হনুমান্' দাঁড়ায়ে নিশ্চল
সন্ধ্যার তপনসম ;

হের, রঘুনাথ! সেনাপতি 'নীল,'
নীলগিরি নিরূপম!
রহে ঋক্ষরাজ বীর 'জাম্ববান্,'
পবনসমান গতি ;
এসেছে 'অঙ্গদ' পিতার সমান,
'নল,' 'গজ' যূথপতি।
কত নাম ল'ব— দেব-দৈত্য-সম
এসেছে বানরগণ,
খ্যাত পরাক্রম, জিনেছে যাহারা
কত শত মহারণ!
প্রণত তোমার চরণের তলে
কোটি কোটি হরিবীর,
মহাগুহাবাসী, মহাতরুধারী,
অচল-সম-শরীর।
দেহ আজ্ঞা, প্রভু! যাচে করপুটে
বানর-সেনা তোমার—
আনিবে কি ছিঁড়ি, আকাশের তারা?
ভাঙিবে গিরি ধরার?"
বাঁধি' বাহুপাশে সুগ্রীবে তখন
কহিছে রঘু-কুমার,—
"তুমি জান, সখা! তোমারি অধীন
করম-সিদ্ধি আমার!
বেঁচে' আছে যদি জনক-কুমারী,
কহ সীতা কোথা রয়—

সীতার সন্ধানে　　বানর-বাহিনী
ছুটুক ধরণী ময়।”
কহিছে স্নগ্রীব　　ডাকিয়া তখন
‘বিনত’ বানর বীরে,—
“সীতার সন্ধানে　　ধাও সেনাপতি,
কাজ সাধি’ এস ফিরে।
শোভে হেমচূড়া　　কিরীটের মত
উদয়গিরি যাহার,
ভালে জ্বলে যার　　ধরা উজলিয়া
প্রভাত-তারা উদার;
রহে তীর্থ কত,　　বহে পুণ্য ধারা
গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনার—
ধাও পূর্ব্বদিকে,　　রামকর্ম্ম, বীর!
সাধনা হ’ল তোমার!
প্রতি গিরি, বন,　　প্রতি জনপদ,
খুঁজিয়া ছুটিও, বীর!
প্রতি গিরিগুহা,　　প্রতি গিরি-নদী,
মণিসম স্বাদু নীর!
বিদেহ, মালব,　　পুণ্ড্র, অঙ্গ আর,
মগধ কাশিকোশল—
ছাড়ি’ আর্য্যভূমি　　হেরিও ধরণী—
কিরাত ফিরে কেবল!
হেরিও সাগর　　রৌদ্র ভয়ঙ্কর
গরজে সদা গভীর—

শোভে দ্বীপমালা, তাহে তীক্ষ্ণচূড়া
মানব হেমশরীর !
সপ্ত রাজ্য যার মহিমা বিস্তার,
কূলে কূলে তালীবন,
চারু যবদ্বীপ হেরি' সেনাপতি !
করিও সুখে গমন।
মাস পূর্ণ যবে ফিরে এসো, বীর !
বানরবাহিনী লয়ে'—
মাস গত করি' ফিরিবে যে জন,
যাবে সে শমনালয়ে।"

ঊনবিংশ সর্গ।

দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে।

চলে কপিসেনা পূর্ব্বদিকে তবে,
পবনসমান গতি ;
অঙ্গদ কুমারে ডাকিয়া তখন
কহিছে বানরপতি,
"যাও, বীর ! তুমি সুদূর দক্ষিণে,
খুঁজিয়া সাগর, বন ;
বাছিয়া বাছিয়া লও কপিসেনা,
সেনাপতি যেবা মন।

পবন-নন্দন হ'ক সাথী তব,
মহাবল জাম্ববান্,
সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদ
ছুটুক বহ্নিসমান !
"পড়িয়া বিন্ধ্য নানা লতাক্রম
ধরিয়া সহস্র শিরে,
প্রতি গুহা তার খুঁজিয়া ধাইও
নর্ম্মদার তীরে তীরে।
হেরিও কাবেরী, পুণ্য গোদাবরী,
মলয় শুভ অচল,
বিচিত্র শিখর তমালে মণ্ডিত,
চন্দন-সুখশীতল !
হেরিও পড়িয়া নীল গিরিমালা
শ্যাম অঙ্গে ধরণীর—
শেষপ্রান্তে তার বিদারি' আকাশ
গরজে সিন্ধু গভীর।
সাগর-সলিলে হেরিও অচল,
প্রফুল্লপাদপময়,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তার শারদ সন্ধ্যার
স্বর্ণমেঘ কত রয় !
হেরিও শতেক যোজনের পারে
দ্বিতীয় স্বরগপ্রায়
শোভে দ্বীপ, তাহে হেম-গৃহ-চূড়া
উঠেছে আকাশগায় ;

কতবা নন্দন, কত চৈত্ররথ
অচলসানুতে তার,
কত কল্পতরু— ঝরে মধুধারা,
সঙ্গীত বহে উদার!
খুঁজিয়া অচিরে দক্ষিণ সাগর
ফিরিও সফলকাম—
হউক সাধনা রামকর্ম্ম, তব
হৃদয়ে রহুক রাম!”
দখিণে পাঠা’য়ে হরিবল, রাজা
সুষেণ বানরবরে
কহিছে প্রণমি’,— “যাও বীর, তুমি
সীতার সন্ধান তরে—
সুদূর পশ্চিমে রহে দেশ যত,
জনপদ সুবিশাল,
হেরিও তটিনী, নীল বনরেখা—
বকুল ঘনতমাল!
হেরিও যমুনা, নীলমণিমালা
বুকে যেন ধরণীর,
কূলে কূলে বন— উঠে দিবারাতি
কলরব শিখিনীর!
হেরিও পড়িয়া ভীম মরুভূমি,
ধূধূ করে দিক দশ,
মাঝে মাঝে গিরি, হৃদয়ে সরসী
শিশির-সুধা-সরস!

মিশে সপ্তনদী সুনীল সাগরে,
উঠে নাদ সুগভীর,
সিন্ধুর সঙ্গমে হেরিও অচল,
মেঘলোকে উঠে শির—
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তার ফুটে সোমলতা,
উঠে মহাসামগান,
কেতকীর বনে তমাল-গহনে
জুড়ায়ো তাপিত প্রাণ !
খুঁজিয়া পশ্চিম সাগর, ধরণী
মাস মাঝে এসো ফিরে।"
এত কহি' রাজা ডাকিল তখন
'শতবল' হরিবীরে ;
কহিছে সুগ্রীব, "সুদূর উত্তরে
সীতার সন্ধানে ধাও—
প্রাণ হ'তে প্রিয় সীতার বারতা
রাঘবে আনি' শুনাও !
কত ম্লেচ্ছদেশ, কত আর্য্যভূমি,
কত নদী নিরমল
উতরি', হেরিও কিরীটের মত
প্রকাশে হিম-অচল !
উঠেছে আকাশ আবরি' তাহার
অনন্ত-তুষারময়
চূড়ার উপরে চূড়া অগণন—
স্বরগ পরশি' রয় !

নিম্নে তরঙ্গিত নীল শৈলমালা
ঢাকিয়াছে ধরাতল,
ঊর্দ্ধে বিরাজিত বিরাট, গম্ভীর
শিখর চিরধবল!'
ঝরিছে গঙ্গার অলকনন্দার
শতধারা কলকল—
রবির কিরণে ঝলসে কোথায়
পাষাণকঠিন জল!
খুঁজিও তাহার দেবদারুবন,
সরসী কমলালয়,
খুঁজিও লোধ্র— কুসুমে ভূষিত
সানুতল শোভাময়।
যেও গিরিপথে তুষার-সঙ্কুল,
লঙ্ঘিয়া হিম-অচল,
উত্তর কুরুর দেখো পুণ্যভূমি,
সদা শুভ, নিরমল!
চলে যতদূর রবিকরমালা,
ধাইও, বীরেন্দ্র! তুমি—
তার পরে দিক আঁধারে মগন,
তুষার-কঠিন ভূমি!
মাস পূর্ণ যবে ফিরে এসো, বীর!
বানরবাহিনী লয়ে'—
মাস গত করি' ফিরিবে যে জন,
যাবে সে শমনালয়ে।"

বিংশ সর্গ।

বানরগণের যাত্রা।

ছুটিল বানর-সেনা দিক আলোড়িয়া
ধরণী, অচল, বন নিনাদে ভরিয়া।
বীর-পদরেণু উড়ে মেঘের মতন,
লুপ্ত শৈলমালা তাহে, লুপ্ত গিরিবন !
কহিছে সুগ্রীব তবে পবননন্দনে,
"যাও, বীর ! রামকর্ম্মে পবনগমনে ;
জানি আমি বীর্য্য তব, প্রতিভা অতুল—
তোমারি বাহুতে ধন্য হ'ক হরিকুল !
সাগরে ভূধরে হেন কোথা রহে ঠাঁই
যেথা, হনুমান ! তব ভীম গতি নাই ?
তোমারি প্রতিভাবল, তোমারি আশায়
রহিলাম মোরা ; যেই মহাসাধনায়
চলিয়াছ তুমি, তাহে সিদ্ধি লভি', বীর !
ফিরে এস রামনাম হুঙ্কারি' গভীর !"
শুনি' সুগ্রীবের বাণী শ্রবণরঞ্জন,
হৃষ্ট-অঙ্গ কহে রাম প্রফুল্ল-বদন,
"ধর ধর মহাবল পবনসন্তান !
নাম-লেখা আমার এ অঙ্গুরীনিশান ;
হেরিয়া অঙ্গুরী সীতা পরিহরি ভয়
কহিবে তোমারে বাণী ঘুচায়ে সংশয়।
হেরিয়া তোমারে, বীর ! নাচে মোর প্রাণ,
সিদ্ধি প্রকাশয়ে যেন তোমার বয়ান !

তুমি নেহারিবে সীতা, হেন মনে লয়—
তোমারি বিক্রম, বীর! আমার আশ্রয়!"
ধরিয়া অঙ্গুরী শিরে, নমিয়া চরণে,
সেনা লয়ে চলে হনু পবনগমনে।
সেনার সাগরে উঠে ভীম কোলাহল,
গৈরিক-রেণুতে ঢাকে গগনমণ্ডল!
শলভসমান ছুটে ধরা আবরিয়া—
ছুটে কপিসেনা মহাকানন দলিয়া!
ক্ষুব্ধ সসাগরা ধরা বীর-সিংহনাদে,
দিকে দিকে ছুটে কপি জয়রাম নাদে!

একবিংশ সর্গ।

সাগরকূলে।

দক্ষিণ কাননে বানরবাহিনী
সীতার সন্ধানে ধায়—
হেরে, মহাগিরি পড়িয়া বিন্ধ্য
প্রসারি' বিশাল কায়,
কন্দর-উদর, অজগর দেহ,
বিমল-নির্ঝরময়,
পাদমূলে তার সুধাধারাসম
বননদী কত বয়।

কত ভীম বন, বিপুল নির্জ্জন
ঝিল্লীরব-মুখরিত,
পাতাল সমান মহাগিরিগুহা
কত রহে প্রসারিত।
অচলের পরে চলেছে অচল
অচল-তরঙ্গ-প্রায়—
মিশেছে বিন্ধ্য বাহু প্রসারিয়া
লবণ-সিন্ধু-বেলায়।
বসে কপিগণ শুষ্ক, দীনমুখে—
আকাশসম অপার
গরজে সম্মুখে আকাশ পরশি'
ঘোর মহাপারাবার!
কহিছে অঙ্গদ হরিবীরগণে,
আঁখি করে ছলছল,
"মাস হ'ল গত বৃথা পরিশ্রমে—
সকলি হ'ল বিফল!
মাস গত যদি, ফিরিব কেমনে
বহিয়া বিষাদভার!
রহে সমুন্নত, দয়ালেশহীন
করাল দণ্ড রাজার!
না সাধি' করম, ফিরি যদি মোরা,
সুগ্রীব নাশিবে প্রাণ;
তার চেয়ে, এস, পুণ্য সিন্ধুকূলে
প্রাণ করি সবে দান!"

বসে কপিগণ, সাগর-বেলায়,
বদনে বিষাদ-ভার ;
কত খেদ-বাণী, কহে কত জন
স্মরি' গৃহ পরিবার !
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উঠে, রোদনের রোল,
অদূরে গিরিচূড়ায়
হেরে কপিগণ বসি' গৃধ্র এক
দ্বিতীয় অচলপ্রায় !
কহিছে অঙ্গদ, "দৈব প্রতিকূল—
শমন হ'ল উদয়;
বানর-সেনার দেহ লাগি' ঐ
লোলুপ বিহগ রয় !
বিফল জীবন ! রহিল পড়িয়া
রাম কর্ম্ম শুভকর !
রহিল পড়িয়া ছিন্ন আশা যত
আঁধার হৃদয়'পর !
রহিল পড়িয়া বীর-যশোনাম
ভাঙিয়া পড়িল হায় !
সাধনা-মন্দির— যাইল নিবিয়া
আশার প্রদীপ তায় !
রামকর্ম্ম যদি করিতে সাধন
রণে যেত মোর প্রাণ,
হাসিমুখে আমি যেতাম চলিয়া
কীর্ত্তির ধরি' নিশান !

ধন্য ভাগ্যবান্ জটায়ু! তোমার
ভাগ্যের সীমা যে নাই!
রাজকর্ম্ম তুমি করিতে সাধন
প্রাণ বলি দেছ, ভাই!"
শুনি' সে বিষাদ — বচন তখন,
প্রিয় জটায়ুর নাম,
আকুল নয়নে শির সঞ্চালিয়া
চাহে পাখী অবিরাম;
গদগদ ভাষে কহিছে গৃধ্র,—
"বানর! কহ আবার—
কোথা সে জটায়ু প্রাণ হ'তে প্রিয়
অনুজ সখা আমার!
রবিকরে, হের, দগ্ধ পক্ষ মোর,
লহ মোরে, বীরগণ!
সাগর-বেলায়, জটায়ুর কথা
শুনিব ভরি' শ্রবণ!"
নিল কপিগণ বিহগে তখন
সানুদেশে শিলাতলে,
শুনে জটায়ুর মরণ-কাহিনী
ভাসিয়া নয়নজলে!
শুনে রাম নাম শিহরি' শিহরি,'
উঠে সচকিত—আঁখি,
স্মরি' পূর্ব্ব কথা আকুল পরাণে
আবার কহিছে পাখী,

"জরাজীর্ণ দেহ, পক্ষহীন তাহে,
সে প্রতাপ মোর নাই—
প্রাণ হতে প্রিয় ভ্রাতার নিধন
সহিলাম আজি তাই!
নতুবা হেরিতে পক্ষবাতে মোর
আলোড়িত সিন্ধুজল—
উঠিত কাঁপিয়া রাবণের সনে
লঙ্কার যত অচল।
শুন, কপিগণ! পূর্ব্ব বিবরণ—
অনুজ জটায়ুসনে,
উঠিনু আকাশে এমনি প্রভাতে,
ধাই রবি দরশনে;
ভাসে ধরণীর স্নিগ্ধশ্যাম তনু
সুদূরে সিন্ধুর জলে,
বিন্ধ্য, হিমালয়— গজযূথ যেন
পড়িয়া শাদ্বলতলে।
জ্বলে নদীহার বুকে ধরণীর,
মেঘের আঁচল উড়ে—
ধাইলাম মোরা— মুছে গেল ধরা
সুদূরে অতিসুদূরে!
হেরিলাম মোরা, অমিত অনল—
অনল-তরঙ্গময়
রবির মণ্ডল, ঝলসিয়া গেল,
অন্ধ নয়নদ্বয়।

কাতর জটায়ু— রাখিলাম তারে
পক্ষ মেলি' আপনার,
দগ্ধ পক্ষ আমি হারায়ে চেতনা
পড়িনু বুকে ধরার।
লভিয়া চেতনা, ঋষির আশ্রম
হেরিলাম মহাবনে,
বর দিলা প্রভু— "বানরবাহিনী
জানকীর দরশনে
আসিবে যখন সাগর-বেলায়,
কহিও সীতাসন্ধান,
উঠিবে আবার দগ্ধ পক্ষ তব—
ঋষি-বাক্য নহে আন।'
হেরিয়াছি আমি তরুণী সুন্দরী
রাক্ষস হরিয়া ধায়—
'রাম রাম' বলি' ভূষণ ছড়ায়ে
কাঁদে রামা উভরায়!
শৈলশিরে যেন প্রভাতের আলো,
উড়ে পদ্মপীত বাস ;
বিদ্যুৎ-মণ্ডিত মহামেঘ যেন,
রাক্ষস হ'ল প্রকাশ।
লঙ্কা দ্বীপ রহে, সাগরমাঝারে
শত যোজনের পার,
সীতা রহে তাহে রাবণ-আলয়ে,
মূর্ত্তি যেন বেদনার !

হের, উঠে মোর দেহ আবরিয়া
তরুণ অরুণপাখা—
যাও বীরগণ, লঙ্কার মাঝারে,
জানকীর পা'বে দেখা !"
এতেক কহিয়া উড়ে খগরাজ
পরখিতে নিজ বল,
সিংহনাদ ছাড়ি' সাগর-বেলায়
ছুটে পুনঃ হরিদল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

সাগরলঙ্ঘনোদ্যত হনুমান্।

গৃধ্রের বচন শুনি' কপিসেনা ধায়—
দাঁড়ায় বিশুষ্ক মুখে সাগর-বেলায় !
আকাশ পরশি' সিন্ধু গরজে অপার—
কোথা লঙ্কা— কোথা সীতা, মূর্ত্তি করুণার !
কহিছে অঙ্গদ,—"ওহে হরিবীরগণ !
না কর বিষাদ—স্মর পৌরুষ আপন।
কে হেন বানরমাঝে রহে বীর্য্যবান্,
হেলায় লঙ্ঘিবে সিন্ধু গোষ্পদসমান ?
আশ্রয় করিয়া মোরা পৌরুষ কাহার
ফিরিব লভিয়া সিদ্ধি ভবনমাঝার ?
কার বীরনাম র'বে ভুবন ভরিয়া ?
রাম-করমের ধ্বজা গরবে তুলিয়া

কেবা হ'বে আগুসার? দূরে যাবে ভয়—
হরিবাহিনীর আজি কে হবে আশ্রয়?
বীরজননীর পুত্র, বীরনামধারী—
কি ছার সাগরবাধা—গভীর হুঙ্কারি'
উঠ, বীরগণ! আজি সাগরগর্জ্জন
ডুবায়ে গভীর নাদে উঠ, হরিগণ!
হৃদি আলোড়িত যেথা, জাগে বীর প্রাণ,
কি ছার সাগর সেথা গোষ্পদসমান!
প্রাণের তুফানে আজি সিন্ধু ডুবে যাক,
উঠুক বানরবীর—মহিমা শুনাক্!"
　কেহ নাহি কহে বাণী, চাহে পরস্পর—
নীরব বানর-সেনা রহয়ে নিথর!
কহে জাম্ববান্ তবে,—"পবনসন্তান!
তুমিও নীরব আজি কেন, হনুমান্?
উঠ চণ্ড রূপ ধরি' গরজি' গম্ভীর,
কনক-অচল যেন বিশাল শরীর—
উঠ 'জয়রাম' নাদে সিন্ধু আলোড়িয়া,
সীতার বারতা আন সাগর লঙ্ঘিয়া।
জানি আমি বীর্য্য তব—পবনসমান
ভয়াল সে গতি তব জানি, হনুমান্!
হেরিতে সে ভীম বেগ হরিবীরগণ
রহয়ে অধীর—তুমি নীরব এমন!"
　শুনিয়া বৃদ্ধের বাণী "পবনকুমার
উঠে উগ্র ভীম রূপ ধরি' আপনার;

অঙ্গে হৃষ্ট রোমরাজি, মুখে রামনাম—
বৃদ্ধ হরিগণে বীর করয়ে প্রণাম।
বানর মাঝারে বীর ছাড়ে সিংহনাদ,
শৈলে শৈলে উঠে ধ্বনি—অশনিসম্পাত!
প্রতিনাদ ছাড়ে কপি উল্লাসে মাতিয়া,
কাঁপে মহাসিন্ধু যেন থাকিয়া থাকিয়া!
ধরেনা শরীরে যেন মহাবেগ আর—
বাহু আস্ফালিয়া বীর ছাড়য়ে হুঙ্কার!
গভীর গুহার মাঝে মৃগেন্দ্র যেমন
স্ফুরিতকেশর চাহে বিকৃতবদন,
তেমনি ভয়াল রূপে চাহে হনুমান—
জ্বলে দু'নয়ন দীপ্ত পাবকসমান!
কহে বজ্রকণ্ঠে বীর,—"তিষ্ঠ, হরিগণ!
আমি উতরিব সিন্ধু, গোষ্পদ যেমন!
ক্ষুব্ধ বাহুবেগে মোর সিন্ধু উছলিয়া
সপর্ব্বতনদীবন ধরণী প্লাবিয়া
ছুটিবে কল্লোলে! ছিন্ন ভিন্ন মেঘভার,
কাঁপায়ে অচলচূড়া, গভীর হুঙ্কার
ছাড়িব যখন, হেরিয়া সে রূপ মোর,
শুনিয়া সে ভীম নাদ কুলিশকঠোর,
ত্রিলোক মুদিবে আঁখি—রাবণের সনে,
সিন্ধু, সিন্ধুবুকে লঙ্কা কাঁপিবে সঘনে!
এতেক কহিয়া বীর উঠে গিরিশিরে,
যেন মত্ত প্রভঞ্জন, শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফিরে।

ভয়ে বনপশু যত চৌদিকে পলায়,
ভাঙি' পড়ে মহাশিলা, বজ্রনাদ তায়
ছুটে দিকে দিকে! ধ্বস্ত যত মহাবন,
উড়ে বনপাখী তুলি' আকুল ক্রন্দন!
ছুটে প্রস্রবণ—গিরি গরজে গভীর,
সিংহভয়ে করী যেন কম্পিত-শরীর!
আনন্দে বানরসেনা গাহে জয়গান—
জয় রঘুনাথ! জয় বীর হনুমান!

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

লাল গিরি-অঙ্গ কিবা অযুত পলাশে,
শ্যাম শোভা পনস তমালে!
"হের, সানুদেশে ঐ নাচিছে কিন্নরী,
লাল ফুল কুন্তলচূড়ায়,
মধুপানে মত্ত ঐ কিন্নর বসিয়া
সুমধুর বাঁশরী বাজায়।
গুহাসমীরণ সীতে! গন্ধ আনে কত,
তরুরাজি করে মরমর,
ঐ শুন মিশে তাহে নির্ঝরের ধ্বনি—
অবিরল ললিত ঝর্ঝর!
দূরে হের মন্দাকিনী গিরিপাদমূলে
বনে বনে চলেছে বাঁকিয়া,
দেখ, মৃগযূথ কিবা করে জলপান
মনোহর পুলিনে নামিয়া।
দোলে রাজহংসমালা নীল জলে কোথা,
ভে'সে যায় বনফুলরাশি;
পুলিন-বালুতে কোথা রবিপানে চাহি'
উর্দ্ধবাহু দাঁড়ায়ে সন্ন্যাসী।
দীর্ঘ জটাভার শিরে, বাকল বসন,
ঋষিগণ করিতেছে স্নান,
তীরে বসি' সিদ্ধ কত সুললিত স্বরে
শ্রুতি গাহে অমৃতসমান।
"জানকি! হেরিয়া হেন পুণ্য গিরিবন
রাজ্যনাশ নাহি ভাবি মনে;

পারি রহিবারে হেথা' কোটি বর্ষ আমি,
তুমি যদি রহ মোর সনে।
সদা সিদ্ধসমাকুল শৈলনদীজলে
স্নান কর জনকনন্দিনী!
হ'ক চিত্রকূট প্রিয়ে! অযোধ্যার মত,
মন্দাকিনী সরযূ যেমনি!
বনমৃগগণে ভাব' পৌরজন মত,
মন্দাকিনী সঙ্গিনী তোমার—
পত্নী যা'র তুমি সীতে! অনুজ লক্ষ্মণ,
কি অভাব রহে বল তা'র!"
শৈলপ্রস্থ হ'তে রাম সীতাকর ধরি'
ধীরে ধীরে নামিল তখন,
চলে আশ্রমের পথে—কুটীর দুয়ারে
হাস্যমুখে দাঁড়া'য়ে লক্ষ্মণ!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সৈন্যকোলাহল শ্রবণে।

আশ্রম-মাঝারে রাম পশিল যেমন,
সৈন্যকোলাহল উঠে পূরিয়া কানন;
আবরিয়া রবিকর ধূলিরাশি উড়ে,
রামের আশ্রমে পড়ে তরুরাজিচূড়ে।
ভীত বনপশু যত ছুটে চারি ধার—
আলোড়িত মহাবন নিনাদে সবার।

লক্ষ্মণে কহিছে রাম,—"কিসের কারণ
তুমুল এ কোলাহল—ক্ষুব্ধ মহাবন ?
যুঝে কি মাতঙ্গযূথ মহাসিংহসনে ?
এসেছে কি রাজা কেহ মৃগয়ায় বনে ?
দেখ, ভাই ! জান তুমি কারণ ইহার,
হতেছে লক্ষ্মণ ! বড় সংশয় আমার।"
লক্ষ্মণ পুষ্পিত এক শালতরুচূড়ে
উঠিয়া তথনি দেখে, রহিয়াছে দূরে
হস্তি-অশ্ব-সমাকুল বিশাল বাহিনী—
সাগর-তরঙ্গ যেন পদাতির শ্রেণী।
কহিছে অগ্রজে বীর তরুশিরে বসি',—
"রহুক জানকী আর্য্য ! গুহামাঝে পশি' ;
নিবা'য়ে অনল প্রভু ! লহ ধনুঃশর,
টলিবে ধরণী—হ'বে ভীষণ সমর।"
"কাহার এ সেনা ?" রাম পুছিল তখন,
জ্বলন্ত-অনলসম কহিছে লক্ষ্মণ,—
"নিরাময় রাজ্য লাগি' ভরত তোমায়
আসিছে বধিতে, প্রভু ! কাপুরুষপ্রায়।
ঐ যে দাঁড়ায়ে দূরে পাদপ উন্নত
কানন-ভূমির ভালে কিরীটের মত—
উহারি সম্মুখে ঐ রথের চূড়ায়
কোবিদারধ্বজা উড়ে তড়িতের প্রায়।
রঘুকুলধ্বজা হেরি' শোণিত আমার
ছুটিছে অনলসম শিরার মাঝার !

হস্তী অগণন আসে শৈলদরশন—
বসিয়াছে সাদিগণ প্রফুল্লবদন ;
ছুটে অশ্বারোহী সেনা—নাচে শিরোপর
রবিকররাশি যেন সোনার টোপর !
চল প্রভু ! শৈলসানু করিব আশ্রয়,
অথবা রহিব হেথা,—যেবা ইচ্ছা হয়।
যাহার লাগিয়া শূন্য রঘুসিংহাসন,
জানকীর সনে তব বনে আগমন—
আসিছে সে অরি আজি সম্মুখে আমার,
বধিব ভরতে আমি—মহাসৈন্য তার।
দেখিবে কৈকেয়ী তার নিহত নন্দন,
মহাবনে গজভগ্ন পাদপ যেমন !
হ'বে বনভূমি আজি শত্রুর রুধিরে
রঞ্জিত, পঙ্কিল, পূর্ণ মানবশরীরে !
বহুদিন হ'তে আমি মরমের তলে
রেখেছি যে ক্রোধানল, আজি ভাগ্যবলে
সম্মুখে পেয়েছি অরি, নিবাইব তায়—
করিব তর্পণ শত্রু-শোণিত-ধারায় !"
বলিতে বলিতে বীর আইল নামিয়া,
রাম কহে, করে ধরি', হাসিয়া হাসিয়া,—
"কি কহ, লক্ষ্মণ ? তুমি ভাবি' দেখ মনে,
পালিতে পিতার সত্য আসিয়াছি বনে ;
রাখিতে সে ধর্ম্ম, যদি হয় প্রয়োজন,
রাজ্য কিবা ছার—আমি ত্যজিব জীবন।

সসাগরা ধরা নহে দুর্লভ আমার,
আছে বাহুবল, আছে বিক্রম তোমার ;
অধর্ম্মে ইন্দ্রের পদ আমি নাহি চাই,
পরাণের সম মোর তোমরা সবাই।
কার তরে রাজ্য ল'ব বধিয়া ভ্রাতায় ?
মিত্রবধে ধন—সেতো বিষান্নের প্রায় !
তোমাদের সুখ বিনা সুখ মোর নাই—
থাকে যদি, ভস্ম হ'ক অনলে সদাই !
না কহ ভরতে ভাই ! কঠোর বচন,
মোর বুকে লাগে তাহা বজ্রের মতন !
কিম্বা যদি রাজ্য লাগি' কহ হেন বাণী
তোমারে করিব আমি রাজদণ্ডপাণি ;
আমি যদি কহি, দিবে রঘুসিংহাসন
ভরত তোমারে—রাজা হইও, লক্ষ্মণ !
বুঝিয়াছি আমি, মোরে নিতে অযোধ্যায়
ভরত এসেছে বন, কহিনু তোমায়।”
শুনি' সে উদার বাণী লক্ষ্মণ তখন
লজ্জায় আপন অঙ্গে প্রবেশে যেমন !

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

ভরতমিলন।

কাননে রাখিয়া সেনা ভরত হেথায়
ধূমশিখা লক্ষ্য করি' দ্রুতপদে ধায় ;

চীরবাস পরিধান, শিরে জটাভার,
তাপসের বেশে চলে কৈকেয়ীকুমার।
শত্রুঘ্ন চলিল পাছে সুমন্ত্রের সনে,
মন্দাকিনীতীরে দেখে রম্য তপোবনে
রাঘবের পর্ণশালা শুভদরশন—
চৌদিকে পাদপরাজি, নির্ম্মল অঙ্গন,
হোমকাষ্ঠ, পুষ্প, কুশ পড়ি' কত তায়,
ধরাপৃষ্ঠে ব্রহ্মলোক শোভা যেন পায়!
আশ্রমে পশিয়া দেখে কৈকেয়ী-নন্দন,
বিশাল সে পর্ণশালা নয়ন-রঞ্জন—
শোভে পুণ্য বেদী, তাহে জ্বলিছে অনল,
অস্ত্র ভয়ঙ্কর কত করে ঝলমল;
ইন্দ্রধনুসম দীপ্ত কাঞ্চনমণ্ডিত
বজ্রসার মহাধনু রহে প্রসারিত,
লম্বিত তূণীর রহে স্তম্ভের উপরে
রবিকরসম পূর্ণ হেমপুঙ্খ শরে।
শোভে চর্ম্ম, কনকের বিন্দু সাজে তায়—
রামগৃহ রহে যেন সিংহগুহাপ্রায়!
দেখিল ভরত তবে, জানকীর সনে
বসিয়াছে রঘুনাথ দিব্য কুশাসনে,
কৃষ্ণাজিন অঙ্গে শোভে, জটার মণ্ডল
শোভিছে মস্তকে, বক্ষে লম্বিত বল্কল,
সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ, কমলনয়ন
বসি' বীরাসনে—যেন দীপ্ত হুতাশন।

না পারে কহিতে কথা, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
নেত্রে বহে ভরতের অশ্রু দরদর,
ছুটে গিয়ে পড়ে রাম-চরণে লুঠিয়া,
'আর্য্য' বলি' রুদ্ধকণ্ঠ কাঁদে ফুকারিয়া!
শত্রুঘ্ন পড়িল আসি' রামের চরণে,
বাহু মেলি' নিল রাম অঙ্কে দুই জনে।
কহে রঘুপতি,—"ভাই! কিসের কারণ
হেন দীন বেশে তুমি আসিয়াছ বন?
পিতা কোথা মোর? তুমি এসেছ হেথায়,
বিবর্ণ বদন—তোমা' চেনা নাহি যায়!"
এত কহি' পুছে রাম কুশল সবার—
রাজ্য, জনপদ, দুর্গ, সৈন্য, কোষ আর।
ভরত কহিছে বাণী, নয়নের জল
রাখিয়া অন্তরে,—"প্রভু! কিসের কুশল?
আমি রহিলাম দূরে, তুমি এলে বন,
মহাশোকে নরপতি ত্যজিল জীবন!
শূন্য রঘুসিংহাসন, বিধবা ধরণী,
কাঁদিছে বিষাদময়ী যতেক জননী!
পিশাচী দারুণা, প্রভু! জননী আমার—
ফলিয়াছে ফল যত পাপবৃক্ষে তার!
আসিয়াছে পুরবাসী কোটি কোটি নর
নিতে তোমা' অযোধ্যায় ব্যাকুল-অন্তর।
এসেছে জননীগণ লইতে তোমারে,
চল নরনাথ! চল পুরীর মাঝারে।

আমি চিরদাস প্রভু! এসেছি চরণে,
ঠেলিওনা পা'য়—চাহ প্রসন্ন নয়নে!"
"পিতা মোর নাই!"—বলি' রাঘব তখন
দুবাহু তুলিয়া ভূমে পড়ে অচেতন—
কুসুমিত মহাতরু যেন ছিন্নমূল
লুঠে বনমাঝে, শোভা বিকাশি' অতুল!
জানকী ছুটিয়া আসি' সলিল ছিটায়,
লক্ষ্মণ ব্যজন করে বনের পাতায়।
লভিয়া চেতনা রাম বিবর্ণ, বিহ্বল,
কহে খেদবাণী কত, চক্ষে বহে জল,—
"যা'ব না অযোধ্যা আমি বনবাসশেষে,
পিতা যেথা নাই—আমি যা'ব না সে দেশে।
আমার শোকেতে পিতা ত্যজিল জীবন,
আমি নাহি করিলাম তাঁহার তর্পণ!
সফল জীবন ভাই! ভরত তোমার,
মৃত জনকের তুমি করেছ সৎকার!"
এত কহি' চাহে রাম জানকীর পানে—
আরক্ত নয়ন, অশ্রু-প্লাবিত বয়ানে;
না স'রে বচন, সীতা প্রিয়মুখে চায়,
নয়নে অশ্রুর ভার—দেখিতে না পায়!
ল'য়ে ভ্রাতৃগণে রাম সীতাসনে চলে,
ধীরে ধীরে উপনীত মন্দাকিনীজলে;
অঞ্জলি ভরিয়া বারি লইয়া তখন
দাঁড়ায়ে দক্ষিণ মুখে কহিছে বচন,—

"আছ মহারাজ! তুমি পিতৃলোকমাঝে
শান্তির সঙ্গীত যেথা' অবিরাম বাজে,
কি দিব তোমারে?—লহ বননদীজল,
অক্ষয় হউক এই বারি নিরমল!"
উঠিয়া নদীর তীরে রাঘব তখন
করে পিণ্ডদান, স্মরি' পিতার চরণ;
লক্ষ্মণ পাতিয়া কুশ শুভ্র বালুকায়
মহুলের তৈলমাখা তিলান্ন সাজায়,
বদরীমিশ্রিত সেই তিলপিণ্ড দিয়া
কহে রঘুনাথ তবে দু'কর জুড়িয়া,—
"বনবাসী আমি পিতঃ! কিছু মোর নাই—
বনের বদরী আজি নিবেদিনু তাই!
যে অন্ন পুরুষ সদা করয়ে আহার,
শ্রুতি কহিয়াছে, দিবে পিতৃলোকে তার।"
করি' পিণ্ডদান রাম উঠে নদীতীরে—
আশ্রমের পথে সবে চলে ধীরে ধীরে।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সিংহাসনপ্রত্যাখ্যান।

বশিষ্ঠ লইয়া হেথা' রাজপত্নীগণে
পশিল তখন আসি' মন্দাকিনীবনে।
রামলক্ষ্মণের ঘাট হেরি' নদীতীরে
কহিছে রামের মাতা ভাসি' নেত্রনীরে,—

"সুমিত্রে! হের লো, হেথা লক্ষ্মণ তোমার
উঠে নিতি নিতি শিরে কলসীর ভার!
রাজার নন্দন শিরে তোলে নদীজল—
অনাথ, কাননবাসী, বসন বাকল!"
হেরিল অদূরে রাণী, রহিয়াছে পড়ি'
তিল বদরীর পিণ্ড কুশের উপরি;
কহে শোকাতুরা,—"হের, রাজার কুমার
বদরীর পিণ্ডদান করেছে পিতার!"
কাঁদে উচ্চনাদে রাণী শিরে কর হানি',
না পারে রাখিতে তাঁরে ধরি' যত রাণী।
"কোথা আছ, মহারাজ! মহেন্দ্রসমান!
ভুঞ্জিয়া বসুধা তুমি করেছ প্রয়াণ!
কেমনে বদরীপিণ্ড করিছ ভোজন?
ফাটে না হৃদয় মোর, কঠিন এমন!"
বলিতে বলিতে রাণী রামের কুটীরে
নয়নের জলে ভাসি' পশে ধীরে ধীরে।
রামশিরে জটাভার হেরিয়া তখন
বিধবা বিষাদময়ী কাঁদে মাতৃগণ!
ল'য়ে মাতৃপদধূলি, গুরুর চরণে
প্রণমে রাঘব তবে লক্ষ্মণের সনে।
শাশুড়ীর পদধূলি ধরিয়া মাথায়
চক্ষে অশ্রুভার, সীতা সম্মুখে দাঁড়ায়!
বুকে ল'য়ে বধূ রাণী, জননী যেমন
আপন তনয়া বক্ষে, কহিছে বচন,—

"সাজে কি তোমারে মাগো! হেন বনভূমি?
রাজার নন্দিনী, রাজকুলবধূ তুমি!
বনবাসে শীর্ণ তোর সোনার শরীর
দেখিনু নয়নে—অহো! ভাগ্য অভাগীর!
আতপতাপিত যেন ম্লান শতদল,
মেঘে ঢাকা যেন রাকা-চাঁদ নিরমল,
ধূলিধূসরিত মণি কাঞ্চন যেমন,
তেমনি তোমার মাগো! বিশুষ্ক বদন!"
কৌশল্যা কহিছে বাণী, পুরবাসী যত
আইল আশ্রমমাঝে, সেনাদল কত।
মধুর বচনে রাম তুষিল সবায়,
প্রভাত হইল নিশা বিচিত্র কথায়।
স্নান করি' নিরমল মন্দাকিনীজলে
বসিল সকলে আসি' বনতরুতলে।
নীরবে বসিয়া সবে; ভরত তখন
জুড়িয়া দু'কর রামে কহিছে বচন,—
"আর্য্য! ক্ষমা কর মোর পিশাচী মাতায়,
আপনার রাজ্য ল'য়ে চল অযোধ্যায়।
কে বসিবে মহারাজ! তোমার আসনে?
কে রহে তোমার সম এ তিন ভুবনে?
উদার চরিত তব ভরেছে সংসার,
রামনাম বিনা রাজ্যে কথা নাহি আর!
তোমার প্রভাব যথা সদা জ্যোতির্ম্ময়,
ক্ষুদ্র আমি—তথা মোর স্থান নাহি রয়।

চল, মহারাজ! তুমি মহাপুরীমাঝে,
বিজন অরণ্যভূমি তোমা' নাহি সাজে,
চলুক তোমার আগে ভীম গরজনে
মদমত্ত মহাগজ মন্থর গমনে;
পৃথিবী দেখিবে চে'য়ে, নিদাঘ-তপন—
রঘুসিংহাসনে প্রভু! বসিবে যখন!"
কহে রঘুনাথ তবে গম্ভীরবদন,—
"বেদসম মানি আমি পিতার বচন;
ত্যজি' জীর্ণ কলেবর জনক আমার
দেবলোকে বিহরিছে দেবের আকার।
মৃত্যু—ঘোর অমানিশা, ঊষা মনোহরা
হাসিছে পশ্চাতে তার স্বর্ণবাস পরা',
মৃত্যু সবাকার গতি—শোক কিবা তায়!
ফিরে না সে শত ডাকে, সদা চ'লে যায়!
ছুটিছে যমুনা মহাসিন্ধুর সন্ধানে,
ফিরে কি কভু সে আর হিমালয়পানে?
নাহি যার ব্যতিক্রম, শোক কিবা তায়!
প্রকৃতি তাণ্ডবময়ী প্রমত্ত ক্রীড়ায়!
প্রকৃতির পারে দেশ সদা জ্যোতির্ম্ময়,
অস্থির প্রবাহ ভাই! তথা নাহি বয়;
সত্য—মহাশৈল তার মেরুদণ্ডপ্রায়,
দিব্যালোকে উদ্ভাসিত অনন্ত দিবায়!
সে মহা-অচল যেবা করেছে আশ্রয়,
মৃত্যু, শোক, তাপে, বল, কিবা তার ভয়?

পিতার আদেশ ভাই! করহ পালন,
না কর বিচার, সত্য পিতার বচন।”
কহিছে ভরত,—“তুমি দেবের সমান,
অসীম আকাশসম প্রভু! তব জ্ঞান!
শোক নাহি, ক্রোধ নাহি অন্তরে তোমার,
দুঃখ নাহি, সুখ নাহি—মায়ার বিকার!
তথাপি ক্ষত্রিয় তুমি—পৃথিবীপালন
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম রহে সনাতন;
শিরে জটাভার, অঙ্গে গলিত বল্কল,
নহে বনভূমি তার সাধনার স্থল।
কিম্বা যদি দিব্য তপঃ সাধনা তোমার,
পৃথিবীপালন হ’তে তপঃ কিবা আর?
কিবা ক্লেশ জটাভারে অরণ্যভিতর?
পৃথিবীপালন-ক্লেশ লহ, রঘুবর!”

রাম। ভুলিনি ভরত! আমি ধর্ম্ম সনাতন—
হেন কাপুরুষ নহে রঘুর নন্দন।
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম ব্রত যে আমার,
পালিব সে ধর্ম্ম আমি কাননমাঝার।
দলিয়াছি আমি শুধু চরণের তলে
নীচ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—অন্ধ পশুবলে।
পাপমতি, সদা লুব্ধ, নৃশংস, দুর্জ্জন—
নহে সে ক্ষত্রিয়, ধরি’ ক্ষত্রিয়ভূষণ।
পৃথিবীর ছাড়া নহে বনভূমি যত,
রাক্ষস-হুঙ্কার তাহে উঠে অবিরত;

তাপস ব্রাহ্মণ ল'বে কাহার আশ্রয় ?
নৃপতির দণ্ড—তার বনে নাহি ভয় ?
রঘুসিংহাসনে তুমি ব'স দণ্ড ধরি',
আমি ধরি রাজদণ্ড কাননভিতরি ;
দণ্ডকের মহাবন মোর সিংহাসন,
সাধনা আমার ভাই ! পিতার বচন।

ভরত। আর্য্য ! ক্ষমা কর মোরে—অন্তিম সময়
মোহ-অন্ধকারে জীব অন্ধমত রয় ;
মতিভ্রম অন্তঃকালে ঘটিল পিতার,
নারীর লাগিয়া ত্যজে পুত্র আপনার !
পুত্র তুমি পিতৃদোষ করহ ক্ষালন,
স্বরগে করিবে পিতা আশিস্ বর্ষণ !

রাম। না ভরত ! সত্য লাগি' জনক আমার
ত্যজিয়া সকলি, দেছে প্রাণ আপনার !
উদার চরিত তাঁর দেবের সমান,
কীর্ত্তি তাঁর ধরাপৃষ্ঠে রহে বিদ্যমান।
পুত্র আমি তাঁর—তুচ্ছ রাজ্যভোগ তরে
মুছিব পিতার নাম আপনার করে ?
কি কহিবে সাধুগণ হেরিয়া আমায়—
অস্থির প্রকৃতি, অন্ধ ভোগের তৃষ্ণায় ?
হারা'য়ে চরিত্রবল রঘুসিংহাসনে
কি ল'য়ে বসিব আমি অবসন্ন মনে ?
আমি যদি পাপপথে করি বিচরণ,
পৃথিবী করিবে মোর পশ্চাতে গমন ;

ভাঙিয়া পড়িবে ধর্ম্ম, সবার আশ্রয়,
ডুবে যা'বে অন্ধকারে লোক সমুদয়।
না হ'বে বিফল কভু প্রতিজ্ঞা আমার,
তুচ্ছ রাজ্য-লোভে আমি ফিরিব না আর।
শরতের চাঁদ দিবে শোভা বিসর্জ্জন,
সাগর করিবে বেলা-বলয় লঙ্ঘন,
হিমাদ্রি ত্যজিবে তার অনন্ত তুষার,
না ত্যজিব আমি কভু প্রতিজ্ঞা আমার।
শুনি' সে উদার বাণী ভরত তখন
বসি' ভূমিতলে কহে, বিবর্ণবদন,—
"রহিব বসিয়া আমি, উঠিব না আর—
র'ব নিরাহার—হ'ক মরণ আমার!"
করে ধরি' রাম তাঁরে কত বা বুঝায়;
আসে ঋষিগণ সেই কানন-ছায়ায়।
ভরতে প্রবোধবাণী কহে ঋষিগণ,
রামের চরিতে সবে বিস্ময়ে মগন,
কহিছে ভরত তবে জুড়িয়া দু'কর,
দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহে দর দর,—
"পূর্ণ হ'ক ইচ্ছা তব, পুরুষপ্রধান!
তোমার চরিত প্রভু! সাগরসমান!
কি বুঝিব তত্ত্ব—আমি সফরীর মত,
ভাসিছে তরঙ্গে তার তিমি নক্র কত!
পাদুকা তোমার প্রভু! কর মোরে দান,
সাধিব তাহারি বলে ধরার কল্যাণ;

রাজ-সিংহাসনে আমি বসাইব তায়,
রাজ-ছত্র.ধরি' র'ব প্রহরীর প্রায়।
শিরে দীর্ঘ জটাভার, বাকল বসন,
চতুর্দ্দশ বর্ষ র'ব ফলমূলাশন।
নগর-দুয়ারে চাহি' তব পথপানে
র'ব দিবানিশি আমি ব্যাকুল পরাণে ;
বনবাসশেষে যদি না হেরি তোমায়,
হুতাশনে পশি' প্রাণ দিব তব পায় !"

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

আত্রেয়ী।

রামের পাদুকা ল'য়ে মাতঙ্গ-উপর
ভরত চলিল ফিরি' অযোধ্যানগর।
বিষাদ-প্রতিমা যেন চলে মাতৃগণ,
তুরঙ্গ মাতঙ্গ করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
রহয়ে কোশলপুরী বিধবার মত,
শ্রীহীনা, বিষাদময়ী, সুখস্বপ্ন গত—
বসন্তের লতা যেন বনসোহাগিনী,
দাবদগ্ধ, ম্লানপুষ্প লুঠিছে মেদিনী !
যজ্ঞশেষে বেদী যেন শূন্য পড়ি' রয়,
না জ্বলে অনল, নাহি হবিঃগন্ধ বয় !
লুপ্ত ফেনপুঞ্জ, স্তব্ধ গভীর গর্জ্জন,
ঝটিকার শেষে শান্ত সাগর যেমন !

বিকীর্ণ কবচ, রুগ্ন গজ বাজী যত,
লুণ্ঠিত পতাকা, চূর্ণ মহারথ শত,
নিহত ধরণীপৃষ্ঠে পড়ি' যোধগণ,
মহারণশেষে রহে বাহিনী যেমন !
মাতৃগণে পুরীমাঝে রাখিয়া ভরত
নন্দিগ্রামে চলে, সঙ্গে গজ বাজী রথ।
রামের পাদুকা রাখি' সিংহাসন' পরে
তাপসের বেশে বীর রাজছত্র ধরে।
রামের চরণ সদা করিয়া স্মরণ
রহিল প্রহরী যেন কৈকেয়ী-নন্দন !
হেথা' রঘুনাথ মনে করয়ে বিচার
'চিত্রকূট-বনে আমি না রহিব আর।
ভরতের ম্লান মুখ, অশ্রু জননীর,
দীন পুরবাসিগণ বিবর্ণশরীর—
স্মৃতির মাঝারে হেথা' জাগিছে কেবল,
না মানে প্রবোধ মন সদাই চঞ্চল !'
এতেক ভাবিয়া রাম লক্ষ্মণের সনে
জানকীরে ল'য়ে মাঝে চলে বনে বনে।
সুদূর নৈর্ঋত কোণে দণ্ডককানন,
ফিরে যথা অগণিত রাক্ষস ভীষণ,
করে মহাধনু রাম সেই পথে যায়,
অত্রির আশ্রম হেরে ব্রহ্মলোকপ্রায়।
অতিথিসৎকার মুনি করে বিধিমত,
দিল রম্য পর্ণশালা বনফুল কত।

জানকী প্রণমে গিয়া মুনিপত্নীপা'য়,
তনয়া পাইল যেন আপন মাতায়!
বসিয়া তাপসী—শিরে শুভ্র কেশভার,
ব্রত-উপবাস-চিহ্ন অঙ্গে অলঙ্কার;
অতিবৃদ্ধা—লোল চর্ম্ম, শ্লথ অঙ্গ যত,
কাঁপে সদা বায়ুভরে কদলীর মত!
কহে অনসূয়া, "অয়ি সতীশিরোমণি!
তোমারে ধরিয়া বুকে পবিত্র ধরণী!
স্বামিসঙ্গে তুমি মাগো! আসিয়াছ বন,
চলিয়াছ পাছে পাছে ছায়ার মতন!
ধন্য আজি নারীকুল তব মহিমায়,
উজলা ধরণী তোর সিন্দুর-প্রভায়!
জানকি! শিথিল হের শরীর আমার,
শুক্ল যত কেশ, চক্ষে জ্যোতিঃ নাহি আর,
বহুকাল স্বামিসঙ্গে রহি' তপস্যায়
পেয়েছি যে জ্ঞান, আজি কহিব তোমায়—
পতি বিনা রমণীর গতি আর নাই,
পতি ছাড়া ধর্ম্ম—তার অঙ্গে মাখা ছাই!
নারী আমি—আশীর্ব্বাদ ধর তাপসীর,
সহধর্ম্মচরী তুমি হ'য়ো মা! পতির!"
চরণের রেণু তাঁর ধরিয়া মাথায়
জানকী আরক্তমুখী সম্মুখে দাঁড়ায়!
আনি' অনসূয়া দিব্য বস্ত্র, আভরণ
সাজায় সীতার অঙ্গে দিব্য বিলেপন;

সীমন্তে সিন্দূর দিয়া কহে তপস্বিনী,
"সাজিয়া এ দিব্য সাজে জনকনন্দিনি!
ব'স পতিপাশে তুমি কমলার মত,
পূর্ণ হ'ক তাপসীর চির আশা যত!
এসেছে রজনী; হের, বনরাজি-শিরে
বসন্তের পূর্ণ চাঁদ উঠে ধীরে ধীরে;
গাহে বনপাখী যত তরুতে বিলীন,
শুয়েছে বেদীর পাশে আশ্রম-হরিণ।
ফিরিছে তাপস, অঙ্গে জলার্দ্র বল্কল,
স্কন্ধে কলসীতে ভরা নির্ঝরের জল।
যাও মা! পতির পাশে—পুণ্য তপোবন
হউক আনন্দময় বৈকুণ্ঠভুবন!"
　সাজি' দিব্য সাজে চলে জনকনন্দিনী,
কৌমুদীবসনা যেন রাকা-নিশীথিনী!
হেরিয়া সীতারে রাম আনন্দে মগন,
পূর্ণিমার চাঁদ হেরি' সাগর যেমন!
প্রভাত হইল নিশা বিচিত্র কথায়,
ঋষির চরণে রাম মাগিল বিদায়।
পশে রঘুবীর তবে দণ্ডকের বনে,
নিদাঘ-তপন যেন নীল নবঘনে!

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাক্ষস-অত্যাচার।

দণ্ডক-কাননে রাম পশিয়া তখন
দেখে মনোহর কত পুণ্য তপোবন—
কোথা' কুশরাশি পড়ি', কোথা' বা বাকল,
শোভে মহাতরু কত, সুধাসম ফল,
ফিরে মৃগ অগণন, বনপাখী উড়ে,
সুগভীর বেদমন্ত্রে বনভূমি পূরে।
জ্বলে হুতাশন, দিব্য হবিঃগন্ধ বয়.
শোভে যেন ব্রহ্মলোক, সবার আশ্রয়।
জ্বলে ব্রহ্মতেজ যেন উজলি' কানন,
গগনে প্রদীপ্ত সূর্য্য-মণ্ডল যেমন!
শোভিছে তাপস কত অনলসমান,
শিরে জটাভার, মৃগ-চর্ম্ম পরিধান,
সদা বেদমন্ত্র গায়, প্রসন্ন বদন,
অঙ্গে দিব্য জ্যোতিঃ ফুটে, ফলমূলাশন!
আশ্রম-মণ্ডলী হেরি' চলে রঘুপতি,
শিথিল কোদণ্ড করে, মৃদুমন্দ গতি।
রাম-রূপ হেরি' হর্ষে বনবাসিগণ
অনিমেষ নেত্রে রহে বিস্ময়ে মগন!

কেহ হেরে রামশিরে চারু জটাভার,
আয়ত ললাট কেহ, বদন উদার,
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষঃ সুবিশাল,
নয়নাভিরাম কেহ বরণ তমাল!
শরতের চাঁদ যেন, ভরা করুণায়,
কেহ হেরে সীতামুখ, আরক্ত লজ্জায়।
প্রতপ্তকাঞ্চনগৌর, প্রদীপ্তবদন,
কেহ বা লক্ষ্মণে হেরে, অতৃপ্তনয়ন!
রম্য পর্ণশালামাঝে মহা-ঋষি যত
অমৃতসমান রাখে বনফল কত,
অজিন বিছায়ে রামে বসাইল তায়,
আশীর্ব্বাদ করি' কহে মধুর ভাষায়,—
"কেবা তুমি, জানি মোরা প্রণিধানবলে,
কেন আসিয়াছ নৃপ! কাননের তলে;
ধর্ম্মপাল রাজা তুমি, প্রজার আশ্রয়,
দণ্ডধর গুরু তুমি, দয়ার আলয়।
প্রজার হৃদয় রাজা! তব সিংহাসন,
শরীরে তোমার রহে মহেন্দ্র তপন।
ধরার মঙ্গলে রহ জাগিয়া সদাই,
সর্ব্বলোক নতশিরে পূজে তোমা' তাই।
ত্যজিয়াছি মোরা নৃপ! ক্রোধ, দণ্ড আর—
বিমল আনন্দে মোরা ভাসি অনিবার;
সদা অসহায় মোরা রহি মহাবনে,
ত্রস্ত ঋষিগণ তাই রাক্ষস-পীড়নে!

কত ঋষিমাংস নৃপ! করিয়া ভক্ষণ
ফিরিছে দণ্ডকবনে নিশাচরগণ।
এস নরনাথ! হের নিজ চক্ষে তুমি
তাপসের অস্থি পড়ি'—শুক্ল বনভূমি!
রহে দিব্য স্থান যত অরণ্যভিতর—
মন্দাকিনী-তীর-ভূমি পম্পা সরোবর,
বিমল নির্ঝর, শৈল শুভদরশন—
নিশাচরদলে পূর্ণ রহে অনুক্ষণ।
প্রভাতে প্রদোষে তথা নাহি বাজে আর
পুণ্য বেদমন্ত্র—উঠে রাক্ষস-হুঙ্কার!
স্তব্ধ বনভূমি—পুণ্য তীর্থ অগণিত
তাপস-রুধিরে নৃপ! সদা কলুষিত!
"আছে তপোবল, মোরা নিশাচরগণে
পারি বধিবারে; রাজা! ভেবে দেখ মনে,
শরীর করি'ছি ক্ষয় যাহার লাগিয়া,
হারা'ব সে তপঃ ক্ষুদ্র রাক্ষস নাশিয়া?
তাই সহিতেছি মোরা রাক্ষসপীড়ন,
অম্লান বদনে প্রাণ ত্যজি' ঋষিগণ
গেছে দিব্য লোক, ক্রোধ করি' পরিহার,
ঘাতকে আশিস্‌বাণী কহিয়া উদার!
তুমি রহিয়াছ রাজা! মহেন্দ্রসমান,
তবে কেন ঋষিগণ ভয়ে কম্পমান?
তোমারি ত রাজ্য বন, কেন এত ভয়?
রাজা বিনা ল'ব মোরা কাহার আশ্রয়?

প্রজা নাহি পালে রাজা ল'য়ে রাজকর,
নহে সে নৃপতি—তার অধর্ম্ম বিস্তর।
রাখ নরনাথ! তুমি আশ্রিত তোমার—
দূরে যা'ক পৃথিবীর মহাদুঃখভার!"
শুনি' ঋষিবাণী রাম কহিছে তখন,—
"তাপসের দাস আমি, শুন ঋষিগণ!
আসিয়াছি মহাবনে বচনে পিতার,
ভাগ্যবলে ঋষিকর্ম্ম ঘটিল আমার।
দীর্ঘ বনবাস মোর হইবে সফল,
হের দ্বিজগণ! এবে ক্ষত্রিয়ের বল।
তাপসের অরি আমি নাশিব সমরে—
মুছিব রাক্ষসনাম ধরণী-উপরে।"
আনন্দে তাপসগণ আশিস্ উচারি'
দিল ফল মূল কত, নিরমল বারি।
আইল রজনী; জ্বলে পুণ্য হুতাশন,
সুগভীর সাম গাহে বনবাসিগণ।

দ্বিতীয় সর্গ।

বিরাধ-সংহার।

প্রভাত হইল নিশা; চলে রঘুবর
মহাবনপথে। আনন্দে তাপসগণ
গাহিল মঙ্গলবাণী। মহাধনু ধরি'
পাছে পাছে চলিল লক্ষ্মণ, মাঝে চলে
জনক-নন্দিনী। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কাল—

স্তব্ধ বৈশাখের বায়ু, দীর্ঘ তরুরাজি
দাঁড়ায়ে নিশ্চল। পিপাসিত মহাব্যাঘ্র
শুষ্ক নির্ঝরের পাশে করিয়া শয়ন
ঘন শ্বাস ছাড়ে জিহ্বা মেলি'। গুহামাঝে
লুকায় ভল্লুক; দাঁড়ায়েছে মৃগযূথ
নিবিড় ছায়ায়। বনমধ্যভাগে আসি'
ভীম দৃশ্য হেরে রঘুবর—লতাজাল
ছিন্ন ভিন্ন, ভগ্নশাখ মহাতরুরাজি,
না গাহে বিহঙ্গ, নাহি বহিছে পবন,
ঝিল্লীমন্দ্রে ঘোরনাদে কাঁদে যেন বন!
সহসা আলোড়ি' বন গভীর নিনাদে
বাহিরিল ভীষণ রাক্ষস;—শৈলশৃঙ্গ—
সম দীর্ঘ, ভয়ঙ্কর বিকৃত বদন,
লেলিহান জিহ্বা জ্বলে তড়িতের মত!
সুগভীর রক্তাভ নয়ন, পরিধান
ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মেদসিক্ত রুধিররঞ্জিত!
স্কন্ধে বিলম্বিত তার রহে লৌহশূল,
মেদলিপ্ত হস্তিমুণ্ড মহাদন্তসহ
বিদ্ধ রহে তায়! কটিদেশে লতাজালে
বাঁধা রহে সিংহ, ব্যাঘ্র, মহামৃগ কত!
ধাইল রাক্ষস হেরি' শ্রীরাম লক্ষ্মণে
পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী; অঙ্কে ল'য়ে
জানকীরে, সুগভীর ভৈরব নিনাদে
কহে নিশাচর,—"কে রে তোরা ক্ষীণজীবী!

এসিছিস্ মরিবারে দণ্ডক-কাননে ?
ধরিছিস্ মুনিবেশ—হাতে ধনু শর,
সঙ্গে নারী তরুণী, সুন্দরী ! কে রে তোরা
মহাপাপী ? ঋষিনাম কলঙ্কিত করি'
চুরি করি' পরনারী এসেছিস্ বনে ?
বিরাধ রাক্ষস আমি—আমার এ বন,
সদা হেথা' ফিরি আমি মহাশূল করে
ঋষিমাংস করিয়া ভক্ষণ। হেন নারী
পরমা সুন্দরী—সাজে কি রে তোরে কভু,
ক্ষীণজীবী তোরা ? আমার সঙ্গিনী হ'য়ে
রহিবে সুন্দরী বনে—দাঁড়ারে মানব !
এখনি রুধির পান করিব তোদের !"
নীরবিল নিশাচর, স্তব্ধ ঝিল্লীরব
নিনাদে তাহার ! হেরি' জানকীরে রাম
বিহ্বলা কদলী যেন রাক্ষসের কোলে,
চাহে লক্ষ্মণের পানে বিশুষ্কবদন !
ক্রুদ্ধ মহাসর্প যেন ছাড়িয়া নিশ্বাস
কহিছে লক্ষ্মণ,—"আর্য্য ! ক্ষুদ্র নিশাচরে
বজ্রসম শরে আমি নাশিব এখনি।
তৃষিত ধরণী পান করিবে তাহার
প্রতপ্ত রুধির ! রেখেছি যে ক্রোধানল
হৃদয়ের তলে আমি, যেই দিন তুমি
রাজ্য ছাড়ি' এলে মহাবনে, সেই ক্রোধ
আজি তেয়াগিব আমি বিরাধ রাক্ষসে !"

আবার পূরিয়া বন ভৈরব নিনাদে
কহিছে রাক্ষস,—"ওরে ছদ্মবেশী নর!
কে তোরা? যা'বি রে কোথা? দিতেছি অভয়
কহ ত্বরা করি'।" কহে রঘুনাথ তবে,—
"শোন্ রে রাক্ষস! ক্ষত্রিয়-সন্তান মোরা—
উজলা ধরণী যার যশের প্রভায়,
রঘুকুলে জনম মোদের। তুই কেবা—
কাহার সন্তান? কেন ফিরি'ছিস্ বনে?"
"না জানিস্ মোরে?" ঘোর দুন্দুভির স্বরে
কহিছে রাক্ষস, "জবের নন্দন আমি—
বিরাধ আমার নাম জানে সর্ব্বজন।
পিতামহবরে মোর অভেদ্য শরীর—
বৃথা ধরিছিস্ তোরা খড়্গ, ধনু, বাণ,
অস্ত্র নাহি বিঁধে দেহে মোর। প্রাণ ল'য়ে
পলা' রে মানব! ছাড়ি' রমণীর আশা।"
শুনি' সে দারুণ বাণী, রক্তিমনয়ন
টঙ্কারিয়া মহাধনু স্বর্ণপুঙ্খ শরে
রঘুনাথ বিঁধিল রাক্ষসে। ভূমিতলে
রাখিয়া সীতায়, মহাশূল ধরি' করে
ঘোর নাদ ছাড়ে নিশাচর। শরজাল
বরষি' তখন, বিরাধের সর্ব্ব দেহ
বিদ্ধ করে শ্রীরামলক্ষ্মণ। নিশাচর
মেলিয়া বদন, অট্টহাসে পূরি' বন
ভয়ঙ্কর করিল জৃম্ভণ—অঙ্গে বিদ্ধ

শরজাল ভূমিতলে পড়িল খসিয়া !
বজ্রশিখাসম দীপ্ত মহাশূল ধরি'
ধাইল রাক্ষস, ক্রুদ্ধ শমনের মত !
রামশরে ছিন্ন শূল পড়িল ভূতলে,
শীর্ণ অদ্রিশিলা যেন অশনিসম্পাতে।
কৃষ্ণসর্পসম খড়্গ আস্ফালিয়া রোষে
আক্রমিল নিশাচরে শ্রীরামলক্ষ্মণ ;
সহিয়া সে দারুণ প্রহার, স্কন্ধে তুলি'
রাঘব দু'জনে, ছুটিল রাক্ষস বেগে—
মহামেঘনিভ বন ঝিল্লীমুখরিত,
পশিল বিরাধ তাহে ভৈরব নিনাদে !

মুক্তকেশে কাঁদে সীতা—পাছে পাছে ছুটে,
বাহু তুলি' কহে,—"নিশাচর ! ছে'ড়ে দাও
পতিরে আমার, করহ ভক্ষণ মোরে !"
শুনি' সে করুণ বাণী রোষে রঘুনাথ
ভাঙিল দক্ষিণ বাহু, সুমিত্রা-কুমার
বামবাহু ভাঙে রাক্ষসের ; ভগ্নবাহু
পড়িল রাক্ষস, অচলশিখর যেন !
নিষ্পেষিয়া নিশাচরে মহাশিলাতলে,
কণ্ঠ চাপি' দক্ষিণ চরণে, কহে রাম
লক্ষ্মণে তখন,—"না মরিবে নিশাচর
অস্ত্রের আঘাতে ; প্রোথিব বিরাধে আমি,
বিশাল গহ্বর তুমি করহ খনন।"

লক্ষ্মণ খনিত্র করে কঙ্করবহুল

কাটে গিরিমাটি, অনলস্ফুলিঙ্গ ছুটে,
ফাটে শিলাতল। কহিছে রাক্ষস তবে,—
"চিনিয়াছি কেবা তুমি পুরুষপ্রধান!
জাগিয়া উঠিছে স্মৃতি শত জনমের!
ছিলাম গন্ধর্ব্ব আমি অলকার মাঝে;
ইন্দ্রিয়-বিকারে মোর—রমণীর মোহে
ঘটিল পতন! ধরিনু রাক্ষস-দেহ
কুবেরের শাপে! শাপমুক্তি হ'ল মোর—
কলুষিত জড়দেহ—মাটির পিঞ্জর
ভে'ঙে গেল মোর! দিব্য দেহে দিব্য লোকে—
যাব আমি আনন্দের দেশে! কৃপা তব
রহিবে স্মরণ। ফেলে দাও ধরাগর্ভে
মাটির এ দেহ মোর—ধরণীর বুকে
মহাশয্যা—রাক্ষসের ধর্ম্ম সনাতন!
শরভঙ্গ মহাঋষি অদূর কাননে—
যাও বীর! আশ্রমে তাঁহার—" এত কহি'
স্তব্ধ নিশাচর। ধরিয়া বিরাধে রাম
বিশাল গহ্বরতলে ফেলিল তখন।
ভৈরব নিনাদে বন করিয়া কম্পিত
বিরাধ ত্যজিয়া দেহ গেল দিব্য লোক।

তৃতীয় সর্গ।

শরভঙ্গ।

বধিয়া বিরাধে রাম সীতারে তখন
বক্ষে ধরি' কহে কত মধুর বচন।
কহিছে লক্ষ্মণে বীর,—"ভীষণ এ বনে
নাহি জানি পথ মোরা, যাইব কেমনে ?
বন-অন্তরালে হের ধূমশিখা উঠে,
শান্ত মৃগযূথ ঐ বনপথে ছুটে।
অদূরে আশ্রম, মোর হেন মনে লয় ;
আসিছে গোধূলি—মন্দ বনবায়ু বয়।"
ভ্রমি' কিছুদূর রাম হেরিল সম্মুখে
শান্ত বনভূমি—ফিরে মৃগদল সুখে ;
সন্ধ্যার সোনার আলো নাচে তরুচূড়ে,
ঝিঁঝির করুণ গানে বনভূমি পূরে।
অপরূপ দৃশ্য রাম হেরিল তখন—
ফুটিয়াছে দিব্য জ্যোতিঃ, আলোকিত বন,
দিব্য গন্ধে আমোদিত বনের বাতাস,
মহাতেজে উদ্ভাসিত সন্ধ্যার আকাশ!
বিরাজে দেবের রথ মহাজ্যোতির্ম্ময়,
না পরশি' ভূমিতল শূন্যদেশে রয়,
রবিসম দেবরাজ বসিয়া তাহায়—
প্রকাশিত দশ দিক অঙ্গের প্রভায়!
সাজে দিব্য আভরণ, অমল বসন,
উন্নত কিরীটে জ্বলে তারা অগণন!

শিরে শোভে ছত্র, যেন চন্দ্রের মণ্ডল,
পারিজাতমালা তাহে করে ঝলমল।
বরনারী দু'টি সাজি' বিচিত্র ভূষায়
দু'পাশে দাঁড়ায়ে শিরে চামর ঢুলায়।
গাহে সিদ্ধগণ, যত গন্ধর্ব্বপ্রধান
আকাশ ভরিয়া কিবা সুগভীর গান!
কহিছে অনুজে রাম, "নেহার, লক্ষ্মণ!
ইন্দ্ররথ ঐ বুঝি উজলে গগন!
হরিৎবরণ শোভে দেব-অশ্ব কত,
ঐ ত ইন্দ্রের ধ্বজা তড়িতের মত।
শোভে কত খড়্গপাণি, প্রদীপ্তকুণ্ডল,
বিস্তীর্ণ-বিপুলবক্ষ অমরের দল,
হের, রত্নহার জ্বলে অনলসমান,
তরুণ মূরতি, দিব্য বাস পরিধান!
রহ সীতাসনে তুমি মুহূর্ত্ত হেথায়,
দেখি আমি দেবরথে কেবা শোভা পায়।"
চলে দ্রুতগতি রাম; হেরিয়া তখন
শরভঙ্গে দেবরাজ কহিছে বচন,
"রাম-মিলনের ঋষি! এ নহে সময়,
অপূর্ণ দেবের আশা এখনো যে রয়!
শুভ অবসর বুঝি আসিব আবার,
চলিনু স্বরগে—এসো পশ্চাতে আমার।"
এত কহি' দেবরাজ চলে স্বর্গমাঝে,
দেব-দুন্দুভির ধ্বনি মহাকাশে বাজে।

না হেরি' বাসবে রাম ফিরিল আবার,
সীতা লক্ষ্মণের সনে আশ্রম মাঝার
পশি' প্রণিপাত করে ঋষির চরণে,
দিলা পরিচয় নিজ মধুর বচনে।
অতিবৃদ্ধ, লোলচর্ম্ম, পাণ্ডুরশরীর,
কহে শরভঙ্গ, কাঁপে হস্ত, পদ, শির,
"এস নরনাথ! আমি তোমার লাগিয়া
দিবা বিভাবরী হেথা' রয়েছি বসিয়া!
ত্যজি' চিত্রকূট গিরি আইলে কানন,
প্রণিধান বলে জানি' তব আগমন
হেরিতে তোমারে হ'ল বাসনা আমার—
তাই বহিতেছি জীর্ণ শরীরের ভার!
আপনি আইলা ইন্দ্র লইতে আমায়
আনন্দের লোকে, রাম! না হেরি' তোমায়
ব্রহ্মলোকে সাধ মোর হ'ল না রাজন!
তোমা হেন অতিথির না করি' পূজন
কেমনে ছাড়িব দেহ? রহিলাম তাই
তোমারি চিন্তায় আমি ডুবিয়া সদাই!
হ'ল বনভূমি মোর ত্রিদিবসমান,
পূর্ণ আশা! নিয়তির লীলা অবসান!
তপোবলে লোক যত করি'ছি অর্জ্জন,
দিলাম তোমারে, রাম! করহ গ্রহণ!"
কহে রঘুনাথ,—"ঋষি! আশীষে তোমার
পা'ব দিব্য লোক—রহে শকতি আমার।

কহ কোথা' রহে স্থান অরণ্য ভিতর
পুণ্য, নিরঞ্জন প্রভু! সদা মনোহর।
কুটীর বাঁধিয়া মোরা রহিব তথায়,
আচরিব মহাতপ কানন-ছায়ায়।"
কহিছে তাপস,—"রাম! করিও গমন,
অদূরে সুতীক্ষ্ণ ঋষি—পুণ্য তপোবন।
মুনি তোমা' দিবে কহি' মনোহর ঠাঁই—
আমার নিয়তি পূর্ণ—কাল আর নাই!
দাঁড়াও সম্মুখে তুমি, চারু জটাভার
উচ্চ করি' মঞ্জু শিরে বাঁধ একবার,
বাম করে ধর রাম! কোদণ্ড করাল—
তাপসের বন্ধু তুমি, পরম দয়াল!
চাহ মোর পানে, রাম! প্রসন্ননয়ন—
ত্যজিব মাটির দেহ জীর্ণ, পুরাতন!"
এতেক কহিয়া ঋষি দীপ্ত হুতাশনে
পূর্ণাহুতি দিয়া পশে প্রফুল্ল বদনে!
শুক্ল কেশ, শুষ্ক চর্ম্ম উঠিল জ্বলিয়া—
অনলমূরতি ঋষি রহিল বসিয়া!
দিব্য দেহে চলে মুনি দিব্য-লোক-মাঝে,
দেব-দুন্দুভির ধ্বনি স্বর্গপথে বাজে!

চতুর্থ সর্গ।

সুতীক্ষ্ণাশ্রমে।

প্রভাত হইল নিশা ; পুণ্য তপোবন
মুখরিত মন্ত্রের ঝঙ্কারে ;
বহে বনবায়ু মন্দ, নাচে বনতরু,
বনলতা নত ফুলভারে।
আইল তাপস কত রাম দরশনে,
বনফল করে উপহার,
জ্বলে ব্রহ্মতেজ শান্ত প্রসন্ন বদনে,
বিলম্বিত দীর্ঘ জটাভার।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিয়া ভোজন
কেহ রহে মহাতপে রত ;
সদা জপপরায়ণ ; নিদ্রাহীন কেহ
বেদমন্ত্র গাহে অবিরত !
বনের ওষধি সনে কেহ রহে বাঁচি'
সুধাময় চাঁদের কিরণে,
মুক্ত আকাশের তলে ধরাপৃষ্ঠে কেহ—
মাতৃকোলে রহয়ে শয়নে !
সীতা লক্ষ্মণের সনে চলে রঘুপতি,
ঋষিগণ সঙ্গে চলে তাঁর ;
দেখা'য়ে কাননভূমি কহে মুনিগণ
রাক্ষসের ঘোর অত্যাচার !
পড়িয়া আশ্রম কোথা'—ধ্বস্ত তরুরাজি,
ভগ্ন বেদী, বিলুপ্ত অনল,

ধূলি-ধূসরিত রহে অঙ্গনে পড়িয়া
তাপসের কঙ্কাল ধবল !
শূন্য কুটীরের দ্বারে স্তব্ধ মৃগদল
ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়ায়ে কোথায় ;
ঝিল্লীমন্ত্রে কাঁদে বন—কাঁদে দিবানিশি
বনবায়ু গভীর ভাষায় !
হেরিল অদূরে রাম গিরিপাদমূলে
সুতীক্ষ্ণের শান্ত তপোবন ;
প্রজ্জ্বলিত ব্রহ্মতেজে উগ্রব্রতধারী
রহে ঋষি সমাধিমগন।
ল'য়ে চরণের ধূলি মধুর বচনে
কহে রাম নিজ পরিচয়,
নয়ন মিলিয়া ঋষি হেরে রঘুবরে,
বাহু মেলি' বুকে টানি' লয় !
মধুর বচনে তুষি' শ্রীরাম লক্ষ্মণে
দিল মুনি স্বাদু বনফল,
দিল পত্রপুটে স্নিগ্ধ, সুধাধারা যেন,
নিরমল নির্ঝরের জল।
আইল রজনী ; রাম পর্ণশালামাঝে
শ্রান্ত দেহে করিল শয়ন,
জানকী শিথিল-গ্রন্থি বাহুলতা দিয়া
প্রিয়কণ্ঠ করিল বেষ্টন !
প্রভাতে প্রফুল্লমুখী জনক-নন্দিনী
রাম-অঙ্গ আদরে সাজায়—

হাতে দিল মহাধনু, পিঠে বাঁধে তূণ,
বার বার প্রিয় মুখে চায়!
প্রণমি' মুনির পদে কহে রঘুনাথ,—
"অনুমতি কর তপোধন!
যাব' মোরা মহাবনে হেরিতে নয়নে
দেবসম ঋষি অগণন।
দিব্য মনোহর যত আশ্রম-মণ্ডল
নিরখিয়া জুড়াব জীবন;
ঐ উঠিতেছে প্রভু! বনরাজিশিরে
নিদাঘের প্রচণ্ড তপন।
কাননের সঙ্গী মোর ঋষিগণ প্রভু!
ত্বরান্বিত করে বার বার,
প্রসন্ন নয়নে ঋষি! চাহ মোর পানে,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
কোথা রহে দিব্য স্থান, কহ, তপোধন!
নিরঞ্জন, সদা মনোহর,
সীতালক্ষ্মণের সনে কুটীর বাঁধিয়া
কোথা আমি র'ব নিরন্তর?"
"আমার এ বনভূমি," কহিছে তাপস,
"মনোহর পুণ্য নিরঞ্জন—
রহ তুমি হেথা রাম! আশ্রম আমার
হ'ক আজি দ্বিতীয় নন্দন!
ঐ নিরমল শিলা মহাশালতলে—
সীতাসনে ব'স তুমি তা'য়,

বনের কুসুমে ফলে নির্ঝরের জলে
বনবাসী সেবিবে তোমায়!
ফিরে মৃগযূথ হেথা' বিচিত্র সুন্দর,
মঞ্জু গান গাহে বনপাখী,
হের ফলবান্ কত রহে অবনত
কুসুমিত তপোবনশাখী।"
"না প্রভু!" কহিছে রাম মধুর হাসিয়া,
"হেথা আমি রহিব কেমনে!
ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদ, রাক্ষস-হুঙ্কার
উঠে যথা, যা'ব সেই বনে।"
বাহু তুলি' আশীর্ব্বাদ করিয়া তখন
"যাও রাম!" কহে মুনিবর,
"হ'ক বনপথ তব সদা নিরাময়,
সুকোমল, স্নিগ্ধ, সুখকর।
শান্ত মৃগযূথ, চারু শ্যামল শাদ্বল,
প্রসারিত তড়াগ সুন্দর,
প্রফুল্ল পঙ্কজদল, রাজহংসমালা,
শৈল, নদী, বিমল নির্ঝর,
ময়ূরের কেকারব, ভ্রমরগুঞ্জন,
বনভরা ঝিল্লীর ঝঙ্কার—
শ্রবণে সুধার ধারা, নয়নের শোভা
অবিরাম হউক তোমার!
অদূরে দক্ষিণে রাম! ভুবনবিদিত
অগস্ত্যের পুণ্য তপোবন,

মুনি তোমা' দিবে কহি বাসভূমি তব,
মনোহর, সদা নিরঞ্জন।"
প্রণমি মুনির পদে চলে রঘুবর,
দ্বিজগণ আগে আগে যায়,
পশ্চাতে লক্ষ্মণ চলে মহাধনু করে,
মাঝে সীতা বনদেবীপ্রায়!

পঞ্চম সর্গ।

অগস্ত্যাশ্রমে।

দণ্ডক-কাননে　　ঋষিগণসনে
হেরিয়া আশ্রম যত
ফিরে রঘুপতি,　　কাননের শোভা
সীতারে দেখায় কত।
যূথবদ্ধ কত　　মত্ত মহামৃগ,
বরাহ-মহিষ-দল,
যোজন-আয়ত　　মাতঙ্গসঙ্কুল
নীল তড়াগের জল;
শৈল শুভকর,　　বিমল নির্ঝর
হেরে রাম অগণন,
বেদনিনাদিত　　ব্রহ্মলোকসম
কত শান্ত তপোবন।
আইল গোধূলি　　কনক ছড়ায়ে—
সীতালক্ষ্মণের সনে

উপনীত রাম প্রফুল্লবদন
অগস্ত্যের মহাবনে।
কহে রঘুনাথ লক্ষ্মণে তখন,—
"হের কিবা শোভা পায়
ফলভারে নত বনতরুরাজি,
বনলতা দোলে তায়।
উঠে ধূমশিখা মেঘচূড়া যেন,
কাষ্ঠভার পড়ি' কত,
হের, ছিন্ন কুশ স্থানে স্থানে পড়ি'
বৈদূর্য্যরাশির মত!
ঐ নিরমল তড়াগের জলে
তাপস করিছে স্নান,
বনের কুসুমে অঞ্জলি ভরিয়া
বেদমন্ত্র করে গান।
"ভুবন ভরিয়া কীর্ত্তি রহে যাঁর,
মহিমার সীমা নাই,
নিরাতঙ্ক রহে প্রতাপে যাঁহার
দক্ষিণ দিক সদাই,
বিন্ধ্য মহাগিরি আদেশে যাঁহার
নত শিরে সদা রয়,
হেরিয়া যাঁহারে রাক্ষস-প্রতাপ
প্রশান্ত কাননময়,
এনেছেন যিনি দক্ষিণের বনে
বেদমন্ত্র, হুতাশন,

মানব-কল্যাণ মহাব্রত যাঁর—
এই তাঁর তপোবন!
হবিঃগন্ধি ধূমে ভরিয়াছে বন,
মন্দ সমীরণ বয়;
হের, শিষ্য কত আসে মহর্ষির—
কিবা মূর্ত্তি প্রভাময়!
আগুসারি তুমি মোর আগমন
কহ ও তাপসগণে,
কুসুমিত এই মহাতরু-তলে
রহি আমি সীতাসনে।"
চলিল লক্ষ্মণ ত্বরিত গমনে,
ঋষিগণে গিয়া কহে,—
"রাম দাশরথি এসেছে অতিথি—
ঐ তরুমূলে রহে।
পিতার বচনে ধর্ম্মপত্নী সনে
আসিয়াছে রঘুবর,
দাস আমি তাঁর——অনুজ লক্ষ্মণ,
চিরভক্ত, সহচর।
কহ তপোধনে পূজিবে চরণ
রঘুর নন্দন রাম,
হেরি' মহর্ষিরে পুণ্যদরশন
পূর্ণ হ'বে সর্ব্বকাম!"
পশে শিষ্য তবে অগ্নিশালামাঝে,
দ্বিতীয় অনলপ্রায়

হেরে তপোধনে প্রদীপ্ত-মূরতি,
রত মহাসাধনায়।
জুড়িয়া দু'কর রাম-আগমন
শিষ্য কহে ধীরে ধীরে,
শুনি' উঠে ঋষি—"কৈ? রাম কোথা?
আনহ রামে অচিরে—"
বলিতে বলিতে অগ্নিশালা হ'তে
বাহিরিল তপোধন,
হেরিল সম্মুখে, আসে দাশরথি
তমাল-দল-বরণ!
প্রণমে রাঘব মুনির চরণে;
নয়নের কোণে জল,
বুকে ধরি' ঋষি দু'বাহু পসারি'
ভাবে ধন্য তপোবল!
অনলে আহুতি ঢালিয়া তখন
পূজা করে অতিথির,
স্বাদু বনফল দিল মুনিবর,
ক্ষীরধারা সম নীর!
দেখাইয়া রামে দিব্য স্থান যত
কহে তবে তপোধন,—
"পূর্ণ আশা মোর——তব আগমনে
সনাথ হইল বন!
ধর মহাধনু দেবদত্ত মোর,
হেমবজ্রবিভূষিত,

রবি-কর-সম ব্রহ্মদত্ত শর
বিশ্বকর্ম্ম-নিরমিত।
অক্ষয় তূণীর, স্বর্ণ-কোষ অসি
ধর তুমি রঘুবর!
বৈষ্ণব সায়ক ধর রাম! তুমি,
বজ্র যেন বজ্রধর।”
দেব-অস্ত্র রাম লইয়া তখন
কহে সুমধুর হাসি’,—
“কোথা রহে প্রভু! স্থান মনোহর,
সকল শোভার রাশি?
কুটীর বাঁধিয়া কোন্ বনে আমি
নিয়ত করিব বাস?
কোথা বনশোভা দেখা’য়ে সীতার
পূরাইব অভিলাষ?”
শুনি’ রামবাণী মহর্ষি তখন
সমাধিমগন রয়,
কহে ক্ষণ পরে, “হইল স্মরণ
মহাবন শোভাময়,
পঞ্চবটী নাম রহে পুণ্য বন
দুই যোজনের পরে,
অদূরে তাহার বহে গোদাবরী
সদা কলকল স্বরে।
সদা কুসুমিত তরুরাজি তার,
বনপাখী গাহে কত,

যাও, রাম! তুমি——জানকী তথায়
র'বে বনদেবী মত।
ভুজবলে তব নিরাতঙ্ক র'বে
পঞ্চবটী-ঋষিগণ;
যাও বৎস! তুমি——ওই যে দেখিছ
মধূকের মহাবন,
উত্তরে উহার আছে বনপথ,
সদা স্নিগ্ধ শিবময়
হেরিবে সুনীল গিরিমালা, তায়
জলদ-কদম্ব রয়,
সেই গিরিদেশে রম্য বনস্থলী,
নন্দন-বন-সমান—"
এত কহি' ঋষি আশিস্ উচারি'
বেদমন্ত্র কর গান।

ষষ্ঠ সর্গ।

পঞ্চবটী।

অগস্ত্যের তপোবন ত্যজিয়া তখন
চলে পঞ্চবটীপথে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মহাবট হেরি' এক বনভূমি'পরে
জানকী প্রফুল্লমুখী প্রণিপাত করে।
গিয়া বহুদূর রাম হেরে মহাকায়
তীক্ষ্ণতুণ্ড গৃধ্র এক পাদপশাখায়।

"কেবা তুমি?" পুছে রাম রাক্ষস ভাবিয়া,
করে ল'য়ে মহাশর ধনু টঙ্কারিয়া।
আইল নামিয়া পাখী হেরি' রঘুবরে,
কহে পরিচয় নিজ স্নেহমাখা স্বরে,—
"গরুড় অরুণ দুই পুত্র বিনতার—
অরুণের পুত্র আমি, বিদিত সংসার;
সম্পাতি অগ্রজ মোর, জানে সর্ব্বজন,
কেবা তুমি কহ বীর! তমাল-বরণ?
বহে স্নেহধারা মোর হৃদয়ের তলে,
না পারি হেরিতে তোমা' নয়নের জলে!"
লক্ষ্মণ মধুর কণ্ঠে কহে পরিচয়;
আনন্দে স্ফুরিতপক্ষ বিহঙ্গম কয়,
"পিতা তব সখা মোর প্রাণের সমান,
সাধিব রাঘব! আমি তোমার কল্যাণ।
দূরে যবে যা'বে তুমি লক্ষ্মণের সনে,
রাখিব জানকী আমি পঞ্চবটী বনে।"
তুষিয়া বিহঙ্গে রাম মধুর ভাষায়
সীতা লক্ষ্মণের সনে বনপথে যায়।
পশি' পঞ্চবটী বনে কহে রঘুবর,—
"এই ত সে বনভূমি সদা মনোহর;
লক্ষ্মণ! চৌদিকে তুমি কর অন্বেষণ,
রচিব আশ্রম কোথা শ্রমবিনোদন?"
জুড়িয়া দু'কর কহে সুমিত্রা-কুমার,—
"আপনি করহ প্রভু স্থানের বিচার।

গিরি-বন-প্রিয় তুমি, বনশোভা যত
তোমারি নয়নে আমি হেরি অবিরত।”
ধরি’ লক্ষ্মণের করে মধুর হাসিয়া
কহে রঘুনাথ তবে কাননে চাহিয়া,—
“ঐ সমতল ভূমি—তরুরাজি যা’য়
স্নিগ্ধ, সুরভিত করে কুসুমে ছায়ায় ;
সম্মুখে আকাশ ধরি’ মস্তক-উপর
হের, উঠিয়াছে গিরি নীলকলেবর।
কুসুমিত তরুচূড়ে গিরিসানু’পরে
ময়ুর ময়ূরী নাচে—কলরব করে।
হের, গিরিচূড়ে কিবা মেঘমালা ভাসে,
উড়ে মরালের মালা শারদ আকাশে।
অদূরে লম্বিত ঐ রহে গোদাবরী,
হেলিয়া পড়েছে তরু জলের উপরি ;
নীল জলে ভাসে কিবা কমলের দল,
অরুণ-বরণ কেহ, অমলধবল ;
মাঝে, হের, হিমশুভ্র গ্রীবা উচ্চ করি’
ভাসে রাজহংস—বন কলরবে ভরি’ !
ঐ মনোহর ভূমি—পলাশের বন,
নিরমল শিলাতল, প্রগাঢ় অঞ্জন,
বাঁধ হেথা’ পর্ণশালা বনতরু আনি’
লক্ষ্মণ ! এ বন আমি স্বর্গসম মানি !
মহুল তরুটি ঐ কুটীর-দুয়ারে
সাজিবে বৈশাখে যবে কুসুমের ভারে,

শালের মঞ্জরী যবে হইবে প্রকাশ,
পূরাইব জানকীর যত অভিলাষ!
কেলিকদম্বের সারি চৌদিকে কেমন!
মহাশিলাতলে পড়ি' পুষ্প অগণন!
বসিবে জানকী ঐ নির্ম্মল আসনে—
মূর্ত্তিমতী শোভা যেন পঞ্চবটী বনে!"
উচ্চ সমতল ভূমি—লক্ষ্মণ তাহায়
রচিল কুটীর চারু পাদপ-ছায়ায়।
দীর্ঘ শালযষ্টি শোভে স্তম্ভ মনোহর,
বংশখণ্ড শমীশাখা বাঁধে তদুপর,
কুশ কাশ শরে আর বনের পাতায়
কুটীরের ছাদ বীর সযতনে ছায়।
স্নান করি' নিরমল গোদাবরী-জলে
ফিরিল লক্ষ্মণ ল'য়ে কমলের দলে,
রাখে বনফল কত অমৃত-সমান,
পুষ্পবলি দিয়া করে শান্তির বিধান।
সীতাসনে পশে রাম আশ্রমে তখন,
হেরিয়া কুটীর চারু, আনন্দে মগন!
বুকে ধরি বাহুপাশে লক্ষ্মণে বাঁধিয়া,
নেত্রে অশ্রুবারি, রাম কহিছে হাসিয়া,—
"কি দিয়া তুষিব তোমা' খুঁজিয়া না পাই,
লক্ষ্মণ! এস রে—মোর বুকে এস ভাই!"

সপ্তম সর্গ।

হেমন্তপ্রভাতে।

শারদ ঋতু চলে ল'য়ে তার চাঁদে—*
তুষারে মুখ ঢাকি' ধরা যেন কাঁদে !
আইল প্রিয় ঋতু হেমন্ত, বিছায়ে
হেমশস্যমালা ধরণীর গায়ে !
হারা'য়ে দিননাথে তিলকবিহীনা
উত্তর-দিক্-বধূ বিষাদিনী দীনা !
ভাগ্যনিদান যা'র রবিকররাশি—
চাঁদ ম্লানমুখ হারাইল হাসি !
প্রভাতে চলে রাম গোদাবরীতীরে,
কলসী ল'য়ে চলে লক্ষ্মণ ধীরে ;
নূপুর-ঝঙ্কারে চলে আগুসারি
আলুলায়িতবেণী জনক-কুমারী।
সুমিত্রা-সুত কহে মধুর ভাষাতে,—
"আর্য্য ! শোভিছে কিবা তটিনী প্রভাতে !
বহিছে শীত বায়ু তুষার ছড়ায়ে,
বাষ্পবসন যেন নদী দে'ছে গায়ে।
লুপ্ত কাননভূমি কুয়াশা-আঁধারে,
ডাকে সারস শুধু নদীর ওপারে।
লুপ্তকিরণ উঠি' দূর আকাশে
চাঁদসমান কিবা তপন প্রকাশে !

---

* হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

কূলে বসিয়া রহে জলচরসারি,
তুষারসমান নাহি পরশয়ে বারি।
আর্য্য! হের কিবা কানন-মাতঙ্গ
নামিছে শৈলসম ঘননীল-অঙ্গ,
বারি পরশি' কর লইছে ফিরায়ে—
চিত্রে লিখিত যেন রয়েছে দাঁড়ায়ে!
শ্যামল শাদ্বলে নীহারের মালা—
কোটি মাণিক করে বনভূমি আলা!
কূলে কূলে যব গোধূমের সারি,
শিশির দোলে তাহে শোভা বিসারি'।
জীর্ণ কমলদল গোদাবরী-নীরে,
উড়ে না মধুপকুল ধীর সমীরে,
গলিত নীল পাতা, কমলিনী দীনা—
শীর্ণ নাল রহে শোভানিশানা!
এমনি রহে প্রভু! পুরী তোমারি—
দীন পৌরজন, কাঁদে পুরনারী!
ম্লানবদন সদা শীর্ণ আকারে
ভরত রহে প্রভু! পুরীর দুয়ারে!
শীত মহীতলে কুশাসন পাতি'
ভরত পোহাইছে দীর্ঘ হিমরাতি!
চলে সরযূ-জলে এমনি প্রভাতে,
তোমারে স্মরি' প্রভু! নমে জোড় হাতে!
ধন্য ভরত, তার পুণ্য অপারা—
পূত করিল ধরা চরিত উদারা!

পুত্র এমন যার দেবসমানা,
জননী কেন প্রভু! কঠিনপরাণা!”
রাম কহিছে, “ভাই! না কহ মাতারে
কঠিন বচন, স্মর ভরত কুমারে।
আকুল হৃদি মোর স্মরি’ তার বাণী!
কবে বা ভরতে হেরি’ জুড়াব পরাণী!”
অবগাহন করি’ গোদাবরী-নীরে
রাম বেদ-গাথা গাহিল গভীরে,
অনুজ-সীতা-সনে ফিরে বন মাঝে—
চিত্রা-মিলিত যেন চাঁদ বিরাজে!

অষ্টম সর্গ।

শূর্পণখা।

কুটীর-দুয়ারে বসি’ অজিন-আসনে
কত কথা কহে রাম জানকীর সনে।
দাঁড়ায়ে হরিণ-শিশু অঙ্গনে সুন্দর,
তরু-অন্তরালে পশি’ নবরবিকর
কনকের বিন্দু দিয়া সাজাইছে তায়—
জানকী অতুল শোভা রাঘবে দেখায়।
সহসা আশ্রমে এক পশে নিশাচরী—
আসে ঘোররূপা যেন অমা ভয়ঙ্করী!
মধুপানে মত্ত বামা অরুণনয়না,
চ’লে যেতে ঢ’লে পড়ে বিশদ-দশনা!

শিরে তাম্রকেশ বাঁধা পুষ্পিত লতায়,
লম্বিত শ্রবণ—শঙ্খ-কুণ্ডল তাহায়।
　হেরিয়া রাক্ষসী রামে কাম-বিমোহিত,
দাঁড়ায়ে সম্মুখে কহে বচন জড়িত,—
"কে তুমি? মদন বুঝি শরীর ধরিয়া
উজলি' এ বনভূমি রয়েছ বসিয়া?
শিরে কেন জটা তব, বাকল বসন?
তাপসের বেশ তোমা সাজেনা, মদন!"
হাসিয়া মৈথিলী কহে,—"শুন রূপবতি!
মদন এসেছে বনে হারাইয়া রতি!
আমি চিরদাসী সাথে এসেছি হেথায়—
এত সাধি, তবু তাঁর মন পাওয়া দায়!
না চাহে আমার পানে, উদাস পরাণে
ফিরে বনে বনে সেই রতির সন্ধানে!
আলো করি' পঞ্চবটী, খঞ্জন-নয়নি!
কে গো এলে? রতি বুঝি, কমলবয়ানী?
এস, দিদি! বস, বস—ব'ল সমাচার,
কোথা ছিলে প্রাণবঁধু ছাড়িয়া তোমার?
হের মদনের ধনু, তূণভরা শর,
অঙ্গে যদি লাগে, প্রাণ করে জরজর!
তাড়কা সতিনী মোর বড় গরবিনী,
তোমারি মতন রূপে মধুরহাসিনী,
ঐ ফুলশরে জ্ঞান হারায়ে গো বনে
প'ড়ে আছে দিবানিশি বিরহ-শয়নে!"

মৃদু হাসি' কহে রাম মধুর বচন,
"নহি রতিপতি, আমি ক্ষত্রিয়-নন্দন।
তুমি কেবা? কার নারী? কাহার নন্দিনী?
কি লাগি' গহন বনে ভ্রম একাকিনী?
আহা! কি সুন্দরী তুমি! না জানি তোমায়
কি লাগি' গড়েছে বিধি এ হেন শোভায়!"
প্রকাশি' দশনাবলি বিকট হাসিয়া
কহে নিশাচরী বাঁকা নয়নে চাহিয়া,—
"শূর্পণখা আমি—তুমি জান না আমারে?
ফিরি একাকিনী আমি কানন-মাঝারে।
রাবণ রাক্ষসপতি ভাই যে আমার—
কাঁপে তিন লোক সদা প্রতাপে তাহার।
আমার দণ্ডক-বন, আমি তার রাণী!
না পশে মানুষ হেথা শিথিলপরাণী!
রহে হেথা' খর আর দূষণ দু' ভাই—
রাক্ষস কত যে তার লেখা জোখা নাই!
হেরিয়া তোমারে মোর পরাণ বিদরে,
রাখিব তোমারে বঁধু! গলে হার করে'!
তোমার এ নারী নহে আমার মতন,
সাজেনা তোমারে বঁধু! কুরূপা এমন!
কি করিবে নাথ! তুমি হেন নারী নিয়া?
বল যদি, আমি তারে ফেলি গরাসিয়া!
এস বঁধু! বসি গিয়া অচল-চূড়ায়—
র'ব দোঁহে বুকে বুকে গলায় গলায়!

দিব না লাগিতে পায়ে কাননের মাটি,
তুমি র'বে বুকে—আমি যা'ব পথ হাঁটি' !
কাননের পশু যত আনিব ধরিয়া,
খা'ব দুই জনে নাথ ! বিরলে বসিয়া।"
কহিছে জানকী,—"দিদি ! মোরে কিছু দিও,
সেবিব দু'জনে আমি—সঙ্গে মোরে নিও।"
হাসিয়া কহিছে রাম,—"শুন লো সুন্দরি !
সতিনীর সনে তুমি রহিবে কি করি' ?
হেন রূপবতী তুমি রমণী-রতন—
সতিনীর জ্বালা তোমা' সাজে কি কখন ?
অনুজ লক্ষ্মণ মোর তরুণ, সুন্দর,
ঐ রহিয়াছে বসি' নারীমনোহর—
বস তুমি তার বামে—মধুর মিলন
হেরিয়া আমরা আজি জুড়াব জীবন।"
শুনি' রাঘবের বাণী ধায় নিশাচরী,
কহে লক্ষ্মণের কাছে কত ছলা করি' !
কহিছে লক্ষ্মণ হাসি',—"শুন, সুবদনি !
রাঘবের দাস আমি—দাসের রমণী
কি সাধে হ'বে লো ? ধর বচন আমার—
মনোমত পতি রাম হ'বে লো তোমার।
তোমা হেন নারী লভি' সীতারে ত্যজিয়া
দিবানিশি র'বে রাম তোমাতে মজিয়া !"
নাহি বুঝে পরিহাস ; লক্ষ্মণ-বচন
সত্য ভাবি' নিশাচরী ধাইল তখন।

গিয়া রাঘবের আগে কহিছে রাক্ষসী,—
"হের নাথ! হের, আমি কেমন রূপসী!
ভালবাস তুমি মোরে, বুঝিয়াছি আমি—
আমি তব দাসী বঁধু! তুমি মোর স্বামী!
বুঝিয়াছি আমি, ঐ কুরূপার ভয়ে
না তুষিছ মোরে, এত ভালবাসা ল'য়ে।
গরাসিব আমি ঐ সতিনী আমার—"
বলিয়া ভীষণা ছাড়ে গভীর হুঙ্কার!
উল্কাসম ছুটে বেগে মত্ত নিশাচরী—
কাঁপে পদভরে তার ধরা থরথরি!
ভয়ে ম্রিয়মাণা সীতা দুই বাহু দিয়া
জড়ায়ে ধরিল রামে বদন ঢাকিয়া!
তুলিয়া দক্ষিণ বাহু, করিয়া তর্জ্জন
রোষভরে রঘুনাথ কহিছে তখন,
"পরিহাস নহে কভু অনার্য্যের সনে
উচিত লক্ষ্মণ! তুমি আমার বচনে
দূর করি' দিয়া এস আশ্রম বাহিরে
সমুচিত দণ্ড দিয়া মত্ত রাক্ষসীরে।"
অসি করে কেশে ধরি' টানিয়া তাহায়
কাটিল লক্ষ্মণ তার কর্ণ নাসিকায়।
বিরূপা রাক্ষসী—অঙ্গে রক্তধারা ঝরে,
গভীর নিনাদে বন পরিপূর্ণ করে;
বাহু তুলি' ঘোর নাদে ছুটিয়া তখন
প্রবেশিল নিশাচরী নিবিড় কানন!

নবম সর্গ।

খর।

রাক্ষসের পুরী রহে দণ্ডক-কাননে,
নিশাচর-পতি খর বসি' সিংহাসনে।
বিশালমূরতি রহে বীর অগণন,
শোভে গজ বাজী কত প্রদীপ্ত স্যন্দন।
সহসা পশিয়া তথা বিরূপা রাক্ষসী
খরের চরণ-তলে পড়ে মুক্তকেশী!
"একি দশা শূর্পণখা?" কহে নিশাচর,
কোপে কম্পমান তনু, স্ফুরিত অধর,
"কে তোরে করিল হেন? এত শক্তি কার?
কালভুজঙ্গের শিরে কে করে প্রহার?
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ—কোন্ জন
হেরিবে অচিরে আজি শমন-ভবন?
প্রতপ্ত সফেন কার রুধির মেদিনী
পিবে আজি মহারণে, কহ রে ভগিনী?
না পারি সহিতে আর—কহ সমাচার,
আয়ু ফুরায়েছে আজি কোন্ অভাগার?"
মুছিয়া নয়নবারি অঞ্চলে তখন
রাক্ষসী বিকৃত কণ্ঠে কহিছে বচন,—
"গিয়াছিনু আজি আমি পঞ্চবটীবনে,
হেরিনু অপূর্ব্বদেহ মানুষ দু'জনে।
তমালের মত শ্যাম, বিশাল শরীর,
কমলের মত আঁখি, বদন গম্ভীর;

জানু পরশয়ে তার দীর্ঘ বাহু দু'টি,
করতলে রহে যেন কোকনদ ফুটি',
শিরে জটাভার, অঙ্গে বাকল বসন,
না হেরি দাদা গো! আমি মানুষ এমন!
সোনার বরণ এক অনুজ তাহার,
মৃগচর্ম্ম বুকে বাঁধা, শিরে জটাভার!
সঙ্গে রহিয়াছে এক যুবতি কামিনী,
বড় সে কুটিল—যেন করাল সাপিনী!
সেই রমণীর লাগি'—তুষিতে তাহায়
অনাথা কুলটা যেন ধরিয়া আমায়
করিল এ দশা মোর! তুমি যার ভাই—
আমার এ দশা! যেন কেহ মোর নাই!
কবে তা'রা রণভূমে করিবে শয়ন?
বুক চিরি' রক্তপান করিব কখন?
তপ্ত রক্তধারা আমি শরীরে মাখিয়া
ফিরিব সে রণভূমে নাচিয়া নাচিয়া!
তবে হ'বে প্রতিশোধ, জুড়াবে পরাণ—
আন দাদা মানুষের রক্ত করি পান!"

রোষভরে চতুর্দ্দশ রাক্ষসে তখন
আদেশিল খর,—"ওহে রক্ষোবীরগণ!
মানুষ পশেছে দুই দণ্ডকের বনে
নির্ভয়হৃদয়, এক রমণীর সনে!
ধাও বীরগণ! লহ তাদের পরাণ—
ভগিনী করিবে মোর রক্তধারা পান।"

ধাইল রাক্ষসী ল'য়ে নিশাচরগণে,
দেখাইল রঘুনাথে পঞ্চবটী বনে।
কহিছে রাঘব,—"ঐ নেহার লক্ষ্মণ!
আসে নিশাচরী, সঙ্গে রাক্ষস ভীষণ!
রহ সীতাসনে তুমি শরাসন করে,
এখনি ফিরিব আমি বধি' নিশাচরে।
বলিতে বলিতে রাম করিল গ্রহণ
কাঞ্চনভূষিত ধনু রাক্ষসদমন।
দ্রুতপদে রঘুনাথ চলে আগুসারি
পূরিয়া কাননভূমি কোদণ্ড টঙ্কারি',
কহে দুন্দুভির স্বরে,—"নিশাচরগণ!
কি লাগি' আসিছ? কেন বৈর-আচরণ?
ক্ষত্রিয়-নন্দন মোরা—ধরম লাগিয়া
রহিয়াছি মহাবনে কুটীর বাঁধিয়া।
তাপসের অরি আমি করিতে সংহার
ধরিয়াছি মহাধনু হের বজ্রসার!
যাবদ্ না ধরি আমি রৌদ্র মহাশর,
প্রাণ ল'য়ে দূর বনে পলা' নিশাচর!"
করে দীপ্ত শূল ধরি' ভ্রূকুটি করিয়া
কহে ঘোররবে রক্ষঃ কানন ভরিয়া,—
"ওরে ক্ষীণজীবী! তুই মরিবার তরে
আইলি দণ্ডকবনে—না চিনিলি খরে!
মোদের সে প্রভু খর শমনসমান,
আসিয়াছি দূত মোরা নিতে তোর প্রাণ!

বলিতে বলিতে তা'রা ভীম গরজনে
রামে লক্ষ্য করি' শূল ছাড়ে এক সনে।
শরে কাটি' রাক্ষসের মহাশূল যত
নারাচ লইল রাম রবিকর মত,
নিমেষে পড়িল ভূমে নিশাচর-দল,
রুধিরে রঞ্জিত দেহ, ভিন্ন হৃদিতল।
ছুটে শূর্পণখা ভয়ে বন আলোড়িয়া,
চলে রঘুনাথ তবে কুটীরে ফিরিয়া।

দশম সর্গ।

খরের যুদ্ধযাত্রা।

খর মহাবল বসি' রাক্ষস-সভায়—
শূর্পণখা পড়ে আসি' আছাড়িয়া পা'য়!
কাঁদে উচ্চনাদে বামা, কহিতে না পারে,
চকিত রাক্ষস-পতি কহিছে তাহারে,—
"আবার কাঁদিস্ কেন? কি অভাব তোর?
কোথা সে রাক্ষসগণ আজ্ঞাবাহী মোর?
মরেছেত ক্ষীণজীবী মানুষ দু'জন?
তবে কেন শূর্পণখা করিস রোদন?"
মুছিয়া নয়নবারি কহে নিশাচরী,—
"তুচ্ছ সে মানুষ নহে, যমসম অরি!
রামশরে চতুর্দ্দশ কিঙ্কর তোমার
পড়িয়া রয়েছে বনে; আতঙ্কে আমার

প্রাণ কাঁপে থরথরি! হেন মনে লয়,
এসেছে রাক্ষস! তব মহাঘোর ভয়!
কি করাল ধনু তার! বিকট টঙ্কার!
ছুটি আমি—ছুটে পাছে নিনাদ তাহার!
বৃথা তব অহঙ্কার, বৃথা বীরনাম!
মুছিয়া দিয়াছে সব মানুষ সে রাম!
নারিবে দাঁড়াতে তার সম্মুখে কখন—
পলাও রাক্ষস! ল'য়ে সেনা অগণন!
শূন্য জনস্থান তব রহুক পড়িয়া,
পলাও সাগরপারে পরাণ লইয়া!
আমি বনে বনে কাঁদি অনাথার মত,
হা বিধি! কপালে মোর লিখেছিলে এত!"
করাঘাত করি' বামা উদরে আপন
ঘোরনাদে মুক্তকেশে করিল রোদন!
কোপে কম্পমান তনু, কহে তবে খর,
ললাটে ভ্রূকুটি-রেখা, খরতর-স্বর,—
"না পারি সহিতে আর—কেঁদ না ভগিনি!
কি ছার মানুষ! আমি যমে নাহি গণি!
আজি আমি মহারণে ল'ব তার প্রাণ—
রাক্ষসি! আনন্দে তার রক্ত করো পান!
দূষণ! এখনি তুমি ল'য়ে সেনাগণে
চল রণভূমে, সাজি' নানা প্রহরণে।
উঠুক রাক্ষসবাদ্য কাঁপায়ে ভুবন,
বীর-সিংহনাদে যা'ক্ ভরিয়া কানন!

কোথা' হে বীরেন্দ্রগণ! চল আগুসারি—
সুনীলজলদকান্তি মহাশূলধারী!
রাক্ষসের সুপ্ত বীর্য্য লোকভয়ঙ্কর
জাগিয়াছে আজি—মোরা শুষিব সাগর,
উলটি ফেলিব ধরা, গিলিব অনল,
বজ্রমুষ্টি মারি' চূর্ণ করিব অচল!"
দূষণ আনিল রথ কাঞ্চনভূষণ,
সুমেরু-শিখর যেন ঝলসে নয়ন!
রুণু ঝুনু বাজে তায় স্বর্ণঘণ্টা কত,
উড়িছে চূড়াতে ধ্বজা তড়িতের মত।
কত পুষ্প লতা আঁকা, বিহঙ্গ সুন্দর;
শক্তি শূল, গদা খড়্গ সাজে থরেথর।
বসে মহারথে খর, ছুটে অশ্বগণ,
বীরসিংহনাদে উঠে পূরিয়া কানন!
পরশু-পট্টিশ-ধারী ঘোরকৃষ্ণকায়
মহামেঘসম সেনা আগে আগে ধায়।
ক্ষুব্ধ বনভূমি—উঠে ভীম কোলাহল,
ছুটে দশদিকে ভয়ে বনপশুদল!
সহসা উঠিল পথে ঘোর অমঙ্গল—
গগন আবরি' ভীম জলদ-মণ্ডল
বরষে রুধিরধারা; ছুটে প্রভঞ্জন,
আইল অকালসন্ধ্যা—রুধির-বরণ!
ডুবিল কাননভূমি গভীর আঁধারে,
উড়ে ধূলিরাশি যেন মেঘের আকারে!

পড়ে কড়কড়ি বাজ বাহিনীর আগে,
জ্বলে তরু, ঊর্দ্ধমুখে শিবা শত ডাকে !
পড়ে ধ্বজদণ্ডে আসি গৃধ্র মহাকায়,
স্খলিতচরণে রথ-তুরঙ্গ দাঁড়ায় !
কিক্কৃত কণ্ঠের স্বর, বিশুষ্ক বদন,
কঠোর নিনাদে খর কহিছে তখন,
"চল সেনাগণ ! কিবা মানুষ সে ছার !
ত্রিলোক টলিবে আজি প্রতাপে আমার !
রণভূমে আমি নাহি দেবরাজে মানি,
উপাড়িয়া ঐরাবত-দন্ত তারে হানি !
শমনে জিনিতে পারি ভুজবলে মোর—
জান ত তোমরা মোর প্রতিজ্ঞা কঠোর !
আসুক প্রকৃতি তার যত অমঙ্গল,
আকাশ পড়ুক ভাঙি'—শীর্ণ ধরাতল,
বীর কভু নাহি জানে কা'রে বলে ভয়,
চল হে বীরেন্দ্রগণ ! রণ করি জয় !"

একাদশ সর্গ।

যুদ্ধারম্ভ।

হেথা' রঘুপতি হেরি' ঘোর অলক্ষণ
কহিছে অনুজে,—"ঐ নেহার লক্ষ্মণ !
সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী লীলা প্রকৃতির—
আকুল জগৎ, মেঘ বরষে রুধির !

হের, রণ লাগি' দিব্য অস্ত্র অগণিত
সধূম অনল যেন, তূণে বিচলিত ;
স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনু মোর দ্বিগুণ উজ্জ্বল,
স্পন্দিত দক্ষিণ বাহু কহিছে কেবল
হ'বে আজি মহারণ,রাক্ষস-বিনাশ—
লক্ষ্মণ ! জয়শ্রী তব বদনে প্রকাশ !
ঐ শুন রাক্ষসের ঘোর কোলাহল
উড়িছে গৈরিক-রেণু, ক্ষুব্ধ ধরাতল !
বাজিছে তুমুল ভেরী—গভীর হুঙ্কার,
গোদাবরী-বুকে উঠে প্রতিধ্বনি তার !
কাঁপে তরু-রাজি যেন—অলোড়িত বন,
ধর ধনু—বাঁধ তূণ—উঠরে লক্ষ্মণ !
ঐ গিরিগুহা—ঢাকা পাদপে লতায়,
এখনি সীতারে ল'য়ে পশ' তুমি তায়।
মোর দিব্য লাগে—তুমি আমার বচন
না কর অন্যথা ভাই ! করহ গমন।
জানি আমি বীর্য্য তব, নিশাচরগণে
পার নাশিবারে তুমি একা মহারণে ;
জানকীর লাগি' শুধু কহি যে তোমায়,
না কর বিলম্ব—যাও অচল-গুহায়।"

লক্ষ্মণ লইল ধনু প্রণমিয়া পা'য়,
রাম-অঙ্গে রণসাজ জানকী সাজায়—
কাঞ্চন-কবচ বাঁধে, পিঠে বাঁধে তূণ,
সীতা দিল ধনু, রাম আরোপয়ে গুণ।

আগে ল'য়ে জানকীরে লক্ষ্মণ তখন
পশে গিরিগুহামাঝে ত্বরিতগমন।
কবচে আবৃত তনু, মহাধনু করে
দাঁড়াইল রঘুনাথ বনভূমি 'পরে—
মহা-অন্ধকারে যেন জ্বলে কালানল,
ব্যথিত সে রূপ হেরি' বনদেবদল!
কার্ম্মুক-টঙ্কারে রাম পূরিয়া কানন
লইল প্রদীপ্ত শর, ভীমদরশন!
আইল আকাশপথে যুদ্ধ দরশনে
কত সিদ্ধ, দেব, ঋষি পবনগমনে।
সংগ্রামভূমির শিরে মহাজ্যোতির্ম্ময়
রাম-রূপ হেরি' সবে সবিস্ময়ে কয়,
"অহো! কি করাল রূপ লোকভয়ঙ্কর!
ত্রিপুর নাশিতে বুঝি আসে মহেশ্বর!"
　সহসা রাক্ষস-সেনা আসিয়া তথায়
ঘিরে চারিদিক সিন্ধু-তরঙ্গের প্রায়!
দেখে রঘুনাথ, আসে অগণিত বীর,
সুনীলজলদকান্তি বিশালশরীর!
ঘোর চর্ম্ম, খড়্গ কেহ করে আস্ফালন,
স্কন্ধে মহাধ্বজা, কেহ করে গরজন,
গভীর নিনাদে কেহ দুন্দুভি বাজায়,
বাহু আস্ফালিয়া কেহ লম্ফ দিয়া ধায়।
আসে যেন মহামেঘ গ্রাসিতে ভাস্করে,
বিদ্যুৎ চমকে যেন বর্ম্মে খড়্গে, শরে!

হেরিয়া রাঘবে খর সিংহনাদ ছাড়ি'
কহে সারথির প্রতি কার্ম্মুক টঙ্কারি',
"ঐ যে অদূরে যুবা—শিরে জটাভার,
কাঞ্চন-কবচ অঙ্গে, দেবের আকার,
রাক্ষস-বাহিনী-মুখে ধনু আস্ফালিয়া
নির্ভয়হৃদয় একা রহে দাঁড়াইয়া—
চালাও সারথি ! রথ পবনগমন—
রামে পাঠাইব আমি শমন-ভবন।"
ধাইল রাক্ষস-রথ বজ্র-শিখা মত,
হেরি' আগুসারি ছুটে সেনাপতি যত।
অগণিত বীর রামে করে আক্রমণ—
বরষে মুষল, শূল, পরশু ভীষণ !
শ্রাবণের ধারা যেন শরধারা পড়ে,
ঘিরি' রঘুনাথে রক্ষঃ সিংহনাদ করে।
রাক্ষস-বেষ্টিত শোভে রঘুর নন্দন,
শ্মশানে প্রমথমাঝে মহেশ যেমন !
বজ্রশিখা ধরে যেন অচলশিখর,
রাম-অঙ্গে পড়ে আসি' রাক্ষসের শর !
রোষে রঘুনাথ তবে ছাড়ে শরজাল
মণ্ডল-আকারে ধনু ফিরায়ে করাল !
কঙ্ক-পত্র-বিভূষিত স্বর্ণপুঙ্খ বাণ
শত শত রাক্ষসের লইল পরাণ।
ছিন্নবাহু পড়ে কেহ, ছিন্ন পদ কার—
সেনার উপরে সেনা পড়ে স্তূপাকার !

পড়িছে মস্তক কত তালফলপ্রায়,
নাচিছে কবন্ধ, মাথা রুধির-ধারায়!
ভীম আর্ত্তনাদ উঠে—বিবর্ণবদন
পলায় ত্যজিয়া রণ নিশাচরগণ!

দ্বাদশ সর্গ।

রাক্ষস-সংহার।

ঘোর সিংহনাদ করিয়া তখন
কার্ম্মুক টঙ্কারি ধাইল দূষণ,
ঘিরি' রথ তার নিশাচর-গণ
ফিরে পুনঃ রণমাঝে;
ভীম মহারণ বাধিল আবার,
উড়ে ধূলিরাশি—ঘন অন্ধকার,
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, বীর-হুহুঙ্কার,
রাক্ষস-দুন্দুভি বাজে!
কেহ শালতরু উপাড়িয়া মারে,
কেহ মহাশিলা গভীর হুঙ্কারে—
রোম-হরষণ বাধে মহারণ
নিশাচরে নরনাথে!
ভৈরব হুঙ্কার করি' রঘুবর
গান্ধর্ব্ব সায়ক পরমভাস্বর
জুড়ে মহাচাপে—কোটি কোটি শর
বাহিরায় ভীম নাদে!

শরে ভ'রে গেল পৃথিবী আকাশ,
কি ছার রাক্ষস, না চলে বাতাস,
পড়ে রক্ষোবীর নিনাদ গভীর—
আবরিয়া ধরাতল!
হেরিয়া দূষণ কোপে কম্পমান
ধায় মহাবেগে শমনসমান,
রাম-অঙ্গে মারি' শত শত বাণ
গরজয়ে মহাবল!
ক্ষুরশরে কাটি' মহাধনু তার
চারি অশ্ব করি' নিমেষে সংহার
সারথির শির রঘুর কুমার
উড়াইল এক শরে।
বজ্রসম বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে,
পড়ে লম্ফ দিয়া রক্ষঃ ভূমিতলে
গিরিশৃঙ্গসম রোমহরষণ
পরিঘ লইয়া করে—
কোটি লৌহশলা প্রজ্জ্বলিত তার,
ফণা তুলি' যেন অহি গরজায়,
ভীম দণ্ড করে নিশাচর ধায়,
ঘোর নাদে পূরে বন!
দুই বাণে কাটি' পাড়ে রঘুনাথ
দুই বাহু তার পরিঘের সাথ,
পড়ে নিশাচর ধরণী-উপর
করি' ঘোর গরজন!

ধাইল তখন 'মহাকপাল'
করে ল'য়ে শূল বিপুল, করাল,
ছুটে 'শ্যেনগামী' 'যজ্ঞশত্রু' আর,
করবীর ফুল আঁখি যাহার,
ছুটে 'হেমমালী', মহামালী' বীর,
'ভুজঙ্গবদন' মহাশরীর,
ছুটে 'স্থূল-আঁখি', 'প্রমাথী' ভীষণ—
বাধিল আবার মহাঘোর রণ,
একে একে রাম শমন-সদন
পাঠাইল সবাকারে!
রুধিরে রঞ্জিত, ভিন্নকলেবর
উড়ে মুক্তকেশ, শুয়ে নিশাচর,
আকীর্ণ বসুধা—মহাবেদী যেন
সাজিয়াছে কুশভারে!
শোণিতে পঙ্কিল হ'ল রণস্থল,
পলায় রাক্ষস বিবর্ণ বিকল—
ক্রোধে জ্বলে খর, যেন কালানল,
রাম-অভিমুখে ধায়;
আগুসারি বীর ত্রিশিরা তখন
কহে' "ক্ষণকাল রহ, রাজন্!
রামে পাঠাইব শমনভবন—"
বলি' রোষভরে যায়।
বাধে মহারণ—যেন ঘোর বনে
যুঝে পশুরাজ গজরাজসনে,

বিঁধে নিশাচর ঘোর গরজনে
রামের ললাট-তল!
হাসি' রাম কহে, "ওরে নিশাচর!
ভাল শিখেছিস্ করিতে সমর—
ললাটে আমার লাগে তোর শর
যেন বা কুসুমদল!
মোর শরবেগ সহ রে রাক্ষস!"
বলিতে বলিতে পূরি' দিক দশ
বজ্রনাদে রাম করিল সন্ধান
আশীবিষসম জ্বালাময় বাণ;
কাটি' উচ্চ ধ্বজা অশ্বগণে তার
সারথির সনে করিয়া সংহার
হাসিতে হাসিতে রঘুর কুমার
ছাড়ে বাণ অগণন—
রামশরে পড়ে ছিন্ন মুণ্ড তার
সধূম শোণিত করিয়া উদ্গার,
বিবর্ণবদন পলায় চৌদিকে
ভীত নিশাচরগণ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রণজয়।

দূষণ পড়িল রণে ত্রিশিরার সনে,
হতশেষ সেনা রহে বিবর্ণ বদনে।

দেখিয়া খরের মনে লাগিল তরাস,
মুখে করে আস্ফালন পৌরুষ প্রকাশ।
মহাকোপে নিশাচর ধাইল তখন,
আকাশ আবরি' করে বাণ বরষণ।
রাম রাক্ষসের বাধে ভীষণ সমর—
না বহে পবন, নাহি প্রকাশে ভাস্কর!
রোষে নিশাচর মারি' বজ্রসম বাণ
কাটিল রামের ধনু করিয়া দু'খান;
রাম-অঙ্গ হ'তে পড়ে কবচ খসিয়া—
রবিকর-রাশি যেন ধরা উজলিয়া!
মরমে মরমে বিঁধি খরতর শর
আনন্দে ভৈরবনাদে গরজয়ে খর।
রুধিরে রঞ্জিত দেহ, রঘুর নন্দন
শোভে যেন রক্তমেঘে সন্ধ্যার তপন!
রোষে রঘুনাথ নিল মহাধনু আর—
গভীর নিনাদে রাম ছাড়িল টঙ্কার;
অগস্ত্য ঋষির সেই সর্ব্বভয়ঙ্কর
বৈষ্ণবকার্ম্মুকে জুড়ি' স্বর্ণপুঙ্খ শর
রাক্ষসের উচ্চ ধ্বজা কাঞ্চনমণ্ডিত
পাড়ে ভূমিতলে রাম করি' দ্বিখণ্ডিত।
কাটিয়া খরের ধনু অশ্বগণে তার
চারি বাণে রঘুনাথ করিল সংহার।
রথের সম্মুখে ছিন্ন মুণ্ড সারথির
ঝলকে ঝলকে পড়ে উগারি' রুধির;

চূর্ণ অক্ষ, চক্র, বেণু বজ্রসম শরে—
গদা করে নিশাচর লম্ফ দিয়া পড়ে।
কহিছে পরুষ কণ্ঠে রঘুর নন্দন,—
"আজি রে রাক্ষস! তোর বধিব জীবন।
ফলিয়াছে পাপবৃক্ষে মৃত্যুফল তোর—
পাপীর নিয়তি ওরে প্রচণ্ড কঠোর!
ত্রিভুবন-পতি যদি করে অত্যাচার,
হ'ক সে অতুল বলী—নাহিক নিস্তার।
তোরা ধরিছিস্ ব্রত লোক-উৎপীড়ন—
পৃথিবী ভয়ালকণ্ঠে করিছে রোদন!
সদা অসহায় যা'রা বালকের মত,
সদা রহিয়াছে যা'রা মহাতপে রত,
সবার মঙ্গলকামী হেন ঋষিগণে
কেন বা নাশিয়া তোরা ফিরিস্ কাননে?
তা'রা সহিয়াছে যত ঘোর অত্যাচার,
ধর্ম্ম নাহি স'বে—হেন বিধি বিধাতার!
গভীর হুঙ্কারে যবে ভীমদণ্ড ধরি'
উঠিবে সে মহাধর্ম্ম ত্রিলোক আলোড়ি',
কোথা উড়ে যা'বি তোরা ক্ষুদ্র তৃণপ্রায়—
কত চ'লে গেছে হেন, সংখ্যা নাহি তায়!
তাপসে রক্ষিতে আমি মহাধনু করে
আসিয়াছি—পাঠাইব শমন-নগরে,
মুছে দিব ধরাপৃষ্ঠে রাক্ষসের নাম—
শমন তোদের আমি আসিয়াছি রাম!"

স্কন্ধে আরোপিয়া গদা, ললাটের তলে
মুছি' স্বেদবারি খর অট্ট হাসি' বলে,—
"ওরে নীচ বীরমানী ক্ষত্রিয়সন্তান!
করিস্ আপন মুখে নিজ গুণ গান?
বীর যেবা, গর্ব্ব নাহি নিজ তেজে তার—
দেখালি লঘুত্ব শুধু করি' অহঙ্কার!
বধিয়া সামান্য এই নিশাচরগণে
মত্ত তুই অহঙ্কারে—বৃথা গরজনে!
না হেরিস্ অগ্রে তোর শমনের মত
রহিয়াছে গদাপাণি খর অবস্থিত—
ধাতুরাগ-বিচ্ছুরিত নীল মহাকায়
অকম্প্য অচলসম হেরিয়া আমায়
নাহি প্রাণে ভয়?—ওরে কি সাহস তোর!
এখনি দেখিবি মোর প্রতাপ কঠোর!
বাক্যে নাহি প্রয়োজন—রবি অস্ত যায়,
আজি বিনাশিব তোরে প্রদীপ্ত গদায়,
মুছাইব রাক্ষসের শোক-অশ্রু-জল—"
বলিতে বলিতে গদা ছাড়ে মহাবল;
লতা গুল্ম দলি' যেন ছুটিল অশনি—
বহু শরে কাটি' পাড়ে রাম রঘুমণি।
ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত মুখে নৃপতি-নন্দন
কহিছে আরক্ত-আঁখি কঠোর বচন,—
"বৃথা আস্ফালন তোর রাক্ষস-অধম!
দেখ্ রে! সম্মুখে তোর রহিয়াছে যম!

প্রসারি' শিথিল বাহু ধরণী-উপরে
এখনি রহিবি পড়ি' মোর বজ্রশরে!
ধূসরিত অঙ্গ, ভিন্ন কণ্ঠ বক্ষঃস্থল,
কেশে ধরি' টানিবে রে শৃগালের দল!
তৃষিত ধরণী আজি পিবে বার বার
বুদ্বুদভূষিত তোর তপ্ত রক্তধার!
ফিরিবে আনন্দে আজি দণ্ডকের বনে
দেবতুল্য ঋষিগণ নিরাতঙ্ক মনে।
ব্রাহ্মণকণ্টক! ওরে ক্ষুদ্র নিশাচর!
তোর ভয়ে ঋষিগণ শঙ্কিত-অন্তর
বিকম্পিত করে হবিঃ ঢালিছে অনলে—
মুছে দিব রক্ষোনাম আজি ধরাতলে!"
শুনি' সে কঠোর বাণী রাক্ষস তখন
দন্ত কড়মড়ি' করে বাহু আস্ফালন!
উপাড়িয়া মহাশাল রোষে নিশাচর
গভীর নিনাদ ছাড়ে দংশিয়া অধর!
"মরিলি এবার"—বলি' ভীম গরজনে
ছাড়ে মহাতরু—ছুটে পবনগমনে।
কাটিয়া পাদপ রাম বজ্রসম শরে
রোমে রোমে তীক্ষ্ণ বাণে বিঁধে নিশাচরে!
ফেনিল রুধির-ধারা সর্ব্ব অঙ্গে বয়—
শোভে শৈলসম খর প্রস্রবণময়!
প্রমত্ত রুধির গন্ধে, মুষ্টিবদ্ধ করে
সর্ব্ব অঙ্গে রক্ত মাখা—সুগভীর স্বরে

ধাইল রাক্ষস ; হেরি' রাঘব তখন
দুই তিন পদ করে পশ্চাতে গমন !
আকর্ণ পূরিয়া ধনু বজ্রসম শর
ছাড়ে রঘুনাথ—পড়ে ভূমিতলে খর !
দেবের দুন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি পড়ে,
মহানন্দে দ্বিজগণ জয়গান করে !
আসি' মহা-ঋষি কত দু'বাহু তুলিয়া
আশিস্ করয়ে শুভ বাণী উচ্চারিয়া।
বাহিরিয়া গুহা হ'তে জানকীর সনে
আইল লক্ষ্মণ প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে।
রণশ্রান্ত স্বেদসিক্ত পতিরে তখন
জানকী প্রফুল্লমুখী করে আলিঙ্গন !
লক্ষ্মণ চলিল দ্রুত গোদাবরী-জলে,
জানকী ব্যজন করে আপন অঞ্চলে !

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাবণ।

কনক-আসনে বসি' নিশাচর-পতি,
শিরে ছত্র অমল ধবল ;
দশ মুণ্ডে জ্বলে দীপ্ত রতন-কিরীট,
দোলে তপ্ত-কাঞ্চন-কুণ্ডল !
বসেছে অমাত্য কত, বীর অগণন,
ইন্দ্রে ঘিরি' যেন দেবদল !

শোভে দশানন—যেন স্বর্ণবেদী'পরে
ঘৃতসিক্ত প্রদীপ্ত অনল!
ঐরাবত-দন্ত-চিহ্ন বিশাল উরসে,
পারিজাত-মালা দোলে তায়;
নীল গিরিচূড়া যেন শোভিছে রাবণ,
বিভূষিত কনক-ভূষায়!
সহসা পশিল তথা মলিনবসনা,
শিরে রুক্ষ ধ্বস্ত কেশভার!
কহে শূর্পণখা ঘোর পরুষ বচন,
নেত্রে ঝরে তপ্ত অশ্রুধার,—
"কামভোগে মত্ত তুমি—রহ দিবানিশি
নারীবক্ষে তন্দ্রা-নিমগন!
উঠে কালমেঘ তব অদৃষ্ট-আকাশে,
না দেখিছ চাহিয়া রাবণ!
রাজ্য সুবিশাল তব, অতুল প্রতাপ
ভাবিয়াছ র'বে চিরদিন?
তোমার বিলাসরাশি মূল নাশি' তার
কালগর্ভে করিবে বিলীন!
রাজা তুমি—নাহি রাখ রাজ্যের বারতা,
নাহি ফিরে দূত অগণন;
কাঁদিছে রাক্ষসলক্ষ্মী—তুমি দিবানিশি
নারীবক্ষে দেখিছ স্বপন!
ঘুমা'য়ে নৃপতি সদা রহে জাগরিত,
চক্ষু তাঁর রহে সর্ব্ব ঠাঁই;

জাগিয়া ঘুমায়ে তুমি রয়েছ, রাবণ!
সে প্রতাপ, বীর্য্য তব নাই!
শূন্য জনস্থান তব—মরেছে রাক্ষস
চতুর্দ্দশ সহস্র তোমার,
উঠে চারিদিকে শুধু রোদনের রোল—
বিধবার মহা-হাহাকার!
একা রাম বধিয়া সে নিশাচর যত
ঋষিগণে দিয়াছে অভয়;
উঠে শুধু তাপসের মন্ত্রের ঝঙ্কার
দণ্ডকের মহাবনময়!"
শুনি' সে কঠোর বাণী রক্ষঃসভাতলে
ক্রোধে জ্ব'লে উঠিল রাবণ,
চাহি' শূর্পণখাপানে শির সঞ্চালিয়া
কহে তবে রক্তিমনয়ন,—
"কি কহ ভগিনি? নাই মহাবল খর?
নাই বীর ত্রিশিরা দূষণ?
এক মানুষের রণে পড়িয়াছে যত
যমসম নিশাচরগণ?
কেবা সে মানুষ রাম? কিবা বীর্য্য তার?
কিবা অস্ত্র ধরে রাম রণে?
কেবা রহে সাথে তার? কি লাগি' মানুষ
আসিয়াছে দণ্ডকের বনে?"
"দীর্ঘবাহু, বিশালাক্ষ," কহে শূর্পণখা,
"কৃষ্ণাজিন অঙ্গে পরিধান;

শিরে তার মঞ্জু জটা—রূপ ধরে রাম
শতকোটি কামের সমান!
ইন্দ্রধনুসম তার কাঞ্চনমণ্ডিত
মহাচাপ করে শোভা পায়,
রবিকররাশি যেন প্রদীপ্ত নারাচ
ঘোরনাদে দশ দিকে ধায়!
শরবৃষ্টি পড়ে যেন মুষলধারায়—
দলে দলে মরে নিশাচর,
প্রাণ ল'য়ে আমি শুধু এসেছি লঙ্কায়—
বুক মোর কাঁপে থরথর!
অনুজ লক্ষ্মণ নাম সঙ্গে রহে তার,
কাঁচাসোনা অঙ্গের বরণ;
আর রহে নারী—তার রূপ ক'ব কিবা,
বিকশিত প্রথম যৌবন!
রহে বনদেবী যেন, অথবা কমলা
গোদাবরী-তীর উজলিয়া,
তোমার রমণী যত হেরিলে তাহায়
র'বে তার চরণে পড়িয়া!
কিবা সে বরণ তার প্রতপ্তকাঞ্চন!
কি কুঞ্চিত নীল কেশভার!
বৃথা করিয়াছ তুমি ত্রিভুবন জয়—
ভোগসুখ অপূর্ণ তোমার!
চাহিনু আনিতে তারে স্বর্ণলঙ্কামাঝে
বামে তব বসা'তে, রাজন্!

অমনি ধরিয়া মোরে অনাথার মত
হেন দশা করিল লক্ষ্মণ!”
শুনি’ রাক্ষসীর বাণী উঠিল রাবণ,
সভা ভাঙি’ একা চলি’ যায়—
না কহে বচন; রহে বদন ললাট
অন্ধকার চিন্তার ছায়ায়!
যানশালামাঝে পশি’ কহে সারথিরে
সাজাইতে রথ দশানন;
মুহূর্ত্তে কাঞ্চনময় কামগ বিমান
আনে সূত ত্বরিতগমন।
উড়িল আকাশপথে শ্বেতপাখা মেলি’
চারি অশ্ব পিশাচবদন;
শোভিল রাক্ষসপতি—শ্বেত ছত্র শিরে,
অঙ্গে তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষণ,
শোভে নীল মেঘ যেন, বিদ্যুৎ-মণ্ডিত,
বলাকার পাঁতি উড়ে তায়;
নিম্নে মহাসিন্ধু শত ঊর্ম্মিকর তুলি’
প্রণিপাত করে যেন পা’য়!
সুদূরে সাগরপারে নীল বনরেখা,
দেখা দিল নীল গিরিমালা—
রহিয়া রহিয়া তাহে মেঘ ভে’সে যায়,
গোধূলির স্বর্ণ-আলো ঢালা!
শীতল-মঙ্গল-বারি প্রস্রবণ কত
অবিরল করে কলকল,

বিশাল আশ্রম কত কদলীতে ঘেরা,
ধেনুপাল ফিরে মৃগদল।
নাচে নারিকেলচূড়ে গোধূলির আলো,
ভাসে নীল তড়াগের জলে
সন্ধ্যার সুবর্ণমেঘ—তীরে তরুরাজি
অবনত রহে ফুলফলে।
বহিছে চন্দনবনে মন্দ সমীরণ,
বনফুল-গন্ধ ভাসে তায়;
হেরিল রাক্ষসপতি নির্জ্জন আশ্রম
দূরপ্রান্তে কানন-ছায়ায়।
মারীচ রাক্ষস যথা রহে তপে রত,
নামে তথা পুষ্পক বিমান;
আইল মারীচ—শিরে দীর্ঘ জটাভার,
মৃগচর্ম্ম অঙ্গে পরিধান।

পঞ্চদশ সর্গ।

রাবণ ও মারীচ।

"মারীচ! এসেছি আমি," কহিছে রাবণ,
তুমি মোর সখা, বন্ধু—আপনার জন!
জান তুমি জনস্থান শূন্য পড়ি' রয়—
আসিয়াছে রাক্ষসের মহাঘোর ভয়!
জান তুমি, পড়িয়াছে মানুষের রণে
দূষণ, ত্রিশিরা, খর পঞ্চবটী বনে!

বড় সে দাম্ভিক রাম, রাক্ষসের অরি,
বিনা দোষে ভগিনীরে মহাবনে ধরি'
নারীর উপরে করে ঘোর অত্যাচার—
সুপ্ত ভুজঙ্গের শিরে করে সে প্রহার!
রাবণ জেগেছে আজি—কিবা ছার নর,
উলটি' ফেলিব ধরা, শুষিব সাগর!
ল'ব প্রতিশোধ আজি, সঙ্গে চল তুমি,
দেখাও আমারে তার আশ্রমের ভূমি।
স্বর্ণমৃগরূপে তার কুটীরসম্মুখে
নব দূর্ব্বাদলে তুমি বিচরিবে সুখে,
হেরি' অপরূপ মৃগ-কান্তি মনোহর
ভুলিবে জানকী—হ'বে ব্যাকুল অন্তর।
ধরিতে তোমারে রাম লক্ষ্মণের সনে
শূন্য ঘর ফেলি' যবে যাবে দূর বনে,
সীতা ল'য়ে সুখে আমি করিব প্রস্থান—
জানকীর শোকে রাম ত্যজিবে পরাণ!"
কহিছে মারীচ, ভয়ে বিবর্ণ বদন,—
"এ হেন দুর্ম্মতি তোমা' কে দিল রাজন্?
সুলভ অহিতবাণী শ্রুতিমনোহর—
কত মিলে বন্ধু হেন গুপ্ত বিষধর!
হিতবাণী কহে, হেন মিত্র কোথা পাই?
অপ্রিয় মঙ্গলবাণী—শ্রোতা তার নাই!
বুঝিনু রাক্ষসকুল হ'বে ছারখার,
কামমত্ত নিরঙ্কুশ রাজা তুমি যার!

রামের জানকী তুমি হরিবে রাজন্ ?
তপনের প্রভা তুমি করিবে হরণ ?
সিংহসনে খেলে নৃপ ! সিংহী মহাবনে—
না যেও নিকটে, নাহি ডাকিও মরণে !
জানি আমি বীর্য্য তার ; কিশোর যখন
বিশ্বামিত্র সনে রাম এল মহাবন,
তরুণতমালদেহ শোভার আধার,
শিরে দোলে স্বর্ণচূড় মঞ্জু কেশভার !
উজলি' কাননভূমি রহে ধনু করে—
দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন উদিল অম্বরে !
ধাইলাম আমি মত্ত মহামেঘপ্রায়
বালক কোমলতনু ভাবিয়া তাহায় ;
হেরিয়া আমারে রাম সহাসবদন
টঙ্কারিল মহাধনু পূরিয়া কানন,
করুণহৃদয় নাহি বধিল আমারে,
পড়িলাম শরবেগে সাগরমাঝারে !
সেই রাম এল যবে পঞ্চবটী বনে,
পূর্ব্বপ্রতিহিংসা মোর জাগি' উঠে মনে।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহাবেগ মৃগরূপ ধরি'
বধি' ঋষিগণে ফিরি কানন-ভিতরি ;
সঙ্গে মৃগরূপী রহে রাক্ষস দু'জন,
তাপস ভাবিয়া রামে করি আক্রমণ।
রোষে রঘুপতি ছাড়ে বজ্রসম শর,
আমি পলাইনু—দু'টি মরে সহচর।

প্রাণ ল'য়ে দূর বনে কুটীর বাঁধিয়া
হেথা রহিয়াছি আমি তপ আচরিয়া!
যে দিকে ফিরিয়া চাহি—সভয়ে নেহারি,
বৃক্ষে বৃক্ষে রহে রাম মহাচাপধারী!
প্রতি বনপথে মোর সদা মনে হয়—
জটাজূটধারী রাম ধনু করে রয়!
রামময় মনে হয় সকল কানন,
রামে আমি হেরি শুধু মুদিলে নয়ন!
স্বপনে হেরিয়া রামে দু'বাহু তুলিয়া,
ভয়ে দশ দিকে আমি পলাই ছুটিয়া!
না কর, না কর, রাজা! রামসনে বাদ,
না আন ডাকিয়া ঘোর রাক্ষস-বিষাদ,
না যেন কনক-লঙ্কা রাম-শর-জালে
দগ্ধ গৃহরাজি—রহে শ্মশান অকালে।"
শুনি' মারীচের বাণী রোষে দশানন,
ললাটে কুটিল রেখা, কহিছে বচন,—
"তুমি কি মারীচ সেই রাক্ষসপ্রধান?
কোথা পেলে হেন নীচ দাসের পরাণ?
তুচ্ছ জীবনের এত আতঙ্ক তোমার!
কহিছ প্রলাপবাণী মোরে বার বার!
রামে কহ বীর তুমি? নারীর বচনে,
রাজ্যসুখ ছাড়ি' যেবা আসিয়াছে বনে?
কিম্বা যদি বীর রাম, কিবা ভয় তায়?
বীর কভু নাহি কাঁপে প্রাণের মায়ায়!

আসুক ত্রিলোকবাসী—অসুর অমর,
স্থির বুদ্ধি র'বে মোর যুগযুগান্তর !
না কহি তোমারে আমি করিতে বিচার,
দোষ কিম্বা গুণ কিছু কর্ম্মের আমার,
কহি শুধু, কর্ম্মে মোর হইও সহায়,
কেন কহিতেছ বাণী পাগলের প্রায় ?
রাবণের ইচ্ছা—সেতো বিধি বিধাতার !
কে আছে এমন, করে আমার বিচার ?
রাজা আমি—রাজবাক্য করহ পালন,
রাজপ্রতিকূল রহে, কে আছে এমন ?
শুন, হে মারীচ ! যদি বচন আমার
না কর পালন, প্রাণ লইব তোমার !
চল্, চল—কর্ম্মে মোর হইলে সহায়
অর্দ্ধেক রাক্ষসরাজ্য দিব হে তোমায় !
আর এক কথা—সখা ! রেখো তুমি মনে,
রাম যদি একা যায় রাখিয়া লক্ষ্মণে,
দূর বনপথে তুমি সকরুণ স্বরে,
'কোথা রে লক্ষ্মণ !' বলি' ডেকো সকাতরে।
শুনি' সে কাতরবাণী ধাইবে লক্ষ্মণ—
সীতা ল'য়ে সুখে আমি করিব গমন !"
কহিছে মারীচ,—"অহো ! কাল বলবান্—
বুঝিনু কনকলঙ্কা হইবে শ্মশান !
রাজা নাহি করে পাপ পুণ্যের বিচার,
অন্ধ পশুবল সদা আশ্রয় যাহার,

সদা তীক্ষ্ণদণ্ড, সদা মত্ত অহঙ্কারে,
পীড়িত ধরণী যার কাঁদে অত্যাচারে,
নাহি রহে রাজ্য তার—বিধি সনাতন,
সিন্ধুনীরে কর্ণহীন তরণী যেমন!
রাজা যদি নিরঙ্কুশ পাপপথে ধায়,
পৌরুষে প্রকৃতিপুঞ্জ নিবারিবে তাঁ'য়।
নাহি সে শকতি মোর—কাল বলবান্!
হউক সফল, সত্য বিধির বিধান!
চল, হে রাক্ষসনাথ! রাজা তুমি মোর—
পালিব আদেশ তব কুলিশকঠোর!"

ষোড়শ সর্গ।

স্বর্ণমৃগ।

আইল বসন্ত ঋতু পঞ্চবটীবনে,
বহে মন্দ দক্ষিণ পবন;
নবীন পল্লব দোলে—কুসুমে মুকুলে
সাজিয়াছে বনতরুগণ।
ফুল্ল শালযষ্টি—তাহে উঠেছে জড়ায়ে
কুসুমিত পলাশ-বল্লরী,
মুকুলিত সহকার, পিক গাহে তায়,
দোলে মঞ্জু পিয়ালমঞ্জরী!

আবরিত বনভূমি বিশুষ্ক পাতায়,
খেলে তাহে মৃগশিশু কত ;
উঠিছে মর্ম্মরধ্বনি, চকিত হরিণী
ফিরে ফিরে চাহে অবিরত।
হরিণ-নয়না ফিরে কুটীরসম্মুখে
রামপ্রিয়া কুসুমচয়নে,
প্রভাতের স্বর্ণালোক তরু-অন্তরালে
জলে পীত কৌশেয়বসনে।
শিথিল কবরীভার, দুলিতেছে তায়
স্বর্ণকান্তি কর্ণিকার ফুল,
নবীন চম্পক দু'টি গণ্ড পরশিয়া
সুবাসিত করে শ্রুতিমূল।
ফুলের কঙ্কণ, বাজু, ফুলকণ্ঠহার,
হাতে সাজী চম্পকবরণী,
দাঁড়ায়ে অশোকমূলে তরুশাখা'পরে
চে'য়ে রহে খঞ্জননয়নী !
অদূরে কদলীবনে অপরূপ মৃগ
ধীরে ধীরে পশিল তখন—
মণিময় শৃঙ্গ তার, কাঞ্চনমণ্ডিত
চারু পৃষ্ঠ নয়ন-রঞ্জন ;
জলে রজতের বিন্দু, কোটি তারা যেন,
কত রত্ন উন্নত গ্রীবায়,
উর্দ্ধে বিরাজিত পুচ্ছ বিচিত্র, সুন্দর—
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায় !

রক্তোৎপল রহে যেন মুখে তার ফুটি',
নীলোৎপল দুইটি শ্রবণ,
দুগ্ধফেনরাশি আহা! দু'টি পার্শ্ব তার,
নীলমণি উদরবরণ!
ছুটে স্বর্ণমৃগ কভু শ্যামল শাদ্বলে
মনোহর বঙ্কিম গ্রীবায়,
বৈদূর্য্যবরণ খুর তরুস্কন্ধে রাখি'
কভু নব কিশলয় খায়!
বিচিত্র মণ্ডলে ফিরি' নয়নের পথে
ধায় মৃগ রাম-মহিষীর;
বিস্ময়-প্রফুল্ল আঁখি—স্নেহভরে বালা
হেরে তার অপূর্ব্ব শরীর!
"আর্য্যপুত্র! এস, এস লক্ষ্মণের সনে,"
উচ্চ কণ্ঠে কহে বার বার,
ডাকে আর ফিরে ফিরে জনক-নন্দিনী
মৃগরূপ নেহারে আবার!
লক্ষ্মণের সনে রাম আসিয়া তখন
হেরে মৃগ কদলীর বনে;
কহিছে লক্ষ্মণ,—"এতো রাক্ষসের মায়া,
হেন প্রভু! লাগে মোর মনে।
কোথা রহে রত্নময় সোনার হরিণ?
নীলমণিশৃঙ্গ প্রভাময়?
মারীচের মায়া প্রভু! জান তুমি সব—
তা'রি মায়া, হেন মনে লয়।

হের, বনমৃগ কত কাছে আসি' তার
ঘ্রাণ ল'য়ে চৌদিকে পলায়—"
বাধা দিয়া কহে সীতা রামকরে ধরি'
সুমধুর মোহন ভাষায়,—
"আর্য্যপুত্র! এনে দাও মৃগ মনোহর—
আহা! হের কিবা শোভা তার!
কুটীর-দুয়ারে তারে রাখিব বাঁধিয়া,
বড় সাধ হ'তেছে আমার!
নবীন গাছের পাতা, নব তৃণদল
নিজ করে খাওয়াইব তায়,
ফিরিব অযোধ্যা যবে, অন্তঃপুরে মোর
সযতনে পালিব ইহায়।
হেরি' অপরূপ হেন সোনার হরিণ
পুরবাসী মানিবে বিস্ময়—
না যদি ধরিতে পার জীবিত ইহারে,
এনো প্রভু! চর্ম্ম প্রভাময়।
কুটীর-দুয়ারে নাথ! অশোকের মূলে
শিলাতলে পাতি' কুশাসন
বিছাইব তদুপরে অজিন সুন্দর,
তাহে তুমি বসিবে যখন,
চরণের তলে দাসী বসিয়া তোমার
বনবাস করিবে সফল—
ঐ পলাইল বুঝি নাচিয়া নাচিয়া
দূর বনে কুরঙ্গ চঞ্চল।"

কহিছে রাঘব তবে মোহিত মায়ায়,—
"ঐ দূরে নেহার, লক্ষ্মণ!
মণিবর-শৃঙ্গ, অঙ্গে স্বর্ণরোম-রাজি—
মুক্তাহার চিত্রিত কেমন!
জানকীর সাধ আমি পূরাইব আজি,
আনিব ও মৃগ মনোহর—
রহ সাবধানে তুমি রণসাজে সাজি'
মৃগ ল'য়ে ফিরিব সত্বর।
কিম্বা যদি রাক্ষসের মায়া ও হরিণ,
সমুচিত দণ্ড দিব তার—
সীতা ছাড়ি' এক পদ না যেও লক্ষ্মণ,
মনে রেখো আদেশ আমার।"
বলিতে বলিতে রাম মহাধনু করে
দ্রুত পদে বনপথে ধায়;
প্রাণ ল'য়ে মায়ামৃগ ছুটে উল্কাসম—
ছুটে আর ফিরে ফিরে চায়!

সপ্তদশ সর্গ।

উন্মাদিনী।

"লক্ষ্মণ! কে ডাকে ঐ দূর মহাবনে?
আর্য্যপুত্র ডাকে বুঝি, হেন লয় মনে!"
চাহি' বনপথে কহে জনকনন্দিনী,
আকুলনয়না যেন বনের হরিণী!

"কই ?—কিছু নয়," কহে সুমিত্রা-নন্দন,
"কত ধ্বনি উঠে হেথা, ভয়াল এ বন !"

সীতা। না না—শুন, আর্ত্তনাদ উঠিছে আবার !
গোদাবরী-বুকে উঠে প্রতিধ্বনি তার !
ভরিয়া সকল বন সুগভীর স্বরে
'কোথা রে লক্ষ্মণ !' বলি' ডাকে সকাতরে !
যাও, যাও—ছুটে যাও—ডাকে রঘুপতি !
ত্বরিতগমনে ধাও—পবনের গতি !
পড়ে বুঝি রঘুনাথ রাক্ষসের রণে—
এখনো দাঁড়ায়ে তুমি নিরাতঙ্ক মনে ?

লক্ষ্মণ। না কর বিষাদ দেবি ! নাহি কর ভয়—
রাক্ষসের মায়া ইহা, কহিনু নিশ্চয়।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কিম্বা রক্ষোগণ,
রণে রঘুনাথে জিনে, কে আছে এমন ?
রাম করে আর্ত্তনাদ যাচিয়া সহায়—
হেন বুদ্ধি বীরনারী, কে দিল তোমায় ?
সাগর-তরঙ্গ-সম নিশাচরগণ
প্লাবিত করিল যবে পঞ্চবটীবন,
কে ছিল সহায় ?—রাম নাহি জানে ভয়,
রামের সে বাহু দেবি ! রামের আশ্রয় !

সীতা। বুঝিয়াছি, প্রাণে ভয় হ'য়েছে তোমার—
হেন কাপুরুষ তুমি রঘুর কুমার !
মিত্ররূপে সঙ্গে তুমি আসিয়াছ বন,
কালবিষধর তুমি—বুঝি'ছি, লক্ষ্মণ !

মরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—তুমি অম্লান বদনে
রয়েছ দাঁড়ায়ে সুখে নিরাতঙ্ক মনে !
ভরতের গুপ্তচর ! চিনি'ছি তোমায়,
ভুলায়েছ রঘুনাথে কপট মায়ায় !
আমার লাগিয়া তুমি আসিয়াছ বন—
মিত্ররূপী শত্রু ! তোরে চিনি'ছি লক্ষ্মণ !
আবরি' শ্রবণ, স্মরি' ইষ্টদেবতায়
কহিছে লক্ষ্মণ,—"মাগো ! না কহ আমায়
হেন নিদারুণ বাণী—জ্বলন্ত অঙ্গার—
প্রতপ্ত নারাচসম শ্রবণে আমার !
দেবতা আমার তুমি, জননীর মত—
মাতৃসম পূজিয়াছি তোমা' অবিরত !
স্নেহের প্রতিমা সেই জনকনন্দিনী—
তুমি কি করুণাময়ী রাম-প্রণয়িনী ?
অথবা রাক্ষসী তুমি হ'য়েছ মায়ায় !
কি প্রহেলী নারী তুমি ! কে বুঝে তোমায় !
কেমনে লঙ্ঘিব আমি গুরুর বচন—
একা ফেলি' যা'ব তোমা'—ভয়াল এ বন !
ফিরে চারিদিকে যত শত্রু নিশাচর—
ক্ষণেক রহ মা ! বসি'—এল রঘুবর।"
আরক্তবদনা কহে জানকী তখন,
ললাটে কঙ্কণ হানি কঠোর বচন,—
"দূর হ সম্মুখ হ'তে, ভণ্ড দুরাচার !
না করিস্ কলুষিত আশ্রম আমার !

মরিব এখনি আমি লতা বাঁধি' গলে—
ডুবিয়া মরিব আমি গোদাবরীজলে!
কি কাজ জীবনে—মোর ভেঙেছে কপাল!"
কাঁদে সীতা উচ্চ নাদে—মুক্ত কেশজাল!
ধায় গোদাবরী-জলে উন্মাদিনীপ্রায়,
কহিছে লক্ষ্মণ তবে গভীর ভাষায়,—
"এই চলিলাম আমি যথা রঘুবর—
সাক্ষী থাক তরু, লতা, যত বনচর!
গুরুর আদেশ আমি করিনু লঙ্ঘন,
বিনাদোষে মর্ম্মভেদী শুনিনু বচন!
বুঝিনু নিয়তি অন্ধ! হৃদি তার নাই!
ফিরে যেন তোরে মাগো! হেরিবারে পাই!
এই চলিলাম যথা রঘুর নন্দন—
রাখুন তোমারে মাগো! বনদেবগণ!"
এতেক কহিয়া বীর মহাবনে চলে,
ফিরে ফিরে চাহে, ভাসি' নয়নের জলে!

অষ্টাদশ সর্গ।

সীতাহরণ।

একাকিনী বসি' শূন্য কুটীর-দুয়ারে
জানকী মলিনমুখী ভাসে অশ্রুধারে!
পড়ে শীর্ণ বৃক্ষপত্র—উঠে চমকিয়া!
ছুটে বনমৃগ শুষ্ক পর্ণ মর্ম্মরিয়া—

আসে রঘুনাথ ভাবি' চাহে বার বার,
আপন নিশ্বাসে বালা চমকে আবার !
　সহসা আশ্রমমাঝে পশিল সন্ন্যাসী—
গেরুয়া বসন, অঙ্গে সাজে ভস্মরাশি,
বাম করে কমণ্ডলু, শিরে ছত্র তার,
গাহে বেদমন্ত্র, উঠে প্রণব-ঝঙ্কার !
হেরিয়া তাহারে ভয়ে বনতরু যত
রহে স্পন্দহীন—বায়ু স্তব্ধ শিশুমত ;
ভয়ে মন্দগতি নাহি বহে গোদাবরী,
শিহরে হংসের মালা বুকের উপরি !
　হেরিয়া সন্ন্যাসী সীতা ব্রাহ্মণ ভাবিয়া
প্রণমি চরণে দিল আসন আনিয়া ;
পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প, ফল রাখিয়া সম্মুখে
কহে করপুটে, "দ্বিজ ! বস তুমি সুখে,
পতি গিয়াছেন বনে মৃগয়ার তরে,
এখনি অনুজসনে ফিরিবেন ঘরে।"
কুটিল নয়নে চাহি' কহিছে সন্ন্যাসী,
"ভুবনমোহন তব কিবা রূপরাশি !
কে তুমি র'য়েছ একা আলো করি' বন ?
অঙ্গের বরণ যেন প্রতপ্ত কাঞ্চন !
তুমি কি কমলা ? কিম্বা রতি বিলাসিনী ?
অথবা অপ্সরা কেহ ভুবনমোহিনী ?
পীত বাস অঙ্গে তব কিবা শোভা পায় !
কি শোভা পীবর বুকে ফুলের মালায় !

কি বাঁকা আয়ত আঁখি! কিবা ক্ষীণ কটি!
যৌবন-মুকুল তব উঠিয়াছে ফুটি!
নহে কণ্টকিত হেন দুর্গম কান্তার
খঞ্জননয়নি! যোগ্য আবাস তোমার!
মঞ্জু উপবন, রম্য প্রাসাদশিখর—
যা' কিছু মধুর ভবে, যা' কিছু সুন্দর,
স্বরগের সুধা আর পারিজাত ফুল,
অলকার যত রত্ন সম্পদ্ অতুল—
তোমার সেবার যোগ্য, হেন মনে লয়,
তাপসের বাসভূমি যোগ্য তব নয়!
মদিরনয়না! অয়ি মধুরভাষিণী!
কাহার ঘরণী তুমি? কার সোহাগিনী?
ফিরে সিংহ, ব্যাঘ্র হেথা, পর্ব্বতপ্রমাণ
মত্ত মহাগজ—ভয়ে কেঁপে উঠে প্রাণ!
শমনসমান কত রাক্ষস হেথায়
ফিরিছে করাল বেশে—ভয় নাহি তায়?
বসিয়া রয়েছ হেথা আপনার মনে—
কোন্ দেবী কহ তুমি পঞ্চবটীবনে?"
শুনি' সন্ন্যাসীর বাণী জানকী তখন,
সঙ্কুচিত লজ্জাবতী লতিকা যেমন,
ধরাপৃষ্ঠে দৃষ্টি রাখি' ভাবে মনে মনে—
কহে পরিচয় তবে অতিথি ব্রাহ্মণে।
কহিছে সরলা তবে দিয়া পরিচয়,—
"ভয়াল এ মহাবন রাক্ষস-আলয়,

কে তুমি ভ্রমিছ একা, কহ দ্বিজবর ?
কি লাগি' ফিরিছ হেথা ? কোন্ দেশে ঘর ?"
হাসিয়া সন্ন্যাসী কহে,—"শুন, লো সুন্দরী !
রাবণ আমার নাম—ত্রিলোকের অরি !
আমি সে রাক্ষসপতি—ভয়ে কাঁপে যার
দেবতা অসুর যত, মানুষ কি ছার !
রহে স্বর্ণলঙ্কা মোর সাগরমাঝারে—
ত্রিলোকের রত্ন আনি' সাজায়েছি তারে।
চল, চল সঙ্গে মোর, কুরঙ্গনয়নি !
দাস হ'য়ে র'ব আমি দিবস রজনী !
এনেছি সুন্দরী যত ত্রিলোক জিনিয়া,
দাসী হ'য়ে র'বে তা'রা চরণে পড়িয়া !
চল, চল—র'ব মোরা গিরি-উপবনে,
সাগর-তরঙ্গ-মালা হেরিব দু'জনে,
বহিবে পবন তব অলক উড়ায়ে
দারুচিনি-বন হ'তে সুবাস ছড়ায়ে—
নাচিবে কিন্নরী তুলি' সুরের ঝঙ্কার,
ঘুমা'ব তোমার বুকে, জাগিব না আর !"
আরক্তনয়না রোষে কহিছে মৈথিলী,—
"কি তোর সাহস ! তুই কত বলে বলী !
রামের বনিতা—মোরে কহ হেন বাণী !
চাঁদ ধরিবারে চাহ তুলিয়া দু'পাণি ?
ওরে নিশাচর ! তোর শিয়রে মরণ !
আমারে কহিলি হেন দারুণ বচন !

দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ কোটি কাম জিনি'
মহাবাহু রাম—আমি তাঁর প্রণয়িনী!
মহাগিরিসম যিনি সমরে অটল,
মহেন্দ্রসমান যাঁর কীর্ত্তি বাহুবল,
সদা জিতেন্দ্রিয় শান্ত রাজচূড়ামণি—
ওরে নিশাচর! আমি তাঁর প্রণয়িনী!
মহাসিংহসম তেজ, গজবরগতি,
পৃথিবী চরণে যাঁর করয়ে প্রণতি,
বিস্তীর্ণ-বিপুল-বক্ষ, পূর্ণচন্দ্রানন,
সর্ব্ব গুণ রহে যাঁহে, সকল লক্ষণ,
লভিয়া যাঁহারে আজি সনাথা মেদিনী—
ওরে নিশাচর, আমি তাঁর প্রণয়িনী!
তুই রে শৃগাল পশি' সিংহের কন্দরে
চাহিস্ সিংহীরে শুধু মরিবার তরে!
মহাচাপ করে রাম মহেন্দ্রসমান
আসিবে যখন, তোর না রহিবে প্রাণ!"
বলিতে বলিতে কাঁপে কদলীর প্রায়—
ব্যাকুল নয়নে সীতা বনপথে চায়,
হরিৎ নিবিড় বন নয়নের 'পরে
হেরে চারিদিকে, নাহি হেরে রঘুবরে!
ললাটে ভ্রূকুটি-রেখা, কহিছে রাবণ,—
"না জান আমারে, তাই কহিছ এমন!
শুনি মোর নাম ভয়ে কাঁপে চরাচর—
অমর, অসুর, নাগ, পিশাচ, কিন্নর!

ভয়ে মোর আগে সীতে! বায়ু নাহি বয়,
প্রখরকিরণ রবি শিশিরাংশুময়!
হেরিয়া আমার ক্রোধ—ভীম কালানল—
ইন্দ্রে ল'য়ে আগে ভয়ে ছুটে দেবদল!
কুবের আমার ভ্রাতা—ভুজবলে তা'য়
জিনিয়াছি, রত্ন আর নাহি অলকায়!
হরিয়া এনেছি তার পুষ্পক বিমান—
ভ্রমি নভোমাঝে আমি দেবের সমান।
এই যে দেখিছ বাহু জনকনন্দিনি!
ধরিয়াছি আমি তাহে ইন্দ্রের অশনি!
তুলিয়াছি শঙ্করের কৈলাস-শিখর,
জিনিয়াছি যক্ষ, রক্ষঃ, অসুর, অমর!
কিবা ছার রাম! কোথা বীর্য্য রহে তার?
ফিরিছে তাপসবেশে বিজন কান্তার!
বীর্য্যহীন পুত্রে রাজা দিয়াছে তাড়ায়ে,
বীর পুত্রে সিংহাসনে রেখেছে বসায়ে।
বিফল যৌবন তব যাইছে বহিয়া
তাপস কাননবাসী হেন পতি নিয়া!
তোমা হেন রত্নহার শোভা নাহি পায়
তাপসের কণ্ঠে—সীতে! ভজ লো আমায়!"
"আরে নিশাচর!" কহে জনক-নন্দিনী,
আরক্তবদনা রোষে, পৃষ্ঠে দোলে বেণী,
"কুবেরের ভ্রাতা হ'য়ে লাজ নাহি তোর?
ধরার কণ্টক তুই পরনারীচোর!

এত যদি বীর্য্য তোর, রহ রে রাবণ!
জিনি' রঘুনাথে, মোরে করিস্ হরণ!
রহ ক্ষণকাল—আসি লক্ষ্মণের সনে
পাঠাইবে রাম তোরে শমনভবনে!"
রাবণ শুনি' সে বাণী অশনির প্রায়,
করে কর আঘাতিয়া ধরে মহাকায়—
নীল জলধর যেন, বিশাল শরীর,
দশ মুণ্ড, বিংশ ভুজ, নিনাদ গভীর!
প্রতপ্ত-কাঞ্চন-ভূষা অঙ্গে শোভে তার,
রক্তাম্বর পরিধান, শমন-আকার!
ধরণী কম্পিত করি' ধাইল রাবণ,
সূর্য্যপ্রভাসম সীতা করিল গ্রহণ—
বাম করে ধরে কেশ, উরু বামেতরে,
ধায় দ্রুতপদে, সীতা ল'য়ে বক্ষোপরে!
মহা-অন্ধকার যেন গরাসিয়া ধায়
চন্দ্রসূর্য্যহীনা হেম-বরণা সন্ধ্যায়!
গিরিশৃঙ্গসম হেরি' রাক্ষসে তখন
পলায় চৌদিকে ভয়ে বনদেবগণ!
স্তিমিত—স্তম্ভিত নাহি গোদাবরী বহে,
নিশ্চল পাদপরাজি চিত্রার্পিত রহে!
পূরে সকরুণ রবে পঞ্চবটীবন,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, নিষ্প্রভ তপন!

ঊনবিংশ সর্গ।

রাক্ষস-রথে জানকী।

উড়িল রাক্ষস-রথ বনরাজি'পরে,
কাঁদে উচ্চ নাদে সীতা সকরুণ স্বরে!
উন্মাদিনী মুক্তকেশে ঝাঁপ দিতে যায়—
রাবণ তর্জ্জন করে কঠোর ভাষায়!
সকরুণ রামনাম ছুটে দিকে দিকে,
'হা রাম!' নিনাদ উঠে গোদাবরী-বুকে!
"আর্য্যপুত্র! কোথা তুমি? কোথায় লক্ষ্মণ?
অনাথার মত মোরে হরিছে রাবণ!
দুষ্টের দমন ব্রত নাথ! তব জানি—
কেন না আসিছ ধেয়ে শরাসনপাণি?
হে আকাশ! মেঘে তব বজ্র বুঝি নাই?
পাপ রাক্ষসের ভয়ে ভীত কি সবাই?
কাল পূর্ণ বিনা নাহি ফলে কর্ম্মফল—
তাই না দেখিছ চে'য়ে দেবতা সকল!
বন্দি জনস্থান! তোমা', পঞ্চবটীবন!
কহ রঘুনাথে—সীতা হরিছে রাবণ!
ওগো কুসুমিত চারু কর্ণিকারসারি!
কহ রামে, নিশাচর হরে তব নারী!
বন্দি গোদাবরী, হংস-সারস-ভূষণা!
জানি স্নেহময়ী তুমি আপনার জনা।
গভীর কল্লোলে মাগো! ছু'টে তুমি যাও—
শত মুখে মোর বাণী রাঘবে জানাও!

হে নীল অচলরাজি! মেঘস্পর্শিশিরে
দেখিছ তোমরা, নাথ কোন্ বনে ফিরে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলিয়া সত্বরে
কহ জানকীর বাণী মেঘমন্দ্রস্বরে!
ওগো পুণ্যবৃক্ষবাসী বনদেবগণ!
বায়ুগামী মৃগযূথ, পক্ষী অগণন!
কহ রঘুনাথে, সীতা হরে নিশাচর,
এখনি আসিবে রাম করে মহাশর;
কি ছার রাক্ষস! যদি যম মোরে লয়,
উদ্ধার করিবে নাথ করি' তারে জয়!"

বনস্পতিশিরে গৃধ্র জটায়ু তখন
শুনে সে করুণ বাণী, তন্দ্রানিমগন—
নয়ন মেলিয়া হেরে, নিশাচর ধায়,
জনক-নন্দিনী রথে কাঁদে উভরায়!
শৈলশৃঙ্গসম তীক্ষ্ণ-তুণ্ড খগবর
পথ আগুলিয়া কহে, "রাক্ষস-ঈশ্বর!
মহাকুলে জন্ম তব, পৌলস্ত্যনন্দন!
না কর, না কর পর-নারী পরশন!
গলে বাঁধি' কালপাশ দেখিছ না চে'য়ে—
যমের দুয়ারে তুমি চলিয়াছ ধেয়ে!
লঙ্কার সংহারময়ী করাল যামিনী!
ও নহে জানকী! তব কালভুজঙ্গিনী!
চাহ যদি নিজ প্রাণ, লঙ্কার কল্যাণ,
তেয়াগিয়া রামনারী করহ প্রয়াণ।

হেন কামচারী তুমি পাপে নিমগন—
কেমনে লভিলে হেন সম্পদ্ রাবণ?
রাজা মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম—প্রজার আশ্রয়,
রাজ-অনুগামী প্রজা, সর্ব্বলোকে কয়;
হেন রাজনাম তুমি কলঙ্কিত করি'
চলিয়াছ পাপপথে পরনারী হরি'!
তিষ্ঠ দশানন! তুমি আমার সম্মুখে
নারিবে রামের সীতা হরিবারে সুখে!
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি—তুমি বলবান্
হের স্থবিরের বীর্য্য কৃতান্তসমান!
ওরে নীচ নিশাচর! কণ্টক ধরার!
সমরের সাধ আজি পূরা'ব তোমার!"
　শুনি' সে কঠোর বাণী, রোষে দশানন
আক্রমিল জটায়ুরে, বাধে মহারণ।
গভীর গর্জ্জন করি' ধায় খগবর,
পাখার বাতাসে উড়ে রাক্ষসের শর;
ভাঙে তরু মড়মড়ি, ধূলিরাশি উড়ে,
আঁধার আকাশতল মহানাদে পূরে।
রাবণ আরক্ত-আঁখি দীপ্ত মহাশরে
ভৈরব গর্জ্জন করি' বিঁধে খগবরে,
হেরিয়া রাক্ষস-রথে দুখিনী সীতায়
না ভাবে জটায়ু নিজ দারুণ ব্যথায়—
পড়ে রাবণের রথে অচলসমান,
চূর্ণ দিব্য রথ—ভাঙি' করে খান খান!

সীতা ল'য়ে ভূমিতলে পড়িল রাবণ,
নিষ্কোষিয়া অসি ধায় শমন যেমন !
জটায়ু পড়িয়া বেগে রাক্ষস-শরীরে
তীক্ষ্ণ তুণ্ডে বজ্রনখে সর্ব্ব অঙ্গ চিরে,
বাম দশ বাহু রোষে কাটিল তাহার—
ছিন্ন দেহে দশ বাহু প্রকাশে আবার !
রাবণ কম্পিত রোষে ভীম খড়্গাঘায়
কাটে পক্ষ, খগবর পড়িল ধরায় !
সর্ব্ব অঙ্গে রক্ত মাখা, মুখে রক্ত উঠে,
ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম মহীতলে লুঠে !
নীল মহামেঘ যেন রহয়ে নিশ্চল !
স্তব্ধ চণ্ডরব যেন শান্ত দাবানল !
জানকী ছুটিয়া পড়ে জটায়ুর গায়,
বাঁধে বাহুপাশে, যেন তনয়া পিতায় !
কপালে কঙ্কণ হানি' কাঁদে মুক্তকেশে,
ছিন্ন ভিন্ন পুষ্পহার—অনাথার বেশে !
রাবণ তর্জ্জন করি' আগুসারি ধায়
ভীত কুরঙ্গীর মত জানকী পলায় !
লতাসম মহাতরু ধরয়ে জড়ায়ে,
রাবণ কঠোর করে লইছে ছাড়ায়ে !
'হা রাম !' নিনাদ উঠে পুরি' মহাবন,
রবি না প্রকাশে—বিশ্ব আঁধারে মগন !
চলিল আকাশ-পথে রাবণ তখন,
কোলে সীতা, নীল মেঘে বিদ্যুৎ যেমন !

কুসুমের ধারা পড়ে ধরণী-উপরে,
পদ্মপীত বাস উড়ে সুনীল অম্বরে!
আকুল ঝঙ্কারে পড়ে রতননূপুর,
গিরি-সানু-দেশে রহে বিয়োগ-বিধুর!
কণ্ঠ হ'তে মুক্তাহার পড়ে সুবিমল,
আকাশ-গঙ্গার যেন ধারা নিরমল!
সঞ্চালিয়া শির যেন মহাতরুগণ
বিহঙ্গ-কূজনে কহে অভয়বচন!
ঊর্দ্ধে তুলি' শৃঙ্গবাহু শৈলরাজি কাঁদে,
ছুটে নয়নের বারি গভীর নিনাদে!
ঊর্দ্ধমুখে কাঁদে দীন মৃগশিশুগণ—
শূন্য নিরানন্দ রহে পঞ্চবটীবন!

বিংশ সর্গ।

বনপথে।

প্রচণ্ড মধ্যাহ্নরবি বনরাজিশিরে
ঢালে যেন অনলের রাশি—
স্তব্ধ বনপথে রাম ফিরে দ্রুতপদে
মৃগরূপী নিশাচরে নাশি'।
ভালে ঝরে স্বেদবিন্দু, বিশুষ্ক বদন,
কত কথা ভাবে রাম মনে—
"রাক্ষসের আর্ত্তনাদ শুনি' যদি প্রিয়া
মোর লাগি' পাঠায় লক্ষ্মণে!

একাকিনী মহাবনে রাক্ষসমাঝারে
আছে কিনা আছে প্রিয়া মোর!
না জানি কপালে হায়! আছে কিবা আর—
বিধাতার বিধান কঠোর!"
পশ্চাতে ভৈরবনাদে শিবাশত ডাকে,
উঠে পথে ঘোর অলক্ষণ—
ছুটে বনবায়ু মত্ত গভীর হুঙ্কারে,
ভয়াকুল ডাকে পক্ষিগণ!
ত্রস্ত মৃগশিশু যত দীন মুখে চাহে,
দীর্ঘ নেত্রে অশ্রু উছলিত!
দু'পাশে বনের তরু বরষে বিষাদে
পাণ্ডু-পত্র-অশ্রু অগণিত!
হেরিল সম্মুখে রাম, আসিছে লক্ষ্মণ,
প্রভাহীন দীন কলেবর!
ছু'টে গিয়ে করে ধরি' 'সীতা কোথা?' বলি'
বার বার পুছে রঘুবর!
"কোথা রে জানকী, মোর কাননের সখী?
নয়নের অমিয় আমার?
কেন বা আসিলি হেথা' একা ফেলি' তা'রে?
ফিরে দেখা পা'ব কি তাহার?
কোথা রে চম্পকগৌরী সুকুমারী সীতা,
সুখে দুঃখে সদা হাস্যমুখী?
হেরি' তার মুখ ওরে! বিজন কান্তারে
স্বর্গসুখে ছিনু আমি সুখী!

ফিরিয়া আশ্রমে যদি সীতারে না হেরি'
এ পরাণ ত্যজিব লক্ষ্মণ!
সীতা যেথা নাই—নহে আমার সে ঠাঁই,
শূন্য মোর এ তিন ভুবন!
আইনু কহিয়া তোমা' রহিতে আশ্রমে,
স্বর্ণমৃগ ধরিবার আশে—
নহে সে হরিণ—দুষ্ট মারীচ মায়াবী
মহাবনে লুকাল তরাসে!
শ্রান্ত বনে বনে ফিরি' দূর বনান্তরে
মহাশরে বিঁধিলাম তায়,
'হা সীতা! লক্ষ্মণ!' বলি' গভীর নিনাদে
পড়ে দুষ্ট ধরি' নিজ কায়!"

লক্ষ্মণ। ঐ ত করুণ ধ্বনি শুনিয়া জানকী
ধরে প্রভু! পাগলিনীবেশ!
কপালে কঙ্কণ হানি' কাঁদে উভরায়,
আলুথালু উড়ে মুক্ত কেশ!
কত বুঝাইনু—নাহি শুনে মোর বাণী,
কত মোরে কটু কথা কয়,
না আসে তোমার আগে রসনাতে মোর
দারুণ সে বাক্য জ্বালাময়!
ধরিয়া রাখিতে নারি—গোদাবরী-জলে
উন্মাদিনী ঝাঁপ দিতে যায়!
কি করি—আইনু প্রভু! তোমার সন্ধানে,
অপরাধ করিয়াছি পা'য়!

রাম। জান তুমি, একা আমি পারি নিবারিতে
দণ্ডকের যত নিশাচর ;
বীর তুমি, বীর্য্য মোর জান রে লক্ষ্মণ!
কিবা রহে তব অগোচর ?
নারীর বচনে তুমি রোষ-বশীভূত
ভুলিয়াছ আদেশ আমার!
বুঝিনু নিয়তি অন্ধ—কাল বলবান্,
হেন বুদ্ধি লক্ষ্মণ! তোমার!
বলিতে বলিতে রাম ছুটে বনপথে,
পাছে ধায় সুমিত্রা-কুমার—
অদূরে পড়িয়া শূন্য পঞ্চবটীবন—
নিরানন্দ, স্তব্ধ চারি ধার!

একবিংশ সর্গ।

শূন্য পঞ্চবটী।

শূন্য পঞ্চবটী—প্রাণ নাহি তা'রি—
শুষ্ক পুষ্প, ফল, তরু সারি সারি!
ফিরে না হরিণশিশু দূর্ব্বাদলে নাচি',
উড়ে না বনের পাখী—নাহি যেন বাঁচি'!
পশিয়া কদলীবনে চাহে চারি ধারে—
চাহে রঘুনাথ শুধু কুটীর-দুয়ারে!

* সুর করিয়া পাঠ করিতে হইবে ; সুর বাদ দিলে কবিতাগুলি নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে।

শূন্য শিলাতল! সীতা সেথা' নাই!
পড়িয়া হরিণী রহে চেতনা হারাই'!
ম্লান-কুসুম-কলি অশোক দাঁড়ায়ে—
কুসুম শিলাতলে রেখেছে সাজায়ে!
'জানকী জানকী!' বলি' ছুটে দু'টি ভাই—
শূন্য পর্ণশালা! সীতা সেথা' নাই!
পড়িয়া অজিন চারু, উড়ে কুশরাশি,
মুক্ত কপাট—নাহি সীতার সে হাসি!
'সীতা! সীতা!' রঘুনাথ ভ্রময়ে ফুকারি'—
অবিরল গলয়ে লোচন-বারি!
শোক-রক্ত আঁখি, ভীম মুখ-কাঁতি—
প্রতি তরু শতবার খুঁজে পাতি পাতি!
মত্ত অধীর কভু ছুটে বনমাঝে,
ধীর গভীর মুখে কভু বা বিরাজে!
নবপল্লবে সাজি' পবন-হিল্লোলে
শালযষ্টি কোথা মৃদু মৃদু দোলে—
'ঐ না জানকী?' বলি' বাহু তুলি' ধায়ে!
লক্ষ্মণ বুঝায় কত—প্রবোধ না পায়ে!
কুসুমিত রহে চারু কর্ণিকারসারি,
ধায় রঘুনাথ তাহে দু'বাহু পসারি'!
"রাখ পরিহাস, প্রিয়ে! এস মোর পাশে—
দেখেছি তোমার আমি স্বর্ণপীত বাসে।
ঐ না ছুটিছ তুমি আঁচল উড়ায়ে,
আকুল-কুন্তল-কুসুম ছড়ায়ে?

ঐ না তুলিছে লাল কিশলয়রাজি—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি তার মাঝে সাজি' !
এবার পড়েছ ধরা—এস মোর পাশে,
শূন্য পঞ্চবটী নিরানন্দে ভাসে !"
ধরিয়া অনুজগলে কহয়ে ফুকারি',
"লক্ষ্মণ ! জানকী কোথা—জানকী আমারি ?
ঐ তো অশোক-মূলে মঞ্জু মুখে হাসি,
কত না কহিল তোমা' বাণী—সুধারাশি !
পড়িয়া রয়েছে শিলা—আসন তাহারি,
অশোক বরষে তাহে লোচন-বারি !
ঐ তো ললিত পাতা দোলে সহকারে,
উঠেছে মাধবী লতা জড়ায়ে তাহারে ;
আপনি ঢালিয়া বারি, দিয়া করতালি,
কত না হাসিল প্রিয়া—বিয়া হ'বে কালি !
লক্ষ্মণ ! পরাণ আমি ধরিতে না পারি
চাঁদবদনা বিনা জনক-কুমারী !
"লক্ষ্মণ ! ছুটিয়া দেখ গোদাবরী-তীরে,
গিয়াছে জানকী বুঝি স্নান হেতু নীরে,
বুঝিবা কমল তুলি' পুলিনে দাঁড়ায়ে
খেলিছে কমলমুখী বালুকা সাজায়ে !
অথবা চপলা ল'য়ে রাজহংস-মালা
খেলিছে কৌতুকময়ী—ভুলিয়াছে বালা !"
লক্ষ্মণ ফিরিয়া কহে,—"সীতা সেথা' নাই !
কত যে ডাকিনু আমি—সাড়া নাহি পাই !"

"সীতা মোর নাই!" রঘুনাথ কহে কাঁদি'
"ভেঙেছে কপাল, ভাই! কাল মোরে বাদী!
মরিব সীতার লাগি'! মরিতে না পারি!
কি ক'বে দেবের মাঝে জনক আমারি!
কহিবে আমারে পিতা, আদেশ না পালি'
কেমনে আইলে রাম! কুলে মোর কালী!
কেমনে ফিরিব আর মহাপুরী মাঝে!
নহে সে ভবন, যেথা' সীতা নাহি রাজে!
যাও রে লক্ষ্মণ! ফিরি'—দেখো মোর মায়ে!
কহিও প্রবোধবাণী ভরতে বুঝায়ে!
কাননে কাননে আমি খুঁজি' পাতি পাতি
ফিরিব সীতার লাগি' দিন আর রাতি!
চৌদ্দ বরষের শেষে জনক-কুমারী
যদি না নেহারি—প্রাণ ত্যজিব আমারি!

দ্বাবিংশ সর্গ।

গিরিবনে।

বিষাদে পাদপতলে মলিন বদন
বসে রঘুনাথ, তবে কহিছে লক্ষ্মণ,—
"আর্য্য! একি ভাব তব? সাগরসমান
উদার প্রকৃতি তব ক্ষুব্ধ কম্পমান!
শোক মলিনতা নহে প্রকৃতি তোমার—
দীনবাণী নাহি কহে রঘুর কুমার!

রহয়ে জানকী যদি ধরণী মাঝারে,
চল রঘুনাথ! খুঁজি' পাইব তাঁহারে।
নাই যদি সীতা, প্রভু! শোক কিবা তায়?
অলঙ্ঘ্য নিয়তি—তুমি বলেছ আমায়!
জানি আমি বুদ্ধি তব সাগরসমান,
বিশ্বপ্রকাশক প্রভু! রহে তব জ্ঞান!
তুল্য-সুখ-দুঃখ তুমি সমদরশন—
প্রকৃতি দাসীর মত রহে অনুক্ষণ!
পুরুষপ্রধান! উঠ মোহ পরিহরি—
রহে ধরাতলে যদি তোমার সে অরি,
অমর যদি সে হয় সুধা করি' পান,
বধিব, ধরে সে যদি সহস্র পরাণ!
উঠ রঘুনাথ! ঐ সম্মুখে অচল—
শত প্রস্রবণে যার ঝরে পুণ্য জল,
চল, প্রতি শিলা তার করি অন্বেষণ,
প্রতি শৃঙ্গ, প্রতি গুহা, প্রতি সানুবন!
আর্য্য! হের, হের, যত বনের হরিণ
ছুটিছে দক্ষিণ মুখে নিরানন্দ দীন—
চাহে ফিরে ফিরে, আর হেরিছে আকাশ,
বহিছে দক্ষিণ মুখে বনের বাতাস!
বাহু তুলি' ডাকে যেন বনতরুসারি—
আর্য্য! ঐ পথে গেছে জনক-কুমারী!"
চলিল লক্ষ্মণ আগে, পাছে রঘুপতি
হেরি' গিরিভূমি যত, গজবরগতি।

দেখে রঘুনাথ ভাসি' নয়নের জলে,
অম্লান-কুসুম-রেখা পড়ি' ভূমিতলে!
কহিছে রাঘব,—"ঐ নেহার লক্ষ্মণ!
জানকীর কণ্ঠহার—কুসুম ভূষণ!
তুমি দিয়াছিলে আনি' কর্ণিকার ফুল,
হাসিয়া পরিল প্রিয়া কুন্তলে অতুল;
সেই তো চম্পক দু'টি পড়েছে খসিয়া—
রেখেছে ধরণী আহা! হৃদয়ে ধরিয়া!
স্নেহে দিবাকর নাহি বরষে অনল—
রয়েছে কুসুম তার নবীন বিমল!"
ল'য়ে ফুলদল, রাখি' বক্ষে শিরোপরে,
বাম করে ধনু, রাম কহে গিরিবরে,—
"দেখেছ কি শৈল! তুমি মহাবন মাঝে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক রমণী বিরাজে?"
বলিতে বলিতে রোষে রক্তিমনয়ন
কহে রঘুনাথ, সিংহ শৃগালে যেমন,—
"শুন রে অচল! যদি না দাও আমায়
কমলবদনা হেম-বরণা সীতায়,
এখনি বিচূর্ণ করি' শৃঙ্গরাজি তোর
ছাড়িব অমোঘ শর কুলিশকঠোর!
ধ্বস্ত দ্রুমদল—ছিন্ন বনের বল্লরী,
এখনি অচল! তুই উঠিবি শিহরি!
ধূ ধূ করি' দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া—
কোটি প্রস্রবণে তোর যাবে না নিবিয়া!

দগ্ধ তৃণহীন র'বি অঙ্গারসমান—
বিশুষ্ক-নির্ঝর-মালা নিরেট পাষাণ !"
দগ্ধ করি' শৈলে যেন নয়ন-অনলে
অদূরে রাঘব তবে হেরে ভূমিতলে
নিশাচর-পদ-চিহ্ন ; মাঝে মাঝে তার
সীতার চরণ-রেখা রহে সুকুমার !
কহে রঘুনাথ, "হের, হের রে লক্ষ্মণ!
রাক্ষস সীতারে হেথা' করেছে ভক্ষণ !
ঐ ছুটিয়াছে প্রিয়া কুরঙ্গীর মত—
রহে ভূমিতলে তার পদরেখা কত !
কভু ছুটিয়াছে বালা মহাতরুপানে—
কত না ডেকেছে মোরে আকুল পরাণে !
লক্ষ্মণ। দেখ রে, হেথা' নিশাচরগণ
খণ্ড খণ্ড করি' তারে করেছে ভক্ষণ !
বিন্দু বিন্দু রক্ত হের স্বর্ণবিন্দুপ্রায়
পড়িয়া ধরণীতলে—বিশাল শিলায় !
সীতার লাগিয়া ভাই! লোকভয়ঙ্কর
রাক্ষসে রাক্ষসে হেথা বেধেছে সমর !
পড়িয়া ধরণীতলে মহাধনু কার ?
পৃথিবীর ইহা, বৎস ? কিম্বা অমরার ?
কাঞ্চনকবচ কার শীর্ণ পড়ি' রয় ?
দিব্য-মাল্য-বিভূষিত ছত্র শোভাময় ?
ভগ্ন মহারথ পড়ি' অপূর্ব্বদর্শন,
ভীমকান্তি অশ্ব কার পিশাচবদন ?

"লক্ষ্মণ! দিবস নিশি সেবা করি যাঁ'য়—
কোথা ধর্ম্ম?—ধর্ম্ম নাহি রাখিল সীতায়!
সদা লোকহিতে রত, শান্ত, বীর্য্যহীন,
তাপস-আচারী, মৃদু, বনবাসী, দীন—
ভেবেছে অমরগণ আমারে লক্ষ্মণ!
হ'ল গুণরাশি মোর দোষের কারণ!
উঠুক জ্বলিয়া আজি বীর্য্য-বহ্নি মোর—
ছুটুক কার্ম্মুকে ঘোর টঙ্কার কঠোর!
ডুবে যারে গুণাবলি হৃদয়-রঞ্জন!
হ'ক রে শারদ চাঁদ নিদাঘতপন!
লক্ষ্মণ! করাল শরে ভুবন নাশিয়া
জানকীর শোক আজি র'ব রে ভুলিয়া!
ভ'রে যাবে মহাকাশ সায়কে আমার—
উঠিবে প্রলয়কম্প হৃদয়ে ধরার!
ফাটিয়া পড়িবে গিরি—ধ্বস্ত গিরিবন!
ক্ষুব্ধ মহাসিন্ধু, লুপ্ত চন্দ্রমা, তপন!
ভ্রষ্টকক্ষপথ, দীপ্ত মহাগ্রহচয়
পড়িবে বিচূর্ণ আজি শীর্ণ বিশ্বময়!
মুছিব রাক্ষসনাম ধরাপৃষ্ঠে আজি—
লক্ষ্মণ! এস রে পাছে রণসাজে সাজি'—"
বলিতে বলিতে প্রভু বাঁধি' জটাজাল
কটিতে কসিয়া প'রে হরিণের ছাল,
ললাটে ভ্রূকুটি-রেখা, রক্তিম নয়ন,
রক্ত ওষ্ঠপুট রোষে কাঁপে ঘনঘন!

টঙ্কারিয়া মহাধনু দিব্য শর করে
ছুটে রঘুনাথ তবে গিরিবন ’পরে!

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

জটায়ুর দিব্যগতিলাভ।

অপূর্ব্ব সে রূপ হেরি’ লক্ষ্মণ তখন
শুষ্ক মুখে জুড়ি’ কর কহিছে বচন,—
“না ছাড় প্রকৃতি প্রভু! স্বভাব তোমার
সদা শান্ত, নিরমল, পরম-উদার!
সবার পরাণসম, লোক-অভিরাম,
সবার পরমা গতি—রাজা তুমি রাম!
চন্দ্রে শোভা, সূর্য্যে প্রভা, ক্ষমা ধরণীর
একা ধর দেবসম মনুষ্যশরীর!
এক অপরাধী—কেন সবার সংহার?
এ নহে রাজার নীতি, রঘুর কুমার!
এক রণরথ পড়ি’ হের, রঘুবর!
মহাঘোর দু’জনার হ’য়েছে সমর।
সীতা হরিয়াছে যেবা মৃত্যুর লাগিয়া,
রহে সে সাগরতলে যদি লুকাইয়া,
শুষিব সাগর! চল, নদী, গিরি, বন—
নিখিল ধরণী দোঁহে করি অন্বেষণ;
না পাও সীতারে যদি, করিও সংহার
হেমপুঙ্খ বজ্রসার সায়কে তোমার!”

শুনি' লক্ষ্মণের বাণী, রাঘব তখন
ফিরে মন্দগতি, ধীর গম্ভীর বদন।
জুড়িয়া করাল চাপে ক্ষুরসম শর
চলে গিরিবনে রাম লক্ষ্মণদোসর।
অদূরে জটায়ু পড়ি' অচলসমান,
হেরি' রঘুনাথ কহে, কোপে কম্পমান,—
"ঐ তো রাক্ষস করি' সীতারে ভক্ষণ,
ঘুমাইছে গিরিবনে, দেখ রে লক্ষ্মণ!
করিব সংহার—" বলি' ছুটে রঘুবর,
পদভরে শৈলসানু কাঁপে থর থর!
দীন সকরুণ বাণী—মুখে রক্ত উঠে,
কহে খগবর, আর শিলাতলে লুঠে,—
"আমি দেখিয়াছি সীতা, মহাবনে যাঁয়
খুঁজিছ এমন প্রভু! মহৌষধি প্রায়!
রাবণ লয়েছে হরি' জানকীর সনে
আমার পরাণ রাম! মহাঘোর রণে!
চূর্ণ মহারথ হের, শীর্ণ ছত্র তার,
সংগ্রামসারথি হত প্রতাপে আমার!
কাল বলবান্—আমি হইলাম হত,
না মার আমারে আর—আয়ু মোর গত!"
শুনি' প্রিয়বাণী—প্রিয় জানকীর নাম
কার্ম্মুক ফেলিয়া ধায় দ্রুতপদে রাম!
নয়নে গলিছে বারি, আলিঙ্গিয়া তা'য়
কহে রঘুনাথ শোক-বিকল ভাষায়,

"পরের লাগিয়া তুমি দিয়াছ পরাণ!
কে আছে জটায়ু! আর তোমার সমান!
লক্ষ্মণ! নিয়তি মোর কত বা কঠিন!
শোকের উপরে শোক আসে রাত্রি দিন!
হেরি' জটায়ুরে আজি উঠে উথলিয়া
জনকের শোক মোর হৃদয় প্লাবিয়া!
কহ মহাপ্রাণ! যদি শকতি তোমার,
কি শেষবারতা তুমি রেখেছ সীতার?
কেবা হরিয়াছে সীতা! কোথা তার ঘর?
অসুর, অমর সেবা? কিম্বা নিশাচর?"
স্বর-বিরহিত—চাহে ব্যাকুলনয়ন,
জটায়ু রুধির-ধারা করয়ে বমন!
'রাবণ—কুবেরভ্রাতা'—এতেক কহিয়া
চরণ প্রসারি' বৃদ্ধ পড়ে আছাড়িয়া,
লুঠে মহীতলে শির—অচলসমান
রামের চরণে গৃধ্র ত্যজিল পরাণ!
আকুল রাঘব; ঝরে অশ্রু অবিরল—
কহিছে অনুজে, "ভাই! নিয়তি প্রবল!
হেন মহাবল—হেন উদার পরাণ,
এই তার শেষ—অহো! কাল বলবান্!
দিল নিজ প্রাণ বৃদ্ধ পরের লাগিয়া,
কহিতে অন্তিমবাণী আছিল পড়িয়া!
ধন্য ধরণীর ভাগ্য! পক্ষিকুলে তার
রহে মহাপ্রাণ হেন পরম-উদার!

সাধু-পরিপূর্ণ ধরা—সর্ব্বভূত মাঝে
ধর্ম্ম-পরায়ণ হেন পরাণ বিরাজে!
লক্ষ্মণ! গভীর ভাবে ভরিল হৃদয়—
জ্বাল হুতাশন—আন শুষ্ক-কাষ্ঠচয়।"
অচল-গুহাতে বহ্নি উঠিল জ্বলিয়া,
ভীম চণ্ড রবে গেল কানন ভরিয়া!
উঠে চটাপট্‌ধ্বনি, শুষ্ক পত্র পুড়ে,
নীল ধূমশিখা উড়ে মহাতরু-চূড়ে।
কহে রঘুনাথ, "বৃদ্ধ! দিব্য লোকে যাও,
জগতে জগতে নিজ করুণা ছড়াও!
স্বরগ-দুয়ারে ইন্দ্র রহে প্রতীক্ষায়,
অমর-নন্দিনী তব যশোগাথা গায়।
যে গতি লভয়ে সাধু যজ্ঞপরায়ণ,
যে গতি লভয়ে নিত্য সাগ্নিক ব্রাহ্মণ,
আমি কহিলাম, বৃদ্ধ! সেই লোকে যাও—
আমি দিনু বহ্নি, বৃদ্ধ! দিব্য গতি পাও!"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

কবন্ধ।

চলিল দক্ষিণ মুখে রাঘব তখন,
পশিল গহন বনে ঘোর দরশন—
লতাজালে বনপথ গিয়াছে ঢাকিয়া,
ভীমকণ্ঠে ডাকে পাখী থাকিয়া থাকিয়া!

স্তব্ধ, সুগভীর ! কোথা' সদা অন্ধকার !
উঠে বনভরা কোথা' ঝিল্লীর ঝঙ্কার !
পাতালসমান কোথা অচল-গুহায়
দাঁড়ায়ে রাক্ষসী, সাজি' করাল ভূষায় !
হৃষ্ট মৃগদল কোথা ফিরে পালে পাল,
কুসুমে সেজেছে তরু নাচে লতাজাল।
চলে মহাগজ কোথা বন আলোড়িয়া,
ছিন্ন লতাপাশ রহে চরণে বেড়িয়া।
পড়িয়া আয়ত কোথা শিলা নিরমল,
বরষে কুসুম তাহে বনতরুদল।

সহসা নিবিড় বনে মহানাদ উঠে,
ভীত বনপশু যত দশ দিকে ছুটে !
ভাঙে মড়মড়ি তরু, গিরিরেণু উড়ে,
আকুল চিৎকারে যেন মহাবন পূরে।
করে কোষমুক্ত অসি, চলে রঘুবীর,
হেরে, পথ জুড়ি' রহে বিশালশরীর,
তীক্ষ্ণ রোমরাজি অঙ্গে অচলসমান
কবন্ধ, উদরলগ্ন মুখ লেলিহান !
বিশাল উদর, তাহে রহে ক্ষুদ্র শির,
পাবকের শিখা জ্বলে—নয়ন গভীর !
পিঙ্গল নয়নে পাতা দীর্ঘ সূচিপ্রায়,
যোজন—আয়ত বাহু, পশু ধরি' খায় !
নীল মহামেঘ যেন গরজে ভীষণ,
মেদলিপ্ত অঙ্গ, মাংস করিছে চর্ব্বণ !

ধরি' রঘুনাথে তবে লক্ষ্মণের সনে
টানে মহাবল রক্ষঃ, গরজে সঘনে!
লক্ষ্মণ বিবশ-অঙ্গ, একা রাম যুঝে,
ভৈরব নিনাদে তবে নিশাচর পুছে,
"কে তোরা বৃষভস্কন্ধ খড়্গাচর্ম্মধর
আইলি এ ঘোর বনে আমার গোচর?
মরিলি মানুষ! ওরে শিথিলপরাণ!
আনন্দে মানব-রক্ত করিব রে পান!"
শুনি' সে কঠোর বাণী কহিছে লক্ষ্মণ
"আর্য্য! পশুসম নাহি ভজিব মরণ—
এস ভুজবলে মোরা ভীম খড়্গাঘায়
কাটি মহাভুজ, রক্ষঃ পড়িবে ধরায়।"
বিদ্যুৎ-চলিত-কান্তি অসি খরধার
হানে রঘুনাথ তবে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
পড়িল দক্ষিণ বাহু, যেন মহাশাল,
বাম বাহু কাটি' পাড়ে লক্ষ্মণ বিশাল।
পড়িল রাক্ষস তবে—লুঠে মহী'পরে,
গভীর নিনাদে তার মহাবন ভরে।
রুধির-কর্দ্দম মাখি' সজলনয়ন
কহে নিশাচর,—"ওহে তমালবরণ!
কে তুমি? কেন বা ফের ঘোর বনমাঝে?
পাশে গৌরতনু বীর কেবা এ বিরাজে?"
কহিছে লক্ষ্মণ, "মোরা ক্ষত্রিয়কুমার—
রাম রঘুনাথ খ্যাত ধরণী মাঝার

শিয়রে দাঁড়ায়ে তোর ; অনুজ লক্ষ্মণ,
দাস আমি তাঁর—সদা পূজি রে চরণ।"
"এস নরনাথ! এস" কহে নিশাচর,
না পারে কহিতে কথা, বাষ্পরুদ্ধ স্বর,
"হ'ল শুভদিন আজি, শরীরবন্ধন
পড়িল খসিয়া—যাব দেবের ভবন!
ফুটিয়া উঠিছে স্মৃতি—বিভূতি আমার!
ছিনু সূর্য্যসম রূপে দেবের কুমার।
নিয়তির লীলা—মোর হ'ল মতিভ্রম,
আশ্রয় করিনু শুধু দেহের বিক্রম।
ধর্ম্ম সহিল না—মুনি দিল অভিশাপ—
ধরিনু রাক্ষসদেহ—অনন্ত সন্তাপ!
সাধিনু চরণে ধরি', কহিল ব্রাহ্মণ,
'দিবে মুক্তি আসি' তোরে রঘুর নন্দন!"
শুনি' সে করুণ বাণী কহে রঘুবর,
"ধর যদি দেব-স্মৃতি, বলহ সত্বর
কোথা রহে সীতা? কোথা রাক্ষস রাবণ?
জানি শুধু নাম—নাহি জানি সে কেমন।"
কহিছে রাক্ষস, "প্রভু! মাটির শরীরে
দেবের সে স্মৃতি মোর আসিছে না ফিরে।
জ্বাল হুতাশন, দহ শরীর আমার,
করিবে এ দাস তব ক্ষুদ্র উপকার।"
লক্ষ্মণ জ্বালিল বহ্নি অচল-গুহায়,
ঘৃতপিণ্ড সম জ্বলে কবন্ধ তাহার।

সহসা সরা'য়ে চিতা অনলসমান
উঠে দেবমূর্ত্তি—বক্ষে মাল্য লম্বমান,
পরিধান দিব্য বাস, দিব্য ভূষা সাজে,
হংসযুক্ত দেবরথে দেবতা বিরাজে!
দিক প্রকাশিয়া দিব্য রূপের ছটায়
কহে মহাসত্ত্ব তবে দেবের ভাষায়,
"কাল বলবান্, তব নিয়তি প্রবল,
রঘুর কুমার! শোকে না হও বিহ্বল।
অচিরে লভিবে সীতা বধিয়া রাবণে,
যাও বীর! পম্পাতটে ঋষ্যমূক-বনে।
হ'বে মিত্রলাভ তব, সীতার উদ্ধার—
যাও বীর! পম্পাতটে শোভার আধার।
ঐ যে লোহিত চারু পলাশের রেখা
শৈলপাদদেশে রাম! দূরে যায় দেখা—
ঐ শিব পথ—দূর মহাবন মাঝে
পুণ্যশিবজলা পম্পা তড়াগ বিরাজে।
নীল মহামেঘ যেন বারিরাশি তার,
রাজহংসমালা তাহে দিতেছে সাঁতার;
তীরে কুসুমিত বন—শালতরুসারি
দুলিছে পম্পার বুকে—আন্দোলিত বারি!
শিয়রে উঠেছে গিরি মেঘ পরশিতে
ফুল্লতরুমালা পরি' বিশাল কটিতে।
জ্বলে গোধূলির আলো শৃঙ্গে শৃঙ্গে তার,
ধরেছে সে ছবি পম্পা বুকে আপনার।

সেই ঋষ্যমূক-বনে মতঙ্গ-আশ্রম,
রহয়ে সুগ্রীব তথা অতুলবিক্রম।
মিত্রলাভ বিনা তব পথ নাহি আর,
যাও পম্পাতীরে বীর রঘুর কুমার !”
এতেক কহিয়া রামে বিদায় সম্ভাষে—
মিশাইল দেবমূর্ত্তি সন্ধ্যার আকাশে !

পঞ্চবিংশ সর্গ।

শ্রমণী।

চলিল পশ্চিম মুখে শ্রীরামলক্ষ্মণ—
দেখে গিরিমালা কত, কুসুমিত বন।
যাপিয়া রজনী রাম শৈলসানুদেশে
পম্পার পশ্চিম তটে প্রভাতে প্রবেশে।
অদূরে আশ্রম, যেন দ্বিতীয় নন্দন—
সেবে ষড়ঋতু সদা ভৃত্যের মতন !
বাহু প্রসারিয়া ধরি' সুধাসম ফল
দাঁড়ায়ে রয়েছে সাজি' বনতরুদল !
বৃক্ষে বৃক্ষে মধু ঝরে, পিক কুহু গায়,
দিব্য গন্ধ বহি' মন্দ বনবায়ু ধায়।
অদূরে পম্পার বুকে জ্বলে রবিকর,
শোভে ঋষ্যমূক স্বর্ণ-মণ্ডিত-শিখর।
পম্পার নৈঋতকোণে মহাশিলা কত
রয়েছে পড়িয়া গাঢ় অঞ্জনের মত ;

সদা শ্যামকান্তি, পুণ্য মহাতরুগণ
দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন সমাধিমগন।
দাঁড়ায়ে তরুর মূলে আয়ত শিলায়
শ্রমণী অশীতিপরা বেদমন্ত্র গায়।
অতিবৃদ্ধা—লোল চর্ম্ম, পাণ্ডুর শরীর,
দাঁড়ায়ে জটিলা, কাঁপে হস্ত, পদ, শির!
না পারে কহিতে বাণী, উথলে নয়নে
অশ্রুধার, হেরে বৃদ্ধা শ্রীরামলক্ষ্মণে।
রাখে পদ্মগন্ধি বারি, বনপুষ্প, ফল,
প্রণমে শবরী রাম—চরণকমল।
"হয়েছে তাপসি! সিদ্ধ সাধনা তোমার?"
প্রসন্ন বদনে রাম পুছে বার বার,
"পেয়েছ অমৃত তুমি? গিয়াছে ঘুচিয়া
মায়া-অন্ধকার? আছ আনন্দে ডুবিয়া?"
কহিছে শ্রমণী,—"আজি ঘুচিল বন্ধন!
লভিনু অমৃত আমি—দেবতার ধন!
নিবে গেল জীবনের চিতার অনল,
ব্রত উপবাস যত হইল সফল!
তোমার নয়ন-জ্যোতিঃ শরীরে আমার
পড়িল—খুলিয়া গেল স্বরগত্নয়ার!
এস নরনাথ! এই পুণ্য তপোবনে
ছিল ঋষিগণ—গেছে অমর-ভবনে।
চিত্রকুট শৈলে তুমি আসিলে যখন,
নামিল দেবের রথ উজলি' গগন,

দেবরথে গেল তাঁরা দেবের মাঝারে,
আমি মাগিলাম সঙ্গ—কহিলা আমারে,
'রহ ভাগ্যবতী, তুমি হেরিবে নয়নে
রাম রঘুনাথে শ্যামতমালবরণে!
আসিছে রাঘব; তুমি রহ গো তাপসি!
পূজিও অতিথি বৃদ্ধা, রহ তুমি বসি'।'
তাঁ'রা চ'লে গেল—দাসী রয়েছে বসিয়া,
তোমারি চিন্তায় আমি রয়েছি ডুবিয়া!
এস, প্রিয় রাম! আমি স্বাদু বনফল
রেখেছি পম্পার পূত পদ্মগন্ধি জল।
কিবা দিব আর! লহ বন্য উপহার!
কি আছে আমার—শুধু তপ্ত অশ্রুধার!"
শ্রমণী প্রণমে পদে লুঠিয়া ধরণী,
কহে স্নেহমাখা কণ্ঠে,—"হের, রঘুমণি!
নীল মহামেঘ যেন রহে মহাবন,
পড়িয়া রয়েছে শিলা, প্রগাঢ় অঞ্জন,
ঐ শিলাতলে বসি' মোহন সন্ধ্যায়
ব্রাহ্মণ গেয়েছে গান অমর ভাষায়!
আজিও বাজিছে তাহা তরুর মর্ম্মরে,
পম্পার কল্লোলে, মঞ্জু বিহঙ্গের স্বরে!
বড় সাধ, দেহ রাখি ঐ শিলামূলে—
কত আর র'ব, বল, দেবসঙ্গ ভু'লে!
যে লোকে গিয়াছে তা'রা, যা'ব আমি তায়,—
প্রসন্ন নয়নে চাহ, নমি তব পায়!"

"যাও তো তাপসি! তুমি যথাসুখে যাও,
দেবতার লোকে তুমি দিব্য গতি পাও,"
কহে রঘুনাথ; শুনি' শ্রমণী তখন
তাপসের বেদীমূলে জ্বালে হুতাশন।
পূর্ণাহুতি দিয়া তাহে প্রবেশে আপনি,
চীর-কৃষ্ণাজিন অঙ্গে, মুখে বেদধ্বনি!
অনলসমান চারু দিব্য রূপ ধরি'
উজলি' আকাশতল উঠিল শবরী;
জ্বলে প্রভাতের আলো দিব্য আভরণে,
গভীর প্রণবধ্বনি উঠিছে বদনে!
চলিল শ্রমণী তবে দিব্যলোক মাঝে,
কোটি কোটি মহা-ঋষি যেখানে বিরাজে!

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

পম্পাতটে।

শ্রমণী চলিয়া গেল দিব্য লোকে তার;
চলে পম্পাতটে তবে রঘুর কুমার।
শোভে মহাবন—দোলে শালের মঞ্জরী,
সখীসম লতা কত রয়েছে আবরি'।
পলাশে অশোকে কোথা লাল বনস্থলী,
গুল্মে গুল্মে ফুটে কুন্দ মালতীর কলি।
লাল ঋষ্যমূক গিরি কুসুমে লতায়
রহে শৃঙ্গবাহু তুলি' মগ্ন সাধনায়।

কেতকীপরাগমাখা বহে কলকল
পঞ্জর ফাটিয়া তার সুধাসম জল।
পম্পা যেন হৃদি তার রহে বাহিরিয়া—
শোভে কোটি শতদল পবনে দুলিয়া।
কুমুদ-কুট্মলে কোথা শুভ্র বাস পরি'
নীলবনবেণী পম্পা হাসিছে সুন্দরী!
স্ফটিকসমান বারি পুলিনে উছলে
শুভ্র বালুকার'পরে ধৌত শিলাতলে।
মুকুলিত আম্রবণ, মধু ঝরে তায়—
বসে রঘুনাথ তাহে আয়ত শিলায়।
সম্মুখে পম্পার বারি করে টলমল,
স্থির উচ্চগ্রীব ভাসে মরালের দল।
গাহে বস্তুকণ্ঠে পিক কুহু কুহু তানে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে আকুল পরাণে।
লক্ষ্মণ নলিনীপত্রে আনে নিরমল
রজতের ধারা যেন পদ্মগন্ধি জল!
রাখে বনফল কত অমৃতসমান,
কহে রঘুনাথ তবে প্রফুল্লবয়ান,
"লক্ষ্মণ! অশুভ বুঝি হ'ল আজি দূর,
উঠিছে অন্তরে মোর আনন্দ প্রচুর।
স্নান করি' পম্পাজলে হেন মনে লয়,
দূর অবসাদ—শক্তি ভরিল হৃদয়!
চল, ঋষ্যমূক গিরি ঐ শোভা পায়,
রহয়ে বানরবীর সুগ্রীব যথায়।

জাননা ভীষণ কত মানুষের মন—
মনোহর হাসি তাহে ফুল-আবরণ!
ল’য়ে পদধূলি শিরে ‘মা’ ব’লে ডাকিলে,
রামে ভাব পুত্র নিজ, স্নেহে যাও গ’লে!
পরের সন্তান তুমি ভাবিছ আপন,
না দেখি অবোধ আমি তোমার মতন!
রাজনীতি জানে রাম বিদ্যার আধার—
তাই ত আতঙ্কে বুক কাঁপিছে আমার,
তাই ত আমার ভয়—লভি’ সিংহাসন
ভরতে সুদূরে রাম করিবে প্রেরণ,
অথবা বধিবে প্রাণে! রামের সন্তান
রাজা হ’বে রঘুকুলে; ভরতের স্থান
নাহি আর অযোধ্যায়—লুপ্ত তার নাম!
বড় সুখী হবে, রাণি! রাজা হ’লে রাম!’
“ঐ যে বুড়াটি—যারে ভাব আপনার,
মুখে তার প্রেম, বুকে হলাহলভার!
পতিসোহাগিনী তুমি, ভাবিছ সদাই
তোমা সম ভাগ্যবতী আর বুঝি নাই!
দু’টো সুমধুর কথা শুনে গ’লে যাও,
বুকে যে বিষের হাঁড়ী, দেখিতে না পাও!
জাননা কেন বা রাজা দূর দেশান্তরে
পাঠায়েছে পুত্রে তব কেকয়নগরে;
রাম হ’বে রাজা যদি, শুভ সমাচার
পাঠায়ে না আনে কেন ভরতে তোমার?

গোপনে মন্ত্রণা রাজা করিছে সদাই,
তোমার মন্দিরে তাঁরে দেখিতে না পাই।
রাম আজি রাজা হ'বে কিছুই না জানি—
জানে শুধু রামমাতা প্রিয় পাটরাণী!
রাম-অভিষেক যদি হইয়াছে স্থির,
কেন বা না আসে রাজা তোমার মন্দির?
সারানিশি নরপতি কৌশল্যার সনে
কহে কত কথা, তোরে নাহি পড়ে মনে!
হা কৈকেয়ি! ভাঙিয়াছে তোমার কপাল,
কৌশল্যার পদসেবা কর চিরকাল!
কত করিয়াছ তুমি তার অপমান,
এইবার পাবে, রাণী! সব প্রতিদান!
আসি' যবে রাজমাতা হেলায়ে তর্জ্জনী
কহিবে, 'কোথা রে দাসী কেকয়নন্দিনী!'
কেমনে সহিব আমি সে ঘোর বচন?
হা বিধি! হ'ল না কেন আমার মরণ!"
কাঁদিল মন্থরা, শিরে কঙ্কণ হানিয়া,
দরদর পড়ে অশ্রু গণ্ড ভাসাইয়া!

সপ্তম সর্গ।

মুগ্ধা কৈকেয়ী।

শুনি' মন্থরার বাণী রোষে মহিষীর
জ্বলিয়া উঠিল মুখ, কাঁপিল শরীর;

পৃষ্ঠে দোলে বেণী, যেন করাল সাপিনী,
প্রতপ্ত নিশ্বাস ছাড়ি' কহে তবে রাণী,—
"ভরতে করিব আজি রাজা অযোধ্যায়,
রামে পাঠাইব বন, করহ উপায়।
টলে যদি হিমালয়, ক্ষুব্ধ ত্রিভুবন,
না হ'বে অন্যথা কভু আমার বচন!"
মুছিয়া নয়নবারি কহিছে মন্থরা,—
"জুড়াল পরাণ শুনি' কথা মধুভরা!
আহা হ'ক, পূর্ণ হ'ক তোমার বচন,
পড়ুক তোমার মুখে কুসুম চন্দন!
ভুলেছ কি পূর্ব্ব কথা? দেবাসুর-রণে
গেলা নরপতি যবে, তুমি তাঁর সনে
দক্ষিণে দণ্ডক বনে করিলে গমন,
শম্বর অসুর করে মহাঘোর রণ।
বাণবিদ্ধ দশরথে বাঁচালে, সুন্দরি!
রণভূমি হ'তে রথ দূরে রক্ষা করি'।
লভিয়া চেতনা রাজা তোমারে তখন
দিল দু'টি বর, রাণি! করহ স্মরণ।
'যখন হইবে সাধ, ল'ব দু'টি বর'—
কহিলে তখন তুমি, তুষ্ট নরবর।
তুমি কহিয়াছ মোরে এই বিবরণ,
ইষ্টমন্ত্র সম আমি রেখেছি স্মরণ।
আজি আসিয়াছে দিন, বর মাগ, রাণি!
এক বরে পুত্রে কর রাজদণ্ডপাণি,

অন্য বরে চতুর্দ্দশ বরষের তরে
রাম-বনবাস তুমি মাগহ সত্বরে।
বন হ'তে পুনঃ রাম ফিরিবে যখন,
আর টলিবে না তব পুত্র-সিংহাসন ;
বনে যদি মরে রাম, কিবা ভয় আর ?
পূজা দিব আমি যত কুলদেবতার।
এখনি আসিবে রাজা তোমার মন্দিরে,
উঠ, রাণি ! দূরে ফেল ভূষণ অচিরে।
এলায়ে নিবিড় বেণী রুক্ষ কর কেশ—
শোকে মগ্ন তুমি, তব সাজে কি এ বেশ ?
মলিন বসন পরি' শুয়ে ভূমিতলে
অন্ধকার ঘরে ভাস নয়নের জলে।
খুলে ফেল কণ্ঠ হ'তে মরকতহার—
ভিখারিণী তুমি, কেন ভূষণ তোমার ?
আসি' নরপতি যবে সাধিবে তোমায়,
ক'য়োনাক কথা, কেঁদো অজস্র ধারায়।
জানি আমি, মহারাজ তোমার বচনে
পারে পশিবারে, রাণি ! দীপ্ত হুতাশনে।
হেরিলে তোমার ক্রোধ কাঁপে নরপতি,
লঙ্ঘিতে তোমার কথা কোথায় শকতি ?
তব প্রিয় লাগি' রাজা দিবে নিজ প্রাণ—
শত রামে বনে দিবে প্রাণের সমান !
কি ভয়, কৈকেয়ি ! বাঁধ বুক আপনার,
রাম-অভিষেক-আশা নিবার' রাজার।

দেখো, যেন ভুলোনাক মধুর কথায়,
ধন রত্ন দিবে রাজা— পায়ে ঠেল তায়!
রাম-বনবাস হ'ক সাধনা তোমার,
রামবনবাস-মন্ত্র জপ অনিবার!"
কহিছে কৈকেয়ী,—"দিদি! ছিলে তুমি যাই,
রাজার এ কূটবুদ্ধি বুঝিনু ত তাই!
হিতৈষিণী তুমি মোর বড় আপনার—
তুলনা তোমার বুঝি মিলেনাক আর!
কিবা বুদ্ধি তোর দিদি! ক্ষুরের সমান,
আহা! কি সুন্দরী তুমি কমলবয়ান!
পিঠে তোর কুঁজ—তবু কত শোভা পায়!
কত মন্ত্র কত মায়া বাস করে তায়!
যেমন হইবে রাজা ভরত আমার,
সোনাতে বাঁধা'য়ে দিব কুঁজটি তোমার—
দোলাইয়া দিব তায় মুকুতার মালা,
রূপে করিবি, গো দিদি! রাজপুরী আলা!
পৃথিবীর যত কুঁজী আনিব ধরিয়া,
র'বে তা'রা সদা তোর চরণে পড়িয়া!"
শুনি' সে মধুর বাণী, মন্থরা তখন
বলে, "উঠ, উঠ, রাণি! হেন শুভক্ষণ
চ'লে গেলে ফিরে কভু পাবে না গো আর—
পর' ছিন্নবাস, ফেল যত অলঙ্কার!"
উঠিয়া কৈকেয়ী পরে' মলিন বসন,
আঁধার ঘরের কোণে করিল শয়ন,

কপালে কঙ্কণ হানি' বলে বার বার,—
"না গেলে অরণ্যে রাম, উঠিব না আর ;
শুনিবি, মন্থরা ! তুই আমার মরণ,
অথবা কাননে রাম করেছে গমন !"

অষ্টম সর্গ।

মুগ্ধ দশরথ।

সারানিশি নরপতি　　　আনন্দ-তরল-মতি
সুখের হিল্লোলে ভাসে আশার সাগরে,
লইয়া সচিবগণে　　　কত কথা সঙ্গোপনে
কহে রাজা ফুল্ল মনে মন্ত্রণার ঘরে ;
বদনে প্রীতির ভার　　　দিতে শুভ সমাচার
কৈকেয়ীর পুরে রাজা পশিল তখন—
রাহুযুক্ত নভস্তলে　　　পাণ্ডুর জলদদলে
পূর্ণিমার নিশাকর প্রবেশে যেমন !
কত লতাগৃহ তায়　　　চারিদিকে শোভা পায়,
কুসুমে ভূষিত তরু শোভে সারি সারি,
প্রসারিত দীঘি কত,　　　ঘাটে বাঁধা মরকত,
ঢলঢল করে নীল পরিপূর্ণ বারি।
রতন-আসন-তলে　　　স্বর্ণরবিকর জ্বলে,
দু'পাশে নির্ঝর ঢালে মুকুতার রাশি,
গাহে পিক কুহুস্বরে　　　অশোকের শাখা 'পরে,
বহে মনোহর বায়ু কুসুমবিলাসী।

না হেরি' প্রিয়ারে তথা চলিল নৃপতি যথা
কৈকেয়ীর রত্নময় শয়ন-মন্দির ;
শূন্য শুভ্র শয্যাতল, প্রিয়ার সে নিরমল
না শোভে মধুর হাসি—সোনার শরীর !
কম্পিত পৃথিবী-পতি, দাসী আসি' দ্রুতগতি
ভয়ে কাঁপি' থরথরি করে নিবেদন,
"না জানি কি রোষভরে মহিষী আঁধার ঘরে
ধূলাতে পড়িয়া প্রভু ! করিছে রোদন !"
ত্রস্ত ক্ষুব্ধ নরপতি, বদন বিবর্ণ অতি,
দ্রুতগতি গিয়া হেরে, ধূলায় পড়িয়া
কাঁদে রাণী উচ্চ নাদে, মৃগী যেন ব্যাধ-ফাঁদে,
দরদর অশ্রুধারা পড়িছে গলিয়া !
বিকীর্ণ ভূষণ যত শোভে তারাদলমত,
আলুথালু রুক্ষ কেশ যেন মেঘভার,
ঈষদ্ প্রকাশে তায় ক্ষীণ চন্দ্রকলাপ্রায়
কৈকেয়ীর অশ্রুসিক্ত বদন উদার !
একে রাণী প্রিয়তমা, তরুণী পরাণসমা,
বৃদ্ধ নরপতি দগ্ধ মদন-অনলে,
ধেয়ে' গিয়ে বসে রায়, কৈকেয়ী ফিরে না চায়—
দলিত লতার প্রায় রহে ধরাতলে।
সোহাগে পসারি' কর প্রিয়া-অঙ্গ নরবর
ধীরে ধীরে মহাখেদে করে পরশন—
বাণ-বিদ্ধ প্রিয়া-অঙ্গ কাননে যেন মাতঙ্গ
ধীরে ধীরে শুণ্ড তুলি' করয়ে মার্জ্জন !

আদরে ধরিয়া পাণি কহে রাজা, "উঠ, রাণি!
কেন শুয়ে ধরাতলে মলিন বদনে?
নয়নের আলো তুমি, আঁধার মরতভূমি
নাহি যদি হেরি হাসি তোমার আননে!
কিছু ত করিনি আমি— জানেন অন্তরযামী,
কল্যাণি! খুলেছ কেন যত আভরণ?
কেবা কি বলেছে, বল, তোমার নয়নে জল
কে এনেছে হেরিবারে শমন-ভবন?
কিছু কি হয়েছে ব্যাধি? চরণে ধরিয়া সাধি,
বল, রাণি! খুলে বল কি ব্যাধি তোমার?
আছে বৈদ্য রাজপুরে, রোগ তব যাবে দূরে—
বল, বল—ব্যাজ নাহি সহিছে আমার!
তুষিতে তোমার মন, হয় যদি প্রয়োজন,
দরিদ্রে করিব রাজা, ধনাঢ্যে কাঙাল,
অবধ্যের ল'ব প্রাণ, বধ্যে দিব মুক্তিদান—
বল, রাণি! ভাঙিয়াছে কাহার কপাল?
যতদূর রবিকর প্রকাশে ধরণী 'পর
ততদূর আছে, রাণি! মোর অধিকার,
দ্রাবিড়, বঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ,
সমৃদ্ধ কাশী, কোশল—কত ক'ব আর!
কিবা রত্ন, কিবা ধন আনিব, বল, এখন,
ঢেলে দিয়া পদতলে তুষিব তোমায়?
উঠ, রাণি! একবার বাঁধিয়া কবরীভার,
মধুর বচনে প্রিয়ে! তোষহ আমায়!"

নবম সর্গ।

কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা।

শুনিয়া রাজার বাণী কৈকেয়ী তখন,
নয়নে অনল-শিখা—কহিছে বচন,—
"কেহ ত করেনি আজি মোর অপমান,
জ্বলে শুধু দিবানিশি আমার পরাণ!
বাসনা একটি বড় মরমের তলে
উঠিয়াছে আজি—তাই প্রাণ সদা জ্বলে!
আমার সে আশা যদি না কর পূরণ,
আজি, মহারাজ! মোর নিশ্চয় মরণ!
আমার মরণে তব ক্ষতি কিছু নাই,
আছে প্রিয় রাণী—সে তো সেবিবে সদাই!
রহিল অনাথ শিশু, দেখিও, রাজন্!
পার যদি অভাগীরে করিও স্মরণ!"
"আরে পাগলিনী!" রাজা কহিছে হাসিয়া,
অঙ্কে নিজ কৈকেয়ীর মস্তক রাখিয়া,
"পূরাতে তোমার সাধ, হায়! ওরে নারী!
জ্বলন্ত অনলে আমি প্রবেশিতে পারি—
উপাড়িয়া দিতে পারি হৃদয় আমার,
বল, কি চাহিছ?—ব্যাজ নাহি সহে আর!"
রাজার নয়নে চাহি' কৈকেয়ী তখন—
অপাঙ্গে বিদ্যুৎশিখা—কহিছে বচন,—

"প্রতিজ্ঞা করহ আগে, বলিব পশ্চাদ্
কিবা সে মরমে মোর উঠিয়াছে সাধ।"
নিবিড় কুন্তলে দিয়ে অঙ্গুলি তখন
কহে দশরথ,—"রাণি! না কহ এমন;
না কর সংশয়, আমি পূরা'ব তোমার
মরমের সাধ, দিয়ে প্রাণ আপনার!
জান তুমি, রাম হ'তে প্রিয় মোর নাই,
নয়নে রাখিয়া যারে পলকে হারাই,
প্রতিজ্ঞা করিনু সেই রামনাম আনি'—
পূরা'ব তোমার সাধ শোক ত্যজ, রাণি!
বাঁচিনা মুহূর্ত্ত নাহি হেরিলে যাহায়,
আলোকিত পুরী যার হাস্য-জ্যোছনায়,
সে রামের নামে আমি কহি বার বার,—
পূরা'ব বাসনা আজি, কৈকেয়ি! তোমার!"
শুনিয়া সে প্রিয়বাণী আনন্দে মগন,
উঠিয়া বসিল রাণী ত্যজি' ধরাসন;
সরায়ে নিবিড় কেশ, চাহিয়া গগনে
কহিছে কৈকেয়ী তবে গম্ভীর বদনে,—
"সাক্ষী থাক চন্দ্র, সূর্য্য, ওগো দেবগণ!
রাজার প্রতিজ্ঞা সবে করহ শ্রবণ!
হে আকাশ! সর্ব্বভূতে রহিয়াছ তুমি,
শুন গ্রহ, তারাদল! ভূতধাত্রী ভূমি!
দিবা, সন্ধ্যা, রাত্রি! ওগো গৃহদেবগণ!
রাজার প্রতিজ্ঞা সবে করহ শ্রবণ!

জানি আমি, মহারাজ! ধার্ম্মিকপ্রধান
সদা সত্যবাদী তুমি, শুচি, জ্ঞানবান।
টলিবে হিমাদ্রি, ছিন্ন হ'বে গ্রহগণ—
তোমার প্রতিজ্ঞা নাহি টলিবে কখন!
স্মর পূর্ব্ব কথা—সেই দেবাসুর-রণ,
রাখিনু যতনে আমি তোমার জীবন;
দু'টি বর দিলে তুমি, কহিলাম আমি,
মাগিব সে বর, যবে সাধ হ'বে, স্বামী!
আজি আসিয়াছে দিন, মাগি সেই বর,
নাহি যদি দাও, প্রাণ ত্যজিব সত্বর।"

ব্যাধের সঙ্গীত শুনি' হরিণ যেমন
ভুলিয়া সকলি, উচ্চ করিয়া শ্রবণ
ধায় ফাঁদপানে, শুধু মরণের তরে,
নৃপতির জ্ঞান যত রাণী নিল হ'রে!
কহে রাজা কৈকেয়ীর শিরে হাত দিয়া,—
"দিব বর—চাহিছ কি, বলনা খুলিয়া?"
বাঁধিয়া কুন্তল রাণী কহিছে তখন,
"চাহি দু'টি বর আজি—করহ শ্রবণ,
এক বরে কর রাজা ভরতে আমার,
অন্য বরে রামে দাও কাননমাঝার,
ভরত বসুক আসি' রাজ-সিংহাসনে,
চৌদ্দ বরষের তরে রাম যাক্ বনে!
এখনি বাঁধিয়া জটা, বাকল বসন,
দক্ষিণের বনে রাম করুক গমন।

সত্যবাদী তুমি রাজা—সত্য আপনার
করহ পালন, বনে পাঠায়ে কুমার।
জান তুমি, সত্যসম ধর্ম্ম আর নাই,
সত্য সবাকার গতি, কহে যে সবাই!
না গেলে অরণ্যে রাম, বাঁচিব না আমি—
ধর্ম্ম যদি চাহ, হও সত্য-অনুগামী!”

দশম সর্গ।

দশরথ ও কৈকেয়ী।

শুনি’ সে কঠোর বাণী নৃপতি তথন
কম্পিত, বিবর্ণ অতি, চিন্তা-নিমগন!
ভাবে রাজা, মতিভ্রম ঘটিল কি মোর?
কৈকেয়ী কহিছে বাণী কুলিশকঠোর?
আছি কি জাগ্রত? কিম্বা ঘুমে অচেতন?
দেখিনু কি দিবাভাগে ভয়াল স্বপন?
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হারায়ে চেতনা
পড়ে, পুণ্যক্ষয়ে যেন স্বর্গবাসী জনা!
ক্ষণকাল পরে রাজা নয়ন মেলিয়া
সম্মুখে রাণীরে হেরি’ উঠে চমকিয়া,
হেরিয়া বাঘিনী যেন মৃগ ঘোর বনে
কাঁপে থরথরি, ত্রস্ত ব্যাকুল নয়নে!
ভূমে বসি’ নরপতি নিশ্বাস ছাড়িয়া
ক্ষণকাল পরে রোষে উঠে গরজিয়া,

মন্ত্রের গণ্ডীতে বাঁধা পন্নগ যেমন
ফণা তুলি' মহারোষে করে গরজন!
নয়নে অনলশিখা কুটিল কপাল,
দহিয়া রাণীরে যেন কহে মহীপাল,—
"তুই রে রাক্ষসী! তুই কালবিভাবরী!
নাশিতে সকলি তুই নারীরূপ ধরি'
এসেছিস্ রঘুকুলে! হৃদয়ের তলে
নরকের বহ্নিশিখা সদা তোর জ্বলে!
কি তুই প্রহেলী নারী! শিরীষ—শরীরে
বজ্রসম প্রাণ তোর রহিয়াছে ঘিরে!
তোরে করিয়াছি আমি কণ্ঠের ভূষণ,
মণিসম শিরে তোরে করেছি ধারণ!
সাপিনি! জড়ায়ে ধরি' সোহাগে গলায়
তুলিয়া কুটিল ফণা দংশিলি আমায়!

"পূজা করে তোরে রাম জননীর মত,
ভরতে পরাণসম ভাবে সে সতত।
মনে ক'রে দেখ, রাণি! বলিতে সদাই,
রামে আর ভরতে যে ভেদ কিছু নাই!
কেন হ'ল হেন মতি? তুমি ত এমন
নহ, রাণি! কেবা এই হিংসাহুতাশন
দিয়াছে জ্বালিয়া? একা শূন্য গৃহতলে
আছিলে বসিয়া, তাই পিশাচীর ছলে
ভুলেছ, সুন্দরি! দেখ ভাবি' একবার,
ফুরায়ে এসেছে, রাণি! জীবন আমার,

হানিও না তাহে আর বচন কঠোর—
রক্ষা কর মোরে আজি, পায়ে ধরি তোর!”
বলিতে বলিতে রাজা কৈকেয়ীর পায়
পড়িল, ভাসায়ে বক্ষঃ নয়নধারায়!
পুনঃ উঠি’ পুনঃ বসি’ কহে নরবর,—
“শুনি’ তব কথা, রাণি! ফাটিছে অন্তর!
রাম বিনা দেহ মোর প্রাণ নাহি ধরে,
রামে পাঠাইব বন বলনা কি ক’রে?
রহিবে সবিতা বিনা লোক সমুদায়,
রাম বিনা বাঁচিব না, কহিনু তোমায়!
কৌশল্যা, সুমিত্রা কিম্বা আমার জীবন
পারি ত্যজিবারে, রাণি! তোমার কারণ,
রঘুকুলরাজলক্ষ্মী পারি ত্যজিবারে,
না ত্যজিব রামে আমি—কহিনু তোমারে।
সর্ব্বগুণময় পুত্র দেবের সমান,
সর্ব্বভূত ভাবে রামে যেমন পরাণ;
সত্ত্বগুণে লোক যত বশীভূত তার,
সবার(ই) আশ্রয় রাম, প্রেমপারাবার!
রাম-বাহুবলে রাজ্য সদা নিরাময়,
কমলা অচলা সদা রঘুপুরে রয়;
কি দোষ দেখিয়া তারে পাঠাইব বন?
না কহ কৈকেয়ি! আর না কহ এমন!
সসাগরা পৃথিবীর রতনভাণ্ডার
বল যদি ঢে’লে দিব চরণে তোমার—

দাস হ'য়ে র'ব আমি, ত্যজ হেন পণ,
রামে ভিক্ষা দাও, রাণি! ধরিনু চরণ!"
সরায়ে চরণ দু'টি, ভ্রুকুটি করিয়া
কহিছে কৈকেয়ী তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া,—
"তুমি না ধার্ম্মিক? তুমি সত্যপরায়ণ?
কেন দিলে বর, যদি কহিবে এমন?
এখনো রয়েছে ধর্ম্ম, ভীম দণ্ড তার
কেন পড়িছে না, রাজা! মস্তকে তোমার?
মিথ্যাবাদী তুমি রাজা, কহিবে সকলে,
নৃপতিসমাজে মুখ দেখাবে কি ব'লে?
সত্যে রহিয়াছে বিশ্ব, সত্যে দিবাকর
উঠিছে পূরবে, সীমা না ভাঙে সাগর;
সত্যের শৃঙ্খলে বাঁধা নিয়তি সবার,
সত্য সবাকার গতি! সাজে কি তোমার
এ হেন দীনতা, রাজা? করহ স্মরণ,
শৈব্য নরপতি সত্য করিতে পালন
পক্ষীরে আপন মাংস করেছিল দান;
রাখিতে প্রতিজ্ঞা, রাজা! সাধু পুণ্যবান
অলর্ক দিয়াছে নিজ চক্ষু উপাড়িয়া,
ভুবন গিয়াছে তাঁর সুযশে ভরিয়া!
"ভাবিয়াছ তুমি, রামে দিয়া সিংহাসন
কৌশল্যারে ল'য়ে বামে রহিবে রাজন্?
শুন, রাজা! নাহি যদি কর বরদান,
এখনি তোমার আগে ত্যজিব পরাণ!

ভরতের নামে আমি করিনু শপথ,
না যদি পূরাও আজি মোর মনোরথ,
হেরি যদি রাজছাতী রামের মাথায়—
তখনি মরিব আমি, রাজা! তব পায়!"

একাদশ সর্গ।

দশরথের বিলাপ।

শুনি' কৈকেয়ীর বাণী নৃপতি তখন
ভূমিতলে পড়ে আছাড়িয়া;
ক্ষণকাল পরে রাজা মেলিয়া নয়ন
কৈকেয়ীর বদনে চাহিয়া
স্পন্দহীন রহে রাজা পাগলের মত,
নয়নের পলক পড়ে না—
হেরে কৈকেয়ীরে যেন পাষাণ-মূরতি,
নাহি প্রাণ, নাহিক চেতনা!
আবার চঞ্চল রাজা বালকের মত
ভূমে পড়ি' কাঁদে উভরায়;
ক্ষণে স্পন্দহীন রাজা—নয়ন মুদিয়া
রামরূপ মানসে ধেয়ায়!
ভাসিয়া নয়ন জলে নৃপতি আবার
ধীরে ধীরে কহিছে বচন,—
"তমালশ্যামল তনু সদা হাস্যময়
কোথা মোর নয়নরঞ্জন!

রামে পাঠাইব বন?—না না, নিশাচরি!
না কহিস্ হেন অমঙ্গল!
আর না দেখিব সেই চন্দ্রকান্তসম
অপরূপ কান্তি ঢলঢল?
আরে নিদারুণ নারী! ডাকিনী করাল!
না কহিস্ হেন কথা আর!
রামে দিয়া বন—আরে! ধরণীর মাঝে
আপনার কি র'বে আমার?
কহিবে নৃপতি যত, রঘুসিংহাসনে
বসিয়াছে অথর্ব্ব পাগল!
কি ব'লে বুঝাব, যবে জিজ্ঞাসিবে মোরে
জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডল?
কোথা মোর শুভবুদ্ধি! লুপ্ত আজি সব,
ছত্রভঙ্গ বাহিনীর মত!
রহিলাম আমি, যেন ভগন-প্রাকার
মহাদুর্গ শক্রকরগত!
কি ব'লে বুঝাব, যবে 'রাম কোথা মোর'
জিজ্ঞাসিবে কৌশল্যা আমায়?
সরলহৃদয়া আহা! দেবীর প্রতিমা—
কত জ্বালা দিয়াছি তাহায়!
কখন দাসীর মত, কভু সখী যেন
সেবিয়াছে মোরে অনুক্ষণ,
ভগিনীসমান কভু, মাতা স্নেহময়ী,
প্রেমময়ী রমণী কখন!

কেমনে বিশুষ্ক আহা! হেরিব আমার
　বৈদেহীর বদনকমল?
আমার মরণ আর রাম-বনবাস
　স'বে সে কি হৃদয় কোমল?
রাম যাবে মহাবনে, কাঁদিবে জানকী
　শূন্য ঘরে অনাথার মত!
মরিব তাহার আগে—পতিঘাতিনি রে!
　একা রহ রাজ্যভোগে রত!
অগ্নিসাক্ষী করি তোর ধরিছি যে কর,
　ত্যজিলাম তারে আমি আজ!
মরিব যখন, যেন না কাঁদিস্ তুই,
　না ধরিস্ বিধবার সাজ!
রাম-অভিষেক লাগি' আনিয়াছি যত
　তীর্থজল কলসী ভরিয়া,
রাম যেন করে তাহে অন্ত্যক্রিয়া মোর—
　দিব্য লোকে যাইব চলিয়া!
ইন্দীবর-শ্যামতনু কমল নয়ন
　কোথা রাম—জীবন আমার—"
বলিতে বলিতে রাজা হারায়ে চেতনা
　ভূমিতলে পড়িল আবার!

দ্বাদশ সর্গ।

অভিষেক-উৎসব।

সাজিল রাজপুরী বিমল প্রভাতে,
আসিল সাম গাহি' বনফুল হাতে,
কেহ বা বনফল, কেহ কুশরাশি,
পূত অজিন কোন এনেছে উদাসী ;
কেহ বা চূতশাখা, আনে শুভ ঝারী,
পূরিত নির্ম্মল জাহ্নবী-বারি।
আগে মহা-ঋষি বশিষ্ঠ বিরাজে,
যেন বা প্রজাপতি দেবসমাজে।
সুমন্ত্রে কহে ঋষি,—“আন রাজারে—
রাজ-তিলক দিব, আন কুমারে।”
চলিল সুমন্ত্র নরপতিপাশে,
হর্ষ-রেখা কিবা বদনে বিকাশে!
শয়ন-মন্দিরে রতন-দুয়ারে
রহিয়া কহে সূত যবনিকাধারে,—
“উঠ, মহারাজ! রজনী যে নাই,
এসেছে দ্বিজগণ বশিষ্ঠ গোঁসাই।
নীল সিন্ধুপতি রবিকর মাথি'
উঠে যেমন, প্রভু! উঠ তুমি জাগি'!
বেদ বিদ্যা যত আসি' যোড়হাতে
জাগায় প্রজাপতি কল্পপ্রভাতে,

* হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া হিন্দী-ছন্দের মত সুর করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

তেমনি ডাকে তোমা' দ্বিজগণ আসি'—
উঠ, প্রভু! রবিসম বিশ্ব প্রকাশি'!"
 সুমন্ত্রে ডাকি' রাজা কাঁদে ফুকারি',
গলয়ে দরদর লোচন-বারি;
লাল আঁখি, কথা কহিতে না পারে—
বাণী গলিছে যেন তরল আকারে!
সুমন্ত্র চকিত অতি, থরথরি কাঁপে,
ফিরে আসে পায় পায়, শিরে কর চাপে!
কহিছে কৈকেয়ী,—"রাম-অভিষেকে
আনন্দে মাতি' রাজা সারানিশি জেগে
এই যে ঘুমাল, সূত! নাহি ডাক তাঁরে—
আনহ হেথা তুমি রাম কুমারে।"
"কেমনে যাব আমি বিনা রাজবাণী?"
কহিছে সুমন্ত্র যোড়ি' যুগপাণি।
নৃপতি কহে, কর রাখি' কপালে,
"আনহ রামে মোর শ্যাম তমালে!"
 ত্বরিতগমন সূত রাজ-আদেশে
দেখে দুয়ারে, সাজি' নব নব বেশে
আসিছে লোক কত সারি সারি সারি—
অভিষেক-মন্দিরে কলরব ভারী!
বসেছে রাজা কত শোভা বিকাশি',
সাজাইছে ঋষিগণ কুসুমের রাশি।
হেমকুম্ভ কত শোভে সারি সারি,
ঢলঢল করে কিবা জাহ্নবী-বারি;

পুণ্য কূপ, হ্রদ, সরসী সুনীলা,
স্বাদু সুধাসম নদীজল-লীলা,
সপ্তসিন্ধুবারি ফুলরেণুমাখা,
শোভিছে হেমঘটে সহকারশাখা।
নীল কমল তাহে দিয়াছে সাজায়ে,
চন্দন কুঙ্কুম দিয়াছে ছিটায়ে।
শ্বেত চামর শোভে মণিময়দণ্ড,
শ্বেত বৃষভবর সেজেছে প্রচণ্ড।
পূর্ণচন্দ্র যেন শোভে শ্বেত ছাতী,
নীল অচলসম রহে রাজহাতী।
চলিল সুমন্ত্র ত্বরিতপদচারে।
পশিল শৈলসম রাম-দুয়ারে।

ত্রয়োদশ সর্গ

রাম-মন্দিরে।

সুমন্ত্র হেরে আসি' রাম-দুয়ারে*
রথ বাজী সারি সারি শোভিছে দু'ধারে
কোটি কোটি নর উপহার-রাশি
এনেছে ফুল্ল মুখে হাসি প্রকাশি'।
দাঁড়ায়ে নীলমেঘসমান মাতঙ্গ
তুলিয়া শুণ্ড সুখে দোলাইছে অঙ্গ।

---

* পূর্ব্ব সর্গের মত সুর করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

হেমবর্ম্মে সাজি' কার্ম্মুকপাণি
দোলায়ে কুণ্ডল, কহি' মৃদু বাণী
ফিরিছে বীর কত রাম-দুয়ারে,
আনন্দে পশে সূত ভবন মাঝারে।
ইন্দ্রভবন যেন, রামপুরী সাজে,
মেরু শৃঙ্গ—গৃহরাজি বিরাজে।
নাচে শিখী কত কলাপ প্রসারি',
মঞ্জু কুঞ্জমাঝে গাহে শুকশারী।
বসিয়া অন্তঃপুর—কনকদুয়ারে
বৃদ্ধ রক্ষী কত সৌম্য আকারে
রক্ত পট্টবাসে সাজিয়া সবাই
হেমবেত্র করে রয়েছে সদাই।
　দেখিল সুমন্ত্র, কনক-পালঙ্কে
বসিয়া দাশরথি—মরকত-অঙ্গে
দিব্য রক্ত শুভ চন্দন সাজে,
বামে ব্যজন করে জানকী বিরাজে!
শোভে যেন গিরিচূড়া লাল পলাশে,
হেমবরণা ঊষা হাসে তার পাশে!
দেখিল সুমন্ত্র নীলনভোমাঝে
চিত্রামিলিত যেন চাঁদ বিরাজে!
প্রণমি' কহে সূত নৃপতির বাণী,
কহিল, ডাকে তাঁরে কৈকেয়ী রাণী।
হর্ষমগন নৃপ-নন্দন ভাষে,
শরত-চাঁদ-মুখে হাসি প্রকাশে—

"জানকি! স্নেহময়ী জননী আমারি
ভাবে মোরে যেন ভরত তাঁহারি!
হৃদয় যেন মা'র সিন্ধু অপারা,
স্নেহ বহিছে মা'র সুরধুনী-ধারা!
পিতার পদধূলি মাখিয়া শরীরে
মাতার অবিরল স্নেহ-শিশিরে
স্নিগ্ধ হ'ব, সীতে! পিতার আদেশে
সাজিব আজি আমি নরপতিবেশে।"
নয়ন-শতদলে আনন্দ-বারি,
হেরিল প্রিয়-মুখ জনক-কুমারী!
চলিল রাম তবে নরপতিপাশে,
তুমুল কোলাহল উঠিল আকাশে।
সাজে কনকরথ অনলসমানা,
ঝলসে আঁখি, রাজে হেম মণি নানা—
গম্ভীর গুরু নাদে ধরণী কাঁপায়ে
ছুটিল রাম-রথ লোক মাতায়ে।
চিত্র চামর করে লক্ষ্মণ পাছে
কনকময় যেন মূরতি বিরাজে!
ছুটিল বীর কত রথ-পুরোভাগে
সাজিয়া চন্দনে কুসুমপরাগে,
ঝলসে রবিকর মুক্ত কৃপাণে,
ছাড়ে সিংহনাদ, কার্ম্মুক টানে।
সারি সারি পাছে চলেছে তুরঙ্গ,
সিন্দুর-মণ্ডিত-শুণ্ড মাতঙ্গ।

বরষে পুরনারী কুসুমের রাশি,
গবাক্ষপথে মুখ-কমল প্রকাশি'।
বাজে শঙ্খ শুভ, গভীর মৃদঙ্গ,
বাজে বাঁশী, বহে সুর-তরঙ্গ।
শোভিছে রাজপথ, বিপণি দু'ধারে,
মাল্য, মোদক, ঘৃত বহি' ভারে ভারে
ছুটিছে লোক কত; কুসুম ছড়ায়ে
ইন্দ্রচাপসম তোরণ সাজায়ে
রচিয়া ফুলমালা দুয়ারে দুয়ারে
রাম—কমলমুখ লোক নেহারে!
রাজভবন শোভে আবরি' আকাশে,
জ্বলে রবিকর যেন ধবল কৈলাসে;
পশিল রাম তাহে, মহামেঘপাশে
পূর্ণ চন্দ্র যেন শরত-আকাশে!

চতুর্দ্দশ সর্গ।

পিতৃ-আজ্ঞা।

পিতার ভবনে রাম পশিয়া তখন
দেখে, বৃদ্ধ নরপতি চিন্তানিমগন—
শুকায়েছে মুখ, যেন নাহিক চেতনা,
কৈকেয়ী শিয়রে করে চামর চালনা!
ল'য়ে চরণের ধূলি দাঁড়াল কুমার,
রাম-মুখে চাহে রাজা, নেত্রে অশ্রুভার,

নয়নের জলে কিছু দেখিতে না পায়,
"কোথা রাম!" বলি' রাজা কাঁদে উভরায়!
চকিত নৃপতি-সুত, বিষণ্ণবদন,
প্রণমি' কৈকেয়ী-পদে কহিছে তখন,—
"কহ, মাগো! হয়েছে কি কোন অমঙ্গল?
পিতা কেন বরষিছে নয়নের জল?
আছে ত কুশলে ভাই ভরত আমার?
হয়েছে কি ব্যাধি কিছু শরীরে পিতার?
বল মা! বল মা! ত্বরা—রহিতে না পারি—
শূলসম বাজে মোরে পিতৃ-নেত্র-বারি!"
কহিছে কৈকেয়ী,— "রাম! নাহি অমঙ্গল—
তোমারি লাগিয়া রাজা হয়েছে বিহ্বল।
মনোগত ভাব তোমা' কহিতে না পারি'
বরষিছে রাজা সুধু নয়নের বারি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি, পিতার বচন
না করি' বিচার আজি করিবে পালন?
মনোগত ভাব তবে কহিব রাজার—
পালিবে কি, রাম! তুমি আদেশ পিতার?"
অঙ্কুশ-তাড়িত মহা-মাতঙ্গ যেমন
ব্যথিত নৃপতি সুত, আবরি' শ্রবণ
কহিছে, "না কহ মোরে হেন বাণী আর,
কবে অপরাধী রাম চরণে পিতার?
পিতার বচনে আমি হাসিতে হাসিতে
জ্বলন্ত অনলমাঝে পারি প্রবেশিতে!

কহ মা ! আদেশ তাঁর—করিব পালন,
রাম কভু নাহি কহে অলীক বচন।”
কহিছে কৈকেয়ী,—“রাম ! অসুর-সমরে
পিতা তব দু’টি বর দিয়াছিল মোরে ;
আজি মাগিয়াছি বর, নরপতি তাই
প্রতিজ্ঞা করিয়া এবে কাঁদিছে সদাই !
এক বরে ভরতের রঘু-সিংহাসন,
অন্য বরে রাম ! তব অরণ্যে গমন
আজি মাগিয়াছি আমি—পিতার বচনে
বাকল পরিয়া রাম ! যাও তুমি বনে।
সত্যপাশে বদ্ধ রাজা—করহ উদ্ধার,
সত্যসম ত্রিভুবনে কিবা আছে আর ?
ভরত বসুক আসি’ রাজসিংহাসনে,
চৌদ্দ বরষের তরে তুমি যাও বনে।”
শুনি’ সে কঠোর বাণী, প্রসন্নবদন
যুড়িয়া দু’কর, কহে নৃপতি-নন্দন,—
“তাই হ’ক—মহাবনে যাব আমি আজি
পিতার বচনে, মাগো ! জটাভারে সাজি’ ;
বড় খেদ মোর মনে রহিল, জননি !
পিতা কেন নত মুখে হেরিছে ধরণী ?
কেন না তুষিছে পিতা মধুর বচনে ?
কিবা দুঃখ ?—ভেদ নাহি রাজ্য আর বনে !
গুরু তিনি, পিতা তিনি, রাজা পৃথিবীর,
তাঁহারি প্রসাদে মাগো ! আমার শরীর !

এ হেন পিতার বাণী করিতে পালন—
রাজ্য কিবা ছার, তুচ্ছ রতন কাঞ্চন,
জনক-নন্দিনী কিম্বা প্রাণ আপনার
দিতে পারি ভরতেরে, পৃথিবী কি ছার !
কহিতে আমারে যদি, তোমার বচনে
ভরতে পৃথিবী দিয়া যাইতাম বনে।
আমারে না কহি' কেন কহিলে পিতায় ?
মাতৃবাক্য পালে রাম বেদবাক্যপ্রায়।
ভাবিয়াছ তুমি মোরে স্বার্থপরায়ণ ?
রাম নহে, জননি গো ! অনার্য্য এমন !
এই চলিলাম আমি দক্ষিণের বনে
না করি' বিচার, মাগো ! পিতার বচনে।
এখনি ছুটুক দূত কেকয়-নগরে,
ভরত বসুক আসি' সিংহাসন'পরে।"
কহিছে কৈকেয়ী,—"রাম ! বিলম্বে কি ফল ?
বাঁধ শিরে জটা তুমি, পরহ বাকল।
না গেলে অরণ্যে তুমি, জনক তোমার
কেমনে দেখাবে মুখ ?—উঠিরে না আর !"
শুনি' কৈকেয়ীর বাণী, নৃপতি তখন
আছাড়িয়া পড়ে ভূমে হ'য়ে অচেতন !
কনক-পালঙ্কে রাম তুলিয়া পিতায়,
ল'য়ে চরণের ধূলি, কৈকেয়ীর পায়
প্রণিপাত করি' চলে—স্থির নাহি রয়,
কশাহত বাজী যেন অধীরতাময়।

লক্ষ্মণ চলিল পাছে, নেত্রে অশ্রুভার,
মহাকোপে থরথরি অঙ্গ কাঁপে তাঁর।
রামে হেরি' লোক যত আনন্দে মগন,
চন্দ্রোদয়ে মহাসিন্ধু মাতয়ে যেমন!
নাহি বিষাদের রেখা বদনে তাঁহার—
হাসে না কি কলাক্ষয়ে চাঁদ দ্বিতীয়ার?
তুষিয়া সবারে রাম মধুর বচনে
লক্ষ্মণের সনে পশে মাতার ভবনে।

পঞ্চদশ সর্গ।

মাতৃভবনে।

মাতার ভবনে রাম পশিয়া তখন
দেখে, মহারাণী পূজে দেব নারায়ণ—
শোভে কুসুমের রাশি চন্দন-চর্চ্চিত,
পূর্ণ কুম্ভ, শ্বেত মাল্য, দধি, লাজ, ঘৃত,
কনকের থালে দিব্য বিমল পায়স,
সুধাগন্ধে আমোদিত রহে দিক দশ।
জ্বলে অনলের শিখা বেদীর উপরি,
শীর্ণ দেহে হিমশুভ্র ক্ষৌম্যবাস পরি'
ঢালে ঘৃতধারা রাণী পুত্রের মঙ্গলে—
রাম আসি' প্রণিপাত করে পদতলে।
পুত্রের কমলমুখ করিয়া চুম্বন
স্নেহে গদগদ রাণী কহিছে বচন,—

"হ'ক পরমায়ু, বাছা! কেশ যত মোর,
করিছি যে ব্রত আমি, নিয়ম কঠোর,
সফল হইল আজি ; ব'স, রাম! তুমি
রঘু-সিংহাসনে, পাল' সসাগরা ভূমি।
যে কুলে নৃপতিগণ দেবের সমান,
ত্রিলোক মহিমা যার সদা করে গান,
হ'য়ো, বাছা রাম! তুমি ভূষণ তাহার,
কীর্ত্তি তব রহে যেন ভুবনমাঝার!"
ল'য়ে পদধূলি শিরে, যুড়িয়া দু'কর,
মাতার চরণে চাহি' কহে রঘুবর,—
"জান না, জান না, মাগো! নিয়তি কঠোর
সুখের স্বপন আজি ভাঙ্গিয়াছে মোর।
পিতার বচনে আজি যা'ব আমি বনে,
ভরত বসিবে আসি' রঘু-সিংহাসনে ;
চৌদ্দ বরষের তরে খা'ব বনফল,
বাঁধিব মাথায় জটা, পরিব বাকল—
কেঁদ না মা! তুমি, দৈব মানে না বারণ,
নিয়তির নাহি মাগো! হৃদয় নয়ন!"
সহসা ভাসিয়া রাণী নয়নের জলে,
ছিন্ন শালযষ্টি যেন, পড়ে ভূমিতলে!
লাগিয়া হোমের ভস্ম ধূসর শরীর—
না পারে উঠিতে রাণী, নেত্রে বহে নীর!
ধে'য়ে গিয়ে তোলে রাম জননীরে ধরি'
দু'হাতে ঝাড়িছে ছাই কত যত্ন করি'!

কহিছে জননী,—"ওরে নয়নের মণি!
তুই যাবি বন—শূন্য হ'বে যে ধরণী!
পতির পৌরুষে সুখ নাহি রে আমার,
পুত্রের পৌরুষে পা'ব—আশা কতবার
কহিয়াছে কাণে মোর করি' কত ছল,
তুই যাবি বন—ওরে রহিল কি ব'ল্?
কেমনে রহিব নাহি হেরিয়া তোমার
শরতের পূর্ণ শশী—বদন উদার?
বুঝিনু অকালে নহে কাহারো মরণ,
ফাটেনাক বুক, কেন কঠিন এমন!
বনে যাবি, রাম! যদি, সঙ্গে যাব তোর—
বৎসের পিছনে ধেনু—বড় সাধ মোর!
না যদি ল'বি রে মোরে, সহিব না আর
সতিনীর বাক্যজ্বালা, মরিব এবার!"
কহিছে লক্ষ্মণ, "মাগো! বৃদ্ধ নরপতি
কহিছে প্রলাপ-বাণী, বিপরীত-মতি!
মদনের দাস বুড়া—শিশুর সমান,
শুনিবে তাহার বাণী কোন্ মতিমান্?
দেবের সমান রাম, তুলনা তাঁহার
মিলে না, মিলে না, মাগো! ধরণীমাঝার
কিবা দোষে বনে রাম করিবে গমন?
কে শুনিবে নৃপতির প্রলাপবচন?
গুরু যদি করে কভু কুপথে গমন,
অবশ্য করিব আমি তাঁহার শাসন।

সর্ব্ব লোক ভাবে রামে যেমন পরাণ,
রাম বিনা রাজপুরী হ'বে মা! শ্মশান;
উঠিবে পৃথিবী-বক্ষে মহা-হাহাকার—
প্রজার পীড়নে নাহি রাজ-অধিকার;
প্রজার মঙ্গলে আমি এই অসি করে
কাটিয়া পিতার মুণ্ড সিংহাসন' পরে
বসাইব রামে আজি প্রজার পরাণ,
হের, দেবি! বীর্য্য মোর কৃতান্তসমান!
কেঁদ না মা! তুমি, পাশে থাকিতে লক্ষ্মণ,
কার সাধ্য রামে তব পাঠাইবে বন?
অরণ্যে অনলে যদি রাম চলি' যায়,
লক্ষ্মণ চলিবে আগে—কহিনু তোমায়।"
শুনিয়া অনলসম লক্ষ্মণের বাণী,
মুছিয়া নয়নবারি কহে মহারাণী,—
"কি কহে লক্ষ্মণ, রাম! শুন একবার,
রহ রঘুপুরে, পুত্র! বাসনা আমার।
কাজ নাই সিংহাসনে, কুটীর বাঁধিয়া
হেরি' তোর চাঁদমুখ রহিব বাঁচিয়া!
চাহ যদি ধর্ম্ম, বনে কিবা প্রয়োজন?
গৃহে বসি' পূজ, পুত্র! মাতার চরণ।
বনে যদি যাবে তুমি আদেশে পিতার,
আমিও ত গুরু, রাম! জননী তোমার—
আমি কহিতেছি, পুত্র! নাহি যাও বন,
কেমনে লঙ্ঘিবে রাম! আমার বচন?

ফুরায়ে এসেছে আয়ু, শোকের সাগরে
না ভাসাও, পুত্র! তুমি—না ভাসাও মোরে!"
রাম কহে,—"জননি গো! কি সাধ্য আমার
অতিক্রম করি বাক্য পিতৃদেবতার?
পিতার বচন যেবা করয়ে পালন,
বিষ তার সুধাসম, সুখদ কানন!
ধর্ম্ম—মহাশৈল আমি করিছি আশ্রয়,
অরণ্যে অনলে জলে আমার কি ভয়?
পরলোক-ভয়ে পিতা কাতর আমার,
দিতে পারি প্রাণ আমি, রাজ্য কিবা ছার!
ত্যজিব নগরী যবে দেখো গো জননি!
পুত্রশোকে প্রাণ যেন না ত্যজে নৃমণি—
কাছে থেকো দিবারাতি, বুঝা'য়ো পিতায়,
দিও না বেদনা যেন দারুণ ব্যথায়!
জানি মা! তাপসী তুমি ব্রতপরায়ণা,
ভজনে পূজনে স্নেহে নহত কৃপণা!
ব্রত উপবাস তব হউক সম্বল,
পতির চরণ-রেণু মহামোক্ষফল
পাও যেন তুমি, মাগো! কি ক'ব তোমায়?
শক্তিমতী তুমি, মাগো! শোভা নাহি পায়
দীনতা তোমার হেন! কেঁদ না মা! আর—
বেঁধে দে গো! জটাবলি মস্তকে আমার!
লক্ষ্মণ! নিবা'রে ভাই! ক্রোধানল তোর—
দৈব বলবান বড়, নিয়তি কঠোর!

ছুটিছে মানুষ তার ক্রীড়ার পুতুল,
রহে কেবা বীর, রোধে দৈব প্রতিকূল ?"
কোপে কম্পমান তনু, আরক্ত বদন,
সঞ্চালিয়া শির, তবে কহিছে লক্ষ্মণ,—
"আর্য্য ! অপরাধ মোর ক্ষমা কর আজি—
নহ মুনিসুত তুমি, জটাভারে সাজি'
যাবে মহাবন ! তুমি ক্ষত্রিয় কুমার—
পৃথিবী পালন মহাসাধনা তোমার।
ধরার মঙ্গলে তুমি লহ সিংহাসন,
সাজে না তোমারে হেন ক্লীবের বচন !
মৃদু যেই জন সদা, নাহি তার ঠাঁই,
কঠোরসংগ্রামময়ী ধরণী সদাই !
কোথা রহে দৈব ? সেতো অলীক স্বপন !
আত্মবল বিনা কিছু মানে না লক্ষ্মণ !
সাধুক দৈবের পদে বীর্য্যহীন নর,
বীর কভু নাহি হবে দৈবের নফর !
আস্ফালিয়া মহাশুণ্ড প্রমত্ত ভীষণ
দৈব-মহাগজ যদি করে আগমন,
পৌরুষে লক্ষ্মণ আজি নিবারিবে তায়—
জগৎ দেখুক বল মানব-শিরায় !
বিদ্যুৎ-চলিত-কান্তি মহা-অসি করে
না ডরি বাসবে আমি সম্মুখ সমরে ;
বহা'ব রুধিরনদী ধরণী-উপর,
ভেসে যাবে তাহে কত গজ, বাজী, নর !

টঙ্কারিয়া মহাধনু দাঁড়াব যখন,
আসুক ত্রিলোকবাসী, না ডরে লক্ষ্মণ !
　ধরি' লক্ষ্মণের করে নয়ন মুছা'য়ে
বার বার কহে রাম তাহারে বুঝায়ে,—
"দৈবের শকতি ভাই ! জেনো হিমাচল,
চূর্ণ তাহে যুগে যুগে মানুষের বল !
অচিন্ত্য, অপূর্ব্ব ভাই ! বিকাশ তাহার—
নিবারিবে দৈব, হেন দুরাশা কাহার ?
মনে হয়, যেন মোরে টানে কোন জন,
বলে, 'রাম ! চল, চল নিবিড় কানন' ;
না জানি কি আছে মনে বিশ্ববিধাতার,
কাননের মাঝে কিবা প্রয়োজন তাঁর !"

ষোড়শ সর্গ।

মাতৃ-আশীর্ব্বাদ।

　দূরে রাখি' শোক, তাপ, অলীক মায়ায়,
বারি পরশিয়া, স্মরি' ইষ্টদেবতায়,
কহিছে জননী, "বৎস ! করহ গমন—
বুঝিনু দৈবের নাহি হৃদয় নয়ন !
জানি না কেমন সেই হৃদি বিধাতার,
বনে যাবে, রাম ! তুমি আদেশে যাঁহার !
　"যাও রাম ! ধর্ম্ম তোমা' করুন পালন,
করিয়াছ যাঁরে তুমি প্রাণ সমর্পণ !

পিতার চরণ-রেণু ললাট-উপর,
মাতার আশিসে রাম ! হওরে অমর !
শৈল গুভকর যত কুসুমে লতায়
বিমল নির্ঝরে, স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায়
রাখুক তোমারে পুত্র ! পৃথিবী, আকাশ,
সাগর-তরঙ্গ, পুণ্য কানন-বাতাস,
সর্ব্ব গ্রহ, তারা, দিক, মাস ঋতু যত,
দিবা, সন্ধ্যা, কলা, কাষ্ঠা—রাখুক সতত।
পিশাচ, রাক্ষস, যত অনার্য্য ভীষণ
না করিও ভয়, পুত্র ! করহ গমন।
মশক, দংশক, যত মহাবিষধর,
সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাগজ, শৃঙ্গী ভয়ঙ্কর—
না করিও ভয়, পুত্র ! রাখুক তোমায়
দেবসম ঋষিগণ কানন-ছায়ায়।
পুণ্য মনোহর যত আশ্রম-মণ্ডল,
তপোবন-তরু যত সুধাসম ফল,
কুসুমে ভূষিত দেবী, পুণ্য হুতাশন
রাখুক তোমারে, পুত্র ! করহ গমন।”
এতেক কহিয়া মাতা পূজি’ দেবতায়
পুত্রের ললাটতল চন্দনে সাজায় ;
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে, নয়নের জল
রাখিয়া অন্তরে, মুখে হাস্য নিরমল,
আশীর্ব্বাদ করে মাতা, চুমি’ বার বার
পুত্রের কমল-মুখ সুধার আধার !

বুকে রাখি' কহে রাণী, "ফিরে এসো, রাম!
চৌদ্দ বরষের পরে, পূর্ণ সর্ব্বকাম।
রহিনু বসিয়া আমি, স্মরি' অনিবার
শরতের পূর্ণশশী—বদন তোমার!
মরিব না আমি, রাম! না হেরি' তোমায়!
তোমার বিরহে আমি তোমার মায়ায়
ডুবিয়া রহিনু, পুত্র! করহ গমন—
মাতার আশিস্ তোমা' করুক পালন!"
মায়ের চরণ-রেণু মাখিয়া মাথায়,
সীতার মন্দিরে রাম দ্রুতপদে যায়।

সপ্তদশ সর্গ।

সীতারাম।

পতির মঙ্গল লাগি' জানকী তখন
কুসুমে চন্দনে পূজে দেব নারায়ণ।
ফাটিয়া পড়িছে শোভা প্রতি অঙ্গে তাঁর—
উথলে আনন্দরাশি হৃদয়ে সীতার।
হেরিয়া পতিরে বালা দ্রুত আগুসারি
কহে মুখপানে চাহি', আঁখিকোণে বারি,
"কেন শুকায়েছে, নাথ! বদনের বিভা?
অপূর্ব্ব গম্ভীর এই মহাভাব কিবা?
কেন হাসিছ না তুমি? কহিছ না মোরে,
'এখনি বসিব, সীতে! সিংহাসন 'পরে?'

কখন হেরিব আমি রাজ-ছত্র-তলে
উদার, সুন্দর তব বদন-কমলে ?
কবে যাবে আগে তব কনকের রথ ?
ধ্বজা পতাকায় কবে ঢেকে যাবে পথ ?
ছুটিবে তুরগপিঠে বীর অগণন,
আগে যাবে মহাগজ জলদবরণ ?"

রাম। হা সীতে ! জাননা তুমি, ভেঙেছে কপাল !
রাজ্য কোথা মোর ? আমি পথের কাঙ্গাল !
চৌদ্দ বরষের তরে পিতার বচনে
শিরে বাঁধি' জটা আমি চলিলাম বনে !
ভরত হইবে রাজা ! লইতে বিদায়
এসেছি তোমার পাশে, কহিতে তোমায়
তোমারি মঙ্গল বাণী ! রহ তুমি, সতী !
জননীর কাছে মোর র'য়ো নিরবধি।
ভরত শত্রুঘ্নে দেখো সহোদর মত—
রাজার নন্দিনী তুমি, ক'ব আর কত।

সীতা। কি কহ, বীরেন্দ্র তুমি, ক্লীবের বচন ?
হেন বাণী নাহি কহে রাজার নন্দন !
রাজ্য নাহি—কিবা দুঃখ ? রয়েছে তোমার
বিশাল বিস্তৃত ধরা—মুক্ত চারিধার !
কেন কহিছ না, 'সীতে ! এস মোর সনে' ?
আর্য্যপুত্র ! তুমি বুঝি ভাবিয়াছ মনে,
সীতা র'বে একাকিনী পুরীর মাঝারে
দণ্ডকের মহাবনে ছাড়িয়া তোমারে ?

নারী আমি, কেবা আছে স্বামী বিনা মোর ?
কিসে আমি ভাগ্যবতী ? কার বলে জোর ?
তুমি যাবে বনে—আমি আগে যাব তার,
চরণে দলিয়া যত কণ্টক তোমার !
প্রাসাদ-শিখরে কিম্বা মহাবন মাঝে .
তুমি যেথা', জানকীর স্বর্গ সেথা' রাজে !
রাখ উপদেশ তব, জানি আমি সব—
পিতা দিয়াছেন মোরে আত্মার বিভব।
যাব আমি মহাবনে পুরুষ-বর্জ্জিত,
নানা-মৃগ-সমাকুল শার্দ্দূল-সেবিত।
পিতার ভবনে যেন সুখে র'ব বনে,
সাজিব যোগিনী আমি নবীন যৌবনে ;
সদা ব্রহ্মপরায়ণা—খা'ব বনফল,
ত্যজিব ভাবনা, দুঃখ, নয়নের জল !
না দিব আয়াস তোমা', বনের পাতায়
তোমার চরণতলে কানন-ছায়ায়
বড় সুখে র'ব আমি ! এই চৈত্রমাস—
কুসুমিত যত বন, প্রসন্ন আকাশ !
মঞ্জরিত সারি সারি সাজে বনতরু,
রক্ত কিশলয়ে বায়ু বহে ঝুরুঝুরু !
নির্ম্মল অঞ্জননিভ মহাশিলাতলে
পাতিব নূতন পাতা সিক্ত অদ্রিজলে ;
গোধূলির স্বর্ণালোকে মধুগন্ধি বনে
ভ্রমিব কুসুমে সাজি' নাথ ! তব সনে !

দেখিব বিচিত্র বন, নদী, সরোবর,
সাগর-তরঙ্গমালা, শৈল মনোহর !
সদা কলকল নাদ—নির্ঝরের মূলে
স্নান করি' বনপথে যাব এলোচুলে !
তুমি র'বে কাছে সদা, কি ভয় আমার ?
ত্রিলোক পালিতে নাথ! শকতি তোমার !

রাম। না সীতে ! ভয়াল অতি, দুঃখময় বন—
তুমি সুকুমারী বড়, না জান বেদন।
সদা কণ্টকিত পথ, ব্যাঘ্রসমাকুল,
ছুটে বনপশু ভয়ে, ক্ষুধায় আকুল।
মিশিছে নির্ঝরনাদে সিংহের হুঙ্কার,
গিরিগুহামাঝে উঠে প্রতিধ্বনি তার।
প'ড়ে আছে পথে পথে ভীম অজগর,
দুর্গম কাননপথে কেবলি কঙ্কর।
কুশের কণ্টক যেন সূচ ফোটে পায়—
তোমার চরণ দু'টি শতদলপ্রায় !
উপবাস নিতি নিতি, শিরে জটাভার,
বনবাস হ'তে দুঃখ কিবা আছে আর ?

সীতা। কি কহ ? তুমি না বীর ক্ষত্রিয়-নন্দন ?
রঘুর কুমার হেন না কহে বচন !
রক্ষিতে পত্নীরে যদি শক্তি নাহি হয়,
কেন তোমা' বীর বলি' সর্ব্বলোকে কয় ?
সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাগজ পলা'বে, তোমার
শুনিয়া গভীরনাদী কোদণ্ড-টঙ্কার !

লতাজালে জটা বাঁধি' মহাধনু করে
দাঁড়া'বে যখন তুমি বনভূমি 'পরে,
হেরিয়া সে রূপ, ভয়ে বনপশুগণ
দিগন্তে লাঙ্গূল তুলি' পলা'বে তখন !
জানি আমি, জানি নাথ ! বিক্রম তোমার,
ছাড় ছল, অভাগীরে কাঁদায়ো' না আর।
বনে আমি যাব, নাথ ! মানিব না মানা,
তোমা বিনা স্বর্গসুখ না করি কামনা।
তুমি র'বে কাছে সদা, কিবা দুঃখ আর ?
কুশের কণ্টক—সেতো কুসুম আমার !
মাখিব বনের ধুলি অমূল্য চন্দন,
বনতরুতলে আমি করিব শয়ন।
খাব বনফল আমি প্রসাদ তোমার—
এর হ'তে জানকীর কিবা ভাগ্য আর ?
না যদি লইবে মোরে, করি' বিষ পান
এখনি তোমার আগে ত্যজিব পরাণ !'
　বলিতে বলিতে কথা কাঁদি' ফুকারিয়া
বাঁধিল পতিরে বালা বাহু প্রসারিয়া ;
স্ফটিকের মত বারি নয়নে উছলে—
টলমল করে জল কমলের দলে !
মুছা'য়ে নয়ন দু'টি আপন বসনে
চাহে রাম জানকীর মলিন বদনে,
কহে, ছল ছল আঁখি, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
"বুঝিনু, জানকি ! কিবা গভীর অন্তর—

অগাধ প্রেমের সিন্ধু হৃদয় তোমার,
চল সাথে, সহচরি! কাননমাঝার।
না পারি ত্যজিতে তোমা'—প্রীতি তুমি মোর,
নয়নের আলো তুমি, মরমের ডোর!
বনবাস লাগি' বিধি গড়েছে তোমায়,
কাননের দেবি! চল কানন-ছায়ায়।
যত কিছু রহে তব রত্ন আভরণ,
দরিদ্রে সকলি, প্রিয়ে! কর বিতরণ।
নবীনা তাপসি! তুমি সঙ্গে চল মোর—
পূর্ণ হ'ক নিয়তির বিধান কঠোর!"

অষ্টাদশ সর্গ।

রামলক্ষ্মণ।

আসিয়া লক্ষ্মণ তবে রামের চরণে
প্রণিপাত করে বার বার,
কহিছে জুড়িয়া পাণি,—"দণ্ডকের বনে
যাবে যদি, বাসনা তোমার,
আমি যাব আগে তব মহাধনু করে,
দিবানিশি রহিব জাগিয়া;
বনের পাদপে আর গাছের পাতায়
দিব চারু কুটীর বাঁধিয়া।
খনিত্র পেটক শিরে আগে যাব আমি,
এনে দিব কাননের ফল,

কেতকী-পরাগ-মাখা স্বাদু সুধাসম
এনে দিব নির্ঝরের জল।
শ্বেতশিলাতলে পাতি' কমলের পাতা
বিছাইব শালের মঞ্জরী—
জানকীর পাশে তুমি বসিবে যখন,
গিরিবন উঠিবে শিহরি'!
কুসুমিত-তরুতলে ঘুমা'বে তোমরা,
শৈল-বায়ু করিবে বীজন—
চরণে দাঁড়ায়ে র'বে মহাধনু করে
চিরদাস তোমার লক্ষ্মণ।"
ধরিয়া লক্ষ্মণে বুকে কহে রঘুবর,
"শুন ভাই! বাসনা আমার,
রহ তুমি অযোধ্যায়, দেখো দিবানিশি—
দেখো ভাই! মায়েরে আমার।
বৃদ্ধ নরপতি মগ্ন শোকের সাগরে,
কে করিবে প্রজার পালন?
বুঝা'য়ো ভরতে তুমি—গুরুভার তার
তুমি কিছু করিও গ্রহণ।"
ছল ছল আঁখি দু'টি—কহিছে লক্ষ্মণ,
"একি আজি কহ, রঘুবর!
কতবার কহিয়াছ, 'হ'য়ো রে লক্ষ্মণ।
সুখে দুঃখে নিত্য সহচর!'
সমগ্র ধরণী কিম্বা স্বর্গসিংহাসন—
ভোগসুখ আমি নাহি চাই,

দিনান্তে বনের মাঝে পাতার কুটীরে
সেবিতে ও পদ যদি পাই!
তোমার জননী—আমি দেখিব তাঁহায়?
মোর সম শতকোটি জনে
পারেন রাখিতে মাতা স্নেহ বরষিয়া—
আমি তাঁরে রাখিব কেমনে!
প্রজার পালনে একা রহিল ভরত,
আর প্রভু! রহিল তোমার
অতুলিত বীরনাম ভুবন ভরিয়া—
রামনাম রক্ষক প্রজার!
করিনু প্রতিজ্ঞা, আমি যাব মহাবনে,
তুচ্ছ সুখ আমি নাহি চাই,
না যদি কাননে আমি পশি তব আগে,
বীরলোক নাহি যেন পাই!"
বাঁধি' বাহুপাশে রাম লক্ষ্মণে তখন
কহে,—"ভাই! চল মোর সনে—
চল মৃগসমাকুল তাপস-বহুল
মনোহর মধুগন্ধি বনে।
যা' কিছু আমার আছে রত্ন আভরণ,
দ্বিজগণে কর সব দান;
আন, ভাই! ধনু মোর, অক্ষয় তূণীর,
বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি খরশাণ।"

ঊনবিংশ সর্গ।

বিদায়।

লক্ষ্মণে সীতারে ল'য়ে পিতার ভবনে
চলে দাশরথি মন্দ মাতঙ্গগমনে।
পড়িয়া নৃপতি নারীসহস্রের মাঝে,
শুষ্ক সরোবর যেন নিদাঘে বিরাজে!
নয়ন মুদিয়া রাজা স্মরে অবিরাম
তমাল-শ্যামল-তনু মহাবাহু রাম!
কহিছে সুমন্ত্র,—"প্রভু! এসেছে তোমার
রাজগুণে বিভূষিত প্রথম কুমার,
কাননগমনে রাম মাগিছে বিদায়—
উঠ, নরপতি! আর বিলম্ব কি তায়?"
পুত্রে হেরি' উঠে রাজা দু'বাহু পসারি'
চক্ষে অবিরল ধারা, ধায় আগুসারি—
পড়িল নৃপতি ভূমে হ'য়ে অচেতন,
রামসীতা তোলে তাঁরে পালঙ্কে তখন।
লক্ষ্মণ শিয়রে রহি' চামর ঢুলায়,
কনকভৃঙ্গার ল'য়ে সলিল ছিটায়!
কাঁদে নারীগণ—উঠে কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
সকরুণ রামনামে পূরে চারিধার!
লভিল চেতনা রাজা; কহিছে কুমার,—
"চলিনু কাননে, পিতঃ! আদেশে তোমার।
চলিছে জানকী সাথে, অনুজ লক্ষ্মণ—
বুঝাইনু কত, তা'রা না মানে বারণ!

নিবারিয়া শোক, পিতঃ! প্রসন্ন বদনে
কর আশীর্ব্বাদ—মোরা চলিলাম বনে।”
কহিছে নৃপতি ভাসি’ নয়নের জলে,—
“ভুলিয়াছি, রাম! আমি পাপিনীর ছলে—
পুড়ে গেছে বুক, আমি হয়েছি পাগল,
নাহি জীবনের আশা, হৃদয়ের বল!
আমারে সরা’য়ে তুমি বস সিংহাসনে—
নাহি যাও, পুত্র! তুমি, নাহি যাও বনে!”
ল’য়ে চরণের ধূলি কহিছে কুমার,—
“রাজা তুমি পৃথিবীর, পূজ্য সবাকার;
পালহ ধরণী, প্রভু! সহস্র বৎসর,
ল’ব পদধূলি চৌদ্দ বরষের পর।
স্বর্গ নাহি চাহি আমি, পৃথিবী কি ছার!
সত্যবাদী হ’ক পিতা—সাধনা আমার!
সত্য—তব মহাকীর্ত্তি রহিল ভুবনে,
সত্যের প্রভাবে মোরা সুখে র’ব বনে!
ভরতে বসুধা প্রভু! কর তুমি দান,
উড়ে দশদিকে যায় শান্তির নিশান;
তোমার রাজ্যের সীমা সদা শিবময়,
ভীত অরিগণ তব মাগিছে আশ্রয়।
ভরত রহুক বসি’ রঘুসিংহাসনে,
শাসিতে অরণ্যভূমি আমি চলি বনে!”
কহিছে নৃপতি,—“রাম! জানি যে তোমার
মহানদীসম মতি অলঙ্ঘ্য, দুর্ব্বার!

কে ফিরাবে বুদ্ধি তব—সাগরপ্লাবন ?
যাও পুত্র ! সত্যপথে—যাও মহাবন !
জননীর কোলে পুত্র ! রহ তুমি আজি,
কালি যেও মহাবনে বনচারী সাজি'—
আজি দিবানিশি আমি হেরিব তোমায়,
ত্যজিব পূরায়ে সাধ, সংসারমায়ায় !"

রাম। না পিতঃ ! রহিতে নারি ক্ষণেকের তরে,
এখনি চলিব আমি ব্রতদণ্ড করে।
করিছি প্রতিজ্ঞা আমি, আজি যাব বন—
মিথ্যাবাদী নহে কভু তোমার নন্দন !
শোক ত্যজ, ফিরে মোরা আসিব আবার,
ল'ব চরণের ধূলি স্বরগ আমার !

রাজা। সুমন্ত্র ! সাজাও তুমি চতুরঙ্গ বল,
উঠুক কাঁপিয়া পুরী—ক্ষুব্ধ ধরাতল !
যত কিছু আছে মোর রতনভাণ্ডার
দাও রাম-সনে—কিবা প্রয়োজন আর !
কোটি কোটি বীর রামে রহিবে ঘিরিয়া,
সুখে র'বে পুত্র মোর কাননে ফিরিয়া।
বনবাসী ব্যাধ যত আগে যা'ক্ চলি',
কাননে গড়ুক পথ লতাগুল্ম দলি' ;
বসা'ক্ বিপণি বনে শিল্পকার যত—
হ'ক বনভূমি মোর নগরীর মত !

সুমন্ত্র। নহে শিল্পকার শুধু—যত পুরবাসী,
কিবা নারী, কিবা নর, গৃহী কি উদাসী

যা'বে মহাবনে আজি ; রহিবে পড়িয়া
শূন্য গৃহ, শূন্য পথ ধূলিতে ভরিয়া !
শূন্য উপবন যত, দীঘি, সরোবর,
শূন্য দেবালয়—স্তব্ধ ললিত কাঁশর ;
থেমে যাবে অযোধ্যার জনকোলাহল,
রাজপথে ফুকারিবে শৃগালের দল !
রহুক কৈকেয়ী একা পুত্র কোলে করি'
রাজ-সিংহাসনে মহা-শ্মশান-উপরি !
বনে মোরা নব পুরী করিব নির্ম্মাণ,
জনকোলাহলে পূর্ণ হবে জনস্থান !

কৈকেয়ী। না ল'বে ভরত হেন রাজ্য শোভাহীন—
মিথ্যাবাদী রহ রাজা ! মহাপাপে লীন !

রাম। না পিতঃ ! বিলাসে মোর কিবা প্রয়োজন ?
কি কাজ আমার আর রত্ন আভরণ ?
সেনা অগণন—নাহি প্রয়োজন আর,
রক্ষিবে আমারে পিতঃ ! পৌরুষ আমার !
দাও মা ! বাকল মোরে, থাকে যদি তব ;
কি কাজ আমার আর রাজার বৈভব ?

ত্রিংশ সর্গ।

কৌশল্যা ও সীতা।

কৈকেয়ী আনিয়া দিল বাকল বসন,
নবীন সন্ন্যাসী রাম সাজিল তখন ;

লক্ষ্মণ সাজিল গৌর তাপসকুমার,
সীতা চীরবাস ল'য়ে চাহে চারিধার!
নয়নে অশ্রুর ভার, কাঁপিছে দুখিনী,
ফাঁদ হেরি' কাঁপে যেন বনের হরিণী!
কহে পতিমুখে চাহি'—"বনবাসী জন
চীর পরিধান প্রভু! করয়ে কেমন?"
করে ল'য়ে এক বস্ত্র, কণ্ঠে বাঁধে আর,
আরক্তবদনা যেন প্রতিমা লজ্জার!
রাম আসি' জানকীর কৌশেয়বসনে
বাঁধিল বাকল, কাঁদে পুরনারীগণে!
'হা রাম!' নিনাদ উঠে পুরীর মাঝারে,
কাঁদে উচ্চনাদে রাজা—রহিতে না পারে!
"হা কৈকেয়ি! সুকুমারী জানকী আমার!
শিরীষ-কুসুম যেন শরীর মাতার!
হরিণীর মত মা'র বিশাল নয়ন,
আর না হেরিব মা'র প্রসন্ন বদন"—
বলিতে বলিতে রাজা পড়ে মূরছিয়া,
রাম সীতা তোলে তাঁরে পালঙ্কে ধরিয়া।
কহিছে নৃপতি, "আন যত আভরণ,
সাজাও মায়েরে, আনি' রতন কাঞ্চন;
বাজুক নূপুর পায়ে, কটিতে কিঙ্কিণী,
দুলুক পশ্চাতে মা'র মুকুতার বেণী!"
　সাজিল জানকী দিব্য রতন ভূষণে,
মূর্তিমতী ঊষা যেন পূরবগগনে!

পড়িয়া জানকী তবে কৌশল্যার পায়
ঢালিয়া নয়নবারি ধরণী ভাসায়!
বুকে ল'য়ে বধূ রাণী কহিছে তখন,—
"পতি বিনা রমণীর নাহি মাগো, ধন;
সতীর পবিত্র নামে ভুবন উজলি'
ছায়াসম পতিপাছে বনে যাও চলি'!
অক্ষয় হউক মাগো, সিঁথির সিঁদূর,
হাতের কাঁকণ তোর, পায়ের নূপুর!"
না পারে কহিতে রাণী, চুমে বার বার
বৈদেহীর অশ্রুসিক্ত বদন উদার!
কহিছে জানকী,—"মাগো! তোমার বচন
শিরে ধরি' দিবানিশি পতির চরণ
পূজিব কাননতলে পাতার কুটীরে—
এর হ'তে ভাগ্যবতী না হেরি নারীরে!
চন্দ্রে যেন শোভা, মেরুশিরে রবিকর—
ধর্ম্ম জানকীর সাথী নিত্য নিরন্তর।
নাহি শোভে বীণা, যদি তন্ত্রী নাহি তায়,
চক্র বিনা রথ মাগো! শোভা নাহি পায়—
পতি বিনা রমণীর কোন গতি নাই—
শতপুত্রবতী, তবু অনাথা সদাই!"
শুনি' জানকীর বাণী কৌশল্যা তখন
আনন্দে বিষাদে করে অশ্রু বরষণ!
রাম কহে, "জননি গো! মুছ আঁখিজল,
চৌদ্দ বর্ষ যাবে চলি' যেন চৌদ্দ পল!

ফিরে আসি' পদধূলি লইব আবার,
পিতারে দেখো মা! সদা—কেঁদো না গো আর।"
মায়ের চরণ ধূলি লইয়া মাথায়
প্রণমে সুমিত্রা আর কৈকেয়ীর পায়।
লক্ষ্মণ প্রণমে তবে মাতার চরণে,
কহিছে সুমিত্রা, বুকে রাখিয়া নন্দনে,—
"যে কুলে প্রসূত তুমি, শুন রীতি তার—
জ্যেষ্ঠ-অনুগামী সদা কনিষ্ঠ কুমার।
দান, দীক্ষা, যজ্ঞ, যুদ্ধে শরীরপতন
রঘুকুলরীতি পুত্র! সত্য সনাতন।
রামে ভেবো দশরথ, জানকী আমারে,
অরণ্য অযোধ্যাসম হউক তোমারে!
যাও পুত্র! সত্য পথে—আশিস্ আমার
অরণ্যে পর্ব্বতে র'বে মস্তকে তোমার!"
মূর্চ্ছিত পিতার পদে প্রণমি' তখন
লক্ষ্মণে সীতারে ল'য়ে রাম চলে বন।

একবিংশ সর্গ।

বনগমন।

সাজে কনক-রথ রাজ-দুয়ারে!*
লোক কোটি কোটি দাঁড়ায়ে দু'ধারে!
বসিল রাম সীতা, লক্ষ্মণ পাছে,
ছুটে কনকরথ, লোক পিছে যাচে,—

---

* ১২শ ও ১৩শ সর্গের ছন্দ।

"সুমন্ত্র! রাখ—রাখ, চলহ সুধীরে,
দেখিব—শেষ দেখা—রাম রঘুবীরে!"
কেহ বা লম্বিত রহে রথধারে,
কেহ বা বক্ষ দিয়া চক্র নিবারে!
উঠে কোলাহল, মহাপুরী কাঁপে—
মত্ত ক্ষুব্ধ গজে বীর-পদ-দাপে!
মহামেঘ যবে ঢাকে আকাশে,
গরজে ভীম বায়ু, দামিনী বিকাশে,
উঠে সিন্ধুবারি শৈলসমানা,
তেমনি মাতে পুরী; বাজী গজ নানা—
লোক কোটি কোটি ধায় মাতোয়ারা,
তৃষিত দেখেছে যেন নববারিধারা!
সিক্ত পথের ধূলি নয়ন-সলিলে,
না কাঁদে ফুকারি' হেন লোক নাহি মিলে!
'হা হা রাম! মোর শ্যাম কিশোরা!
কেমনে শূন্য ঘরে র'ব আর মোরা!'—
কাঁদে নারী যত, কেশ নাহি বাঁধে,
নয়নে গলয়ে বারি অবাধে,
ধাইছে নৃপতি কম্পিত চরণে,
'রাখ—রাখ রথ', হাঁকিছে সঘনে!
'চলহ ত্বরিত সূত!' রাম কহে তারে—
চলেনা সুমন্ত্র, নাহি পারে রহিবারে!
পড়িল নরপতি পথের ধূলাতে,
রাম-মাতা আসি' ধরিল দু' হাতে!

উড়িছে মুক্ত কেশ—কাঁদে মহারাণী,
'রাম রাম' বলি' হানে বুকে পাণি!
"চলহ—চলহ সূত", রাম ফুকারে,
কমলনয়ন দু'টি ভাসে জলধারে!
ম্লান তমোময় রহে দিক চারি,
না বহে পবন মৃদু শিশির-সঞ্চারী!
ডুবিল দিবাকর মহামেঘপাশে,
ভীম আঁধার যেন বিশ্ব গরাসে!
ছুটে প্রভঞ্জন, কাঁপয়ে ধরণী,
না গাহে বেদ দ্বিজ, আইল রজনী।
দূর্ব্বাকবল মুখে ধেনু যত কাঁদে,
না ছুটে বৎসপাছে হম্বা-নিনাদে।
ডুবিল গ্রহতারা গভীর আঁধারে,
ভুলিল জীব যত আহার বিহারে!
ক্ষুব্ধ সর্ব্বভূত—বিপরীত ধারা—
কাঁদে নারী নর পাগলের পারা!

দ্বাবিংশ সর্গ।

কৌশল্যা-বিলাপ।

রাম চলে মহাবনে লক্ষ্মণ সীতার সনে,
পুরনারী করে হাহাকার;
শূন্য রাজপুরী মাঝে রাজা প'ড়ে দীন সাজে—
নাহি যেন পরাণ তাঁহার!

কৌশল্যা শিয়রে বসি'———বসন পড়িছে খসি',
আলুথালু দোলে কেশভার—
কহে, "নয়নের মণি! কোন্ বনে আছ তুমি?
বনফল আহার তোমার!
কোথারে তমালতনু! বাম করে মহাধনু,
চাঁদসম সদা হাস্যময়!
চাঁচর চিকুরে তোর দুলিছে জটার ডোর—
ফাটেনাক আমার হৃদয়!
ধন্য সে অরণ্যভূমি, রাম! যথা আছ তুমি,
ধন্য সেই বনের বাতাস
রাম-অঙ্গ পরশিয়া বহে বনপথ দিয়া
করি' শত কুসুম বিকাশ!
ধন্য সে অচল-রাজি বিচিত্র কুসুমে সাজি'
দোলাইছে শালের মঞ্জরী!
ভ্রমর-নয়ন শত মেলিয়া পাদপ যত
নাচিতেছে রাম-রূপ হেরি'!
সাজায়ে বাছার তরে ফল পুষ্প থরে থরে
কলকল ঢালে গিরি জল!
আহা! কিবা শোভা তাহে, রাম সীতা বসে যাহে—
নিরমল মহাশিলাতল!
কবে বনবাস-শেষে উদার তাপস-বেশে
রাম সীতা ফিরিবে ভবন?
আগে মহাধনু করে হেম-গৌর-কলেবরে
কবে মোর ফিরিবে লক্ষ্মণ?

রামচাঁদে হেরি' কবে সাগর-কল্লোল-রবে
মহাপুরী উঠিবে মাতিয়া?
প্রমত্ত মাতঙ্গ'পরে নীলমেঘকলেবরে
কবে রাম আসিবে ফিরিয়া?
অহো! কি পাপিনী আমি! এক পুত্র—বনগামী,
স্বামি-সুখে সদা ভিখারিণী!
বৎসহারা ধেনু যথা, রহিনু আমি গো বাঁধা—
বধূ মোর বননিবাসিনী!
শুনি' সে বিষাদগাথা কহিছে লক্ষ্মণমাতা,—
"কেঁদো না গো বীরের জননি!
হেন অশ্রু, হাহাকার সাজেনা দেবি! তোমার—
রাম তব ধরণীর মণি!
মহাকীর্ত্তিধ্বজা ল'য়ে রাম চলে বিশ্বজয়ে,
তুমি দেবি! জননী তাহার,
পুত্র তব মহাব্রত ধরেছে দেবের মত,
অশ্রু কেন নয়নে তোমার?
বাণপথে আসি' যার নাহি ফিরে অরি আর,
সর্ব্বলোক কাঁদে যার লাগি',
আপনি কমলা সঙ্গে সীতারূপে চলে রঙ্গে,
আগে বীর ভ্রাতা অনুরাগী,
কি তার অভাব, বল? তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল,
রাজ্য তার তিন লোকে রয়—
বনতরু ছত্র শিরে, অঙ্গে তার বহে ধীরে
বনবায়ু সদা শিবময়!

মহাসার শক্তিধর রাম-অঙ্গে রবিকর
তাপ নাহি দিবে কদাচন,
মহাশিলাতলে যবে রাম তব ঘুমাইবে,
চন্দ্রকর মাখাবে চন্দন!
চৌদ্দ বরষের পরে রামসীতা আসি' ঘরে
পদধূলি লইবে যখন,
পুত্র পুত্রবধূ কোলে ভাসিও নয়নজলে,
আষাঢ়ের মেঘের মতন!
শুনি' সে উদার বাণী, শোক তাপ ত্যজি' রাণী
এক মনে স্মরে নারায়ণ—
বিগত মেঘের মালা, শরীরে কনক-আলা
শরতের গোধূলি যেমন!

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

নিশীথে।

লম্বিত বালুকাময়ী বনতরঙ্গিণী—
সুগভীর ঝিঁঝি করে গান,
তরুমূলে সারি সারি পুরবাসী যত
ঘুমাইছে উদাস পরাণ!
অদূরে পুষ্পিত এক শালতরুতলে
বসিয়াছে শ্রীরামলক্ষ্মণ,
সুমন্ত্র মেলিয়া আঁখি পলকবিহীন
রাম-রূপ করে নিরীক্ষণ।

গভীর রজনী ; বহে বনরাজিশিরে
　মধুগন্ধি নৈশ সমীরণ।
পাতিয়া নূতন পাতা ঘুমায় জানকী—
　উড়ে কেশকলাপ বসন।
মধুর মর্ম্মর-রবে ভ'রে গেছে বন,
　ঝরে শালকুসুমের রেণু ;
দূর বনপথে যেন বনদেবগণ
　বাজাইছে সুললিত বেণু।
কহে রঘুনাথ,—"ঐ শুন, রে লক্ষ্মণ !
　কাঁদে যেন শূন্য বনভূমি !
ঝিল্লীকণ্ঠে বিশ্বভরা করুণ ক্রন্দন
　ঐ উঠে—শুনিছ না তুমি ?
না গাহে বিহঙ্গ, নাহি ছুটে মৃগকুল,
　উঠে শুধু বিষাদ-রাগিণী !
পড়িয়া বালুকাময়ী সরযূর মত
　ঐ হের বনতরঙ্গিণী।
শূন্য বনরাজি ঐ কাঁদে নদীতীরে
　অন্ধকার-সাগরে মগন,
স্তব্ধ জনকলরব—শ্মশানের মত
　শোভাহীন অযোধ্যা যেমন !
জননী আমার—আজি নিদ্রা নাহি তাঁর,
　ভূমে পড়ি' স্মরিছে আমায় !
কেঁদে কেঁদে মাতা মোর হারাইবে আঁখি,
　পিতা মোর পাগলের প্রায় !

"লক্ষ্মণ! নেহার ঐ তরুরাজি-মূলে
পড়ে আছে পুরবাসিগণ,
ধূসর শরীর—তা'রা গিয়াছে ভুলিয়া
মোর লাগি' গৃহ পরিজন!
যাবে তা'রা সঙ্গে মোর মানিবে না মানা—
বল ভাই! করি কি উপায়?
না পারি সহিতে আর, প্রজার বেদনা
শেলসম বিঁধিছে আমায়!
এখনো রয়েছে রাতি, চল মোরা যাই
দূর পথে বননদীপারে;
প্রভাতে ফিরিয়া যাবে পুরবাসিগণ
আর নাহি হেরিয়া আমারে।
নদীর ওপারে ঐ বনরাজিশিরে
উঠিয়াছে প্রভাতের তারা,
বহিছে উষার বায়ু, শাল-কুসুমের
মনোহর গন্ধে মাতোয়ারা।"
অদূরে তরুর মূলে বাঁধা অশ্বগণ,
খুলে আনি সুমন্ত্র সাজায়
কনকের মহারথ—রবিরথ যেন
মনোহর বসন্ত-উষায়!
ধরি' জানকীর করে, সরা'য়ে কুন্তল,
কুসুমের রেণুসমাকুল,
কহে রাম ধীরে ধীরে, "উঠ, প্রিয়সখি!
বনশোভা নেহার অতুল!"

উঠিল জানকী, বাঁধি' বিলোল কুন্তল,
প্রিয়মুখে চাহে বার বার ;
বসে রাম সীতাসনে রথের উপরি,
পাছে রহে সুমিত্রাকুমার।
প্রভাত হইল রাতি ; পুরবাসিগণ
নিদ্রাভঙ্গে চাহে চারি ধার—
রঞ্জিত অরণ্যভূমি সোনার কিরণে,
দোলে নব কিশলয়ভার।
গাহে কলকণ্ঠ পিক শালতরুচূড়ে—
শ্যামতনু রাম সেথা নাই !
প্রতি তরুতলে লোক ছুটিল তখন,
'রাম' বলি' কাঁদিল সবাই !
কেহ বা পড়িয়া মাথে বনরেণু গায়,
কহে, "ওরে নিদ্রা মায়াবিনী !
শত ধিক তোরে ! তোর কুহকে ভুলিয়া
হারাইনু রাম রঘুমণি !
আজানুলম্বিতবাহু, গজবরগতি
রামরাজা কোথা গেল মোর ?
কেমনে সহিব মোরা অরাজক দেশে
কৈকেয়ীর ভ্রুকুটি কঠোর !"
ভাসিয়া নয়নজলে ফিরে পুরবাসী,
রুক্ষকেশ, বিবর্ণবদন !
স্তব্ধ জনকলরব—না শোভে নগরী,
দাবদগ্ধ অরণ্য যেমন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

গঙ্গাতীরে।

গঙ্গার তরঙ্গে বসন্তের চাঁদ
ভাসিয়া ভাসিয়া যায় ;
তীরে মহাবন সন্ধ্যার কিরণে
অপূর্ব্ব প্রকাশ পায় !
দখিণ বাতাসে শির সঞ্চালিয়া
নাচে তরু অগণন,
বাজে যেন বীণা, অযুত নূপুর—
গান গাহে মহাবন !
গঙ্গার পুলিনে শুভ্র বালুকায়
অঞ্জনরাশির মত
বনের বাতাসে স্নিগ্ধ, নিরমল
মহাশিলা পড়ি' কত।
দাঁড়ায়ে রয়েছে মহুল তরুটি
বিশাল মস্তক তুলি',
বহুপুষ্প, লাল প্রবালে মণ্ডিত
দোলে মৃদু শাখাগুলি।
তার তলে বসি' পলাশ-পাতায়
রামসীতা একাসনে,
অদূরে লক্ষ্মণ সুমন্ত্র বসিয়া
শূন্য অবসন্ন মনে !

রাম কহে, তুলি' দক্ষিণ বাহুটি,
সীতার বদনে চাহি',—
"দেখ, প্রিয়ে! কিবা গঙ্গার সলিলে
তরণী চলেছে বাহি'।
দেখ, দোলে কিবা চন্দ্রকররেখা
গঙ্গার সুনীল বুকে,
ছুটে উর্ম্মিমালা চন্দ্রহার শিরে
কাননের অভিমুখে!
দেখ, কূলে কূলে আশ্রম-মণ্ডলী,
উঠে মহাসামগান,
ঐ দেখ, পুণ্য জাহ্নবীর জলে
ঋষি করে ব্রতস্নান।
ফেন, নিরমল হাসির লহরী,
মণি-নিরমল জল,
হের সীতে! মোর কুলের দেবতা—
মহাসাধনার ফল।"
কহিছে রাঘব, সহসা তখন
বন হ'তে বাহিরিয়া
রামসখা গুহ, নিষাদের রাজা,
আসে উপহার নিয়া।
হেরিয়া সখারে উঠে রঘুবর
দুই বাহু পসারিয়া,
কহে, "গুহ! তব বনের কুশল?
কহ সব বিবরিয়া।"

ধরি' রামকরে নয়নের জলে
ভাসিয়া গুহ তখন
কহে, "নাথ! তব হউক অযোধ্যা
বিচিত্র সুন্দর বন।
যা' কিছু আমার ধন পরিজন,
সকলি সখে! তোমার—
আনিয়াছি তব চরণের তলে
কাননের উপহার।
স্বাদু বনফল, এনেছি পাড়িয়া,
মৃগচর্ম্ম মনোহর;
শয়নের তরে এনেছি বহিয়া
এই খাট শিরোপর।"
রাম কহে, "গুহ! এনেছ যা'কিছু—
প্রীত আমি তাহে, ভাই!
কুশচীরধারী আমি যে তাপস,
মোর ত অভাব নাই!
দাও অশ্বগণে— বড় প্রিয় মোর,
লালিত স্নেহে পিতার—
নব তৃণদল, জাহ্নবীর জল,
অর্চ্চনা হ'বে আমার!"
গুহ তৃণদল দিল অশ্বগণে;
লক্ষ্মণ গঙ্গার জল
আনে পর্ণপুটে স্বাদু সুধাসম—
মণিসম নিরমল।

বারি পান করি'　　　　করিল শয়ন
রামসীতা তরুমূলে—
মাথার উপরে　　　　মহুলের শাখা
বনের বাতাসে দুলে;
ঝরে ফুল কত　　　　স্নিগ্ধ মনোহর,
পবন উঠিল মাতি',
গাহে বনভূমি　　　　করুণ রাগিণী,
ঝিমি ঝিমি করে রাতি।
কলকল নাদ　　　　বাড়িল গঙ্গার,
চাঁদ ঢালে সুধাধার,
আকাশ প্লাবিয়া　　　　উচ্চ—উচ্চতর
উঠে তান পাপিয়ার!
দূরে তরুতলে　　　　বসিল লক্ষ্মণ
মহাশরাসন করে,
গুহ কহে তাঁরে,—　　　　"শয্যা সুকোমল
এনেছি তোমার তরে,
করহ শয়ন,　　　　আমি র'ব জাগি'
জ্ঞাতিগণে লয়ে মোর;
সাজে কি তোমারে　　　　রাজার নন্দন!
বনের ব্রত কঠোর?"
কহিছে লক্ষ্মণ,—　　　　"জান না নিষাদ!
বুক মোর ফেটে যায়!
হের তরুতলে　　　　পাতার শয়নে
রাঘব অনাথপ্রায়!

ঘুমাব কেমনে ? ঘুম নাহি আসে
প্রতপ্ত নয়নে মোর !
নিশার বাতাসে গঙ্গার সলিলে
না নিবে সে তাপ ঘোর !
রাম বনবাসী, পিতা বৃদ্ধ মোর
ত্যজিবে যবে জীবন,
শূন্য মহাপুরী রহিবে পড়িয়া
শ্মশানভূমি যেমন !
শেল যেন বিঁধে মরমে আমার,
ঘুম কোথা মোর ভাই !
বনে বনে গুহ ! দিবস রজনী
জ্বলিব আমি সদাই !"
কহিতে কহিতে পোহাল রজনী,
লক্ষ্মণ নিশ্বাস ছাড়ে—
জ্বরাতুর যেন বনের মাতঙ্গ
পড়িয়া গঙ্গার ধারে !

পঞ্চবিংশ সর্গ।

সুমন্ত্র।

প্রভাত হইল নিশা ; উষার বাতাসে
নাচে গঙ্গাজল, তাহে স্বর্ণালোক ভাসে।
গুহ সাজাইল তরী, বিচিত্র সুন্দর ;
কহিছে সুমন্ত্র তবে যুড়িয়া দু'কর,—

"কি করিব আমি এবে? যাব কি কাননে?
শূন্য রাজপুরীমাঝে ফিরিব কেমনে?"

রাম।　　না সূত! পুরীর মাঝে ফিরে যাও তুমি,
পদব্রজে আজি মোরা পশি বনভূমি।
বৃদ্ধ নরপতি মহা শোকে নিমগন,
কাছে থেকো সদা তুমি—করিও যতন।
কহিও পিতারে মোর, দুখিনী মাতায়,
বড় সুখে আছি মোরা কানন-ছায়ায়।
ভরত আসিয়া যেন বসে সিংহাসনে,
চৌদ্দ বরষের পরে ফিরিব ভবনে।

সুমন্ত্র।　　রাজপুত্র! আজি তুমি ক্ষমা কর মোরে—
না পারি রহিতে আর, পরাণ বিদরে!
ভক্তের প্রলাপ বলি' ক্ষমিও আমায়—
ফিরিতে অযোধ্যা মোর প্রাণ নাহি চায়!
শুক্ল হের কেশ মোর, লোল চর্ম্ম আর,
রঘুকুল-হিতে প্রাণ দিয়াছি আমার;
চাহিনি কখন কিছু—এক ভিক্ষা দান
আজি তুমি কর মোরে—রাখ মোর প্রাণ!
সঙ্গে তব মহাবনে লহ যদি মোরে,
না চাহি অযোধ্যা আমি অমর-নগরে!
ফিরিব যখন আমি, শূন্য রথ হেরি'
পুত্রশোকাতুরা যেন কাঁদিবে নগরী!
কেমনে শুনিব আমি মহা-হাহাকার?
কেমনে বিশুষ্ক মুখ দেখিব রাজার?

কি কহিব, রাম! তব জননীর ঠাঁই?
আমা হতে ভাগ্যহীন আর বুঝি নাই!
ঠেলনা চরণে তুমি, ভকতবৎসল!
হেরিব তোমার সনে অরণ্য অচল।
তপোবিঘ্ন আমি তব নিবারিব রথে,
চলিব তোমার আগে কাননের পথে।
বড় সাধ মোর—চৌদ্দ বরষের পরে
তোমা' লয়ে রাজরথে ফিরিব নগরে।
হের, মোর অশ্বগণ বহিয়া তোমায়
তোমা বিনা পুরীমাঝে ফিরিতে না চায়!
নাহি যদি লহ মোরে, অনল জ্বালিয়া
রথের সহিত আমি মরিব পুড়িয়া!

রাম। জানি আমি—জানি বৃদ্ধ! হৃদয় তোমার,
অগাধ অতল স্নিগ্ধ প্রেম-পারাবার!
তোমা সম রঘুকুলে মিত্র কেহ নাই,
ফিরিতে পুরীর মাঝে কহিনু ত তাই।
তোমারে হেরিয়া সূত! আনন্দে মগন
ভাবিবে কৈকেয়ী, রাম গিয়াছে কানন,
ঘুচিবে সংশয়—নাহি কহিবে পিতায়
কঠোর বচন যত অশনির প্রায়।
জানি আমি, পুরীমাঝে ফিরিতে তোমার
লাগিবে মরমে কত বেদনার ভার,
মোর প্রিয় লাগি' বৃদ্ধ! ফিরে তুমি যাও,
অন্তরের ব্যথা যত অন্তরে লুকাও।

(গুহের প্রতি) গুহ! আমি দূর বনে বাঁধিব কুটীর,
পালিব নিয়ম, বেশ ধরিব ঋষির।
বট-তরু-ক্ষীর তুমি আনহ সত্বর,
এখনি বাঁধিব জটা মস্তক-উপর।
গুহ আনে তরু-ক্ষীর, দুগ্ধধারাসম,
দু'ভাই বাঁধিল শিরে জটা নিরুপম।
আজানুলম্বিত বাহু, শিরে জটাভার—
শোভে যেন গঙ্গাতীরে দেবের কুমার!
প্রবোধিয়া রঘুনাথ সুমন্ত্রে তখন
জানকীর সনে করে তরী আরোহণ।
লক্ষ্মণ তুলিল ধনু, খড়্গ, চর্ম্ম, বাণ;
নাচিয়া নাচিয়া তরী করিল প্রয়াণ।
দেখিতে দেখিতে রঞ্জি' পূরব অম্বর
গঙ্গার সলিল হ'তে উঠে দিবাকর।
ছুটে মত্ত ঊর্ম্মিমালা স্বর্ণালোক শিরে,
নাচে মৃদু কলতানে রামতরী ঘিরে।
তীরে বনরাজিশিরে নাচে রবিকর,
উড়ে বিহঙ্গের মালা গঙ্গার উপর।
সিন্দুর-মণ্ডিত জলে করি' আচমন
মহামন্ত্র রঘুনাথ জপিল তখন।
জানকী যুড়িয়া পাণি গলবস্ত্রে কয়,—
"নমি ভাগীরথি! তব বারি পুণ্যময়।
সর্ব্বকামপ্রদায়িনি! সদা শুভঙ্করি!
ত্রিপথগামিনী গঙ্গে! প্রণিপাত করি।

ক'রো মা! কল্যাণ তুমি পতির আমার,
ফিরে যেন আসি মোরা কুশলে আবার।
শত সুরা-ঘটে তব করিব অর্চ্চনা,
পূর্ণ করো পুণ্যময়ি! সকল কামনা।"
উতরি' দক্ষিণ তীরে চলে রঘুবর,
মাঝে সীতা, আগে ভ্রাতা, হাতে ধনুঃশর।
মিলিয়াছে গঙ্গা আর যমুনা যথায়,
মহাবনমাঝে রাম সেই পথে যায়।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

প্রয়াগে।

চৈত্রের মোহিনী সন্ধ্যা; স্নিগ্ধ সমীরণ
বহে ধীরে ধীরে, গাহে বনপাখীগণ।
দোলে শালতরুচূড়ে নবীন মঞ্জরী,
সুধা-গন্ধে বনভূমি গেছে যেন ভরি'।
রাম কহে, "হের ঐ অদূরে লক্ষ্মণ!
উঠে কিবা ধূমশিখা নয়ন-রঞ্জন।
অদূরে প্রয়াগ, মোর হেন মনে লয়,
মনোহর হবিঃগন্ধ বনপথে বয়।
জলের কল্লোল শুন গঙ্গা যমুনার
বনের মর্ম্মরে মিশি' ভরে চারিধার।
অদূরে জাহ্নবী—ঐ বন-অন্তরালে
তরল-সুবর্ণ-রাশি নাচে তালে তালে।

হের বন-তরু-শাখা করিয়া ছেদন
গিয়াছে কাননপথে বনবাসিগণ ;
হের, তপোবন-মৃগ হেরিয়া আমায়
ছুটে মনোহরগতি—ফিরে ফিরে চায়
বলিতে বলিতে কথা আশ্রমে তখন
পশে রঘুনাথ, সঙ্গে জানকী লক্ষ্মণ।
শোভে ভরদ্বাজ যেন প্রদীপ্ত অনল,
বসেছে ঘিরিয়া তাঁরে শিষ্যের মণ্ডল।
প্রণিপাত করে রাম মুনির চরণে,
দিলা নিজ পরিচয় মধুর বচনে।
ধরেনা আনন্দ আর হৃদয়ে মুনির,
আশিস্ করয়ে ঋষি পরশিয়া শির।
স্বাদু বনফল কত অমৃতসমান
দিল মুনি, গঙ্গাজল করিবারে পান।
কহে ভরদ্বাজ,—"আমি জানি সব, রাম!
এসেছে তোমার আগে কীর্ত্তি অভিরাম!
জানি তব সিন্ধুসম চরিত উদার,
এস বৎস! হ'য়ো মোর বন-অলঙ্কার।
রহ তুমি হেথা' সঙ্গে জানকী লক্ষ্মণ—
হ'ক বনভূমি মোর দ্বিতীয় নন্দন!"
রাম কহে ধীরে ধীরে, বিনয়ে বা কত,
"তোমার এ বন প্রভু! অযোধ্যার মত!
নিতি নিতি পুরবাসী আসিবে হেথায়—
র'ব আমি নিরজন কানন-ছায়ায় ;

বল প্রভু! রহে কোথা আশ্রমের ঠাঁই,
সদা নিরজন, পুণ্য, সুন্দর সদাই।"
কহে মহা-ঋষি,—"বৎস! যমুনার পারে
চিত্রকুট নাম গিরি মেঘের আকারে
উঠিয়াছে মহাবনে, শুভদরশন—
চৌদিকে মেখলা তার—শোভে শালবন।
কত মহা-ঋষি বসি' পুণ্য সানুতলে,
বিশুষ্ক কপালে উগ্র রবিকর জ্বলে।
কেহ বা কঙ্কালসার শরীর ত্যজিয়া
দিব্য দেহে দিব্য লোকে যাইছে চলিয়া।
প্রতি শিলাতলে তার তীর্থ কত রয়,
গভীর ঝঙ্কারে কত নির্ঝরিণী বয়;
কত মধু, কত ফল, কত ফুলে ভরা
চিত্রকূটশৈলে বাস করহ তোমরা।
বসি' সানুদেশে, রাম! দেখিবে যখন
পাদপে পাদপে শিখী করিছে নর্ত্তন,
অধোভাগে শালবনে মহাগজ কত
ফিরিতেছে দলে দলে গিরিচূড়া মত,
গাহিছে কিন্নরগণ মনোহর গান,
ছুটে মৃগযূথ—হেরি' জুড়াবে পরাণ।"
আইল রজনী; ঋষি পরম যতনে
পূজা করে অতিথির প্রয়াগের বনে।
প্রভাতে মুনির পদে নমিয়া তখন
চিত্রকূটশৈলে চলে রঘুর নন্দন।

আশিস্ করয়ে মুনি, নেত্রে অশ্রুভার,
কহিছে, "মঙ্গল রাম! হউক তোমার।
ঐ যে যমুনা, যেন নীলমণিমালা,
উষার সোনার আলো বুকে তার ঢালা—
দু'পাশে নিবিড় বন ঢাকিয়াছে জল,
তীরে তীরে আছে পথ সুখদ, সরল।
গিয়া কিছু দূর, যেও যমুনার পারে,
দেখিবে বিশাল বট বনপথধারে;
কত সিদ্ধ রহে তার শ্যামল ছায়ায়—
সাধ যদি হয়, নিশা যাপিও তথায়।
অদূরে দেখিবে রাম সুনীল কানন,
দু'পাশে শল্লকী আর বদরীর বন,
মাঝে রহে পথ, সদা স্নিগ্ধ শিবময়;
নাহি দাবানল সেথা—নাহি কোন ভয়।
গিয়াছি সে পথে আমি কত শত বার—
যাও রঘুবীর; হ'ক মঙ্গল তোমার।"

সপ্তবিংশ সর্গ।

চিত্রকূটে।

যমুনার কূলে কূলে চলে রঘুবর
　সঙ্গে লয়ে জানকী লক্ষ্মণ;
ভ্রমিয়া অনেক দূর কালিন্দীর তীরে
　বসে রাম চিন্তা-নিমগন,

কহিছে লক্ষ্মণে,—"ভাই! তরিব কেমনে
সুগভীর যমুনার জল?
বাঁধ তুমি ভেলা আনি' বনের পাদপ—
তুমি ভাই! মোর বুদ্ধি বল!"
লক্ষ্মণ আনিল শুষ্ক বনতরু কাটি',
বাঁধে ভেলা বেতস-লতায়,
রচিল আসন তাহে স্নিগ্ধ, সুখকর,
সুকোমল বনের পাতায়।
বসিল জানকী তাহে বনদেবী যেন,
বনফুল দুলিছে কুন্তলে,
ধীরে ধীরে চলে ভেলা মৃদু কলরবে
নিরমল যমুনার জলে।

যমুনার পারে রাম চলে বনে বনে,
সীতা পুছে বনতরুনাম,
"আর্য্যপুত্র! দেখ কিবা দুলিছে লতিকা,
শিরে পুষ্পগুচ্ছ অভিরাম!"
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল বনফুল কত,
প'রে সীতা বাহুতে কুন্তলে;
শ্রান্ত রবিকরে সবে বসিল আসিয়া
সুশীতল মহাবট-তলে।
প্রণমি' পাদপমূলে জনক-নন্দিনী
আগে আগে বনপথে চলে;
অদূরে হেরিয়া গিরি, সীতাকর ধরি'
ধীরে ধীরে রাম তবে বলে,—

"দেখ প্রিয়ে ! বনভূমি উঠেছে জ্বলিয়া
সুলোহিত অযুত পলাশে ;
বহে শৈলবায়ু, তাহে বনকুসুমের
মনোহর সুধাগন্ধ ভাসে।
গাহিছে কোকিল বসি' ফুলের পিঞ্জরে,
প্রতিরব করিছে ময়ূর ;
চলেছে মাতঙ্গযূথ গিরিপাদদেশে,
নির্ঝরিণী গাহিছে মধুর।
পাদপে পাদপে, হের, রয়েছে লম্বিত
মধুচক্র—বনের ভাণ্ডার,
ঐ মনোহর বনে গিরিপাদদেশে
র'ব যেন স্বরগমাঝার !"
বলিতে বলিতে রাম হেরিল সম্মুখে
মনোহর শান্ত তপোবন,
ভ্রমিছে তাপস কত—প্রতিভামণ্ডিত,
প্রভাময়, প্রসন্ন বদন !
নির্ম্মল অঙ্গনে শুয়ে মৃগশিশু কত
আঁখি মুদি' করে রোমন্থন,
গোধূলির স্বর্ণ-আলো মাখিয়া শরীরে
ধেনুদল ফিরিছে ভবন।
হেরিয়া রাঘবে আসে তাপসমণ্ডলী,
পূজা করে অতিথির কত,
রাখে মন্দাকিনী-বারি, কেতকবাসিত,
বনফল অমৃতের মত।

প্রভাতে উঠিয়া বীর সুমিত্রাকুমার
মনোহর বাঁধিল কুটীর ;
পশ্চাতে শালের বন উঠেছে আকাশে,
মঞ্জু লীলা সম্মুখে নদীর।
স্নান করি' নিরমল মন্দাকিনীজলে
পশে রাম আশ্রমে তখন,
পূত কৃষ্ণমৃগ-মাংস, মন্দাকিনীজল
পত্রপুটে আনিল লক্ষ্মণ।
জ্বালিয়া অনল, তাহে লৌহশলাকায়
মৃগমাংস পাক করি তবে
রাখিল বেদীর'পরে সুমিত্রা-কুমার,
রঘুনাথ মহামন্ত্র জপে।
জ্বলিয়া উঠিল বহ্নি বেদীর উপরে,
মৃগমাংসে যাগ করে রাম ;
সাজায়ে সে পর্ণশালা কুসুমে লতায়
জানকীর নাহিক বিশ্রাম।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

প্রত্যাগত সুমন্ত্র।

হেথায় সুমন্ত্র ফিরে পুরীর মাঝারে,
স্তব্ধ জনকলরব—সন্ধ্যার আঁধারে!
নিরানন্দ মহাপুরী শূন্য যেন রয়,
ভাবিছে সুমন্ত্র তবে কম্পিতহৃদয়,—

'না হেরি কাহারে আমি—রাম-শোকানলে
যত নর নারী, অশ্ব, মাতঙ্গ সকলে
নৃপতির সনে বুঝি মরেছে পুড়িয়া,
শূন্য এ শ্মশানভূমি রয়েছে পড়িয়া !'
ভাবিতে ভাবিতে সূত বায়ুগামী রথে
ছুটে নগরীর মাঝে বিপণির পথে।
শুনিয়া রথের ধ্বনি শত শত নর
'রাম কোথা ?' বলি' ছুটে ব্যাকুল-অন্তর ;
বাতায়নপথে যত কাঁদে পুরনারী,
আয়ত অরুণ নেত্রে ঝরে অশ্রুবারি !
আবরি' বদন সূত রাজপথে চলে,
ধূলিধূসরিত, সিক্ত নয়নের জলে !
রাজপুরীমাঝে সূত পশিয়া তখন
রাজার ভবনে দ্রুত করিল গমন।
পাণ্ডুর গৃহের মাঝে পাণ্ডুরমূরতি
শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ বসি' নরপতি !
সুমন্ত্র প্রণমি' পদে রাম-কথা কহে,
আবেগে জড়িতকণ্ঠ, বক্ষে ধারা বহে !
শুনি' সে দারুণ বাণী নৃপতি তখন
ম্লান মুখে ভূমিতলে পড়ে অচেতন।
কপালে কঙ্কণ হানি' কাঁদে নারী যত,
রাজপুরী হ'ল ক্ষুব্ধ সাগরের মত !
কৌশল্যা সুমিত্রা তোলে রাজারে ধরিয়া,
কাঁদে রাম-মাতা প্রিয়-নাম উচারিয়া !

লভিয়া চেতনা রাজা মুদিল নয়ন,
রামরূপ হৃদিতলে করে দরশন;
আবার চাহিয়া দেখে, ধূলিধূসরিত
বিষাদ-মূরতি রহে পাষাণে খোদিত!
"বল, বল সূত! তুমি বল আর বার,"
কহিছে নৃপতি, বক্ষে তপ্ত অশ্রুধার,
"কোথা আছে, কোন্ বনে, কোন্ তরুমূলে
জানকীর সনে রাম—বল তুমি খুলে!
কেমনে চলিছে বনে জনককুমারী,
ছুটে যথা মত্ত গজ, শার্দ্দূল হুঙ্কারি'?
অনাথের মত রাম পাতার শয়নে
বাহুতে মস্তক রাখি' শুয়ে কোন্ বনে?
অহো! ভাগ্যবান্ তুমি—দেখেছ আমার
মহাবনে পুত্র—দু'টি অশ্বিনীকুমার!
কি কথা কহিল রাম; বল বিবরিয়া,
জানকী লক্ষ্মণ গেল কি কথা বলিয়া?
রাম-কথা দেহে মোর মৃত-সঞ্জীবনী—
বাঁচিয়া রহিব আমি রামকথা শুনি'!"
কহিছে সুমন্ত্র,—"প্রভু! জাহ্নবীর তীরে
কহিলা কুমার মোরে, 'যাও তুমি ফিরে—
জানা'য়ো প্রণাম মোর পিতার চরণে,
দুখিনী জননী আর যত মাতৃগণে!
কহিও মায়েরে মোর, কেঁদ না মা! আর—
ধর্ম্ম মহানিধি হ'ক সম্বল তোমার;

শোক অভিমান ত্যজি' দেখিও পিতায়,
কৈকেয়ী রাজার প্রীতি ফিরে যেন পায়।
ভরতে দেখিও মাগো! নৃপতির মত,
আপনার পুত্র তারে ভাবিও সতত—'
বলিতে বলিতে রাম নয়নের জলে
ভাসিয়া তখন, মোর করে ধরি' বলে,
'সুমন্ত্র! মায়েরে মোর 'মা' ব'লে ডাকিও,
শোকে মগ্ন পিতা মোর—নিকটে থাকিও!'
"লক্ষ্মণ গরজি' রোষে মহাসর্পপ্রায়
কহিলা, 'সুমন্ত্র! তুমি বলিও রাজায়,
তুচ্ছ কৈকেয়ীর প্রীতি করিতে সাধন
রামসম পুত্রে তুমি পাঠায়েছ বন,
বিপরীত বুদ্ধি—নহ রাজা তুমি আর,
ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পিতা, বন্ধু—রাঘব আমার!
রাম-বনবাসে লোক কাঁদে উভরায়,
কোন্ মুখে র'বে বৃদ্ধ! রাজা তুমি তায়?'
না পারিল কহিবারে জানকী তোমার—
রাম-মুখে চাহে বালা, নেত্রে অশ্রুভার!
জাহ্নবীর পারে প্রভু! নীল মহাবন—
সীতাসনে পশে তাহে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শূন্য রথ ল'য়ে আমি আইনু ফিরিয়া—
না চলে তুরঙ্গ, কাঁদে কাননে চাহিয়া!
কাঁদে মহারাজ! তব রাজ্য সুবিশাল!
আসিছে সংহারময়ী রজনী করাল!

শীর্ণ যত তরুরাজি, শুষ্ক ফুল ফল,
প্রতপ্ত পঙ্কিল নদী, সরসী, পল্বল!
বিশুষ্ক পলাশ—বন নাহি শোভে আর,
না গাহে বিহঙ্গ মঞ্জু সঙ্গীত তাহার!
কিবা জলচর প্রাণী, কিবা স্থলচর
রহে স্পন্দহীন সবে উদাস-অন্তর!
মূর্চ্ছিত সরযূ—নাহি কুলুকুলু গান,
স্তব্ধ গৃহরাজি, ম্লান কুসুম-বিতান!
শূন্য মহারাজ তব যত উপবন—
কাঁদে মহাপুরী, রাম-জননী যেমন!"
শুনি' সারথির বাণী কহে নরবর,
দুই চক্ষে অশ্রুধারা পড়ে দরদর,—
"হা সুমন্ত্র! বুদ্ধিনাশ হইল আমার,
কেন হ'ল হেন মতি ঘৃণিত সবার?
রমণীর তরে দিনু সব বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে নাহি কহিনু তখন!
বাঁচিবার সাধ মোর আর সূত! নাই—
রাম-দরশনে প্রাণ কাঁদিছে সদাই!
যা'ব আমি মহাবনে রাম-দরশনে,
সাজাও সারথি! রথ—আন অশ্বগণে!
যদি ক'রে থাকি তব মঙ্গল সাধন,
সুমন্ত্র এখনি মোরে ল'য়ে চল বন—"
বলিতে বলিতে রাজা দু'বাহু তুলিয়া
হারায়ে চেতনা, ভূমে পড়ে আছাড়িয়া!

উনত্রিংশ সর্গ।

অন্তিমশয়নে দশরথ।

গভীর রজনী—গত দ্বিতীয় প্রহর,
বসন্তের পূর্ণ চাঁদ নীলাকাশ'পর।
উঠিয়া শয্যার 'পরে বসে নরপতি,
দু'বাহু প্রসারি' কহে কৌশল্যার প্রতি,—
"হেরি অন্ধকার আমি—কোথা তুমি রাণি!
কাছে এস—করে মোর রাখ তব পাণি!
জেগেছে পাপের স্মৃতি অন্তরে আমার,
ধর মোরে—পুড়ে বুঝি হ'য়ে গেনু ক্ষার!"
কৌশল্যা ধরিয়া তাঁরে তালবৃন্ত ল'য়ে
ব্যজন করয়ে—রাণী ম্রিয়মাণা ভয়ে!
ধীরে ধীরে কহে রাজা,—"হতেছে স্মরণ,
কৌমার গিয়াছে মোর, প্রথম যৌবন;
আষাঢ়ের ঘনঘটা—আঁধার আকাশ—
শ্যামলা ধরণী—আর্দ্র বনের বাতাস।
গৈরিক-রঞ্জিত বহে গিরিনদী যত
পুণ্য তপোবনপাশে যোগিনীর মত।
শৈলে শৈলে মেঘ ভাসে—দ্বিতীয় অচল,
বিবর্ণ লুণ্ঠিতপক্ষ বিহঙ্গমদল।
ভ্রমি নদীতীরে আমি শরাসন করে
শব্দভেদী বীরনাম লভিবার তরে।
সহসা অদূরে ধ্বনি শুনিনু গভীর—
বনগজ জলপান করে কি নদীর?

না করি' বিচার, আমি জ্বালাময় বাণ
ছাড়িনু, প্রচণ্ড যেন অহি লেলিহান!
'হা পিতঃ! মরিনু আমি'—সকরুণ স্বর
উঠে নদীতীরে, মোর কাঁপে কলেবর!
ছুটে গিয়ে দেখি, এক তাপস-কুমার
লুঠিছে নদীর তীরে সায়কে আমার!
ক্ষুদ্র জটাগুলি তার ঢেকেছে বদন,
কলসীর জলে গেছে তিতিয়া বসন,
ধূলিধূসরিত অঙ্গ, চেতনা না রয়,
বক্ষে বিদ্ধ শস্ত্র মোর—রক্তধারা বয়!
পাশে প'ড়ে অর্দ্ধপূর্ণ কলস তাহার—
দেখিয়া আমার বাণী স'রেনাক আর!

"দগ্ধ করি' মোরে যেন নয়ন-অনলে
ক্ষণকাল পরে শিশু ধীরে ধীরে বলে,—
'কে তুমি চণ্ডাল?—দেখি ক্ষত্রিয়-আকার,
মোরে বধি' কিবা লাভ হইল তোমার?
বনবাসী আমি—অন্ধ জনক জননী—
এক বাণে তিন জনে বধিয়াছ তুমি!
পিপাসায় শুষ্কতালু—চেয়ে পথপানে
বসে আছে অন্ধ—আমি হত তব বাণে!
ল'য়ে চল মোরে তুমি আশ্রম-মাঝারে,
কাঁদিও, নিষ্ঠুর!—পিতা ক্ষমিবে তোমারে!
কলসী ভরিয়া লহ সরযূর জল—
কাছে এস—অঙ্গ মোর হ'তেছে বিকল!

পুড়িয়া ছিঁড়িয়া গেল মরম আমার!
এস রাজা! লহ টানি' সায়ক তোমার!'
"অবশ শরীর মোর, হৃদয় স্পন্দিত—
টানিয়া লইনু শর রুধির-রঞ্জিত!
লুঠিয়া মহীতে শিশু—আড়ষ্ট শরীর,
মোর মুখপানে চাহি' নেত্র করে স্থির!
কাঁপিতে কাঁপিতে আমি পূর্ণ ঘট শিরে
চলিনু আশ্রম—পথে অন্ধের কুটীরে।
শুনি' পদশব্দ মোর, কহিছে দম্পতি,—
'না পারি রহিতে, পুত্র! এস শীঘ্রগতি।
আন বৎস! সুশীতল সরযূর জল,
শুকায়েছে বুক—মোরা হয়েছি বিকল!
কেন কহিছ না কথা? আসিছ না ধেয়ে?
রয়েছ দাঁড়ায়ে—বাছা! কি দেখিছ চেয়ে?
সরযূর জলে বুঝি খেলাতে ভুলিয়া
বিলম্বে এসেছ পুত্র! কুটীরে ফিরিয়া,
তাই কি হ'য়েছে লজ্জা? এস, রে কুমার!
নয়নের মণি তুমি অন্ধ দু'জনার!'
"কি কহিব, দেবি?—মোর না স'রে বচন,
ধীরে ধীরে ঘোর বাণী কহিনু তখন!
মূর্চ্ছিত দম্পতি পড়ে ভূমে আছাড়িয়া,
না পারি রহিতে—আমি আকুল কাঁদিয়া!
ছিটাইনু ধীরে ধীরে কলসীর জল,
উঠিয়া বসিল বৃদ্ধ বিবর্ণ, বিকল—

কহিল, 'এখনি মোরে ল'য়ে চল তুমি,
পুত্র যথা প'ড়ে মোর—নদীতীর ভূমি!'
হাতে ধরি' ধীরে ধীরে অন্ধ দু'জনায়
আনিনু সরযূতীরে বালক যথায়।
মৃত পুত্র কোলে করি' কাঁদে মাতা তার,
জ্বালিলাম বহ্নি আমি পবিত্র চিতার।
দিলা অভিশাপ মুনি, 'মরিনু যেমন,
পুত্রশোকে তুমি রাজা! মরিবে তেমন!'
বলিতে বলিতে ঋষি পত্নীকর ধরি'
পশিল অনলমাঝে পুত্র কোলে করি'!
"মৃত বালকের সেই পাণ্ডুর বদন
জাগিয়াছে আজি—ছিন্ন মরমবন্ধন!
ঐ ছুটে আসে দূত শমন রাজার—
ভেঙে গেল চিত্র যত অপূর্ব্ব মায়ার!
কোথা রে জানকি! মোর সোনার লক্ষ্মণ!
কোথা রাম—রাম মোর কমললোচন!"
ঢলিয়া পড়িল রাজা শয্যার উপরে,
কাঁদে রাম-মাতা—বুকে করাঘাত করে!

ত্রিংশ সর্গ।

ভরতের স্বপ্ন।

পোহাইল অযোধ্যার দীর্ঘ বিভাবরী,
করুণ ক্রন্দনরোলে ভরিল নগরী।

কাঁদে রাম-মাতা পড়ি' বিবর্ণ শরীর—
ললাটে কঙ্কণ-রেখা বিরাজে গভীর!
কাঁদে যত রাণী, উড়ে রুক্ষ কেশভার—
কেহ পড়ে স্বামিবুকে, কেহ পায়ে তাঁর,
কহে কটুবাণী কত কৈকেয়ীর প্রতি—
মুহূর্ত্তে নগরী শুনে নাহি নরপতি।
আইল বশিষ্ঠ ঋষি, আর মুনিগণ,
ভরতে আনিতে দূত পাঠাল তখন,
রাখে নৃপদেহ তৈল-কটাহের মাঝে—
শূন্য মহাপুরী সদা কাঁদে দীন সাজে!
　হেথা' কৈকেয়ীর সুত কেকয়-নগরে
উঠে রাত্রিশেষে স্বেদ-সিক্ত কলেবরে!
আসি' সখা যত কহে, "কেন হে কুমার!
বিবর্ণ বদন তব, নেত্রে অশ্রুভার?"
কহিছে ভরত, "আমি দেখিছি স্বপন—
পিতা যেন মুক্তকেশ, পাণ্ডুরবদন,
পরিধান জীর্ণ বস্ত্র—শৈলশৃঙ্গ হ'তে
কৃমিসমাকুল পড়ে গোময়ের হ্রদে!
আবার দেখিনু, পিতা অঞ্জলি ভরিয়া
তৈল পান করিতেছে বিকট হাসিয়া—
সর্ব্ব অঙ্গে তৈল মাখা, কৃষ্ণবাস পরি'
বসিয়াছে লৌহময় পীঠের উপরি;
পিঙ্গলবরণা ভীমা আসে নারীগণ—
রক্তবাস পরা', অঙ্গে রকতচন্দন,

লৌহদণ্ডে মহারাজে করিয়া প্রহার
টানিয়া দক্ষিণ মুখে হয় আগুসার!
দেখিলুম, শুষ্ক যত বিশাল সাগর,
চন্দ্র পড়িয়াছে শীর্ণ ভূমির উপর—
আঁধারে মগন বিশ্ব—না জ্বলে অনল,
নাহি ধরা, নাহি সিন্ধু, অরণ্য, অচল!
তাই ভাবিতেছি, কিবা অমঙ্গলবাণী
শুনিব শ্রবণে! কবে যাব রাজধানী!"
ভরত কহিছে বাণী, সহসা তখন
আইল অযোধ্যা হ'তে শ্রান্ত দূতগণ।
রাজার মরণ তা'রা না কহে কুমারে,
বলে, 'আইলাম মোরা লইতে তোমারে।'
মাতামহপাশে তবে লইয়া বিদায়
দু'ভাই চড়িয়া রথে বায়ুবেগে ধায়।
সঙ্গে চলে হস্তী কত, অশ্ব অগণন,
দিল অশ্বপতি কত রতন কাঞ্চন।
সপ্ত দিবানিশি পথে যাইল চলিয়া,
শ্রান্ত হস্তী অশ্ব রহে পশ্চাতে পড়িয়া;
চলে আগুসারি রথে ত্রস্ত দু'টি ভাই,
পিতার চরণ মনে ভাবিছে সদাই!
প্রভাতে হেরিয়া দূরে অযোধ্যানগরী
কহিছে ভরত,—"সূত! একি আজি হেরি—
শূন্য যত অযোধ্যার পুণ্য উপবন,
না উড়ে পতাকা, পুরী না শোভে তেমন!

পাণ্ডুরমৃত্তিকাময়ী মন্থর নগরী
কহ, সূত! আজি কেন নিরানন্দ হেরি!
না উঠে প্রভাতে আজি জনকোলাহল,
না ছুটে তুরগপিঠে পুরবাসিদল,
বাজেনা মৃদঙ্গ ভেরী—স্তব্ধ চারি ধার,
বহেনা চন্দনগন্ধি স্নিগ্ধ বায়ু আর!
না গাহে বিহঙ্গ—হের শীর্ণ তরুগণ
পাণ্ডুপত্র—অশ্রু যেন করিছে মোচন!"
বলিতে বলিতে পুরী প্রবেশে কুমার—
শূন্য রাজপথ—নহে বারিসিক্ত আর;
শোভাহীন রহে যত গৃহস্থভবন,
বিমুক্ত কপাট, ধূলি-ধূসর অঙ্গন!
শূন্য দেবালয়, শূন্য পণ্যশালা যত—
রামহীন রহে পুরী ধ্যানমগ্ন মত।

একত্রিংশ সর্গ।

মাতাপুত্র।

পিতার ভবনে পশি' কৈকেয়ীনন্দন
না হেরি' জনকে ত্রস্ত, বিবর্ণবদন।
ধায় দ্রুতগতি তবে মাতার মন্দিরে,
প্রণমে জননীপদে অবনত শিরে।
উঠিল কৈকেয়ী ত্যজি' কনক-আসন,
পুত্রের কমলমুখ করয়ে চুম্বন,

পিতৃভবনের কথা পুছে বার বার ;
ভরত কহিছে,—"মাগো! কুশল সবার।
পিতা কোথা, কহ মোরে—শূন্য কেন রয়
আসন তাঁহার ঐ রত্নপ্রভাময় ?"
কহিছে কৈকেয়ী, "বাছা! যে গতি সবার—
যে দেশ হইতে পান্থ ফিরেনাক আর,
পিতা তব গেছে চলি' ইহলোকপারে,
উঠ, পুত্র! বৃথা শোক সাজে না তোমারে।"
শুনি' নিদারুণ বাণী ভরত তখন
ছিন্নতরুসম ভূমে পড়ে অচেতন—
কাঁদে অবিরলধারে, ধূলি মাখে গায়,
পীড়িত মাতঙ্গ যেন ভূমিতে লুটায়!
জননী প্রবোধবাণী কহিল যে কত,
না শুনে ভরত—কাঁদে পাগলের মত,
কহে নয়নের জলে ভাসিয়া তখন,—
"ধন্য মহাবাহু রাম, কুমার লক্ষ্মণ—
অন্তিমশয়নে তা'রা দেখেছে পিতায়,
ভাগ্যহীন আমি—দূরে রহিনু গো হায়!
আর না শুনিব আমি স্নেহমাখা বোল,
হারাইনু স্বর্গ মোর—জনকের কোল!
সোনার শৈশব মোর মনে পড়ে আজি,
খেলিতাম আমি কত নব সাজে সাজি'!
গায়ে মাখি' ধূলি যবে ফিরিতাম ঘরে,
মুছায়ে দিতেন পিতা স্নেহময় করে!

পিতৃকরপরশন ফুরাল আমার,
আর না শুনিব সেই বচন উদার!
কহ মা! জনক মোর অন্তিম শয়নে
কি কথা কহিয়া গেল দেবের সদনে?"
কহিছে কৈকেয়ী,—"বাছা! কি কহিব আর—
'হা রাম! হা সীতা!' বলি' জনক তোমার
গেল পরলোক—নাহি স্মরিল তোমায়,
কত কুবচন পুত্র! কহিল আমায়!"
বিষণ্ণবদন কহে ভরত তখন,—
"কোথা মা! রাঘব? কোথা কুমার লক্ষ্মণ?
রাম মোর ভ্রাতা, বন্ধু—রাম পিতা মোর,
রামে হেরি' পিতৃশোক ভুলিব কঠোর!"
কহিছে কৈকেয়ী,—"রাম জানকীর সনে
বাকল পরিয়া গেছে দক্ষিণের বনে,
লক্ষ্মণ গিয়াছে সঙ্গে পেটক বহিয়া—
শূন্য রঘু-সিংহাসন রয়েছে পড়িয়া!"
স্তম্ভিত ভরত কহে,—"বল গো জননি!
সীতাসনে বনে কেন গেল রঘুমণি?
হরেনি ত রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন?
কিম্বা পরনারী? তবে কিসের কারণ
গেল বনবাসে রাম দেবের সমান?
কহ গো জননি! মোর কাঁপিছে পরাণ!"
"তোমারি লাগিয়া পুত্র! রঘুসিংহাসন
শূন্য করিয়াছি," কহে কৈকেয়ী তখন,

"রামে দিবে যৌবরাজ্য জনক তোমার,
শুনিয়া শ্রবণে আমি হেন সমাচার
মাগিয়া লইনু বর—রাম-বনবাস,
পুত্রশোকে ছাড়ে রাজা জীবনের আশ!
উঠ, বৎস! বৃথা শোক সাজে না তোমায়।
ব'স সিংহাসনে রাজ-মুকুট মাথায়।"
নিশ্চল ভরত—মুখে না স'রে বচন,
চাহে মাতৃমুখপানে, আরক্তবদন,
কহে ক্ষণকাল পরে, কম্পিত শরীর,
মহাবিষধর যেন গরজে গভীর,—
"তুমি কি জননী মোর? কিম্বা নিশাচরী?
অযোধ্যার কালরাত্রি তুমি ভয়ঙ্করী?
রঘুকুল বিনাশিতে এসেছ হেথায়,
নাহি করুণার লেশ পাষাণহিয়ায়!
অহো রঘুকুল! তার কীর্ত্তি নিরমল!
তিন লোকে খ্যাত তার চরিত্রের বল!
ঢালিয়াছ তুমি তাহে কলঙ্কের রাশি
তুচ্ছ স্বার্থ লাগি' মহা-সম্পদ্ বিনাশি!'
নহে স্বর্ণসিংহাসন, রাজ-ছত্র আর,
রঘু-কুল-রত্ন—তার চরিত্র উদার!
পুত্র-স্নেহ, স্বামিভক্তি বলি দিয়া তুমি
রাখিয়াছ সিংহাসন, বিধবা এ ভূমি!
তুচ্ছ রাজ্য লাগি' কেন এত আয়োজন?
পারি জিনিবারে আমি অখিল ভুবন।

হেন বীর্য্যহীন নহে রঘুর কুমার,
বঞ্চক সাজিয়া দণ্ড ধরিবে রাজার !
পা'ব আমি কোটি রাজ্য করিলে যতন,
ভ্রাতৃস্নেহ কোথা পা'ব—অমূল্য রতন ?
পা'ব আমি যত রত্ন নিখিল ধরার,
পিতৃস্নেহ কোথা পা'ব—স্বরগ আমার ?
যথা রঘুনাথ রহে, যা'ব মহাবনে,
আনিয়া বসা'ব রামে রত্নসিংহাসনে !
গেল ইহকাল তব, গেল পরকাল,
জীবন্তে নরকভোগ—তোমার কপাল !"
কহিছে ভরত, রাম-জননী তখন
কম্পিত চরণে তথা করে আগমন ;
শুনি' সে উদার বাণী, নয়নের জলে
ভাসিয়া তখন রাণী করে তারে কোলে !
কাঁদিল কৈকেয়ী-সুত শিশুর মতন—
পাষাণপ্রতিমা রহে কৈকেয়ী তখন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ।

ভরতের সিংহাসনপ্রত্যাখ্যান।

প্রেতকর্ম্ম নৃপতির হ'ল সমাপন—
অযোধ্যা, বিধবা যেন, শোক-নিমগন !
আইল বশিষ্ঠ ঋষি হেরি' শুভ দিন,
এল সেনাপতি যত, সচিব প্রবীণ।

আসে পুরবাসী সবে রাজসভাতলে—
ইন্দ্রসভাতল যেন পূর্ণ দেবদলে।
কনক-আসনে ঋষি বসিয়া তখন
কহে, "রাজপুত্রে হেথা' আন, দূতগণ।"
পশিয়া সভার মাঝে হেরিল কুমার,
বসিয়াছে আর্য্যগণ—দেবের আকার!
জ্বলে কোটি অঙ্গে কত রত্ন আভরণ—
শোভে রাজসভা যেন শারদ গগন!
কহিছে বশিষ্ঠ,—"বৎস! রঘুসিংহাসনে
বস সত্যবাদী তুমি পিতার বচনে।
পিতৃ-আজ্ঞা রাম নাহি ত্যজে কদাচন,
জ্যোৎস্না নিরমল যেন রজনীরঞ্জন।
রামদত্ত রাজছত্র ধরিয়া মাথায়
সত্যবাদী স্বর্গবাসী করহ পিতায়।
আসুক নৃপতি যত নিখিল ধরার,
ঢালুক চরণে তব রতনভাণ্ডার।"
শোকে পরিপূর্ণ তনু, ভরত তখন
মনে মনে রামপদ করিয়া স্মরণ
কহে গদগদকণ্ঠে কলহংস-স্বরে,—
"গুরু তুমি, হেন বাণী নাহি কহ মোরে!
দিলীপনহুষসম সবার প্রধান
রাম রহিয়াছে গুরু! দেবের সমান—
কেবা আছে, বসে ঐ রাম-সিংহাসনে?
দাস আমি—সদা তাঁর রহিব চরণে!

নহি আমি—নহি প্রভু! পররাজ্যহারী,
রঘুর কুমার নহে কপট-আচারী।
যা'ব আমি মহাবনে যথা রঘুপতি,
আনিব চরণে ধরি' করিয়া মিনতি;
নাহি যদি আসে রাম, শূন্য সিংহাসন
রহিবে পড়িয়া—আমি পশিব কানন!"
শুনি' সে উদার বাণী, নয়নের জলে
ভাসে লোক, মহানাদ উঠে সভাতলে।
কহিছে সুমন্ত্রে তবে কৈকেয়ী-নন্দন,
"এখনি আনহ তুমি রাজসৈন্যগণ;
চলুক অযোধ্যাবাসী রামের চরণে—
এখনি সাজাও রথ, যা'ব আমি বনে।"
সাজে মহাপুরী যেন রামদরশনে—
বীরপত্নীগণ সুখে ভবনে ভবনে
সাজাইছে পতি-অঙ্গে নানা আভরণ,
কহে, 'চল, চল, নাথ! এখনি কানন।'
হ্রেষে অশ্বগণ, খুরে বিদারি' ভূতল,
নাদে গজযূথ, টানি' চরণ-শৃঙ্খল।
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আর রথের ঘর্ঘরে
জাগে মহাপুরী যেন মোহনিদ্রাপরে!

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

ভরতের বনগমন।

চলে মহারথে ভরত তখন,
আগে দ্বিজগণ যায় ;
পাছে চলে সেনা গভীর কল্লোলে
সাগর-তরঙ্গপ্রায়।
অগণিত চলে মাতঙ্গের শ্রেণী—
উড়ে ধ্বজা পতপত্ ;
ল'য়ে রামমাতা', সুমিত্রা, কৈকেয়ী
চলে দীপ্ত মহারথ।
চলে পুরবাসী— উচ্চ নীচ সবে,
রামকথা অবিরাম
কহে, 'কবে মোরা হেরিব নয়নে
নবীন-জলদ-শ্যাম,
দীর্ঘবাহু রাম, প্রতিজ্ঞা যাঁহার
হিমাদ্রিসম অটল ?
কবে যাবে দূরে শোক তাপ যত,
জীবন হ'বে সফল ?'
গিয়া দূরপথ জাহ্নবীর কূলে
রহে রঘুসেনাগণ,
জ্ঞাতিগণে ল'য়ে নিষাদের পতি
আসিল গুহ তখন।
গুহ দেখাইল মহুলের তলে
বিশুষ্ক পলাশদল,

কহে বিবরিয়া　　রামকথা যত,
নেত্রে ঝরে অশ্রুজল ;
দেখাইল পুণ্য　　মহাবট তরু,
ক্ষীরধারা দিয়া যার
বাঁধিল মস্তকে　　শ্রীরামলক্ষ্মণ
মনোহর জটাভার।
রামশয্যা হেরি'　　পাদপের তলে
রাণী পাগলিনী মত ;
আকুল ভরত　　নাহি শুনে কানে
প্রবোধবচন যত !
ছুটে পুরবাসী—　　তরুতলে পড়ি'
পুণ্য রেণু মাথে গায়,
কেহ বা বিশুষ্ক　　পলাশের পাতা
আদরে ধরে মাথায় !
প্রভাতে আনিল　　পঞ্চশত তরী
নিষাদ বহিত্রপাণি ;
আনিল আপনি　　নিষাদের পতি
বিচিত্র তরণী খানি—
অগ্রে বিলম্বিত　　মহাঘণ্টা বাজে,
কত ধ্বজা উড়ে তায়,
পাণ্ডুর কম্বল　　আসন বিছান,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
ছুটে তরী কত　　জাহ্নবীর বুকে,
লোক নাহি ধরে আর ;

কেহ লয় ভেলা, কেহবা কলসী—
সাঁতারিয়া হয় পার।
ভাসে গজযূথ গঙ্গার সলিলে,
ধ্বজা উড়ে কত তায়—
পাখা মেলি' যেন শৈল অগণন
ভাসিয়া ভাসিয়া যায়।
চলে গঙ্গাপারে কোশলের সেনা,
কোলাহলে পূরে বন,
গিয়া বহুদূর প্রয়াগের কাছে
ভরত নামে তখন ;
দূরে রাখি' সেনা, গজ, বাজী যত,
ক্ষৌমবাস পরিধান,
আগে পুরোহিত, চলিল কুমার
ভরদ্বাজ-সন্নিধান।
অতিথি-সৎকার করে মহামুনি
যোগবলে আপনার—
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা যতেক
আইল আদেশে তাঁর।
নাচে মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী,
মেঘ বরষয়ে ফুল,
গান গাহে যত গন্ধর্ব্বপ্রধান,
বহে বায়ু অনুকূল ;
বনতরু যত শিরে শিরে বাঁধি'
গড়ে চারু চন্দ্রাতপ,

সুধাসম ফল দিল বাহু তুলি'
বনের যত পাদপ।
বনলতা যত কুসুমে ভূষিত
নাচে বনসভা-তলে,
ক্ষীরপ্রবাহিনী নদী আছে যত,
বহিল আশ্রম-তলে।
কত মাংস, কত অন্ন নানাবিধ
পর্ব্বতপ্রমাণ রহে,
কত মধু, কত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত
নদীর আকারে বহে।
তৃপ্ত সেনাদল যাপিল রজনী
মুনির আশ্রমমাঝে,
সারানিশি উঠে নূপুর-ঝঙ্কার,
দেববাদ্য কত বাজে!
প্রভাতে শুনিয়া ঋষি-সন্নিধানে
চিত্রকূট-পরিচয়
চলিল ভরত বাহিনীর সনে—
বিলম্ব নাহিক সয়।
গিয়া বহুদূর যমুনার পারে
বশিষ্ঠে কহে তখন,—
"ঐ হের গুরু! চিত্রকূট গিরি—
নীলমেঘনিভ বন!
বহে মন্দাকিনী শৈলপাদ-মূলে
রজতমালার মত,

ঐ উড়ে আসে অচল-সানুতে
ভয়াকুল শিখী যত।
হের, হের ঐ শত্রুঘ্ন! কেমন
মৃগযূথ ভয়াকুল
ছুটে বনপথে, ফিরে ফিরে চায়,
অঙ্গে আঁকা যেন ফুল!
চলিয়াছে মোর মাতঙ্গের দল,
হের, গিরিসানু'পরে—
অঙ্গের ঘর্ষণে, বৃষ্টিধারা যেন,
তরু হ'তে ফুল ঝরে।
সুরভি কুসুমে ভূষিত মস্তক
চলে মোর সেনাগণ,
অশ্বখুরোত্থিত গৈরিকরেণুতে
রঞ্জিত আকাশ বন!
অদূরে শোভিছে আশ্রম-মণ্ডলী—
কিবা শান্ত, শোভাময়!
থাক্ হেথা সেনা, তপোবনপীড়া
দেখো যেন নাহি হয়।
যাও বীরগণ! রাম—অন্বেষণে
অচলের চারি ধার—
কবে মাখি' তাঁর চরণের রেণু
জুড়া'ব দেহ আমার।"
ছুটে বীর কত, নিষাদ অযুত
সকল কাননময়,

গিরিপাদদেশে কানন-ছায়ায়
ভরতবাহিনী রয়।
হেরি' ধূমশিখা মন্দাকিনী-তীরে
ফিরে আসে বীরগণ,
আপনি ভরত চলে সেই পথে
বশিষ্ঠে কহি' তখন,—
"মাতৃগণে ল'য়ে এস তুমি, প্রভু!
আমি আগে চ'লে যাই—
না পারি রহিতে, রাঘবে হেরিতে
পরাণ কাঁদে সদাই!"

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রামসীতার চিত্রকূটবিহার।

হেথা' গিরিবনে রাম জানকীর সনে
নিতি নিতি করয়ে বিহার,
কভু মন্দাকিনী-তীরে কভু শৈলশিরে—
গিরিবন সদা প্রিয় তাঁর।
চৈত্রের প্রতপ্ত দিবা অবসানপ্রায়,
বহে মন্দ শৈলসমীরণ,
গিরিমধ্যভাগে এক আয়ত শিলায়
বসে রাম প্রফুল্লবদন।
সাজি' রম্য বনফুলে জনকনন্দিনী
বামে বসি' প্রিয়মুখে চায়,

দোলে কবরীর'পরে অশোকমঞ্জরী,
বনবায়ু অঞ্চল উড়ায়।
নিম্নে তরুশিরে নাচে ময়ূর ময়ূরী
রবিকরে পেখম তুলিয়া,
ঊর্দ্ধে বরষয়ে ফুল গিরিতরুরাজি
বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া।
কহে রঘুনাথ,—"সীতে! হের, হের কিবা
চিত্রকূট-শৃঙ্গ মনোহর—
আকাশ ধরেছে যেন মাথার উপরি
ধাতুরাগ-রঞ্জিত শিখর।
দেখ শ্বেত শিলা কত—রজতের রাশি,
কোথা পীত অতসীবরণ,
কোথা উঠিয়াছে যেন অঞ্জনের গিরি,
শিরে স্বর্ণরবির কিরণ!
কোথা গিরি-অঙ্গে যেন পড়িছে ফাটিয়া
রুধিরের বাঁকা স্রোতোধার,
কোথা রবিকরে যেন মণিমালা জ্বলে—
দেখ প্রিয়ে! অপূর্ব্ব বাহার!
দেখ, আম্রতরু কত নবীন মুকুলে
সাজিয়াছে ললিত পাতায়,
ডালে বসি' গাহে পিক মধুর পঞ্চমে,
কুহূতানে কানন মাতায়।
ছড়া'য়ে পরাগ কত পিয়ালমঞ্জরী
বায়ুকোলে নাচে তালে তালে,

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

সূচনা।

তমসার কূলে বন, ফলে ফুলে ভরা,
শান্তির আলয়, নাহি শোক, দুঃখ, জরা ;
অদূরে বহিছে গঙ্গা কলুষনাশিনী—
ঘন তরু দুই তীরে—কুসুমমালিনী।
অবিরাম সামগানে পরিপূর্ণ বন,
অনল-সমান কত শোভে মুনিগণ।
স্থানে স্থানে শোভা পায় আশ্রম-মণ্ডল,
ফিরে কত মৃগশিশু খে'য়ে তৃণদল।
'স্বাহা স্বাহা' ধ্বনি কোথা পরশে আকাশ,
হবিঃগন্ধে আমোদিত বনের বাতাস।
বনস্পতি-তলে কোথা বসি' শিষ্যগণ
করে নানা কলরব, শাস্ত্র-আলাপন।
বাল্মীকির তপোবন প্রভাত-কিরণে
জ্বলিয়া উঠেছে, সাজি' হেমবিভূষণে!

কুশাসনে বসি' ঋষি ধ্যাননিমগন,
সৌম্য, শান্ত, দিব্য মূর্ত্তি—পুণ্যদরশন।
সহসা উঠিল দূরে বীণার সুরব,
নিষ্পন্দ পাদপরাজি, স্তব্ধ মৃগ সব,
জ্বলিয়া উঠিল দিব্য অপূর্ব্ব কিরণ,
দিব্যগন্ধ বনপথে বহিল পবন।
সহসা নারদে হেরি' বাল্মীকি তখন
'স্বাগত' বলিয়া দিল অর্ঘ্য, কুশাসন।
সুখাসীন তপোনিধি নারদে সম্ভাষি'
শিষ্যগণ মধ্যে তবে কহিলেন ঋষি,
"বল, বল, তপোধন! ধরণীর মাঝে
ধরার ভূষণ নর কোথায় বিরাজে?
গুণবান্ বীর্য্যবান্ কোন্ মহাজন
সদা সত্যবাদী, বীর, চরিত্রভূষণ?
সর্ব্বভূত-হিতে-রত, বিদ্যার আলয়,
জিতেন্দ্রিয়, সৌম্যমূর্ত্তি, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়,
রণস্থলে হেরি' কা'র ভ্রুকুটি ভীষণ
মানব, দানব, রক্ষঃ ভীত দেবগণ?
শুনিতে বাসনা বড়, কহ, মুনিবর!
ত্রিলোকমাঝারে তব কিবা অগোচর!
পুলকে পূরিত তনু, আনন্দে মগন,
কহিছে নারদ ঋষি,—"শুন, তপোধন!
কহিলে যে গুণাবলি, একাধারে সব,
ধরণীর কথা নাই, স্বরগে দুর্লভ!

একমাত্র আছে নর, হইল স্মরণ,
রামনামে খ্যাত তিনি ইক্ষ্বাকু-নন্দন।
মহাবীর্য্য, জিতেন্দ্রিয়, পরমসুন্দর,
সর্ব্বশত্রুজয়ী, সর্ব্ব নীতির আকর ;
আজানুলম্বিত তাঁর ভীম বাহু দু'টি,
উন্নত বিশাল বক্ষঃ, ক্ষীণতর কটি ;
আয়ত ললাট তাঁর বড় শোভাময়,
কম্বুকণ্ঠে মনোহর শোভে রেখাত্রয় ;
দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ, বিশাল নয়ন,
মহাধনুর্দ্ধর বীর ধর্ম্ম-পরায়ণ।
প্রাণসম প্রজাগণে পালেন যতনে,
কীর্ত্তি তাঁর প্রসারিত জনপদে বনে।
ভয়হারী রামবাহু করিয়া আশ্রয়
দাঁড়ায়ে রয়েছে ধর্ম্ম, লোক নিরাময়।
চারি বেদ, শাস্ত্র সব, ধনুর্ব্বেদ আর—
বিদ্যা সব সখী যেন রামপ্রতিভার !
চন্দ্রের মতন সদা প্রিয়দরশন,
দয়ার সাগর রাম সহাসবদন।
সাধুজন সদা তাঁরে করিছে আশ্রয়,
মহানদীগণ যথা মকর-আলয়।
বীর্য্যে যেন রমাপতি, ধৈর্য্যে হিমবান্,
গম্ভীরপ্রকৃতি রাম সাগরসমান ;
ক্ষমাতে ধরণীসম, ক্রোধে কালানল,
সত্যে যেন মূর্ত্তিমান্ ধরম বিমল !

কুশাসনে বসি' ঋষি ধ্যাননিমগন,
সৌম্য, শান্ত, দিব্য মূর্ত্তি—পুণ্যদরশন।
সহসা উঠিল দূরে বীণার সুরব,
নিস্পন্দ পাদপরাজি, স্তব্ধ মৃগ সব,
জলিয়া উঠিল দিব্য অপূর্ব্ব কিরণ,
দিব্যগন্ধ বনপথে বহিল পবন।
সহসা নারদে হেরি' বাল্মীকি তখন
'স্বাগত' বলিয়া দিল অর্ঘ্য, কুশাসন।
  সুখাসীন তপোনিধি নারদে সম্ভাষি'
শিষ্যগণ মধ্যে তবে কহিলেন ঋষি,—
"বল, বল, তপোধন! ধরণীর মাঝে
ধরার ভূষণ নর কোথায় বিরাজে ?
গুণবান্ বীর্য্যবান্ কোন্ মহাজন
সদা সত্যবাদী, ধীর, চরিত্রভূষণ ?
সর্ব্বভূত-হিতে-রত, বিদ্যার আলয়,
জিতেন্দ্রিয়, সৌম্যমূর্ত্তি, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়,
রণস্থলে হেরি' কা'র ভ্রূকুটি ভীষণ
মানব, দানব, রক্ষঃ ভীত দেবগণ ?
শুনিতে বাসনা বড়, কহ, মুনিবর!
ত্রিলোকমাঝারে তব কিবা অগোচর ?"
  পুলকে পূরিত তনু, আনন্দে মগন,
কহিছে নারদ ঋষি,—"শুন, তপোধন!
কহিলে যে গুণাবলি, একাধারে সব,
ধরণীর কথা নাই, স্বরগে দুর্লভ!

একমাত্র আছে নর, হইল স্মরণ,
রামনামে খ্যাত তিনি ইক্ষ্বাকু-নন্দন।
মহাবীর্য্য, জিতেন্দ্রিয়, পরমসুন্দর,
সর্ব্বশত্রুজয়ী, সর্ব্ব নীতির আকর;
আজানুলম্বিত তাঁর ভীম বাহু দু'টি,
উন্নত বিশাল বক্ষঃ, ক্ষীণতর কটি;
আয়ত ললাট তাঁর বহুরেখাময়,
কম্বুকণ্ঠে মনোহর শোভে রেখাত্রয়;
দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ, বিশাল নয়ন,
মহাধনুর্দ্ধর বীর ধর্ম্ম-পরায়ণ।
প্রাণসম প্রজাগণে পালেন যতনে,
কীর্ত্তি তাঁর প্রসারিত জনপদে বনে।
ভয়হারী রামবাহু করিয়া আশ্রয়
দাঁড়ায়ে রয়েছে ধর্ম্ম, লোক নিরাময়।
চারি বেদ, শাস্ত্র সব, ধনুর্ব্বেদ আর—
বিদ্যা সব সখী যেন রামপ্রতিভার!
চন্দ্রের মতন সদা প্রিয়দরশন,
দয়ার সাগর রাম সহাসবদন।
সাধুজন সদা তাঁরে করিছে আশ্রয়,
মহানদীগণ যথা মকর-আলয়।
বীর্য্যে যেন রমাপতি, ধৈর্য্যে হিমবান্,
গভীরপ্রকৃতি রাম সাগরসমান;
ক্ষমাতে ধরণীসম, ক্রোধে কালানল,
সত্যে যেন মূর্ত্তিমান্ ধরম বিমল!

বড় মধুময়, ঋষি! পুণ্য রামনাম,
রামনামে ঘুচে পাপ, পূরে সর্ব্ব কাম!”
কহিলা নারদ ঋষি, শুনে মুনিগণ
রামের চরিত যত শ্রুতিবিনোদন।

দ্বিতীয় সর্গ।

আদিকবি।

শুনি’ নারদের বাণী বাল্মীকি তখন
পূজা করে অতিথির বিস্ময়ে মগন।
চ’লে গেল দেব-ঋষি আকাশমণ্ডলে,
স্নানহেতু চলে মুনি তমসার জলে।
পাছে চলে ভরদ্বাজ তরুণ, সুধীর,
গুরুসেবারত, সৌম্য, প্রদীপ্তশরীর;
দীর্ঘ অবয়ব তাঁর;—ঈষৎ পিঙ্গল
কমনীয় জটা শিরে করে দলমল;
কলসী বল্কল হাতে প্রসন্ন বদন
পশিল গুরুর পাছে তমসার বন।
চাহিয়া শিষ্যের পানে স্নেহমাখাস্বরে
কহে মুনি, “হের, বৎস! বনরাজি’পরে
প্রভাতের স্বর্ণকর নাচিছে কেমন!
কি মধুর বহিতেছে বন-সমীরণ!

দেখ, ভরদ্বাজ! কিবা প্রসন্ন, নির্ম্মল,
সাধুর হৃদয় যেন তমসার জল!
রাখিয়া কলসী হেথা' বল্কল আমার
দাও, বৎস! স্নান করি জলে তমসার।"
এতেক কহিয়া মুনি লইয়া বাকল
ভ্রমিতে লাগিলা, হেরি' রম্য বনস্থল;
দেখে ঋষি নদীতীরে বক দু'টি চরে—
কামশরে মাতি' তা'রা কলরব করে,
শ্বেত পাখা মেলি' পাখী নাচে প্রিয়াপাশে,
কোথা হ'তে এল ব্যাধ—বিহগেরে নাশে!
রক্তমাখা অঙ্গে পাখী লুঠে মহী'পরে—
বিহঙ্গী পূরয়ে বন সকরুণ স্বরে!
বহিল দয়ার নদী হৃদয়ে কবির,
নিষাদে কহিল ঋষি বচন গভীর!
ক্ষুব্ধ তপোধন তবে ভাবে মনে মনে,
"কি গাহিনু শোকগাথা পক্ষীর কারণে!"
চাহিয়া শিষ্যের পানে কহে মুনিবর,—
"শুন, বৎস! ধর এই গাথা মনোহর—
শোক হ'তে বাহিরিল ভারতী আপনি,
'শ্লোক' নামে খ্যাত হ'ক নিখিল ধরণী!"
ভরদ্বাজ গাহিল সে গাথা মনোহর,
বরষিল তরুরাজি অশ্রু দরদর,
শুনিল তমসা আর বনসমীরণ
প্রথম কাকলি—সেই প্রভাত-কূজন।

আশ্রম-মাঝারে ঋষি স্নান করি' ফিরে,
পূর্ণ কুম্ভ ল'য়ে শিষ্য চলে ধীরে ধীরে।
আশ্রমে বসিয়া ঋষি ভাবে মনে মনে
বিহঙ্গীর আর্ত্তরব তমসার বনে!
সহসা উজলি' বন দিব্য জ্যোতিঃ ফুটে,
চতুর্ম্মুখে হেরি' মুনি উঠে করপুটে—
প্রভাত-তপন তাঁর অঙ্গের বরণ,
গভীর প্রণবধ্বনি পূর্ণ করে বন।
পুলকিত অঙ্গ, ঋষি যুড়িয়া দু'কর
স্তুতি করে বেদমন্ত্রে, বিস্মিত-অন্তর।
দিব্যাসনে পিতামহ বসিলা তখন;
বাল্মীকি চরণপ্রান্তে লভিলা আসন।
নাহিক চেতনা, ঋষি স্মরে অনিবার
পক্ষীর করুণ রব, বন তমসার;
স্মরিতে স্মরিতে শোক উঠিল উথলি'—
গাহে ঋষি শোকগাথা ভুলিয়া সকলি!
হাসিয়া কহিলা ব্রহ্মা,—"শুন, তপোধন!
শ্লোক নামে খ্যাত হ'ক তোমার বচন।
ধর, বৎস! দিব যেই সুধাভাণ্ড আজ,
অমর হইবে তাহে মানব-সমাজ!
ধর প্রতিভার আলো, সুধা কবিতার—
স্ফুরিবে অমৃতময়ী ভারতী তোমার!
রাম নাম গাও, ঋষি! পুণ্য কথা গাও,
করুণাধারায় শুষ্ক ধরণী ভাসাও।

দিব্য চক্ষে হের, ঋষি! সর্ব্ব বিবরণ,
না হ'বে তোমার বাণী মিথ্যা কদাচন।
যত দিন র'বে, ঋষি! ধরাপৃষ্ঠে নর,
মহানদী কিম্বা মহা-অচল-শিখর,
তত দিন রাম-কথা হইবে প্রচার,
ব্রহ্মলোকে তত দিন বসতি তোমার!"
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা হইল অন্তর্দ্ধান,
শিষ্যগণ গাহে শ্লোক অমৃত-সমান।
গাহে রামায়ণ ঋষি শ্রুতিমনোহর,
সমুদ্র-সমান যত রত্নের আকর;
ধর্ম্ম অর্থ মিলে যা'য়, বড় মধুময়,
স্বভাবসুন্দর, কত কবির আশ্রয়!

তৃতীয় সর্গ।

লবকুশের রামায়ণ-গান।

রচি' কাব্য তপোধন ভাবে মনে মনে,
কে গাহিবে রামায়ণ বীণার সুস্বনে।
হেন কালে লব কুশ, রামের কুমার,
মুনিবেশে ঋষিপদে করে নমস্কার।
গাহে তা'রা দু'টি ভাই রামায়ণ-গান,
কাঁদে বনবাসী যত, গলয়ে পাষাণ!

এক দিন মুনিগণ বন-ভূমিতলে
শুনিতে মধুর গান মিলিল সকলে।
কেহ বসে শিলাতলে, কেহ কুশাসনে,
কেহ নব দূর্ব্বাদলে মৃগশিশুসনে।
বহে বন-বায়ু পুণ্য, সুরভি, শীতল—
আসিল সভার মাঝে কুমার-যুগল ;
চরণে নূপুর বাজে, বাকল বসন,
শিরে কৃষ্ণ জটাগুচ্ছ, বড় সুশোভন,
দূর্ব্বাদলশ্যাম অঙ্গে ভস্মরাগ সাজে,
উন্নত ললাটতলে তিলক বিরাজে!
রাম-দেহ হ'তে যেন প্রতিবিম্ব দু'টি
কিশোর-আকারে বনে উঠিয়াছে ফুটি'!
নাচিয়া নাচিয়া তা'রা বীণার ঝঙ্কার
তুলিল কানন-তলে, স্তব্ধ চারিধার!
বহিল করুণাধারা, ভে'সে গেল বন,
কাঁদে যত মুনি, ঋষি, পশু, পক্ষিগণ!
শিশুকণ্ঠে রামায়ণ শুনিয়া সকলে
সাধুবাদ করে, ভাসি' নয়নের জলে।
দিল কোন তপোধন, আনন্দে মগন,
কুমার-যুগলে নিজ বাকল বসন ;
কেহ দিল কমণ্ডলু, কেহ বা কৌপীন,
কেহ দিল যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কৃষ্ণাজিন,
কেহ বা কুঠার দিল, কেহ কাষ্ঠভার,
বাহু তুলি' আশীর্ব্বাদ করে কেহ আর!

শুন, নর! মধুময় রামায়ণগান,
ঘুচিবে সকল জ্বালা, জুড়াবে পরাণ!
চাহ যদি শান্তি আর পুণ্য নিরমল,
রামায়ণ গঙ্গা—তার পান কর জল!
গুণে যদি হ'তে চাহ দেবের সমান,
রামনাম কর জপ, রামরূপ ধ্যান।
দীর্ঘ পরমায়ু, পুষ্টি চাহ যদি আর,
রামায়ণ-সুধা পান কর অনিবার!

চতুর্থ সর্গ।

অযোধ্যা।

ধন ধান্যে ভরা,   অমরার মত,
কোশল নামেতে দেশ,
বুকে বহে যার   পুণ্য সরযূ,
নাহিক দুঃখের লেশ।
সরযূর তীরে   অযোধ্যা নগরী,
ভুবনবিখ্যাত নাম,
মানবেন্দ্র মনু   গড়েছে সে পুরী—
কোটি নৃপতির ধাম।
চৌদিকে শ্যামল   মেখলার মত
বিরাজে নিবিড় বন,
গভীর পরিখা   জলপূর্ণ সদা
ফিরে বীর অগণন;

কেহ মহাধনু আকর্ণ টানিয়া
বিকট টঙ্কার ছাড়ে,
বজ্রনাদে কেহ বাহু আস্ফালিয়া
বৃক্ষ হ'তে পক্ষী পাড়ে।
কেহ যুদ্ধ করে মত্ত ব্যাঘ্রসনে,
সিংহনাদে পূরে বন ;
সেই বীরগণ পলায়িত জনে
নাহি মারে কদাচন।
শোভে অযোধ্যার বিশাল কপাট,
দুয়ারে পতাকা উড়ে,
কত অশ্ব কত মাতঙ্গগর্জ্জনে
সে মহানগরী পূরে।
শোভে বারিসিক্ত মহাপথ কত
কুসুমরাশিতে ঢাকা,
দু'পাশে সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী—
চিত্রে রহে যেন আঁকা।
সারি সারি শোভে বিপণির শ্রেণী
পণ্য থরে থরে সাজে ;
কত নাট্যশালা দীপালোকময়ী—
মৃদঙ্গ দুন্দুভি বাজে।
আসে কত রাজা রাজকর ল'য়ে,
বণিক কত বা চলে ;
কত ঋষি, কত ব্রাহ্মণমণ্ডলী
শোভা করে দলে দলে।

রাজা দশরথ　　সুরপতিসম
শাসয়ে সে মহাপুরী,
প্রজাপ্রিয়, সদা　　যাগ যজ্ঞে রত,
বশীভূত সব অরি ;
ঋষিতুল্য সেই　　মহাবল রাজা,
তিন লোকে যশ গায়,
সদা সত্যবাদী,　　মহা-অর্থ-শালী,
মহেন্দ্র কুবের প্রায়।
নাহি রাজ্যে তাঁর　　অল্প-আয়ু নর,
মূর্খ বা কুকার্য্য রত,
সদা ধর্ম্মশীলা　　ব্রতপরায়ণা
পতিব্রতা নারী যত।
নাহি দরিদ্রতা,　　দানশীল সবে,
সাধু জিতেন্দ্রিয় নর,
নাহি দুঃখলেশ—　　আনন্দের রোল
ঘরে ঘরে নিরন্তর।
চলে রাজপথে　　কুণ্ডলে মণ্ডিত,
সোনার মুকুট শিরে,
চন্দনে চর্চ্চিত,　　মাল্য-বিভূষিত
পুরবাসী ধীরে ধীরে।
বহে চারিধারে　　দিব্য হবিঃগন্ধ,
দ্বিজ বেদমন্ত্র গায়,
দেবতা, ব্রাহ্মণ,　　রাজার বিদ্বেষী
নাহি নর অযোধ্যায়।

মহাবীরগণে পূর্ণ সেই পুরী,
মৃগেন্দ্রে গুহা যেমন,
বহুদূরে শুনি অযোধ্যার নাম
কাঁপিত অরাতিগণ।
পালে দশরথ সে মহানগরী
স্বরগে ইন্দ্রের মত,
মন্ত্রিগণ তাঁর নীতি-বিশারদ,
সদা লোকহিতে রত।
বশিষ্ঠ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় ঋষি,
জাবালি, কাশ্যপ আর,
বৃদ্ধ বামদেব, কাত্যায়ন মুনি
সদা মন্ত্রদাতা তাঁর।
অমাত্য তাঁহার শুদ্ধশীল সবে,
যশস্বী, বিদ্যার খনি,
তেজ, ক্ষমা, পুণ্য, বিনয়ে মণ্ডিত,
মহাবীর নরমণি ;
ন্যায়দণ্ড তা'রা করিয়া ধারণ
প্রিয় পুত্র আপনার
ক্ষমিত না, দিত শত্রুর মস্তকে
জয়মাল্য উপহার ;
প্রজার পীড়ন না করি' তাহারা
পূর্ণ করে রাজকোষ,
তীক্ষ্ণদণ্ড তা'রা নাহি দেয় কভু
বিচার না করি' দোষ।

হেন মন্ত্রী আর অমাত্যনিচয়ে
বেষ্টিত পৃথিবীপতি.
সহস্র কিরণে মণ্ডিত যেমন
ভগবান্ দিনপতি।

পঞ্চম সর্গ।

অশ্বমেধ।

অতুল-প্রভাব সেই পৃথিবী-ঈশ্বর,
পুত্র নাই—দুঃখানলে দগ্ধ নিরন্তর।
ভাবে রাজা মনে মনে, পুত্রলাভ তরে
অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন না করি সত্বরে।
করয়ে মন্ত্রণা রাজা, কহে দ্বিজগণ,
"দৈবের প্রভাবে, রাজা! পা'বে পুত্রধন।"
মাতিল কোশলপুরী যজ্ঞ-আয়োজনে,
ছুটিল বারতা তার নিখিল ভুবনে।
এল ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি অঙ্গদেশ হ'তে,
এল প্রজাপতি যেন সোনার মরতে।
চলে নরনারী, বাজে শঙ্খ সুগভীর,
উড়ে পতাকার মালা প্রাসাদে পুরীর ;
সলিলে কুসুমে ধূপে স্নিগ্ধ রাজপথ,
সাজে হস্তী, তুরঙ্গম, কত স্বর্ণরথ।

আইল বসন্ত ঋতু, কুসুমিত বন ;
ঋষ্যশৃঙ্গে দশরথ করিলা বরণ।
বশিষ্ঠ-আদেশে তবে সরযূর তীরে
সুবিশাল যজ্ঞভূমি হইল অচিরে।
কত রম্য রাজগৃহ, পান্থশালা কত,
ব্রাহ্মণের বাসভূমি হ'ল শত শত।
অশ্বশালা হস্তিশালা কত শোভা করে,
কাঁপে মল্লভূমি সদা বীরপদ-ভরে।
কত দূরদেশবাসী আসে জনগণ,
পূর্ণ হ'ল লক্ষ লক্ষ আয়ত ভবন।
সরযূর কলনাদ কোথা বা ডুবিল—
জনকলরবে যেন জগৎ ভরিল !
নিমন্ত্রিত রাজা কত আসে দলে দলে,
উড়ে ধ্বজা, হ্রেষে অশ্ব, সেনা কত চলে।
আইল মিথিলাপতি পুণ্যদরশন,
শুভ্রকেশ, দিব্যজ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত-বদন।
দেবতুল্য রাজা এল কাশীর ঈশ্বর,
সদা প্রিয়বাদী, স্নিগ্ধ, জন-মনোহর।
আইল কেকয়রাজ বৃদ্ধ ধর্ম্মরত,
পুত্রগণে সঙ্গে ল'য়ে প্রজাপতি মত।
আইল কোশলপতি রাজা ভানুমান,
অঙ্গপতি রোমপাদ মহেন্দ্রসমান।
মগধের রাজা এল, শাস্ত্রে বিচক্ষণ,
পরম উদার, বীর, চরিত্রভূষণ।

সুদূর দক্ষিণ হ'তে রাজা আসে কত,
সাগরের মুক্তা কেহ আনে শত শত,
কেহ আনে মণি, রত্ন, রজত, কাঞ্চন—
রাশীভূত অযোধ্যায় পৃথিবীর ধন!
হইল দীক্ষিত রাজা পত্নীগণসনে,
সুগভীর বেদমন্ত্র উঠিল গগনে।
দেবগণে আবাহন করিয়া তখন,
অনলে আহুতি দিল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।
সোমরসগন্ধ আর হবির সুবাস,
দেবলোক পরশিতে ভরিল আকাশ।
নির্ধূম মঙ্গলময় জ্বলে হুতাশন,
সুগভীর মহাসাম গাহে দ্বিজগণ।
বহে যজ্ঞভূমে সদা আনন্দ-নির্ঝর,
শোভে ব্রহ্মলোক যেন ধরণী-উপর!

ষষ্ঠ সর্গ।

আবির্ভাব।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি গাহে বেদমন্ত্রগান,
প্রদীপ্ত অনলে করে আহুতি প্রদান।
যজ্ঞভাগ লইবারে আসে দেবগণ,
দিব্য গন্ধে যজ্ঞভূমি পূরিল তখন।

নরচক্ষু—অগোচরে জ্যোতির আসনে
বসে দেবগণ, সাজি' জ্যোতির ভূষণে ;
মাঝে পিতামহ, যেন বালদিবাকর,
গাহিছে গন্ধর্ব্বগণ গান মনোহর,
কত সিদ্ধ সুগভীর স্তোত্রপাঠ করে—
দিব্য কর্ণ বিনা নাহি শুনে তাহা নরে।
সম্ভাষিয়া পিতামহে কহে দেবগণ,—
"তব বরে লঙ্কাপতি দুর্জ্জয় রাবণ
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল করে ছারখার,
সব সহি মোরা, প্রভু! আদেশে তোমার!
চাহে দুষ্ট করিবারে ইন্দ্র-অপমান,
স্বর্গ-সিংহাসনে শক্র সদা কম্পমান!
না চলে আকাশ-পথে সিদ্ধ কোন জন,
না শোভে সুমেরু-চূড়া সুন্দর তেমন!
ফোটেনা নন্দনে আর পারিজাত ফুল,
মন্দাকিনী ভুলিয়াছে গীতি কুলুকুল!
হেরিয়া রাবণে সূর্য্য ভয়ে নিবে যায়,
পবন তাহার পাশে যেন মূরছায় ;
উত্তাল তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জন
রুদ্ধ করে মহাসিন্ধু হেরিলে রাবণ!
কর, প্রভু! রাবণের বধের উপায়,
জগতের মহাঘোর ভয় যাহে যায়!"
শুনিয়া দেবের বাণী, পদ্মযোনি তবে
চিন্তা করি' কহিলেন,—"ত্যজ ভয় সবে ;

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কিম্বা রক্ষোগণ—
সবার অবধ্য সেই দুর্জ্জয় রাবণ।
অবজ্ঞার ভরে দুষ্ট মানুষের নাম
করেনি, ভেবেছে মনে পূর্ণ সর্ব্ব কাম;
মানুষের হাতে তার মরণ নিশ্চয়,
ত্যজ, সুরগণ! ত্যজ মহাঘোর ভয়।”
শুনিয়া সে প্রিয়বাণী অপূর্ব্ব কিরণ
দেবমুখে প্রতিভাত হইল তখন।
অমনি ফাটিয়া দূর নীল নভস্তল
প্রকাশিল মহাতেজ—ভুবন উজ্জ্বল!
জ্যোতির তরঙ্গে যেন ভাসিয়া ভাসিয়া
মহামেঘসম দুই পক্ষ প্রসারিয়া
উড়ে খগরাজ, তার পিঠের উপর
শোভে বিষ্ণু, মহামেঘে যেন দিবাকর!
প্রসারিত চারি বাহু কেয়ূরমণ্ডিত,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভা করে কত;
নীল অঙ্গে পীত বাস করে ঝলমল,
অধরে মধুর হাসি—জ্যোৎস্না নিরমল!
গাহে দেবগণ,—“প্রভু! নররূপ ধরি’
নাশহ রাক্ষসকুল, জগতের অরি।
তুমি গতি সবাকার, বিশ্বপাল তুমি,
যুগে যুগে বসুমতি তব লীলাভূমি!”
সহসা অনলকুণ্ড কাঁপায়ে রাজার
উঠিল আকাশ ভেদি’ গভীর হুঙ্কার!

ত্রস্ত নরপতি আর যত মুনিগণ
দেখিল বিস্ময়ে, এক ভীমদরশন
মহাভূত বহ্নিমাঝে হ'য়েছে প্রকাশ
বিশাল মস্তকে তার ঠেকেছে আকাশ ;
ঘোরকৃষ্ণ কলেবর শৈলশৃঙ্গপ্রায়,
রোমকূপে অনলের জ্বালা বাহিরায় !
পরিধান রক্ত বস্ত্র, লোহিত বদন,
শোভে তার রোমরাজি সিংহের মতন !
ধরিয়াছে মেলি' দুই বাহু ভীমাকার
সুবর্ণের পাত্র, যেন প্রিয় পত্নী তার ;
শোভে সে সোনার থালে পায়স বিমল,
ফুটন্ত শিশিরে ভরা যেন কুন্দদল।

চাহিয়া রাজার পানে দুন্দুভির স্বরে
কহিলা সে মহাভূত, "প্রজাপতি মোরে
পাঠায়েছে, দশরথ ! কল্যাণে তোমার,
ধর, নৃপ ! দেব-অন্ন, সুধা দেবতার ;
দিও তব পত্নীগণে করিতে ভক্ষণ,
পূর্ণ হবে মনোরথ, পা'বে পুত্রধন।"
পুলকে পূরিত রাজা হ'য়ে অগ্রসর
মস্তকে ধরিল সেই পাত্র মনোহর,
দরিদ্র পাইল যেন গুপ্ত মহাধন,
মহাভূতে বার বার করিল বন্দন।
সম্ভাষিয়া নৃপতিরে পুরুষ মহান্
অনলের মাঝে তবে হইল অন্তর্দ্ধান।

চলে রাজা পুরীমাঝে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
দ্বারে দ্বারে পূর্ণ ঘট, ফুলমালা সাজে।
সাজে রাজ-অন্তঃপুর হর্ষে নিমগন,
চন্দ্রোদয়ে শরতের আকাশ যেমন!
বহে আনন্দের রোল কোশল-নগরে,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।

সপ্তম সর্গ।

বালচরিত।

যজ্ঞশেষে রাজগণ চলে নিজ দেশ,
তোষে দশরথ সবে বিনয়ে অশেষ।
চলে হৃষ্ট সেনাদল নববাস পরি'
রাজদত্ত অলঙ্কার শিরোদেশে ধরি'।
ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে করিল গমন;
ভাবে রাজা পুত্রমুখ দেখিবে কখন!
দেখিতে দেখিতে ছয় ঋতু গেল চলি'
আইল দ্বাদশ মাস, নৃপ কুতূহলী।
চৈত্রের নবমী শুক্ল, পুণ্য মনোহর—
কুসুমে ভূষিত ধরা, রম্য বনান্তর;
শুভক্ষণ—পঞ্চ গ্রহ তুঙ্গ স্থানে রয়,
আনন্দ—তরঙ্গ যেন ছুটে বিশ্বময়;

প্রসব করিল পুত্র কৌশল্যা তখন,
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার দেবের লক্ষণ।
রাঙা দু'টি আঁখি তার যেন পদ্মদল,
সিঁদুরমাখান ওষ্ঠ করে ঢলঢল!
ভরিল সূতিকাগৃহ অঙ্গের প্রভায়,
প্রভাহীন দীপাবলি প্রকাশ না পায়!
শোভে রাণী কোলে ল'য়ে তনয়-রতন,
ইন্দ্র কোলে ভাগ্যবতী অদিতি যেমন।
আসে বৃদ্ধ দশরথ পুত্র নিরখিতে,
অশ্রুপূর্ণ আঁখি—রাজা না পায় দেখিতে।
কণ্টকিত কলেবর, আনন্দে বিকল,
দেখে চাঁদমুখ, আর মুছে অশ্রুজল!
প্রসবিল পুত্র এক কৈকেয়ী তখন,
সুমিত্রা কাঞ্চনগৌর যুগল নন্দন।
আনন্দের ধারা কত সুরপুরে বয়,
দেবদুন্দুভির ধ্বনি ছুটে বিশ্বময়।
বরষিল সুরবালা নন্দনের ফুল,
নির্ম্মল আকাশ, বহে বায়ু অনুকূল।
নির্ধূম মঙ্গলময় জ্বলে হুতাশন,
আনন্দে আহুতি দেয় যতেক ব্রাহ্মণ।
অযোধ্যার রাজপথে লোক নাহি ধরে,
আনন্দের মহারোল উঠে ঘরে ঘরে।
খুলি' কোষাগার রাজা করে ধনদান,
মুক্তি লভি' বন্দী কত করে জয়গান।

যাইল এগার দিন ; হেরি' শুভক্ষণ
নামকর্ম্মতরে আসে বশিষ্ঠ তখন।
হেরিয়া জ্যেষ্ঠের রূপ ভুবনমোহন
রামনাম রাখে ঋষি ত্রিলোকপাবন।
কৈকেয়ীর শিশু শান্ত, সদা হাস্যময়,
দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন হইল উদয়,
রাখে তপোধন নাম ভরত তাহার,
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন—দুই সুমিত্রা-কুমার।
জাতকর্ম্ম যথাবিধি করে নরবর,
দিনে দিনে বাড়ে শিশু পরমসুন্দর।
চাঁদ মুখে শুনি' রাজা আধ আধ বোল,
মুছে অশ্রুবারি, আর পুত্রে করে কোল!
আধ আধ দন্তগুলি কুন্দকলিপ্রায়,
দেখে দশরথ, আর শত চুম খায়।
শিরে বাঁধা চূড়া কিবা, চরণে নূপুর,
খেলে চারি শিশু, হেরি' মুগ্ধ রাজপুর।
যথাকালে গুরুগৃহে চলে চারি জন,
পড়ে চারি বেদ, সদা পাঠে নিমগন।
বিস্মিত আচার্য্য হেরি' প্রতিভা সবার,
সকল বিদ্যায় সবে লভে অধিকার।
ধনুর্ব্বেদে হ'ল রাম তুলনাবিহীন,
সমরকৌশলে যেন সেনানী প্রবীণ।
সদা লোকহিতে রত, সর্ব্বগুণময়—
স্নেহ করে সবে যেন আপন তনয়।

যেখানে দুঃখের রব, করুণ ক্রন্দন,
অভাব যেখানে, সেথা নৃপতি-নন্দন !
চারি পুত্র মাঝে রাজা করয়ে বিরাজ,
স্বর্গে যেন প্রজাপতি দেবগণমাঝ।
প্রাণ হ'তে প্রিয় তাঁর প্রথম কুমার,
সদা সত্যবাদী রাম গুণের আধার ;
শশধরসম রাম প্রিয়দরশন,
বেদসম মানে নিত্য পিতার বচন।
মহাগজে চড়ে বীর, অশ্বে রথে আর,
স্তব্ধ দেব নর শুনি' কার্ম্মুক-টঙ্কার !
দীর্ঘকলেবর শোভে নৃপতি-নন্দন,
ইক্ষ্বাকু-কুলের যেন বিজয়-কেতন !
লক্ষ্মণ রামের প্রিয় রহে সাথে সাথে,
ছায়াসম চলে বীর জ্যেষ্ঠের পশ্চাতে।
একত্র শয়ন উভে, একত্র ভোজন,
রামের দ্বিতীয় প্রাণ অনুজ লক্ষ্মণ।
ভরতের প্রিয় সদা শত্রুঘ্ন সুধীর,
এক প্রাণ দু'জনার, বিভিন্ন শরীর।

অষ্টম সর্গ।

বিশ্বামিত্র।

বসিয়াছে দশরথ রাজসিংহাসনে,
স্তুতি করে বৈতালিক বন্দিগণ-সনে।

দক্ষিণে বশিষ্ঠ ঋষি অনল-সমান,
আর যত ঋষিগণ বৈসে স্থানে স্থান।
হেনকালে দ্বারপাল কহিল আসিয়া,
'বিশ্বামিত্র মুনি রহে দ্বারে দাঁড়াইয়া।'
সসম্ভ্রমে উঠি' রাজা চলে আগুসারি
সাজায়ে পূজার অর্ঘ্য—ধান্য দূর্ব্বা বারি।
দেখে দশরথ, যেন দ্বিতীয় অনল
দাঁড়া'য়ে তাপস, মুখে শান্তি নিরমল;
তীব্র নিয়মের চিহ্ন অঙ্গে শোভা পায়,
শুষ্ক, শীর্ণ দেহ, তবু তেজ বাহিরায়।
প্রণমি' নৃপতি অর্ঘ্য করিল স্থাপন,
যথাবিধি ঋষি তাহা করিলা গ্রহণ।
জিজ্ঞাসিয়া প্রজাসহ কুশল রাজার
সম্ভাষণ করে মুনি দ্বিজ সবাকার।
অগ্রে ল'য়ে তপোধনে রাজ-সভাতলে
পশিল নৃপতিসহ ব্রাহ্মণ সকলে।
পুলকিত নরপতি কহিছে তখন,—
"কত পুণ্যফলে হ'ল তোমার দর্শন!
ধন্য আমি! সৌভাগ্যের সীমা মোর নাই,
তোমার চরণ, মুনি! হেরিলাম তাই!
পবিত্র অযোধ্যা আজি, পবিত্র আমার
দেহ মন, তপোধন! প্রসাদে তোমার!
অপুত্রের পুত্র যেন, নির্ধনের ধন,
তেমনি আনন্দময় তব আগমন।

বারিহীন দেশে যেন নববারিধারা,
তব আগমন, ঋষি ! অমৃতের পারা।
অপূর্ব্ব চরিত তব বিদিত ভুবন,
ক্ষত্রিয় হইয়া তুমি হ'য়েছ ব্রাহ্মণ।
কিবা কার্য্য, মুনিবর ! সাধিব তোমার
সঁপি' রাজ্য, ধন, জন—প্রাণ আপনার ?
দেববাক্য সম ঋষি ! তোমার বচন,
যাবদ্‌ রহিবে প্রাণ করিব পালন।"
শুনিয়া রাজার বাণী শ্রুতিসুখকর,
পুলকিত—কলেবর কহে মুনিবর,—
"ধন্য নরপতি তুমি , ধরামাঝে আর
তোমা' বিনা হেন বাণী শুনিব কাহার ?
মন্ত্রদাতা মহাঋষি বশিষ্ঠ যখন,
মহাকুলে জন্ম, কেন না হ'বে এমন ?
শুন তবে মনোগত বাসনা আমার,
করহ পালন, রাজা ! সত্য আপনার।
দীক্ষিত হয়েছি আমি যজ্ঞ করিবারে
সিদ্ধাশ্রম নামে পুণ্য বনের মাঝারে।
কতবার, নৃপ ! ব্রত-সমাপন-কালে
বেদী'পরে নিশাচর রক্তধারা ঢালে ;
ভগ্ন মনোরথ, ব্যর্থ নিয়ম আমার,
নিরাশ হয়েছি যজ্ঞ করি' কত বার !
পারি আমি বিনাশিতে নিশাচর-দলে,
জগৎ করিতে ভস্ম রোষের অনলে ;

জীবহিংসা নাহি করি নিয়ম আমার,
শাপ নাহি দিই আমি—কি করিব আর!
মারীচ সুবাহু দুই রক্ষঃ বীর্য্যবান্
রাক্ষসের দলপতি কৃতান্ত-সমান
পুণ্য তপোবন মোর কলঙ্কিত করে,
তাই আসিয়াছি, রাজা! তোমার গোচরে।
দাও, দশরথ! তব প্রথম কুমার,
দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ রাম নাম যার।
জানি আমি মহাবীর তোমার নন্দন,
জানে এই দ্বিজগণ তপঃপরায়ণ।
করিব কল্যাণ তার নাহিক সংশয়,
কীর্ত্তি তার প্রসারিত হ'বে ধরাময়।
অচিরে বধিবে রাম যত নিশাচর,
ফিরে পা'বে পুত্র, রাজা! দশ দিন পর।"
　কম্পিত নৃপতি; শুষ্ক, বিবর্ণ বদন,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, স'রে না বচন,
নাহিক চেতনা, বিশ্ব দেখে শূন্যময়,
নয়নে আঁধার—ঘুরে দিক সমুদয়!
ক্ষণকাল পরে রাজা মেলিয়া নয়ন
কম্পিত মস্তকে কহে জড়িম বচন,—
"বড় শিশু রাম মোর—বড় সুকুমার,
পনর বছর, ঋষি! বয়স তাহার!
কিবা জানে যুদ্ধ রাম? খাইতে না জানে!
কহিলে কঠিন বাণী, চাহে মুখপানে!

ভীষণ রাক্ষসমাঝে মায়াযুদ্ধ ঘোরে
নিওনা তনয়ে, ঋষি! দয়া কর মোরে!
সঙ্গে ল'য়ে মহাবল সৈন্য অগণন
চল, প্রভু! আমি গিয়া রক্ষা করি বন;
যাবদ্ রহিবে প্রাণ, করিব সমর,
পূর্ণ হ'বে যজ্ঞ তব, শুন, মুনিবর!
রাম বিনা দেহ মোর প্রাণ নাহি ধরে,
নিওনা তনয়ে, ঋষি! দয়া কর মোরে!
ফুরায়ে এসেছে, প্রভু! আমার জীবন,
কত কষ্টে রামসম পেয়েছি নন্দন;
এখনো রয়েছি বাঁচি' রামে শুধু হেরে,
নিওনা সে রামে, ঋষি! দয়া কর মোরে!
কিম্বা যদি রামে নিতে বাসনা তোমার,
চতুরঙ্গ সেনা, মোরে সঙ্গে লহ আর।
কহ, মুনি! কত বল ধরে নিশাচর?
কাহার সন্তান তা'রা? কোন্ দেশে ঘর?"
কহিছে কৌশিক,—"আমি শুনেছি, রাজন্!
সকলরাক্ষসপতি লঙ্কার রাবণ—
তিন লোক ভয়ে তার কাঁপে থরথরি'
কত কোটি চর তার ব্রাহ্মণের অরি!
মারীচ সুবাহু সদা আদেশে তাহার
ফিরিছে কাননমাঝে শমন-আকার।
যেখানে যজ্ঞের ধূম মহাতরুচূড়ে
মন্দ-বনবায়ু-ভরে মেঘমত উড়ে,

কোথা হ'তে আসে সেথা রাক্ষসের দল,
অস্থি, মাংস রক্তধারা বরষে কেবল!"
চকিত নৃপতি কহে যুড়িয়া দু'কর,—
"বড় ভাগ্যহীন আমি—ক্ষম, মুনিবর!
নারিব রাবণসনে করিবারে রণ,
কি ছার মানুষ? যার ভয়ে দেবগণ
কাঁপে সদা থরথরি, যক্ষ রক্ষঃ যত
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ যার পদানত,
কেমনে পাঠাব সেই রাক্ষসের রণে
সুকুমার রামে—যেন মৃত্যুর বদনে!
নাহি দিব পুত্র মোর রাক্ষস-সমরে
পরাণ থাকিতে, ঋষি! ক্ষমা কর মোরে!"
"ধিক্ দশরথ!" বলি' করিয়া গর্জ্জন
ঘৃতসিক্ত বহ্নি যেন উঠে তপোধন,
কুঞ্চিত ললাট, জটা উঠিল ফুলিয়া,
অঙ্গ হ'তে বহ্নি যেন পড়ে ঠিকরিয়া!
তুলিয়া দক্ষিণ বাহু হেলায়ে তর্জ্জনী
বজ্রকণ্ঠে দশরথে কহে মহামুনি,—
"ক্ষত্রিয়-নন্দন তুমি, রাজা পৃথিবীর,
বীর-অবয়ব—কেন হৃদয় নারীর?
ষষ্ঠ অংশ রাজকর করিয়া গ্রহণ
র'বে বুঝি পুরীমাঝে জড়ের মতন?
ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদে, রাক্ষস-হুঙ্কারে
ভ'রে গেল ধরা, তুমি সুখের সাগরে

পুত্র কোলে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া
দেখিছ স্বপন, সব গিয়াছ ভুলিয়া !
প্রজার রক্ষক রাজা, জানে সর্ব্বজন,
ঋষিগণ রহে তাই তপে নিমগন ;
ব্রাহ্মণ ধরিবে যদি অসিচর্ম্ম রণে,
তুমি কেন অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে ?
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে বাক্যের ছটায়
কহিছ প্রলাপ এবে কাপুরুষপ্রায় !
ভাল, দশরথ ! রহ মিথ্যাবাদী হ'য়ে,
সুখে রাজ্য কর, রাজা ! পাত্রমিত্র ল'য়ে !"
বলিতে বলিতে কথা রোষে মহর্ষির
প্রদীপ্ত হইল যেন সকল শরীর !
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, ভীত দেবগণ !
ধীরে ধীরে মহা-ঋষি বশিষ্ঠ তখন
কহে দশরথে, "নৃপ ! কেন কর ভয় ?
প্রফুল্ল অন্তরে দাও মুনিরে তনয়।
রঘুকুলে জন্ম—তুমি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্,
তিন লোকে কীর্ত্তি তব রহে বিদ্যমান ;
প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ সাজে কি তোমারে ?
মহর্ষির করে দাও প্রথম কুমারে।
রামের রক্ষকরূপে কৌশিক যখন,
নাহি ভয়, আসে যদি সহস্র রাবণ।
অনলের মাঝে, নৃপ ! অমৃতের মত
তোমার নন্দন র'বে কুশলে নিয়ত।

কি কহিব কত গুণ ধরে তপোধন—
ধর্ম্ম যেন মুনিদেহ করেছে ধারণ!
পারে ঋষি বধিবারে নিশাচরদল,
রামের মঙ্গলহেতু এসেছে কেবল।”

নবম সর্গ।

রামলক্ষ্মণের সিদ্ধাশ্রমযাত্রা।

বশিষ্ঠের কথা শুনি’ মোহ হ’ল দূর,
ডাকে রাজা শ্রীরামলক্ষ্মণে;
পশিয়া সভার মাঝে কুমারযুগল
প্রণমিল পিতার চরণে।
জননী বাঁধিয়া দেছে চাঁচর চিকুরে
সুচিকণ চূড়া মনোহর,
সুগোল বাহুতে রাজে মণিময় বাজু,
হেমবালা শোভা করে কর।
বশিষ্ঠ মঙ্গলমন্ত্র করে উচ্চারণ,
স্নেহে রাজা পুত্র করে কোলে—
অশ্রুবিন্দু কুমারের চূড়ার উপরি
নিরমল মুক্তাসম দোলে!
প্রফুল্ল অন্তরে রাজা দিল মুনিকরে
সুকুমার যুগল নন্দন,
বাজায়ে মঙ্গলশঙ্খ দিল হুলুধ্বনি
শুভক্ষণে পুরনারীগণ।

বহে বায়ু সুখকর, প্রসন্ন আকাশ,
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি পড়ে,
দেবদুন্দুভির ধ্বনি ছুটে ব্যোমপথে,
সিদ্ধগণ জয়গান করে।
আগে চলে মহা-ঋষি, পিতামহ যেন,
পাছে দুই অশ্বিনীকুমার,
করে শোভে মহাধনু, পিঠে বাঁধা তূণ,
কোষে বদ্ধ অসি খরধার।
সরযূর কূলে মুনি সুমধুর স্বরে
'রাম' বলি' ডাকে প্রিয় নাম,
"আচমন কর, বৎস! সরযূর জলে,
দিব আজি মহামন্ত্রগ্রাম।
'বলা' 'অতিবলা' বিদ্যা ধাতার দুহিতা
ধর, বৎস! রহিবে না আর
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম; বাহুবলে কেহ
নাহি হ'বে সমান তোমার।
শুনিয়া তোমার নাম পলাবে রাক্ষস,
কীর্ত্তি তব ভরিবে ধরণী;
জ্ঞানের অপার সিন্ধু নিরখিবে যদি,
ধর বিদ্যা, জ্ঞানের জননী।"
শুনিয়া ঋষির বাণী সলিল পরশি'
বসে রাম প্রফুল্লবদন,
মন্ত্র লভি' শোভে বীর দ্বিগুণ উজ্জল
শরতের তপন যেমন।

অস্ত গেল দিবাকর, আইল রজনী ;
সরযূর তীরে তিন জন
যাপে নিশা ; ভূমিতলে তৃণের শয্যায়
রাজপুত্র আনন্দে মগন !

দশম সর্গ।

তাড়কাবনে।

প্রভাতে নদীর তীর ধরিয়া তখন
পূর্ব্বমুখে চলে মুনিবর,
দেখে রাম, কত রম্য, শান্ত বনভূমি,
বনতরু সরল, সুন্দর।
শোভে সরযূর কূলে তপোবন কত,
দ্বিজগণ শ্রুতিপাঠ করে,
তৃণময় সরযূর শ্যামল পুলিনে
ধেনুদল, মৃগ কত চরে।
উঠে কোথা ধূমশিখা নয়নরঞ্জন
রবিকরে হ'য়ে স্বর্ণময়,
সুকুমারী ঋষিবালা কলসী ভরিয়া
সরযূর জল কোথা লয়।
ক্রমে উপনীত মুনি রাজপুত্রসনে
ভাগীরথী-সরযূ-সঙ্গমে,
দেখে রাম, যোগী কত সমাধিমগন
রহে এক প্রশান্ত আশ্রমে।

যাপিয়া রজনী সেথা, বিমল প্রভাতে
চলে ঋষি জাহ্নবীর পার,
বিশাল কাননভূমি হেরিয়া সম্মুখে
কহে তবে রাজার কুমার,—
"অহো! কি ভীষণ বন মহামেঘ যেন,
ঝিল্লিরবে মুখর গম্ভীর!
ডাকিছে ভৈরবকণ্ঠে পক্ষী অগণন
মহাবৃক্ষে লুকা'য়ে শরীর!
শৈলসম হস্তী কত করিছে ঘর্ষণ
বৃক্ষকাণ্ডে ভীম কলেবর,
পুচ্ছ আস্ফালিয়া ঐ নখে মহী চিরে
মহাসিংহ স্ফুরিতকেশর!
দু'পাশে বদরীবন ঘন কণ্টকিত,
মাঝে বাঁকা সরু বনপথ—
কিবা এ দারুণ বন কহ, মহামুনি!
পূর্ণ কর এই মনোরথ।"
শুনিয়া রামের বাণী কহে তপোধন,—
"ধন ধান্যে পূর্ণ সুখময়
জনকলরবে ভরা ছিল হেথা' দেশ,
মর্ত্তে যেন অমর-আলয়।
ঐ দেখ ভগ্ন কত অট্টালিকাচূড়া
লতাজালে রহিয়াছে ঢাকা,
সুবিশাল শিলাপট্টে মন্দির-দুয়ারে
আজো রহে দেবমূর্ত্তি আঁকা।

প্রসারিত দীঘি কত, তীরে তরুরাজি
দুলিতেছে নীল জল'পরে,
পাষাণে বাঁধান ঘাট গিয়াছে ভাঙিয়া,
বন্য পশু জলপান করে!
আসিল যক্ষিণী হেথা' মাতঙ্গীর মত,
জনপদ হ'য়ে গেল বন;
ভীষণ এ বনপথে আসে যদি কেহ,
গতি তার মৃত্যুর সদন।
সুকেতু নামেতে যক্ষ জনক তাহার,
পতি তার সুন্দ নিশাচর,
মারীচ নন্দন তার বিপুলবদন,
ভীমবাহু, লোকভয়ঙ্কর;
সুবিশাল শিরে তার শত সর্প যেন
কেশরাজি উর্দ্ধমুখে রয়,
মেঘের গর্জ্জনসম শুনি' তার রব
সিংহ, ব্যাঘ্র ছুটে বনময়!
রয়েছে তাড়কা অর্দ্ধ যোজনের পথে
সঙ্কীর্ণ এ পথ আগুলিয়া,
আমার আদেশে, রাম! করহ উদ্ধার
এই দেশ, তাহারে নাশিয়া।
নাহি কর ঘৃণা, বৎস! নারীবধে তুমি;
করিবারে প্রজার পালন
পাতক হলেও তাহা নরহিততরে
করে বীর ক্ষত্রিয়-নন্দন।"

একাদশ সর্গ।

তাড়কাবধ।

শুনিয়া মুনির বাণী কহিছে কুমার,—
"শিরে ধরি', তপোধন! বচন তোমার
বধিব তাড়কা আজি নাহিক সংশয়,
দূর করি' পৃথিবীর মহাঘোর ভয়।
বলিয়া দিয়াছে পিতা, তোমার বচন
না করি' বিচার সদা করিতে পালন।
গুরু তুমি, তব বাক্য বেদবাক্যচয়,
বধিব তাড়কা আজি—বধিব নিশ্চয়।"
কাঁপায়ে মস্তকে কেশচূড়া অভিরাম
বাঁকায়ে মোহন গ্রীবা ধনু ধরে রাম;
পূরিয়া সকল বন ছাড়িল টঙ্কার,
ভীত বনপশু যত ছুটে চারিধার,
দিগন্ত আলোড়ি' ধ্বনি চলিল ছুটিয়া,
বৃক্ষ হ'তে পক্ষী কত পড়িল খসিয়া!
শুনি' সেই তীব্র নাদ আসিল যক্ষিণী,
ভীম পদভরে তার কাঁপিল ধরণী।
হেরিয়া ভীষণা সেই রাক্ষসী তখন
কহে রঘুনাথ,—"ঐ নেহার লক্ষ্মণ!
আঁধারবরণা ঐ আসে নিশাচরী,
ঘোররূপা অমানিশা যেন ভয়ঙ্করী!

দেখ, দেখ শুভ্র কত কপালকুণ্ডল
লম্বিত বিশাল কর্ণে করে দলমল !
আসে যেন ঘূর্ণিবায়ু, কাঁপে তরুরাজি —
লক্ষ্মণ ! রমণীবধ না করিব আজি !
নাসাকর্ণ দিব কাটি', আসিবে না আর—
রমণী কেমনে, ভাই ! করিব সংহার !"
　সহসা তাড়কা রামে করে আক্রমণ
সুবিশাল বাহু তুলি', করিয়া গর্জ্জন।
তর্জ্জন করিয়া ঋষি ছাড়িল হুঙ্কার,
"রাঘবের জয় হ'ক"—বলে বার বার।
ছড়ায়ে নিবিড় ধূলি দিক আঁধারিয়া
কুমার-যুগলে যক্ষী ফেলিল ঢাকিয়া,
বরষিল শিলারাশি মুষলধারায় ;
শরজালে রঘুনাথ নিবারিয়া তায়
ভীমবাহু দু'টি তার করিল ছেদন,
নাসাকর্ণ রোষভরে কাটিল লক্ষ্মণ।
কহে তবে মহামুনি, "আদেশে আমার
যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী করহ সংহার।
আসিছে করাল সন্ধ্যা, আইলে রজনী
আঁধারে দ্বিগুণ বল ধরিবে যক্ষিণী।
ঘৃণা ত্যজ নারীবধে বচনে আমার,
মানবের ভীম অরি করহ সংহার।"
　শুনিয়া ঋষির বাণী শব্দভেদী বাণ
মহাচাপে দাশরথি করিল সন্ধান ;

শরাঘাতে ভীম দেহ করিয়া ধারণ
আসে যক্ষী বজ্রসম করিয়া গর্জ্জন,
এক বাণে রাম তারে দিল যমালয়,
সাধুবাদ করে হর্ষে দেবতানিচয়।
স্নেহভরে রামশির করিয়া আঘ্রাণ
কহে মুনি,—"আজি, বৎস! ধরার কল্যাণ
সাধন করিলে তুমি নিজ ভুজবলে,
কীর্ত্তি তব প্রচারিত হইবে ভূতলে।
এসেছে রজনী; আজি তাড়কার বনে
যাপন করিব নিশা হরষিত মনে।"
যাপে নিশা তপোধন শান্ত বনমাঝে,
শাপমুক্ত বনভূমি আনন্দে বিরা

দ্বাদশ সর্গ

সিদ্ধাশ্রমে।

প্রভাতে তাড়কাবন ত্যজিয়া তখন
চলে মুনিবর, পাছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
অদূরে তরঙ্গায়িত নীল বনরেখা—
নীল গিরিমালা তার শিরে দিল দেখা।
কহিছে তাপস, মুখে আনন্দের ভার,—
"শ্রমবিনোদন ঐ আশ্রম আমার।
সিদ্ধ হেথা' নারায়ণ মহাতপস্যায়,
সিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত জানিবা ইহায়।

আমার যেমন উহা, তোমার(ও) তেমনি—
চল পুণ্য বনে আজি পশি, রঘুমণি!"
বলিতে বলিতে কথা চলে তপোধন,
আগুসারি বনবাসী আসে মুনিগণ,
পূজিল ঋষির সনে কুমার দু'জনে;
পশিল আশ্রমে সবে হরষিত মনে।
হ'ল যজ্ঞ—আয়োজন; কৌশিক তখন
বসিল বেদীর 'পরে যেন হুতাশন।
যুড়িয়া করাল চাপে রৌদ্র এক শর
নিদ্রা পরিহরি বন রাখে রঘুবর।
দেখিতে দেখিতে গেল পঞ্চ দিন চলি';
এল ষষ্ঠ দিন, রাম রহে কুতূহলী।
সাজিল যজ্ঞের বেদী কুসুমে সমিধে,
গভীর প্রণবধ্বনি ছুটে বনপথে;
বসিল ঋত্বিক্-গণ, জ্বলিল অনল,
ভ'রে গেল হবিঃগন্ধে পুণ্য বনতল।
বিকম্পিত করে স্রুব করিয়া ধারণ
অনলে আহুতি ঢালে বৃদ্ধ ঋষিগণ।
ঋষি মাঝে বিশ্বামিত্র রহিল বসিয়া—
মুনিসনে বেদী যেন উঠিল জ্বলিয়া!
সহসা উঠিল দূরে নিনাদ ভীষণ,
বরষার মেঘ যেন ঢাকিল গগন!
মারীচ, সুবাহু আর যত নিশাচর
উঠিল আকাশে যেন অচল শিখর।

পড়িল রুধিরধারা, কলুষিত তাহে
পুণ্য বনভূমি ; রাম ঊর্দ্ধমুখে চাহে।
হেরিয়া মারীচে বীর কহিছে তখন,
ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত মুখ, ভীমদরশন—
"নেহার, লক্ষ্মণ! ঐ আসে নিশাচর,
বিশাল মস্তক, বাহু শালতরুবর—"
বলিতে বলিতে কথা জ্বালাময় বাণ
মহাচাপে দাশরথি করিয়া সন্ধান
কহিল,—"লক্ষ্মণ! এই নিশাচরশূরে
না মারিব, শরবেগে তাড়াইব দূরে।"
মারীচের বুকে রাম মানবাস্ত্র মারে,
পড়ে সে সাগরে শত যোজনের পারে।
এক বাণে সুবাহুরে পাড়ে ভূমিতলে,
ভীষণ রাক্ষসগণ মরে দলে দলে।
যজ্ঞশেষে দেখি' মুনি দিক নিরাময়
মধুর বচনে তবে রঘুবীরে কয়,—
"ধন্য, রাম! লভিলাম আজি যজ্ঞফল,
সিদ্ধাশ্রম নাম আজি হইল সফল!"

ত্রয়োদশ সর্গ।

আশ্রম-বর্জ্জন।

প্রভাতে কহিছে মুনি স্নেহমাখা স্বরে,—
"চল, রাম! মোর সনে মিথিলা নগরে ;

যজ্ঞ করে নরপতি, দেখিবে নয়নে,
রহে শৈব ধনু এক জনক-ভবনে—
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, নরগণ
না পারে তুলিতে কেহ দিব্য শরাসন ;
দেখিবে সে দেব-ধনু, মিথিলা-ঈশ্বর
কুসুমে চন্দনে তাহা পূজে নিরন্তর।”
এতেক কহিয়া ঋষি বনদেবগণে—
অশ্রুপূর্ণ আঁখি—কহে মধুর বচনে,—
“ওগো পুণ্যবনবাসী, চির দয়াময়,
তাপসের প্রিয়সখা, মধুরহৃদয় !
পূর্ণ আজি ব্রত মোর ; সুদূর উত্তরে
চলিনু জাহ্নবীতীরে হিমালয়’পরে।
আর না শুনিব আমি নীরব নিশীথে
তোমাদের বেণুরব দূর বনপথে।
মৃদুল সুরভি তব পবন-নিশ্বাসে
আর না জুড়াব দেহ লতাকুঞ্জপাশে।
না দেখিব তোমাদের বসন্ত-উৎসব,
বর্ষার গম্ভীর শোভা বিপুল বিভব,
না শুনিব ঝিল্লীকণ্ঠে বিশ্বভরা গান,
না ল’ব অঙ্গের তব কুসুম-আঘ্রাণ !
মাতৃসমা ভূমি মোর করিও পালন,
রাখিও সাজায়ে মোর প্রিয় তরুগণ,
দিও মম মৃগগণে নব তৃণদল,
স্ফটিকের মত স্বচ্ছ নির্ঝরের জল !”

এতেক কহিল যদি কুশিক-নন্দন,
বহিল সহসা দিব্য বনসমীরণ!
রাশি রাশি কুসুমের অশ্রু বরষিয়া
বিহ্বল পাদপরাজি উঠে শিহরিয়া!
সহস্র পল্লবকর করিয়া উন্নত
আহ্বান করিল তাঁরে বনদেব যত!
ছুটে মৃগপক্ষিদল পশ্চাতে ঋষির,
নির্ঝর বিদায়গান গাহিল গভীর!
নিবারিয়া তপোধন পশুপক্ষিগণে
চলিল উত্তর মুখে দ্বিজগণসনে।
অস্ত গেল দিবাকর; সন্ধ্যার সময়
শোণকূলে দ্বিজগণ হইলা উদয়।
স্নান করি' নিরমল পুণ্য শোণজলে
জ্বালিয়া অনল দিল আহুতি সকলে।
বালুকামণ্ডিত তীরে বসে মুনিগণ,
কহিছে রাঘব তবে মধুর বচন,—
"ঐ যে অদূরে শোভে পঞ্চ শৈলবর,
সন্ধ্যার কনকবর্ণে রঞ্জিতশিখর,
মাঝে বহে শোণ নদী স্বর্ণমালা মত,
দু'পাশে শ্যামল ক্ষেত্র শোভা করে কত;
তীরে শোভে মহাপুরী—মন্দির-চূড়ার
ঝলসে কলসরাজি, কি নাম উহার?"
"গিরিব্রজ পুরী ওই," কহে তপোধন,
"রাজ্য করে হোথা নৃপ কুশিক-নন্দন।"

এতেক বলিয়া মুনি কহে আপনার
বংশের কাহিনী যত করিয়া বিস্তার।
বলিতে বলিতে কথা অর্দ্ধেক রজনী
গেল চলি, অন্ধকারে ডুবিল ধরণী।
শোণকূলে তরুমূলে পল্লব-শয়নে
যাপে নিশি দাশরথি ঋষিগণসনে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অহল্যা-উদ্ধার।

প্রভাতে উঠিয়া　　স্নান করে সবে
　　সুনির্ম্মল শোণ-জলে,
মণিসম স্বচ্ছ　　বারি পান করি'
　　অতুল আনন্দে চলে।
আপাদ-লম্বিত　　সিক্ত জটাভার
　　প্রভাত-বায়ুতে দোলে;
বেদমন্ত্র কেহ　　রহিয়া রহিয়া
　　গাহে সুমধুর বোলে;
কেহ যজ্ঞপাত্র　　করিছে বহন,
　　হবিঃভাণ্ড কা'র করে,
প্রাণ হ'তে প্রিয়　　গ্রন্থ কতগুলি
　　কেহ বা মস্তকে ধরে।

ভ্রমি' বহু দূর আসে মুনিগণ
মধ্যাহ্নে গঙ্গার কূলে,
স্নান করি' সবে পুণ্য সলিলে
বসে এক তরু-মূলে ;
অনলে আহুতি দিয়া ঋষিগণ
সে হবিঃ-অমৃত খায়,
মুখরিত করি' গঙ্গার পুলিন
মহাসামগান গায়।
প্রভাতে উঠিয়া জাহ্নবীর পার
চলিল তাপসগণ,
দিবা-অবসানে হেরিল অদূরে
মিথিলার উপবন।
মুনিশূন্য এক আশ্রম তথায়
হেরিয়া নৃপতিসুত
কহে, "তপোধন! কিবা এই বন—
হেরি বড় অদভুত ;
দাঁড়ায়ে রয়েছে দীর্ঘ তরুরাজি,
নাহি ধরে ফুল ফল,
ধূলি-ধূসরিত শুষ্ক চারিদিক,
নাহি এক বিন্দু জল!
রহিয়া রহিয়া বহে তপ্ত বায়ু
কাহার নিশ্বাস যেন,
কহ মুনিবর! কিবা এই ভূমি—
নাহি দেখি বন হেন!"

কহিছে কৌশিক—　　"ছিল এই বনে
গৌতম তাপসবর,
ধর্ম্মপত্নীসনে　　মহাসাধনায়
নিমগন নিরন্তর।
হেরি' অহল্যায়　　একাকিনী বনে
মহেন্দ্র গৌতম-সাজে
কামশরে অন্ধ,　　পতঙ্গের মত
পশিল আশ্রম-মাঝে।
মুনি-বেশ-ধারী　　জানি' বাসবেরে
অহল্যা মানা না করে,
নিয়তির বশে　　ভুলিয়া অভাগী
মাতিল মদন-শরে!
পর্ণশালা হ'তে　　কম্পিত চরণে
ইন্দ্র বাহিরিয়া আসি'
দেখিল সম্মুখে　　আসে তপোধন—
জ্বলন্ত অনলরাশি,
তীর্থ-বারিসিক্ত　　লম্বমান জটা
দুলিছে পশ্চাতে তাঁর,
বাম করে কুশ,　　লম্বিত দক্ষিণে
পবিত্র কাষ্ঠের ভার!
নিজ-বেশ-ধারী　　হেরিয়া বাসবে
জানে মুনি সমুদায়,
শাপ দিয়া ইন্দ্রে　　কুটীরে পশিয়া
কহে তবে অহল্যায়,—

'যুগ যুগ ধরি' রহ, রে পাপিনি!
সবার অদৃশ্য হ'য়ে
ভস্মরাশি মাঝে ঐ শিলাতলে
পাপের পাষাণ ব'য়ে!
আসিবে যখন রাম রঘুবর
অতিথি এ ঘোর বনে
লোভ মোহ ত্যজি' ধরি নিজ দেহ
মিলিবি আমার সনে!'
এত বলি' মুনি যাইল চলিয়া
সুদূর হিমাদ্রি-চূড়ে;
ঐ শিলাতলে যুগ যুগ ধরি'
অহল্যা বিষাদে পুড়ে!
চল, বৎস! এই আশ্রম-মাঝারে
অহল্যারে কর ত্রাণ;
ফিরে যেন পায় অভাগী আবার
নিজ দেহ, নিজ প্রাণ!"
ঋষিগণসনে পশে রঘুবর
গৌতমের বনমাঝে,
দেখে শিলাতল ভস্মরাশিময়—
অহল্যা তাহে বিরাজে!
রাম-আগমনে শাপ-অবসান,
সকলে দেখে তখন,
শোভে জ্যোতির্ম্ময়ী তাপসী কল্যাণী,
বহ্নির শিখা যেমন!

সহসা গৌতম　　আসি' তপোবনে
মিলিল অহল্যাসনে,
পূজিল দম্পতি　　রামে যথাবিধি,
কৌশিকে, তাপসগণে।
নব ফুল ফল　　দোলে তরুশাখে,
গাহে পাখী অগণন,
বাজায়ে দুন্দুভি　　কুসুম বরষে
স্বরগে অমরগণ!

পঞ্চদশ সর্গ।

ধনুর্ভঙ্গ।

দিবা-অবসানে তবে কুশিক-নন্দন
জনকের যজ্ঞভূমি করে দরশন।
আইল মিথিলাপতি পুরোহিতসনে,
পূজিল তাপসগণে কুমার দু'জনে।
কহে রাজা, "যজ্ঞ মোর হইল সফল,
আজি লভিলাম আমি পুণ্য নিরমল!
তোমার করুণা যাহে, কি অভাব তার?
পবিত্র হইল আজি মিথিলা আমার!
কহ, মুনি! কেবা এই কুমার দু'জন,
নবীন শার্দ্দূল কিম্বা বৃষভ যেমন,
করে শোভে মহাধনু, দেবের আকার,
আয়ত নয়ন, যেন অশ্বিনীকুমার!"

দিয়া পরিচয় তবে কহে তপোধন,
"এসেছে মিথিলা এই রাঘব দু'জন
দেখিতে তোমার ঘরে দিব্য ধনুখানি—
বীরগণমাঝে আমি রামেরে বাখানি!"
পুলকিত নরপতি কহিছে তখন,
"কিবা সেই দিব্য ধনু, শুন, তপোধন!
শিবহীন দক্ষযজ্ঞ মথিয়া শঙ্কর
করে ল'য়ে মহাধনু লোকভয়ঙ্কর
নাশিতে ব্রহ্মাণ্ড যবে—মূরতি সুঘোর—
দেবগণে কহিলেন বচন কঠোর,
'নাহি দিলে যজ্ঞভাগ মোরে, দেবগণ!
ধনুতে মস্তক সব করিব ছেদন!'
ভীত দেবগণ তবে স্তুতি করে কত,
প্রসন্ন শঙ্কর রোষ করিলা সংযত।
দেবগণে মহাধনু দিল মহেশ্বর,
দেবরাজে দিল তাহা যতেক অমর;
দেবরাত-কুলে, মুনি! জনম আমার,
পূজি নিত্য শিবধনু মঙ্গল-আধার।
"একদিন, তপোধন! ধরাগর্ভ হ'তে
লভিনু নন্দিনী, যেন অমরী মরতে!
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা—সীতা নাম তার;
বিবাহের তরে যত নৃপতি ধরার
আইল মিথিলাপুরী; করিলাম পণ,
যে তুলিবে শিবধনু, পা'বে কন্যাধন।

বীরশূন্য বসুন্ধরা ! বীর্য্য হেথা' নাই !
না পারি' তুলিতে ধনু ফিরিল সবাই।
দেখাব' সে ধনু আমি কুমারযুগলে,
ধূমকেতুসম যাহা নৃপতি-মণ্ডলে
এনেছে আতঙ্ক ঘোর—লুপ্ত বীরনাম !
পারে সে কার্ম্মুক যদি আরোপিতে রাম,
স্নেহের দুহিতা মোর করিব অর্পণ--
ধরাপৃষ্ঠে বীরনাম করিব শ্রবণ !"

ডাকিয়া সচিবগণে কহে নরপতি,
'আন দেবধনু মোর—আন শীঘ্রগতি।'
রাজার আদেশে তবে চলে মন্ত্রিগণ
সঙ্গে ল'য়ে মহাবল লোক অগণন।
ছুটিল মিথিলাবাসী লোক দলে দলে,
ধরেনা মানব আর যজ্ঞভূমি-তলে।
কেহ দেখে কৌশিকের সৌম্য কলেবর,
কেহ হেরে রামরূপ মুনি-মনোহর।
সাগর-কল্লোলসম জন-কোলাহল
ভরিল আকাশ, পুরী করে টলমল !

দেখিল বিস্ময়ে সবে, আসে রক্ষিগণ
বেত্র করে জনস্রোত করি' নিবারণ—
দু'পাশে সরা'য়ে লোক, মাঝে করে পথ,
গভীর ঘর্ঘরনাদে টানে লৌহরথ।
হাজার হাজার লোক সবলে টানিয়া
কৌশিকের আগে দিল শকট রাখিয়া।

খুলি' আবরণ তা'র মিথিলার পতি
কহিছে মধুর বাণী বিশ্বামিত্র প্রতি,
"এই সে শিবের ধনু, হের তপোধন!
না পারি' করিতে যাহে গুণ আরোপণ
পলা'য়ে গিয়াছে যত রাজা পৃথিবীর,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর—কেহ নহে স্থির :
শুনিয়া নৃপের বাণী, প্রফুল্ল-অন্তর,
"হের, রাম! শিবধনু" কহে মুনিবর।
চলে রাম ধীরে ধীরে শকটের কাছে,
চন্দনে চর্চ্চিত ধনু দেখে তার মাঝে।
অধরে মধুর হাসি, কহিছে কুমার,
"কহ, ঋষি! তুলি ধনু আদেশে তোমার?"
স্তম্ভিত সকল লোক—স্তব্ধ কোলাহল,
সমুন্নত বীরমূর্ত্তি নেহারে কেবল!
দেখিল সকল লোক, রঘুর নন্দন
লীলাভরে মহাধনু করিল গ্রহণ,
বাঁকায়ে সে দিব্য ধনু গুণ আরোপিল,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন টঙ্কার ছাড়িল,
আকর্ণ পূরিয়া ধনু ভাঙিল কুমার—
কোটি বজ্রনাদ যেন ছুটে চারি ধার!
কাটে যবে মহাগিরি—উগরে অনল,
ভে'ঙে পড়ে নভস্তল, ধরা টলমল,
তেমনি উঠিল কাঁপি' ধরণী তখন,
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে জনগণ!

চেতনা পাইল লোক ক্ষণকাল পরে—
চিত্রে আঁকা মূর্ত্তি যেন রহে থরে থরে!
কহিছে জনক তবে যুড়িয়া দু'কর,
"অপূর্ব্ব, অচিন্ত্য কর্ম্ম আজি, মুনিবর!
হেরিনু নয়নে মোর, বীরত্ব অতুল—
পবিত্র হইল আজি জনকের কুল!
স্নেহের দুহিতা রামে করি' সমর্পণ
সফল করিব, প্রভু! সাধের স্বপন!
অনুমতি কর, মুনি! অযোধ্যা নগর
এখনি পাঠাব দূত, আনিব সত্বর
মিত্র দশরথে মোর মিথিলা-ভবন,
আনন্দে উভয় দেশ হউক মগন!"
ছুটে যত রাজদূত আদেশে মুনির,
ধরেনা আনন্দ যেন জনকপুরীর।

ষোড়শ সর্গ

বিবাহ।

সেজেছে আজি জনকপুরী কত নব নব সাজে,
উড়িছে ধ্বজা, দুলিছে মালা, দুয়ারে দুন্দুভি বাজে।
বাজায়ে চলে মঙ্গল-শাঁক গান গেয়ে সারি সারি,
কনকথালে চন্দন ল'য়ে জনকপুরনারী।
সুচারু শুভ মণ্ডপতলে যজ্ঞের ভূমিমাঝে
কুসুমে কুশে মঙ্গলঘটে কনকবেদী রাজে!

বসেছে চারি নন্দন ল’য়ে কোশলমহীপাল,
আগে পুরোধা রহে বশিষ্ঠ লম্বিতজটাজাল।
কৃতমঙ্গল নৃপকুমার কত বা শোভা পায়,
চন্দন-রেখা শোভে ললাটে, চন্দন সব গায়;
শ্যাম অঙ্গে ক্ষৌম বসন, বক্ষে রতন-মালা,
অধরে হাসি করিছে রাম জনকপুরী আলা!
কহিছে তবে মিথিলাপতি যুড়িয়া যুগপাণি,—
“রঘু-নন্দনে তনয়া দিব এ বড় ভাগ্য মানি!
হের, রাজেন্দ্র! স্বর্ণপ্রতিমা নন্দিনী সুকুমারী—
মায়ার পুতলী হইল জানকী তনয়া আজি তোমারি!
স্নেহের বালা ঊর্ম্মিলা মোর ঐ শোভে পাশে তা’র—
গোরোচনা-রাগে ললাটে মায়ের হয়েছে কিবা বাহার!
লক্ষ্মণ তোমার ফুল্ল শালতরু, ঊর্ম্মিলা মাধবী মোর,
এ শুভ বাসরে বাঁধিব দু’টিরে দিয়া পুণ্য প্রেম-ডোর!
ঐ—পাশে তা’র যুগল বালিকা, মল্লিকা আধফোটা,
হলুদমাখান সোনার প্রতিমা কপালে সিঁদূরফোঁটা,
ভাই কুশধ্বজ—এ দু’টি তাহার তনয়া নয়ন-তারা,
গৌরবরণা শ্যামতনু, দু’টি গঙ্গা-যমুনা-ধারা!
তমালতনু ভরত তব, মাণ্ডবী কাঁচা সোনা,
সাজিবে ভাল, ঘর হ’বে আলো, রাণী না দিবে গঞ্জনা!
শ্রুতকীর্ত্তি নীল অপরাজিতা, লাজময়ী, মৃদুহাসি—
শত্রুঘ্ন তোমার কনকগৌর—এ মিলন ভালবাসি!”
বশিষ্ঠ বসে বেদীর মূলে কৌশিকে ল’য়ে আগে,
গন্ধ, পুষ্প, চিত্রকুম্ভ শোভিল পুরোভাগে।

উঠিল জ্বলি' শুভ অনল, প্রণবধ্বনি ছায়,
দিব্য গন্ধে পূর্ণ ধরণী, অমর আকাশ—গায়।
সর্ব্বভূষণে ভূষিতা সীতা বহ্নির আগে রাখি'
করে ল'য়ে তবে কুশের গুচ্ছ গঙ্গার জলে মাখি'
কহিছে রামে মিথিলাপতি,—"ধর, কুমার! পাণি,
মূর্ত্তিমতী কান্তি জানকী, বীরত্ব তোমারে মানি—
বীরের কণ্ঠে বিজয়মাল্য হেরিনু নয়নে আমি,
হউক জানকী ছায়ার মতন সদা তব অনুগামী!
সহধর্ম্মিণী হউক তোমার সহকর্ম্মিণী বালা,
সতীর নামে করুক সীতা নিখিল ধরণী আলা!"
এত কহি' রাজা মন্ত্রপূত দিল কুশের বারি,
হুলুধ্বনি দিয়ে মঙ্গলশাঁক বাজাল পুরনারী!
'সাধু সাধু' উঠিল রব আকাশে দেবমাঝে,
পুষ্পবৃষ্টি পড়িল, দেব-দুন্দুভি কত বাজে!
হর্ষমগন নৃপ তখন রঘুনন্দনে চারি
দিল নন্দিনী, রূপে অমরী যেন, সুন্দরী, সুকুমারী।
বধূকর ধরি' ফিরে কুমার বহ্নির চারি ভাগে,
রক্তবরণ হইল বধূ-বদন অনল-রাগে।
ধূমের মাঝে নয়ন-জলে কাজল গেল গলি',
কবরী-চূড়া বকুলমালা শুকায়ে প'ল ঢলি'!
আসি' রাজরাণী নিল বরবধূ জনকপুরীর মাঝে,
মঙ্গলগীত গাহে পুরনারী, মোহন বাদ্য বাজে।
বসে কুমার নৃপ-মন্দিরে, সখী সব আসে হাসি,'
স'রে না বাণী—স্তব্ধ সকলে হেরিয়া রূপের রাশি!

দিয়া কোন সখী রামের করে জানকীর শুভ পাণি
কহে, "কুমার! দাও হে খুলিয়া বধূর কঙ্কণ* খানি।"
অবশ-অঙ্গ নৃপ-কুমার কঙ্কণ ধরি' টানে,
না পারে খুলিতে, ব্যথা লাগে পাছে, চাহে সীতামুখপানে!
হাসিয়া কহে দিয়া করতালি জনকপুরনারী,—
"কেমনে বধিলে তাড়কা, রাম? তুমি ত বীর ভারী!"
আর সখী কহে,—"সীতার রূপে হ'য়েছে ঘর আলো—
হেমবরণা সখী মোদের, তুমি হে বড় কালো!"
কৌতুক-রসে উৎসবময়ী রজনী চলি' যায়—
মাতায়ে পুরী রমণী যত আনন্দ-গান গায়!

সপ্তদশ সর্গ।

পরশুরাম।

প্রভাত হইল নিশা; কৌশিক তখন
তপ হেতু হিমালয়ে করিল গমন।
চলে দশরথ তবে অযোধ্যানগর;
নয়নের জলে ভাসি' মিথিলা-ঈশ্বর
শুভক্ষণে বরকন্যা করিল বিদায়,
ধন রত্ন শিরে কত দাস দাসী যায়।
আগে ল'য়ে দ্বিজগণে চলে দশরথ,
আনন্দে বিভোর রাজা, পূর্ণ মনোরথ।
সহসা উঠিল পথে ঘোর অলক্ষণ,
ভীমরবে শিরোপরে ডাকে পক্ষিগণ;

* বিবাহকালে হস্ত-সূত্র

মৃগ যত রাজ-সেনা করে প্রদক্ষিণ—
কম্পিত নৃপতি, শুষ্ক বদন মলিন!
প্রবোধে বশিষ্ঠ ঋষি, সহসা তখন
আলোড়ি' দিগন্ত আসে ভীম প্রভঞ্জন;
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, ভাঙি' মড়মড়ি
মহাতরু পড়ে কত পৃথিবী-উপরি!
আঁধারে ডুবিল রবি, রাজসৈন্যগণ
ধূলির রাশিতে ঢাকা রহে অচেতন!
দেখে দশরথ, সেই গভীর আঁধারে
আসিছে পরশুরাম শমন-আকারে—
কৈলাস-সমান দেহ—যেন কালানল,
বিশাল মস্তকে দোলে জটার মণ্ডল;
চন্দন-চর্চ্চিত ভাল ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত,
ক্ষত্রিয়ের কালরাত্রি যেন উপনীত!
দুই কর্ণে অক্ষমালা, বক্ষে লম্বমান
পূত কৃষ্ণাজিন, মৃগ-চর্ম্ম পরিধান;
স্কন্ধে দোলে ভয়ঙ্কর শাণিত কুঠার,
বামকরে মহাধনু বিদ্যুৎ-আকার,
ধরিয়া দক্ষিণ করে রৌদ্র এক শর
ত্রিপুর নাশিতে যেন আসে মহেশ্বর!
জ্বলন্ত অনলসম হেরিয়া ভার্গবে
কহিছে বশিষ্ঠ আর দ্বিজগণ সবে,
"নিঃক্ষত্রিয় করি' ধরা একবিংশ বার
ক্ষত্র-বধ-তৃষা পুনঃ হ'ল কি ইহার?"

এত ভাবি' আগুসারি যতেক ব্রাহ্মণ
'রাম রাম' বলি' অর্ঘ্য করিল স্থাপন।
গ্রহণ করিয়া পূজা কহে ভৃগুপতি
গম্ভীর দুন্দুভিকণ্ঠে রামচন্দ্র প্রতি,—
"বীর দাশরথি ! আমি করিছি শ্রবণ,
তুমি নাকি ভাঙিয়াছ হরশরাসন !
অপূর্ব্ব সে কথা শুনি', বীরত্ব তোমার
দেখিতে নয়নে হ'ল বাসনা আমার।
এই যে দেখিছ ধনু কাঞ্চন-ভূষিত,
ভৃগুকুলধনু ইহা সবার পূজিত ;
হিমাদ্রিসমানসার ভীমদরশন—
কর এ কার্ম্মুকে, রাম ! শর আরোপণ,
বীর বলি' তবে আমি মানিব তোমায়,
বুঝিব বিক্রম তব রণ-পরীক্ষায় !"
ত্রস্ত দশরথ শুনি' কঠোর সে বাণী,
বিশুষ্ক বয়ান, কহে যুড়িয়া দু'পাণি—
"ক্ষম অপরাধ, দ্বিজ ! শুনিছি তোমার
ক্ষত্রিয়ের প্রতি রোষ নাহি, প্রভু ! আর।
মহাতপে সদা তুমি রহ নিমগন,
করুণাসাগর তুমি দয়াল ব্রাহ্মণ !
শুনিছি কশ্যপে করি' বসুন্ধরা দান
মহেন্দ্রপর্ব্বতে রহ ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।
প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র ত্যজিয়াছ তুমি,
দান করিয়াছ তব বীর্য্যলব্ধ ভূমি।

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, বিশ্বের আশ্রয়,
শিশুপুত্রে, দ্বিজবর! বিতর অভয়!"
না শুনি' রাজার বাণী ভার্গব তখন
আস্ফালিয়া বাহু, রামে কহিছে বচন,—
"হের এ বৈষ্ণব ধনু, ক্ষত্রিয়-কুমার!
শিবধনুতুল্য বল জানিবা ইহার।
লভিয়া এ শরাসন পিতামহ মম
পুত্র জমদগ্নিকরে মহারত্নসম
দিয়া যবে ব্রহ্মলোক গেলা তপোধন,
শস্ত্র ত্যজি' রহে পিতা তপে নিমগন!
ঘৃণিত অর্জ্জুন যবে পিতারে আমার
পুণ্য তপোবনমাঝে করিল সংহার,
জ্বলিয়া উঠিল মোর ক্রোধের অনল,
পুড়িল পতঙ্গমত ক্ষত্রিয়ের দল।
নিখিল ধরণী আমি জিনি' ভুজবলে
যজ্ঞের দক্ষিণা দিনু গুরু-পদ-তলে।
মহেন্দ্রপর্ব্বতে রহি তপে নিমগন,
শুনিয়া বীরত্ব তব, ক্ষত্রিয়নন্দন!
আসিয়াছি বীর্য্য তব হেরিতে নয়নে,
ক্ষত্রিয়সন্তান! হও আগুয়ান রণে।
কর আগে মহাচাপে শর আরোপণ,
বুঝিব বিক্রম পরে, রঘুর নন্দন!"
শুনি' সে কঠোর বাণী, গম্ভীর-আকার
ভৃগুপতি পানে চাহে রঘুর কুমার;

না কহে অধিক কথা পিতৃবিদ্যমানে,
অনলের শিখা যেন ছুটিল নয়ানে!
ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত মুখে নৃপতি-নন্দন
কহিছে,—"বীরত্ব তব শুনিছি, ব্রাহ্মণ!
অবজ্ঞা করিছ মোরে হীনবীর্য্যপ্রায়,
অশক্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ভেবেছ আমায়—
আর না সহিব আমি বচন তোমার,
হের, দ্বিজ! ক্ষাত্রতেজ—বিক্রম আমার—"
বলিতে বলিতে কথা রঘুর নন্দন
ভার্গবের মহাধনু করিল গ্রহণ;
দিব্য শর মহাচাপে করিয়া সন্ধান
কহে রঘুনাথ তবে কোপে কম্পমান,—
"একেত ব্রাহ্মণ তুমি, পূজ্য সবাকার,
মোর গুরুকুলে আছে সম্বন্ধ তোমার—
বিশ্বামিত্র গুরু মোর শুনেছ, ভার্গব!
ভগিনী তাঁহার নাকি পিতামহী তব।
না পারি হরিতে তব প্রাণ, তপোধন!
গতিশক্তি আজি তব করিব হরণ,
অথবা নাশিব সেই লোক সমুদায়,
তপোবলে, ভৃগুপতি! লভিয়াছ যায়।
নাহি হবে ব্যর্থ এই দিব্য বিষ্ণুশর—
কি তব নাশিব, মুনি! বলহ সত্বর।"
মহাধনুধারী রামে হেরিতে তখন
আইল অমর যত আবরি' গগন।

জড়ীভূত ভৃগুপতি তেজ বীর্য্য গত,
কমলনয়ন রামে হেরে অবিরত;
ধীরে ধীরে কহে মুনি যুড়িয়া দু'কর,—
"না হয়, না হয় মোর গতি, রঘুবর!
কশ্যপে পৃথিবী যবে করিয়াছি দান,
প্রতিজ্ঞা করিছি আমি গুরুবিদ্যমান,
না করিব রাজ্যে তাঁর রজনী যাপন—
মহেন্দ্রপর্ব্বতে এবে করিব গমন।
নাশ' রাম! তপোলব্ধ লোক সমুদায়,
শক্তি যদি রহে, পুনঃ লভিব তাহায়।
দেবলোকে ব্রহ্মলোকে প্রীতি মোর নাই—
পূর্ণ আজি মনস্কাম, নিজস্থানে যাই।
চিনিয়াছি কেবা তুমি মহাধন্নুর্দ্ধর,
পূর্ণ হ'ক ইচ্ছা তব, ছাড় দিব্য শর!"
রামশরে তপঃফল হত সমুদায়,
বায়ুবেগে ভৃগুপতি নিজস্থানে যায়।
দূরে গেল অন্ধকার, রবির কিরণ
হ'ল প্রকাশিত, বহে মন্দ সমীরণ।

অষ্টাদশ সর্গ।

অযোধ্যায়।

চ'লে গেল ভৃগুপতি, নৃপতি তখন
বার বার পুত্রমুখ করিল চুম্বন;

ভাবে রাজা পুনর্জন্ম হইল এবার—
ধরেনা আনন্দ আর হৃদয়ে তাঁহার !
চলে হৃষ্ট সেনাদল, মঙ্গলবাজন
কাঁপায়ে ধরণীতল ভরিল গগন।
অদূরে অযোধ্যাপুরী প্রাসাদ-চূড়ায়
ধরিয়া আকাশ যেন সুপ্রকাশ পায় !
বিশাল তোরণে তার গৃহরাজিচূড়ে
জ্বলে স্বর্ণরবিকর, ধ্বজা কত উড়ে ;
সন্ধ্যার কনক-আলো মাখিয়া শরীরে
উন্নত প্রাচীরে তার বীর কত ফিরে।
আইল অযোধ্যাপতি, দগড়ের ধ্বনি
বীর-সিংহনাদে উঠে কাঁপিয়া ধরণী।
বারিসিক্ত রাজপথে কুসুম ছড়ায়ে
রহে পুরবাসী যত দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মঙ্গলসম্ভার করে আসে দ্বিজগণ
গাহিয়া মঙ্গলমন্ত্র শ্রুতিবিনোদন।
হিমাদ্রি-সমান শোভে রাজ-অন্তঃপুর,
আনন্দ-কল্লোল তাহে উঠিছে প্রচুর।
সাজি' দিব্য ক্ষৌম বাসে ব্রতপরায়ণা,
কপালে হোমের ফোঁটা, রাজার অঙ্গনা
বধূ নিল কোলে সবে ; পুরনারীগণ
গাহিল মঙ্গলগীত, আনন্দে মগন।
সুখে চারি নৃপসুত করয়ে বিহার,
ধরেনা আনন্দ যেন হৃদয়ে রাজার।

ভরত-মাতুল তবে কেকয়-নন্দন
আইল অযোধ্যাপুরী হরষিত মন;
শত্রুঘ্ন সহিত চলে কৈকেয়ী-কুমার
মাতুল-আলয়ে, ধরি' আদেশ পিতার।
লক্ষ্মণের সনে রাম পূজে নিতি নিতি
পিতার চরণ, তাঁর গুণে মুগ্ধ ক্ষিতি;
বিনয়ে মণ্ডিত রাম প্রিয়দরশন,
প্রাণসম ভাবে তাঁরে পুরবাসিগণ।
কিবা জনপদে, বনে—সর্ব্বরাজ্য-ময়
রামনামে মানবের নয়নাশ্রু বয়!
সীতাসনে সরযূর উপবনমাঝে
মহেন্দ্রসমান নৃপ-কুমার বিরাজে।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

অভিষেক-মন্ত্রণা।

মাতুল-আলয়ে বসি' কৈকেয়ী-কুমার
স্মরে দিবানিশি মাতা' চরণ পিতার।
বৃদ্ধ নরপতি পুত্রে করয়ে স্মরণ—
চারি বাহু সম তাঁর চারিটি নন্দন!
সবে তাঁর প্রিয় অতি, জীবনের মত,
সবার(ই) মঙ্গল রাজা ভাবেন সতত।
রাম শুধু হ'ল তাঁর জীবন-জীবন,
সর্ব্ব গুণ রামে আসি' করিল বরণ।
ধরাতে তুলনা তাঁর মিলিল না আর,
গাহে সুরগণ গাথা গুণের তাঁহার।
সর্ব্ব শাস্ত্রে হ'ল তাঁর সম অধিকার,
বৃহস্পতিসম হ'ল প্রতিভা তাঁহার।
এক উপকারে রাম আনন্দে মগন
শত অপকার নাহি করয়ে স্মরণ।
হেরিলে প্রজার দুঃখ কাঁদে তাঁর প্রাণ,
প্রজাগণ হ'ল তাঁর প্রাণের সমান।
ভাবে রাম ক্ষাত্র ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ সবাকার
পৃথিবীপালন ব্রত হইল তাঁহা

ধনুর্ব্বেদে হ'ল রাম তুলনাবিহীন,
মহারথ, মহাসৈন্য—চালনে প্রবীণ।
রণস্থলে শস্ত্র করে হেরিয়া তাঁহায়
সুরাসুর ভয়ে কেহ নিকটে না যায়।
পৃথিবীর অর্থ রাম করি' আহরণ
প্রজার মঙ্গলে সদা করে বিতরণ।
গুপ্তমন্ত্র সদা রাম গম্ভীর স্বভাব,
আকারে না রহে তাঁর মনোগত ভাব।
অমোঘ তাঁহার ক্রোধ যেন কালানল,
অমোঘ তাঁহার প্রীতি বরষার জল!
হেরে পুরবাসী, মত্ত-মাতঙ্গ-উপর
মহামেঘ-কলেবর মহাধনুর্দ্ধর,
কিম্বা বায়ুগামী অশ্বে রণ করি' জয়
ফিরে রাম, চন্দ্রানন হাস্য-জ্যোৎস্নাময়!
মহাবীর্য্যশালী রাম, বীর্য্যে আপনার
না ছিল বিস্ময় তাঁর, নাহি অহঙ্কার।
গুণরাশি দিয়া যেন করেছে নির্ম্মাণ
বিধাতা বসুধাতলে পুরুষ-প্রধান।
　ভাবে দশরথ,—"আয়ু এসেছে ফুরায়ে,
শিয়রে শমন মোর রয়েছে দাঁড়ায়ে;
ধীরে ধীরে জরা আসি' ঘিরিছে শরীর,
না পারি বহিতে আর ভার ধরণীর!
আকাশে হেরিছি আমি ঘোর অমঙ্গল—
ঘন ঘন উল্কাপাত, ক্ষুব্ধ ধরাতল!

শূন্য যেন হৃদি মোর—হেরি অলক্ষণ!
কবে আমি দিব রামে রাজ—সিংহাসন?
আমা' হ'তে রামে আমি বহুগুণ হেরি,
রাম-বাহুবলে মোর বশীভূত অরি।
প্রজাগণ ভাবে রামে যেমন পরাণ,
বরষে মঙ্গল রাম জলদসমান!
সর্ব্বভূতে দয়া তা'র—পৃথিবীপালন
পুণ্য ব্রত পুত্র মোর করেছে ধারণ!"
মন্ত্রিগণসনে নৃপ করয়ে মন্ত্রণা,
"রামে রাজ্য দাও, রাজা!" কহে সর্ব্বজনা।
আনন্দে মগন নৃপ, অবশ শরীর,
আহ্বান করিতে যত রাজা পৃথিবীর
পাঠাইল দূতগণে ত্বরিতগমন,
আনন্দে কোশলবাসী হইল মগন!

দ্বিতীয় সর্গ।

রাজসভা।

বসিয়াছে দশরথ রাজসিংহাসনে,
শিরে শুভ্র রাজ-ছত্র; চামর-বীজনে
(আন্দোলিত কাশফুল যেন গঙ্গাকূলে)
পলিত কেশের গুচ্ছ দোলে কর্ণ-মূলে।
কম্পিত মস্তকে তাঁর মুকুটের মণি
করে ঝলমল! বন্দী উঠিয়া অমনি

রঘুকুল-যশোগাথা গাহিল মধুর,
আনন্দ-কল্লোল তাহে উঠিল প্রচুর।
ইন্দ্রসভাসম শোভে সভা নৃপতির,
বসিয়াছে তাহে যত রাজা পৃথিবীর।
সারি সারি শোভে স্তম্ভ মাণিক-খচিত,
জ্বলে চন্দ্রাতপ, যেন নভঃ তারকিত!
দীর্ঘ ছায়াপথ যেন গগনের তলে,
বসিয়াছে নৃপগণ; মুকুটে কুণ্ডলে
রত্ন-আভরণে যেন রহিয়া রহিয়া
শোভার তরঙ্গমালা যাইছে বহিয়া!
দূর প্রান্তে অসি ভল্ল করিয়া ধারণ
কনকভূষণধারী বীর অগণন
রয়েছে দাঁড়ায়ে, যেন মানব-প্রাচীর;
বিশাল জনতা এক অযোধ্যাবাসীর
দাঁড়ায়ে পশ্চাতে ত'ার—কোটি কোটি নর
কত শত জনপদ সুদূর নগর
ত্যজিয়া অযোধ্যাপুরী আসিয়াছে আজি,
রাম রাজা হেরিবারে নব সাজে সাজি'।
　সম্ভাষিয়া নৃপগণে ভূপতি তখন
গভীর দুন্দুভিমন্দ্রে কহিছে বচন,—
"এই যে আসন, হেম প্রদীপ্ত প্রভায়
কত পূর্ব্ব নরপতি বসেছে ইহায়;
দিলীপ, মান্ধাতা, রঘু, অজের আসনে
বসিয়াছি আমি—সদা ভয় বাসি মনে!

পুত্রসম প্রজা পালি' সেই নৃপগণ
রাখিয়া গিয়াছে কীর্ত্তি, ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
তাঁদের চরণ-রেণু মস্তকে ধরিয়া
তাঁদের(ই) পন্থায় আমি এসেছি চলিয়া।
এই শ্বেত-ছত্র-তলে প্রজার মঙ্গল
ভাবিয়া ভাবিয়া আমি হারায়েছি বল,
জরাভারে অবসন্ন শরীর আমার,
আর না বহিতে পারি ধরণীর ভার!
কুঞ্চিত ললাট'পরে মুকুটভূষণ,
লোল চর্ম্মে না পরিব রাজ-আভরণ;
পুত্রে দিব রাজ্যভার ভাবিয়াছি তাই,
কি কহ, নৃপতিগণ! তোমরা সবাই?
আমা হ'তে রামে আমি গুণে শ্রেষ্ঠ মানি,
ত্রিলোক পালিতে রাম পারে আমি জানি।
কল্য আমি দিব রামে রাজ-সিংহাসন,
চন্দ্রসনে হ'বে যেন পুষ্যার মিলন!"
শুনিয়া সে রাজবাণী জলদগম্ভীর,
আনন্দে নৃপতিগণ সঞ্চালিয়া শির
'সাধু সাধু' মহারবে করে সমর্থন,
আষাঢ়ের নব মেঘে ময়ূর যেমন!
কাঁপায়ে নগরী ছুটে জনকোলাহল,
রাজ-অট্টালিকা যেন করে টলমল!
আনন্দ-তরঙ্গ যেন চলিল ছুটিয়া,
মুহূর্ত্তে অযোধ্যাপুরী উঠিল মাতিয়া!

একবাক্যে কহে সবে,—"সার্থক জীবন—
রামরাজা হেরি' মোরা জুড়াব নয়ন!
তমাল-শ্যামল-তনু মহাবাহু রাম,
সবার নয়নানন্দ, লোক-অভিরাম,
মহাগজে রঘুবীর করিবে গমন,
শ্বেত-ছত্র-তলে হেরি' সে চাঁদবদন
ধন্য হ'বে অযোধ্যার নরনারী সবে,
সুযশ তোমার রাজা! তিন লোকে র'বে!"
শুনিয়া সে প্রিয়বাণী, আনন্দে অধীর,
না পারে রোধিতে রাজা নয়নের নীর!
কহিছে বশিষ্ঠ ঋষি—"শুভ চৈত্রমাস—
কুসুমিত যত বন, প্রসন্ন আকাশ;
আজি মিলিয়াছে চন্দ্র পুনর্ব্বসুসনে,
কালি হ'বে পুষ্যাযোগ—কালি শুভক্ষণে
রাম-অভিষেক হ'বে; কর আয়োজন—
সুমন্ত্র! আনহ ত্বরা রতন, কাঞ্চন,
শ্বেত মাল্য, শ্বেত ছত্র, ধবল চামর,
স্বর্ণশৃঙ্গ বৃষ, যেন কৈলাস-শিখর।
আন চতুরঙ্গ বল, মাতঙ্গ রাজার,
স্বর্ণচূড় রাজরথ, অস্ত্র যত আর;
শত হেমকুম্ভ—তাহে ঢাল তীর্থজল,
কমলপরাগগন্ধি পুণ্য নিরমল।
দুলুক ফুলের মালা দুয়ারে দুয়ারে,
উঠুক ধূপের গন্ধ আজি চারি ধারে।

উল্লাসী মঙ্গলময়ী পুরনারীগণ
স্বর্ণথালে গন্ধপুষ্প করিয়া স্থাপন
সারি সারি গান গেয়ে রাজার দুয়ারে
উঠুক বরষি' ফুল, লাজ ভারে ভারে।
দ্বিজগণে শুভ অন্ন করাও ভোজন,
দরিদ্রে অজস্র কর ধন বিতরণ,
বিশাল কোশল রাজ্যে নাহি যেন আর
দরিদ্র মানব রহে বিষণ্ণ-আকার!
সাজাও রাজার পুরী নানা বিভূষণে,
আসুক বীরেন্দ্রগণ পুরীর অঙ্গনে
সাজিয়া সুবর্ণবর্ম্মে দীপ্ত অসি করে,
পৃষ্ঠে বাঁধা তূণ, পূর্ণ হেমপুঙ্খ শরে।
উঠুক পৃথিবীবক্ষে উল্লাস এমন,
রাম-অভিষেক চির রহুক স্মরণ!"

ছুটে শত শত নর আদেশে ঋষির,
উঠে আনন্দের রোল চৌদিকে পুরীর।
চলিল সুমন্ত্র তবে আদেশে রাজার,
রামে আনিবারে পশে পুরীর মাঝার।

তৃতীয় সর্গ।

দশরথের উপদেশ।

সুমন্ত্রের সনে রাঘব তখন
পশিয়া সভার মাঝে
হেরিল পিতায়, দেবসভাতলে
মহেন্দ্র যেন বিরাজে ;
ধীরে ধীরে তবে রাজার নন্দন
পিতার চরণে যায়,
ল'য়ে পদধূলি দাঁড়াইল পাশে,
বিনয়ে মণ্ডিতকায় !
বুকে ধরি' রাজা তনয়ে, ভাবিছে
বড় ভাগ্য আপনার,
কহিছে, কশ্যপ বাসবে যেমন,
মঙ্গলবাণী উদার,—
"হের, রাম ! হের মহাসভাতলে
মিলিয়াছে রাজগণ—
হের, কি বিরাট মানব-সঙ্ঘ
করিয়াছ আকর্ষণ !
নামে তব, শুন, ধরণীর বুকে
কি মহা-কল্লোল ধায় !
ধন্য রাম ! তুমি লোক-অভিরাম,
জিনিয়াছ বসুধায় !

যৌবরাজ্যে করি' অভিষিক্ত তোমা'
পূরাব বাসনা কালি;
প্রকৃতি তোমারে দিয়াছে সকলি—
শুভগুণ-রাশি ঢালি,'
তবু স্নেহবশে হিত বাণী তব
কহি, শুন দিয়া মন—
নহে সুখকর কুসুমে নির্ম্মিত
রাজার মহা-আসন!
নহে সুখস্নিগ্ধ রাজার মুকুট
ললাটে শিশিরসম,
রাজনীতি নহে প্রীতির মেলানী,
নহে সদা মনোরম!
হও জিতেন্দ্রিয়, গুরু রাজ্যভার
বহিতে পাইবে বল,
নাহি যেন আসে নিকটে তোমার
কাম, ক্রোধ, করি' ছল।
এই শ্বেত ছত্র, ধবল চামর,
অকলঙ্ক নিরমল—
হউক এমনি অন্তর তোমার
বিকশিত শতদল!
পূর্ণ যেন রহে রাজকোষ সদা,
তুষ্ট সেনাদল, রাম!
প্রজার রঞ্জনে হয় যেন তব
সার্থক রাজার নাম।"

পুত্রে হিতবাণী কহি' দশরথ
সম্ভাষে নৃপতিগণে,
চলে পুরবাসী নিজ নিজ ধামে
আনন্দ-বিভোর মনে।
রহে নৃপগণ রঘুপুরে সবে
অভিষেক হেরিবারে,
চলে দশরথ এ শুভ বারতা
রাণীগণে কহিবারে।

চতুর্থ সর্গ।

কৌশল্যা।

চলে তবে দাশরথি মাতার ভবনে
কহিতে সে শুভ সমাচার,
দেখে রাম, মহারাণী বিষ্ণুর মন্দিরে
পূজা করে ইষ্টদেবতার।
লক্ষ্মণ, সুমিত্রা আর জানকী তাঁহার
বসিয়াছে আনন্দে ঘিরিয়া,
পুত্রের মঙ্গলতরে পূজিছে জননী
নারায়ণে নয়ন মুদিয়া।
সরল, নিশ্চল দেহ, যজ্ঞ-বেদী'পরে
বহ্নি-শিখা যেন শোভা পায়,
দিব্য ক্ষৌম বাস অঙ্গে, কণ্ঠে মণিহার,
তুলসীর মালা দোলে তায়।

ল'য়ে পদধূলি শিরে কহে রঘুবর,—
"শুন মাগো! শুভ সমাচার,
প্রজার পালনে পিতা করেছে নিয়োগ,
অভিষেক হইবে আমার।
গুরু রাজ্যভার কালি করিব গ্রহণ,
কর মাগো! মঙ্গল-আচার।"
শুনিয়া সে প্রিয়বাণী নয়নে রাণীর
অশ্রুবারি ধরেনাক আর!
"সফল হইল মোর ব্রত উপবাস,"
কহে রাণী স্নেহমাখা স্বরে,
"ধন্য আমি, তোমা হেন সর্ব্বগুণময়
প্রিয় পুত্র ধরিছি উদরে।
চিরজীবী হ'য়ে বাছা! রাজ্য কর তুমি,
শত্রু যত হ'ক তব ক্ষয়,
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী চিরদিন যেন
করে রাম! তোমারে আশ্রয়।
রাজলক্ষ্মী বধূ—তার সিঁথির সিঁদূর
দিনে দিনে হউক উজ্জ্বল;
দিবা নিশি পূজি যাঁরে, পরম পুরুষ
নারায়ণ করুন মঙ্গল।"
এতেক কহিয়া রাণী শির পরশিয়া
আশীর্ব্বাদ করে বার বার;
লক্ষ্মণে কহিছে রাম মধুর হাসিয়া,—
"তুমি ভাই! পরাণ আমার,

মোর সনে কর, ভাই! পৃথিবী পালন,
　গুরু ভার নিও কিছু তুমি;
তোমা ছাড়া নাহি চাই স্বর্গ-সিংহাসন,
　কিবা ছার এই মর্ত্ত্যভূমি!
যা' কিছু আমার—রাজ্য, ধন, পরিজন,
　সকলি ত লক্ষ্মণ! তোমার,
সুখে দুঃখে হ'য়ো মোর সহচর তুমি,
　এক প্রাণ তোমার আমার!"
প্রণমি' মাতার পদে সুমিত্রা-চরণে
　সম্ভাষিয়া লক্ষ্মণে তখন,
সীতাসনে মৃদু পদে সহাস বদনে
　চলে রাম আপন ভবন।

পঞ্চম সর্গ।

সংযম।

　রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ তখন
রাম-গৃহ-দ্বারে করে আগমন।
কৈলাস-সমান সুধা-ধবলিত
বিশাল তোরণে মাণিক খচিত,
সোনার কলস জ্বলিছে চূড়ায়,
গরবে মাতিয়া ধ্বজা উড়ে তায়।
মুনি—আগমন শুনি' রঘুবর
বাহিরিয়া আসি' প্রণমে সত্বর;

কহে তপোধন, "শুনহ কুমার!
কালি অভিষেক হইবে তোমার,
আজি নিশি রহ জানকীর সনে
উপবাসী তুমি শুচি শুদ্ধ মনে।"
এতেক কহিয়া চলে তপোধন;
সীতাসনে তবে রঘুর নন্দন
পূজে নারায়ণে বিষ্ণুর মন্দিরে,
হবিঃপূর্ণ শুভ স্বর্ণপাত্র শিরে
করি' প্রদক্ষিণ প্রদীপ্ত অনলে
ঢালে ঘৃতধারা 'স্বাহা স্বাহা' ব'লে।
হোমের সে হবিঃ সুধার মতন
আনন্দে দম্পতি করিল ভক্ষণ।
বিষ্ণুর মন্দিরে কুশের শয্যায়
সীতাসনে রাম সুখে নিদ্রা যায়।
উঠে চারিদিকে সুখের হিল্লোল,
গীত বাদ্য—কত আনন্দের রোল!
পথে পথে উচ্চ দীপ-বৃক্ষ কত,
শোভে পুরী ফুল্ল মল্লিকার মত!
আলোকে প্লাবিত প্রফুল্ল বদনে
সাজি' নব নব বসন ভূষণে
দলে দলে লোক যাইছে চলিয়া,
রাম—কথা শুধু বলিয়া বলিয়া।
নিদ্রা নাহি আজি অযোধ্যাপুরীর—
রাম-কথা-পূর্ণ অন্তর বাহির!

ষষ্ঠ সর্গ।

মন্থরা।

প্রভাত হইল তবে শুভ বিভাবরী,
উষার প্রথম রাগে অযোধ্যানগরী
উঠিল নাচিয়া, পরি' বেশভূষা কত ;
রাজপথে চলে লোক মহানদীমত।
সাগরকল্লোলসম জনকোলাহল
উঠিল চৌদিকে, পুরী করে টলমল।
দেখিতে দেখিতে স্বর্ণরবির কিরণে
জ্বলিয়া উঠিল পুরী ; রাজার তোরণে
কাঞ্চনকলস কিবা করে ঝলমল,
গান গেয়ে পশে তাহে রমণীর দল।
চলে যোধগণ দীর্ঘ, অসিভল্লধারী—
কিরীটে রবির কর—কার্ম্মুক টঙ্কারি'।
চলেছে ব্রাহ্মণ কত অনলসমান,
করে শোভে গন্ধ, পুষ্প, মাল্য লম্বমান ;
সুগভীর বেদমন্ত্র লোকারণ্যমাঝে
উঠিছে মধুর ! সাজি' নব নব সাজে
চলিয়াছে পুরবাসী—তরুণ, প্রবীণ,
বাহু তুলি' নাচে শিশু তুলনাবিহীন !
পথে পথে জলধারা দিয়াছে ছিটায়ে,
রাশি রাশি ফুল তাহে দিয়াছে ছড়ায়ে ;
নব সহকারশাখা দোলায়ে দুয়ারে
রেখেছে মঙ্গলঘট পথের দু'ধারে।

কৈকেয়ীর প্রিয়দাসী মন্থরা তখন
প্রাসাদ-শিখরে একা করে বিচরণ।
হেরিয়া পুরীর শোভা বিস্মিত-অন্তর
ভাবে কুঁজী, কেন আজি এত আড়ম্বর।
অদূরে প্রাসাদ-চূড়ে হেরিল মন্থরা
ভ্রমিছে রামের ধাত্রী, হাস্যে মুখ ভরা,
শুভ্র ক্ষৌমবাস পরি' আনন্দে অধীর
হেরিছে সে শোভারাশি মহানগরীর।
ধীরে ধীরে গিয়া কুঁজী কহিছে তাহায়,—
"কেন আজি এত লোক রাজপথে ধায় ?
আনন্দের রোল এত কেন উঠে আজি ?
কেন নরনারী চলে নব সাজে সাজি' ?
শোভে দেবালয় যত সুধা-ধবলিত,
রাজপথে নানা সাজে বিপণি সজ্জিত।
আনন্দে রামের মাতা বিলাইছে ধন,
হ'বে কি রাণীর কোন ব্রত উদ্‌যাপন ?"
"জান না, গো দিদি ?" ধাত্রী কহিছে হাসিয়া,
না স'রে বচন—সুখে পড়য়ে ফাটিয়া,
"শুন নাই তুমি—রাম রাজা হ'বে আজি ?
তাই ত চলেছে লোক নব সাজে সাজি' !"
"বটে—বটে ?—আহা হ'ক !" কহিছে মন্থরা,
ললাটে কুটিল রেখা, বুকে বিষ ভরা ;
জানুতে রাখিয়া কর, কুঁজ উচ্চ করি'
নিশ্বাস ফেলিল যেন মহাবিষধরী !

ত্বরিতগমনে দাসী আইল নামিয়া,
কৈকেয়ীর ঘরে গিয়া কহিছে হাঁকিয়া,—
"এখনো রয়েছ শুয়ে? শিয়রে তোমার
আসিয়াছে মহাভয় বিকট—আকার!
মহাসর্প ফণা তুলি' করে গরজন,
সুখের শয়নে তুমি ঘুমে অচেতন!
বড় গরবিনী তুমি পতিসোহাগিনী—
পোহায়েছে আজি তোর সুখের যামিনী,
ভেঙেছে কপাল আজি, কৈকেয়ি! তোমার—
উঠ, উঠ, অভাগী রে! শুয়ে কেন আর?"
শুনি' সে কঠোর বাণী, চকিত নয়ানে
চাহে রাণী মাথা তুলি' মন্থরার পানে;
করতলে চারু গণ্ড করিয়া স্থাপন
অর্দ্ধেক শয়নে রাণী কহিছে বচন,—
"কেন এ বিষাদ তোর? কিবা অমঙ্গল
আইলি শুনিয়া? তাই এতই চঞ্চল!
আছে ত কুশলে বাছা ভরত আমার?
এসেছে কি আজি কিছু তার সমাচার?"
"না রাণি!" কহিল দাসী নিশ্বাস ফেলিয়া,
দুঃখের ভারেতে যেন পড়িল বসিয়া,
"চিরজীবী হ'ক বাছা ভরত আমার,
তারে ল'য়ে যাব আমি সাগরের পার!
এ পুরীতে নাহি হ'বে আমাদের ঠাঁই,
রামে সিংহাসন রাজা দিবে আজি তাই!

গোপনে গোপনে রামে দিয়া রাজ্যভার
তোমার মাথায় রাজা মারিবে কুঠার!
দেখ বাহিরিয়া, রাণি! ধ্বজা পতাকায়
রাম-অভিষেকে পুরী কিবা শোভা পায়!
আনন্দে রামের মাতা বিলাইছে ধন,
যাও তুমি, কর তাঁর চরণ বন্দন!"
  রাম হ'বে রাজা আজি, শুনি' সমাচার
উথলিল কৈকেয়ীর সুখপারাবার!
উঠিয়া বসিল রাণী শয্যার উপরে,
কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছ সরাইল করে—
প্রকাশিল হাস্যময় বদনমণ্ডল,
শারদ আকাশে যেন চাঁদ নিরমল!
আনন্দে রাণীর কান্তি উঠিল ফুটিয়া,
কণ্ঠ হ'তে রত্নহার তখনি খুলিয়া
দিয়া মন্থরার করে কহিছে বচন,—
"কি দিব তোমারে, দিদি? কি আছে এমন?
শুনালে যে প্রিয়বাণী, মূল্য তার নাই—
রামে আমি পুত্রসম ভাবি যে সদাই!"
  দূরে ফেলি' অলঙ্কার, রাগে গরগর
কহিছে মন্থরা, শিরে হানিয়া দু'কর,—
"হা কপাল! বুদ্ধিনাশ ঘটেছে তোমার,
সুধা বলি' বিষ তুমি করিছ আহার!
সতীনের বেটা পাবে রাজসিংহাসন,
তোমার আনন্দ তাহে—না শুনি এমন!

কি যে হ'বে ভরতের, ভাবিয়া ভাবিয়া
দেখ, রাণি! বুক মোর উঠিছে কাঁপিয়া!
রাজার নন্দিনী তুমি, জান সমুদয়,
রাজ্য লাগি' ধরামাঝে কিবা নাহি হয়!
যেমন ধরিবে রাম রাজদণ্ড করে,
ভরত না পা'বে ঠাঁই অযোধ্যানগরে,
দাস হ'য়ে বাছা মোর কাটাইবে কাল,
কৌশল্যার পদসেবা—তোমার কপাল!"
বাধা দিয়া কহে রাণী,—"জান না, মন্থরে!
মাতা হ'তে সদা রাম মোর পূজা করে,
ভরতে পরাণসম প্রিয় ভাবে রাম—
সদা সত্যবাদী সে যে সর্ব্বগুণধাম!
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হবে, রঘুকুলে রীতি,
রামে হেরি সিংহাসনে পা'ব মোরা প্রীতি।
রামের হইলে রাজ্য ভরতেরও তাই,
রামে আর ভরতে যে ভেদ কিছু নাই।
রামের সে হাস্যময় বদনমণ্ডল
হেরিলে স্নেহের রাশি ভরে হৃদিতল!
আনন্দের ধারা আজি বহে রাজ্যময়,
রামনামে তোর দিদি! কেন এত ভয়?"
"কেন এত ভয়?—ওরে পাগলিনী মেয়ে!"
কহে কুঁজী কৈকেয়ীর কাছে তবে যেয়ে',
"স্নেহে ভরা বুক সদা—সরলা বড়ই,
রামের সে হাসি বাছা! কি বুঝিবি তুই!